ইবসেন নাট্য-সম্ভার

॥ চতুর্থ খণ্ড ॥

অনুবাদ ও সম্পাদনা

সুনীলকুমার ঘোষ

ভূমিকা

ডক্টর অমলেন্দু বসু
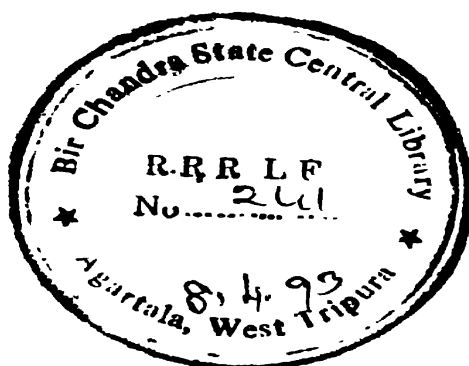
সান্যাল প্রকাশন : কলিকাতা ৭০০০০৯

॥ একমাত্র পরিবেশক ॥
জ য় দু র্গা লা ই ব্রে রী
৮এ কলেজ রো ঃ কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক
গৌরাঙ্গচন্দ্র সান্যাল
১৬ নবীন কুণ্ডু লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর
সুনীলকুমার বক্সী
প্রিণ্ট হাউস
৬৩এ/৩ হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৬

মূল্য ঃ ৩০·০০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী 'ইবসেন নাট্য-সম্ভারে'র চতুর্থ ও শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হলো। সময়সূচী মতো এই খণ্ডগুলি প্রকাশ করা নানান কারণে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি ব'লে আমরা আন্তরিক দুঃখিত; কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার হেনরিক ইবসেনের নাট্যসম্ভার আমরা যে প্রকাশ করতে পেরেছি এইজন্যে আমরা কম আনন্দিতও নই। এর আগে ইবসেনের দু'একখানি নাটকের বাংলায় অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ হলেও, সমগ্রভাবে তথ্যসম্বলিত হয়ে তাঁর নাট্যসম্ভার বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলো এই প্রথম। এই সংকলনগুলি ইবসেনের বিখ্যাত চোদ্দটি নাটক অনুবাদ আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। এইগুলির মধ্যেই ইবসেনের নাট্যপ্রতিভার উন্মেষ আর বিকাশ রয়েছে। এই নাটকগুলিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁকে এক আসনে বসিয়েছে। আলোচ্য সংকলনগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে প্রতিটি নাটকের সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা এবং তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। তার ফলে নাটকগুলির রসগ্রহণের দিক থেকে পাঠক-পাঠিকাদের বিশেষ সুবিধা হবে বলে আমাদের মনে হয়। তাছাড়া নাটক রচনা এবং নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইবসেনের অবদান কী সেই বিষয়ে ডঃ সমরেন্দ্র বসুর মূল্যবান দীর্ঘ আলোচনাটি নাট্যরসিক এবং গবেষকদের কাছে যথেষ্ট উপভোগ্য হবে বলে আমরা মনে করি। এই আলোচনাটি নিঃসন্দেহে আলোচ্য সংকলনগুলির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। পরিশেষে, নাটকগুলির অনুবাদ এবং সম্পাদনা করার জন্যে সুনীলবাবু যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তার জন্যে তাঁকে জানাচ্ছি আমাদের কৃতজ্ঞতা। ইতি—

বিনীত
প্রকাশক

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা / ইবসেন প্রসঙ্গে

॥ ১ ॥

মানুষের ইতিহাসে দেখতে পাই যে দৈহিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ সচেতন হয়েছে তার আত্মিক প্রয়োজনের দিকেও। একটি ছোট্ট শিশুর কথাই ভাবুন না। শিশুটি মাতৃক্রোড়ে শুয়ে স্তন্যপান করে' তার ক্ষুধার নিবৃত্তি করে, কিন্তু তার পরেই সে মায়ের গুনগুনানি শোনে ("আয় চাঁদ আয়" অথবা "খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল" অথবা অন্য কোনো ছড়ার বা গানের পংক্তি) এবং দৈহিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন, যে-প্রয়োজনকে বলতে পারি অন্তরাত্মার প্রয়োজন, সে-প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে ছন্দের সুরের দোলা, সেই প্রয়োজন মিটলে আনন্দ পায়, হাসিমুখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে, আনন্দে হাত পা ছোঁড়ে, গলা দিয়ে তার সে-আনন্দের আওয়াজ প্রকাশিত হয়, এই আনন্দ প্রকাশে মিটেছে তার আত্মিক প্রয়োজন। সভ্যতার ইতিহাসে দেখতে পাই যে মানুষ যূথবদ্ধ হয় নিরাপত্তার জন্যে, সঙ্ঘবদ্ধতার বলিষ্ঠতার জন্যে, কর্মে নিপুণতার জন্যে। এই সঙ্ঘবদ্ধতায় মানুষের সভ্যতার প্রথম প্রধান পদক্ষেপ, এবং এই সঙ্ঘবদ্ধতার অনেক ধরনের প্রকাশের মধ্যে একটি প্রকাশ হচ্ছে অনেকে মিলে একসঙ্গে কণ্ঠের সুর মেলানো, অঙ্গভঙ্গির সমন্বয়ে ভাবপ্রকাশ করা। অঙ্গভঙ্গির এই সঙ্ঘবদ্ধ সমন্বয়ে নিহিত থাকে নৃত্যগীত অভিনয় নাট্যকলা। ভারতীয় চিন্তার ঐতিহ্যে যে চৌষট্টিকলার কথা বলা হয়েছে তার বৈচিত্র্যে এই নাচগান অঙ্গভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ভাবের বিকাশ, সম্বোধির বিকাশ।

এই নাচগান অঙ্গভঙ্গির জটিল সমবেত মিশ্রণ পাওয়া যায় নাট্যাভিনয়ের মধ্যে। কয়েকজনে মিলে অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে একটি কাহিনী যা নিদেন পক্ষে একটি পরিস্থিতির মায়াময় রূপ প্রকাশ করা হয় দর্শক-শ্রোতার সামনে। একক আনন্দ মিলে মিশে যায় সামাজিক আনন্দের সঙ্গে। এক হয়ে যায় অনেক, অনেক হয়ে যায় এক, প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে আমরা পাই কল্পজগতের বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্য হচ্ছে নাট্যজগতের; অভিনয়ে প্রকাশিত জগতের; মহামূল্যবান সম্পদ। অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা পাই সুখ দুঃখ হর্ষ ক্লেশ, আমরা সেই জগতের কাছে আসি—রাজসভা, রণক্ষেত্র, ঝটিকাবিধ্বস্ত অর্ণবযান (শেক্সপিয়রের 'টেম্পেস্ট্' নাটকের সর্বপ্রথম দৃশ্যটি), বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কৃষিক্ষেত্র, গিরিশৃঙ্গ, গভীর বনানী, জগতের অগণিত আরো কত দৃশ্য

দৃশ্যান্তর। নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমরা অপ্রত্যক্ষ দৃশ্য, নিছক কল্পিত দৃশ্য, এমনকি অমানবিক ভাবজগৎ, সবকিছুই প্রত্যক্ষ করতে পারি।

নাট্যসাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস বস্তুত সভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাগৈতিহাসিক, এমন কালের কথা যখন ইতিহাসও তৈরি হয়নি। ইওরোপীয় নাট্যসাহিত্য শুরু হয়েছিল (আমরা যতদূর জানতে পারি সভ্যতার ইতিহাস থেকে) খৃষ্টপূর্ব শতকে। খৃষ্টের আবির্ভাবের পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন গ্রীসে নাটক অভিনীত হত, রঙ্গমঞ্চ ছিল না আধুনিক রঙ্গমঞ্চের মতো, কোনো গৃহাভ্যন্তরে সীমিত থাকত না, বরং দুয়েকটি বিষয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রার আসরের মতোই ছিল তা। গ্রীসের অ্যাথেন্স্ নগরীর অ্যাক্রপলিস্ নামক টিলার ঢালু অঞ্চলের শীর্ষে ডাইওনিসিয়সের থিয়েটার অবস্থিত ছিল এপিডাউরাস্ নামক জায়গায়। সেখানে (আরিস্টট্ল্ বলেছেন তাঁর নাটক সংক্রান্ত বিখ্যাত পুস্তকে) গ্যালারিতে বসতে পারত হাজার হাজার শ্রোতা-দর্শক, তারা বসত সারা দিনমান—প্রাতঃকাল থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে পর্যন্ত। একই দিনে একটির পরে একটি তিনটি নাটক অভিনীত হত। সে কারণেই প্রাচীন গ্রীক নাটকের অধিকাংশ ছিল "ট্রিলজি"—ত্রিস্তরী কাহিনী—ত্রয়ী কাহিনী—অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তিনে এক, একে তিন'। ত্রয়ী কাহিনীর প্রতিটি কাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক্‌ভাবে অভিনীত করা যায়, কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় আমরা বুঝতে পারি যে জীবন নিয়ত অগ্রসরমান, তার কোনো চূড়ান্ত সমাপ্তি নেই, যাকে শেষ মনে করছি, সেই শেষের পরেও জীবন প্রসারিত হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি (কিছু সময়বিরতির, ইন্টারভ্যাল-এর ব্যবস্থা রেখে) প্রবহমান জীবনস্রোতের এক এক করে তিনটি অধ্যায় দেখানো হত। এসব নাটককে বলা হত "ট্রিলজি"। কখনো কখনো প্রবহমান নাট্যধারায় চারটি স্তরেরও ব্যবস্থা হত, তখন এই চতুরঙ্গ নাটককে বলা হত "টেট্রালজি", চার পালায় এক পালার নাটক। এই ত্রিস্তরী অথবা চতুরঙ্গ নাটকের প্রতি অধ্যায়ের পর যে সীমিত বিরতি থাকত তাতে মঞ্চের সম্মুখস্থ ভূমিতে কোরাস্ সম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্গীত হত।

উপরের এই অতি সীমিত বর্ণনা থেকে বাঙালী পাঠক অনুমান করতে পারবেন যে এই বিদেশী নাটকের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির পুরাতন ঐতিহ্যবাহক যাত্রাগানের কিছু সাদৃশ্য আছে। থিয়েটারে নাটক যাত্রার আসরেও নাটক, কিন্তু দুই নাটকে কাহিনী পরিবেশনে বৈষম্য আছে, অতএব বৈষম্য আছে কাহিনী নিবেদনে, চরিত্র চিত্রণে, ভাষা প্রয়োগে, নাটকের আঙ্গিক প্রয়োগে।

প্রাচীন গ্রীসের সেই নাটক আর নেই, যুগ থেকে যুগে তার পরিবর্তন হয়েছে, হয়ে চলেছে। আমাদেরও প্রাচীন যাত্রাগান পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে আমাদের সমসাময়িক যুগ অবধি শিল্পের অন্যান্য অঙ্গগুলির মতো নাট্যশিল্পের পরিবর্তন হয়েছে, হয়ে চলেছে। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে গ্রীসের প্রাচীনতম নাট্যকার ছিলেন এস্কিলাস্, খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ সাল থেকে ৪৩৬ সাল পর্যন্ত, মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে

এস্‌কিলাসের সমসময়ী ছিলেন গৌতম বুদ্ধ ও চৈনিক ঋষি কনফুশিয়াস্‌। এ'দের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সোক্রেটেস্‌, প্লেটো, আরিস্‌টট্‌ল্‌। গ্রীক ও পরে রোমান নাট্যপ্রবাহের কাল থেকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি বহুধারা-বিস্তারী নাট্যস্রোত প্রবাহিত হয়েছে : গ্রীক নাটক, রোমান নাটক, রেনেসাঁস-অনুপ্রেরিত এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটক : এই স্রোতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পশ্চিম জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়র এবং প্রায় সমকালীন ফরাসী নাটক। (উত্তুঙ্গ নাট্যপ্রতিভাধর ছিলেন তিনজন—রাসীন, মলিয়র, কর্নেই। রেনেসাঁসের পরবর্তী যুগে নাটকের জোয়ারে ভাটা পড়ল, এবং যদিও পশ্চিম ইওরোপের নাট্যপ্রবাহ নিঃশেষ হল না, তবুও এই প্রবাহের তেমন কোনো তুঙ্গতাও রইল না। এর পরে যখন ইওরোপীয় সাহিত্যের নাট্যপ্রবাহে আবার জোয়ার এলো, যে-জোয়ারের বিশেষণ হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসবিদ্‌গণ "মডার্ন" (আধুনিক) শব্দটির প্রয়োগ করেন, সেই জোয়ারের শুরু হল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্‌স্‌ প্রমুখ পশ্চিম ইওরোপীয় দেশ ছাড়িয়ে উত্তর ইওরোপীয় এক দেশে, যার নাম হচ্ছে নরোয়ে। সেই জোয়ারের ধারার সম্মুখে ছিলেন উত্তর ইওরোপের নরোয়ে-দেশী লেখক হেন্‌রিক্‌ ইব্‌সেন্‌। সেই ইবসেনের রচনা-ই বিধৃত হয়েছে বর্তমান প্রকাশনা পরিকল্পনার চারখণ্ডী গ্রন্থে। ইবসেনের নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যাবে এই পরিকল্পনায়, সেই সঙ্গে আধুনিক জগতের কিছু অমূল্য চিন্তাধারার, বহু দিক্‌স্পর্শী মানব চরিত্রের, ও কিছু আত্মিক আদর্শের।

॥ ২ ॥

নাটক সম্বন্ধে ইব্‌সেন ও ইব্‌সেনের কাল নিয়ে কিছু আলোচনা করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে দু চারটি কথা চিন্তা করা আবশ্যক।

কোনো কোনো ইওরোপীয় ভাষায় নাটককে বলা হয় ড্রামা। এই শব্দটির উদ্ভব হয়েছে গ্রীক শব্দ 'ড্রামা' থেকে। শব্দটি গ্রীক থেকে চল্‌ল লাটিনে, লাটিন থেকে ইংরেজিতে, ফরাসীতেও (সেখানে 'ড্রাম' মানে কিছু করা) এবং ফরাসীর মতো অর্থই বহন করছে লিটুয়ানিয়ান শব্দ 'ড্যারাইটি'। এই যে ড্রামা বলতে বোঝালো 'কর্ম', সেই কর্মে সূচিত হল কোনো বাক্য অথবা কার্য যার ফলে শ্রোতার কল্পনাশক্তি, অনুভব-শক্তি আলোড়িত হয় প্রবলভাবে। ড্রামা কথাটির এই মৌল অভিধা আজ পর্যন্ত কার্যকরী আছে, এবং এই কার্যকারিতার জন্যেই, কল্পনাশক্তির উপরে প্রভাবের জন্যেই ড্রামা একটি work of art, অর্থাৎ শিল্পিত সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শিল্পিত সৃষ্টি একরকম play (ইংরেজি ভাষায় নাটক, নাটকে অংশগ্রহণ করা এসব বোঝাতে play শব্দটি নিয়ত ব্যবহৃত হয় : this is a historical play : who is going to play this part ?)। একরকম লীলা সূচিত হচ্ছে এই play শব্দটিতে, যে-লীলা শিল্পের

দৃশ্যান্তর! নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমরা অপ্রত্যক্ষ দৃশ্য, নিছক কল্পিত দৃশ্য, এমনকি অমানবিক ভাবজগৎ, সবকিছুই প্রত্যক্ষ করতে পারি।

নাট্যসাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস বস্তুত সভ্যতার ইতিহাসের মতোই প্রাগৈতিহাসিক, এমন কালের কথা যখন ইতিহাসও তৈরি হয়নি। ইওরোপীয় নাট্যসাহিত্য শুরু হয়েছিল (আমরা যতদূর জানতে পারি সভ্যতার ইতিহাস থেকে) খৃষ্টপূর্ব শতকে। খৃষ্টের আবির্ভাবের পাঁচ ছয় শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন গ্রীসে নাটক অভিনীত হত, রঙ্গমঞ্চ ছিল না আধুনিক রঙ্গমঞ্চের মতো, কোনো গৃহাভ্যন্তরে সীমিত থাকত না, বরং দুয়েকটি বিষয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন যাত্রার আসরের মতোই ছিল তা। গ্রীসের অ্যাথেন্‌স্ নগরীর অ্যাক্রপলিস্ নামক টিলার ঢালু অঞ্চলের শীর্ষে ডাইওনিসিয়সের থিয়েটার অবস্থিত ছিল এপিডাউরাস্ নামক জায়গায়। সেখানে (আরিস্‌টট্‌ল্ বলেছেন তাঁর নাটক সংক্রান্ত বিখ্যাত পুস্তকে) গ্যালারিতে বসতে পারত হাজার হাজার শ্রোতা-দর্শক, তারা বসত সারা দিনমান—প্রাতঃকাল থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে পর্যন্ত। একই দিনে একটির পরে একটি তিনটি নাটক অভিনীত হত। সে কারণেই প্রাচীন গ্রীক নাটকের অধিকাংশ ছিল "ট্রিলজি"—ত্রিস্তরী কাহিনী—ত্রয়ী কাহিনী—অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তিনে এক, একে তিন'। ত্রয়ী কাহিনীর প্রতিটি কাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাদের প্রত্যেকটিকে পৃথক্‌ভাবে অভিনীত করা যায়, কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় আমরা বুঝতে পারি যে জীবন নিয়ত অগ্রসরমান, তার কোনো চূড়ান্ত সমাপ্তি নেই, যাকে শেষ মনে করছি, সেই শেষের পরেও জীবন প্রসারিত হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি (কিছু সময়বিরতির, ইন্‌টারভ্যাল-এর ব্যবস্থা রেখে) প্রবহমান জীবনস্রোতের এক এক করে তিনটি অধ্যায় দেখানো হত। এসব নাটককে বলা হত "ট্রিলজি"। কখনো কখনো প্রবহমান নাট্যধারায় চারটি স্তরেরও ব্যবস্থা হত, তখন এই চতুরঙ্গ নাটককে বলা হত "টেট্রালজি", চার পালায় এক পালার নাটক। এই ত্রিস্তরী অথবা চতুরঙ্গ নাটকের প্রতি অধ্যায়ের পর যে সীমিত বিরতি থাকত তাতে মঞ্চের সম্মুখস্থ ভূমিতে কোরাস্ সম্প্রদায়ের সমবেত সঙ্গীত হত।

উপরের এই অতি সীমিত বর্ণনা থেকে বাঙালী পাঠক অনুমান করতে পারবেন যে এই বিদেশী নাটকের সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতির পুরাতন ঐতিহ্যবাহক যাত্রাগানের কিছু সাদৃশ্য আছে। থিয়েটারে নাটক যাত্রার আসরেও নাটক, কিন্তু দুই নাটকে কাহিনী পরিবেশনে বৈষম্য আছে, অতএব বৈষম্য আছে কাহিনী নিবেদনে, চরিত্র চিত্রণে, ভাষা প্রয়োগে, নাটকের আঙ্গিক প্রয়োগে।

প্রাচীন গ্রীসের সেই নাটক আর নেই, যুগ থেকে যুগে তার পরিবর্তন হয়েছে, হয়ে চলেছে। আমাদেরও প্রাচীন যাত্রাগান পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই খৃষ্টপূর্ব কাল থেকে আমাদের সমসাময়িক যুগ অবধি শিল্পের অন্যান্য অঙ্গগুলির মতো নাট্যশিল্পের পরিবর্তন হয়েছে, হয়ে চলেছে। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে গ্রীসের প্রাচীনতম নাট্যকার ছিলেন এস্‌কিলাস্, খৃষ্টপূর্ব ৫২৫ সাল থেকে ৪৩৬ সাল পর্যন্ত, মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে

এস্‌কিলাসের সমসময়ী ছিলেন গৌতম বুদ্ধ ও চৈনিক ঋষি কনফুশিয়াস্‌। এঁদের পরবর্তীকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন সোক্রেটেস্‌, প্লেটো, আরিস্‌টট্‌ল্‌। গ্রীক ও পরে রোমান নাট্যপ্রবাহের কাল থেকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি বহুধারা-বিস্তারী নাট্যস্রোত প্রবাহিত হয়েছেঃ গ্রীক নাটক, রোমান নাটক, রেনেসাঁস-অনুপ্রেরিত এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটক ঃ এই স্রোতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন পশ্চিম জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—উইলিয়ম শেক্‌স্‌পিয়র এবং প্রায় সমকালীন ফরাসী নাটক। (উত্তুঙ্গ নাট্যপ্রতিভাধর ছিলেন তিনজন—রাসীন, মলিয়র, কর্নেই। রেনেসাঁসের পরবর্তী যুগে নাটকের জোয়ারে ভাটা পড়ল, এবং যদিও পশ্চিম ইওরোপের নাট্যপ্রবাহ নিঃশেষ হল না, তবুও এই প্রবাহের তেমন কোনো তুঙ্গতাও রইল না। এর পরে যখন ইওরোপীয় সাহিত্যের নাট্যপ্রবাহে আবার জোয়ার এলো, যে-জোয়ারের বিশেষণ হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসবিদ্‌গণ "মডার্ন" (আধুনিক) শব্দটির প্রয়োগ করেন, সেই জোয়ারের শুরু হল ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্‌স্‌ প্রমুখ পশ্চিম ইওরোপীয় দেশ ছাড়িয়ে উত্তর ইওরোপীয় এক দেশে, যার নাম হচ্ছে নরোয়ে। সেই জোয়ারের ধারার সুমুখে ছিলেন উত্তর ইওরোপের নরোয়ে-দেশী লেখক হেন্‌রিক্‌ ইব্‌সেন্‌। সেই ইবসেনের রচনা-ই বিধৃত হয়েছে বর্তমান প্রকাশনা পরিকল্পনার চারখণ্ডী গ্রন্থে। ইবসেনের নাট্যপ্রতিভার নিদর্শন পাওয়া যাবে এই পরিকল্পনায়, সেই সঙ্গে আধুনিক জগতের কিছু অমূল্য চিন্তাধারার, বহু দিক্‌স্পর্শী মানব চরিত্রের, ও কিছু আত্মিক আদর্শের।

॥ ২ ॥

নাটক সম্বন্ধে ইব্‌সেন ও ইব্‌সেনের কাল নিয়ে কিছু আলোচনা করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কিছু ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে দু চারটি কথা চিন্তা করা আবশ্যক।

কোনো কোনো ইওরোপীয় ভাষায় নাটককে বলা হয় ড্রামা। এই শব্দটির উদ্ভব হয়েছে গ্রীক শব্দ 'ড্রামা' থেকে। শব্দটি গ্রীক থেকে চলুল লাটিনে, লাটিন থেকে ইংরেজিতে, ফরাসীতেও (সেখানে 'ড্রাম' মানে কিছু করা) এবং ফরাসীর মতো অর্থই বহন করছে লিটুয়ানিয়ান শব্দ 'ড্যারাইটি'। এই যে ড্রামা বলতে বোঝালো 'কর্ম', সেই কর্মে সূচিত হল কোনো বাক্য অথবা কার্য যার ফলে শ্রোতার কল্পনাশক্তি, অনুভব-শক্তি আলোড়িত হয় প্রবলভাবে। ড্রামা কথাটির এই মৌল অভিধা আজ পর্যন্ত কার্যকরী আছে, এবং এই কার্যকারিতার জন্যেই, কল্পনাশক্তির উপরে প্রভাবের জন্যেই ড্রামা একটি work of art, অর্থাৎ শিল্পিত সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই শিল্পিত সৃষ্টি একরকম play (ইংরেজি ভাষায় নাটক, নাটকে অংশগ্রহণ করা এসব বোঝাতে play শব্দটি নিয়ত ব্যবহৃত হয়ঃ this is a historical play : who is going to play this part ?)। একরকম লীলা সূচিত হচ্ছে এই play শব্দটিতে, যে-লীলা শিল্পের

লীলা, সৃজনী কল্পনার লীলা (কিছু শব্দ : playhouse, playwright, play-actor, play-goer ইত্যাদি শব্দে এই লীলার ব্যঞ্জনা আছে)। এই সৃজনী লীলা, এই আর্ট বা শিল্প এক হিসাবে খেলাও বটে, এমন খেলা যেখানে মানুষ যেন আর মানুষ না থাকতেও পারে, মানুষ হয়ে যেতে পারে দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব। মানুষ যেন লৌকিক ও অলৌকিক সবরকম শক্তিরই মালিক, একজন পুরুষ মেয়েমানুষ সাজতে পারে অথবা মেয়েমানুষ সেজে নিজেকে বানায় পুরুষ। এই শিল্পলীলায় অগণিত ব্যঞ্জনা সম্ভব, সেরকম সাজ ও ব্যঞ্জনা বহু নাটকের মধ্যে দেখতে পাই শেক্স্পিয়রের 'টেম্পেস্ট' নাটকে যেখানে একজন নট উড়ন্ত এরিয়েল সেজেছে, আরেকজন নট সেজেছে আঁশটে গন্ধমাখানো বৃহৎ মাছের মতো প্রাণী, আবার এই নাটকেই কয়েকজন নট নটী সেজেছে স্বর্গলোকবাসিনী আইরিস্, সেরেস্, জুনো, এবং আরো কয়েকজন সেজেছে নিম্ফ্ নামক পৌরাণিক যুবতী। লোকেরা নাটক দেখতে যায় একাধিক কারণে। দেখতে যায় আনন্দ লাভের জন্যে, মজার জন্যে, অভ্যস্ত বাস্তব জগতের অতীত এক রূপ-রস-শব্দ মণ্ডিত পরাবাস্তবের সম্মুখীন হওয়ার জন্যে। ইওরোপীয় চিন্তায় ড্রামা মানুষের পক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কল্পনা-উদ্বেলক।

আমাদের বাংলা ভাষায় ড্রামা শব্দের প্রতিরূপ পাই "নাটক" শব্দটিতে। অভিধানকার পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, নাট অথবা নাটক অথবা নাট্য একই সংস্কৃত মূল থেকে উদ্ভূত হয়ে একই অভিধা অর্জন করেছে শব্দগুলির অর্থ হচ্ছে অভিনয়ে দৃশ্যকাব্য। এই verbal origin বা বাচনিক উৎপত্তি যখন চালু হয়ে গেল তখন কালক্রমে বিষয়টির অভিধা কিছু জটিল ও বহুরূপী হয়ে গেল। নাটক হল ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রাচীন অঙ্গ, যে-অঙ্গ নিয়ে পণ্ডিতপ্রবর ভরত তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'নাট্যশাস্ত্র' রচনা করেছিলেন। এই 'নাট্যশাস্ত্র' সম্বন্ধে নিপুণ অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে 'ভারতকোষ' গ্রন্থে। এখানে একথা বলা দরকার যে ইওরোপীয় নাট্য-চিন্তায় ও ভারতীয় চিন্তায় বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। আরিস্টট্ল্ ও লন্জাইনাস্, যাঁরা গ্রীক ও রোমক চিন্তার প্রতিভূ তাঁরা ভরতমুনির অথবা তৎপরবর্তী শিল্প-দাশ নিকদের মতো একই বা একই ধরনের কথা বলছেন না। এ ছাড়া লক্ষ্য করার বিষয় যে আমরা যখন 'ভারতীয়' শব্দটি ব্যবহার করি নাটক বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য, তখন দুই অর্থেই করি : ভারতবর্ষে উদ্ভূত, অতএব ভারতীয় ; ভরতমুনি দ্বারা ব্যাখ্যার চিন্তা, অতএব ভারতীয়। নাটক নিয়ে যে সব জ্ঞানী ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত আলোচনা করে গেছেন তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন ভরতমুনি। ভরতমুনির চিন্তা সম্বন্ধে আলোচনা অনেকেই করেছেন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ আধুনিক আলোচনা পাই ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডক্টর সুশীলকুমার দে'র যুগ্ম চিন্তার ফল A History of Sanskrit Literature (Vol. I) নামক মহৎ গ্রন্থের ভূমিকায়, বিশেষত সেই ভূমিকার ৭৬ থেকে ৮৯ পৃষ্ঠায়।

কিন্তু নাটক পাঠে নাট্যতত্ত্ব পাঠের প্রয়োজন নেই। নাটক পাঠ করলে অথবা অপরের নাটকপাঠ শ্রবণ করলে অথবা (সবচেয়ে ভালো তাতেই হয়) নাটকের অভিনয়

দর্শন এবং শ্রবণ করলে আমরা অতীব উঁচু ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া বোধ করি। হেন্‌রিক ইব্‌সেনের মত বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার কী ধরনের নাটক লিখতেন তা সুচারুরূপে বুঝতে হলে তর্কমণ্ডিত গ্রন্থ অথবা সূক্ষ্ম সমালোচনা-গ্রন্থ অধ্যয়ন করা নিষ্প্রয়োজন। ইবসেনের নাটকগুলিই তাঁর নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদ উপভোগ করতে হলে সর্বপ্রথমে তাঁর রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজন মিটতে পারে বর্তমান গ্রন্থের অনূদিত নাটকগুলি অধ্যয়নের ফলে। এই অধ্যয়নের শুরুতে হেনরিক ইবসেনের কর্মজীবন সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানা দরকার। ইওরোপীয় নাটকের নব উন্মেষ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকে একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সেই নব উন্মেষের সঙ্গে আমাদের নাট্যকারের জীবনের ও কর্মের সংযোগ কোথায় ?

॥ ৩ ॥

ইবসেনের জন্ম হয়েছিল ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ২০ শে মার্চ তারিখে। যে পরিবারে তাঁর জন্ম সেই পরিবারে ডেনমার্ক, জার্মানী, স্কটল্যাণ্ড, এই তিন দেশ ও জাতির লোকের মিশ্রণ ছিল। হেনরিকের পিতা ছিলেন ক্যানুড হেন্‌রিক ইবসেন, তিনি পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী কিন্তু যখন ছেলে হেনরিকের বয়স মাত্র আট তখন পিতা ক্যানুডের ব্যবসা দেউলিয়া হয়ে গেল এবং তিনি সপরিবারে আশ্রয় নিলেন স্কীন শহরের এক প্রান্তে। সেই প্রান্তস্থলের একটি সাধারণ স্কুলে বালক ইব্‌সেনের শিক্ষা আরম্ভ হল। তরুণ ইবসেনও যাতে কিছু উপার্জন করে গেরস্থালির কিছুটা সুরাহা করতে পারেন সেজন্য তাঁকে ঔষধব্যবসায়ীর কাজে লাগিয়ে দেওয়া গেল। যে-তরুণের চিত্ত সৃজনী কার্যের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ছিল তার কেন ব্যবসায় কর্মে মন বসবে? এই বিংশতি-উত্তীর্ণ বয়স্ক তরুণের চিত্ত তখন সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনায় উদ্বেল। যখন তার বয়স উনিশ, তখন ১৮৪৭ সনে ইবসেন কিছু পদ্যরচনা করলেন। কোনো প্রশংসা পেলেন না; কিন্তু উদ্যমশীল যুবক নিজে নিজে বেশ কিছু পড়াশুনা করলেন এবং অচিরেই নরোয়ের রাজধানী ক্রিস্টিয়ানিয়াতে (বর্তমান নাম অস্‌লো, Oslo) চলে গেলেন ছাত্র হিসাবে। সেখানে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই একটি নাটক রচনা করলেন 'ক্যাটিলিনা', অমিত্রাক্ষর পঞ্চমাত্রিক ছন্দে। এই রচনার দুশো বছর পূর্বে ইংরেজ মহাকবি মিল্‌টন মহাকাব্যের বাহনস্বরূপে উদ্ভাবন করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তারও পূর্বে শেক্‌স্‌পিয়র ও এলিজাবেথ-যুগের ছন্দোবদ্ধ নাট্যকারগণ এই ছন্দেই লিখতেন। ইব্‌সেনের ছন্দ (বিশ বছরে লেখা) একটা মহৎ কবিক্রিয়া হয়নি, কিন্তু ঐ বয়সের তরুণের পক্ষে কৃতিত্বের বিষয়। তাছাড়া এই রচনাতে বোঝা যায় যে ইব্‌সেনের অন্তরে ছিল কবিত্বশক্তি এবং কবিত্বস্পৃহা। ক্যাটিলিনা (অথবা অনেক লেখকের রচনায় ক্যাটিলিন) ছিলেন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোম নগরীর জনৈক চক্রান্তকারী কূটনীতিপন্থী কুখ্যাত রাজনীতিবিদ্।

ইংল্যাণ্ডের ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতক থেকে শুরু করে ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে যে সব নাটক রচিত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নাটকই রোমক ইতিকথার কোন না কোন অংশ নিয়ে রচিত হয়েছিল। ইবসেন এইভাবে পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন।

কয়েক মাসের মধ্যেই আরো একটি নাটক লিখলেন, The Viking's Barrow, এটি কি নাটক হিসাবে অথবা কি কাব্য হিসাবে কোনো খ্যাতি অর্জন করতে পারল না। কিন্তু ইবসেন সাহিত্যচর্চা আদৌ ত্যাগ করেন নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-স্রষ্টাগণের অধিকাংশই লেখক বা শিল্পী জীবনের গোড়ায় নিজ সাহিত্যাদর্শের সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি, নিজ রচনা প্রকাশের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। শিল্প-সার্থকতা বড় কষ্টার্জিত বস্তু। কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাত্রেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন এবং জীবনসংগ্রামে কিছুদূরে অগ্রসর হওয়ার পরে কৃতিত্বলাভের সুখবোধ করেন। ইবসেনও প্রথম দিককার যশোহীনতা সত্ত্বেও এগিয়ে চললেন অনড় কল্পনা নিয়ে, নাটক রচনাতেই আত্মনিবেশ করবেন এই স্থির করলেন, তদানীন্তন নাট্যব্যবস্থায় সঙ্গে নিজের সৃজনী শক্তিকে মানিয়ে নিলেন. পদ্যে ও গদ্যে দুই রচনা প্রণালীতেই কৃতিত্ব অর্জন করলেন, তাঁর যুগের সমগ্র ইওরোপীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে খ্যাতিলাভ করলেন, এমন খ্যাতি যাতে আজ এক শতক বৎসরেরও পরে বলা যায়, বলা হচ্ছে, যে আধুনিক নাটকের প্রধান পথিকৃৎ হচ্ছেন হেনরিক ইবসেন।

বর্তমান নাট্যসম্ভারের প্রথম খণ্ডের সূচীপত্রের আগের পৃষ্ঠায় কয়েক লাইনের একটি ইংরাজী উক্তির উদ্ধৃতি আছে, আমার সংবেদনায় একটি মূল্যবান উক্তি। এই উক্তিটি স্বয়ং ইবসেনের, তিনি জনকয়েক বন্ধুর কাছে বলেছিলেন, সে-উক্তির বাংলা অনুবাদ আমি নিচে দিচ্ছি ঃ

"যে কেউ আমাকে ভালো করে' বুঝতে চান, তাঁকে নরোয়ে সম্বন্ধে জানতে হবে। এদেশের লোকে তাদের উত্তর দিকে তাকালে দেখতে পায় কঠিন অথচ দৃশ্যবিচিত্র ল্যাণ্ডস্কেপ (বিস্তৃত নিসর্গরূপ), এবং আরো দেখতে পায় আবদ্ধ জীবনের সৌন্দর্য—আবাসগৃহগুলি যেন একে অন্যের থেকে কয়েক মাইল দূরত্বে অবস্থিত—এবং এই দৃশ্যের ফলে তারা অন্য অধিবাসীদের জন্য উদ্বিগ্ন হয় না, কেবল নিজেদের কথা ভাবে। ফলে তারা চিন্তামগ্ন ও গম্ভীরচরিত্র হয়ে পড়ে, তারা নিজেদের মধ্যে ডুবে থাকে এবং প্রায় সময়ই নিরাশায় মগ্ন থাকে। নরোয়েতে প্রতি দুজন মানুষের মধ্যে একজন যেন দার্শনিক। আর ভেবে দেখুন সেখানকার অন্ধকারাচ্ছন্ন শীতকাল, বাহিরের জগৎটা ঘন কুয়াশায় ঢাকা! হায়, লোকেরা আকুল হয়ে ওঠে সূর্যের আবিভার্বের জন্য!"

স্থানীয় নিসর্গরূপের প্রভাব কতটা পড়তে পারে শিল্পী চরিত্রের উপরে সে বিষয়ে আমরা বাঙালীরা বিন্দুমাত্র সংশয়াচ্ছন্ন নই। যখন বাল্যকালে পড়েছি "গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা/কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা" তখন নিজেদের কথা মনে হয়েছে ঃ ভেবেছি যেন একটা ছবি দেখছি, নিজেরই ছবি, যে-ছবিতে নিসর্গের প্রভাবে আমার

নিজেরও চরিত্র হয়ে গেছে আশাহীন, বিষাদাচ্ছন্ন। বাংলা সাহিত্য থেকে আমরা অগণিত দৃষ্টান্ত বেশি না খুঁজেই পেতে পারি। স্মরণ করি শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" উপন্যাসের সেই অংশটি যেখানে রেঙ্গুনযাত্রী জাহাজে বসে লেখক (অথবা বলতে পারি শ্রীকান্ত নামক শরৎচন্দ্রের লেখকসত্তা) দেখছেন চারিদিকে বাত্যাবিক্ষুব্ধ উত্তাল ফেণিল সাগরজলরাশি, নৈসর্গিক আবেষ্টনী ও মানবচরিত্রের আশ্চর্য সাযুজ্য! অথবা অন্য একটি সাহিত্যাংশ থেকে দৃষ্টান্ত তুলছি। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" উপন্যাসের সেই অংশটির কথা ভাবুন যেখানে জাহাজে কলকাতায় ফিরছে ললিতা (ক্যাবিনের ভিতরে শুয়ে আছে) এবং বিনয় (ক্যাবিনের বাহিরে একটি বেতের আসনে বসে):

"রাত্রি গভীর অন্ধকারময়, মেঘশূন্য নভস্তল তারায় আচ্ছন্ন, তীরে তরুশ্রেণী নিশীথ আকাশের কালিমাঘন নিবিড় ভিত্তির মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, নিম্নে প্রশস্ত নদীর প্রবল ধারা নিঃশব্দে চলিয়াছে, ইহার মাঝখানে ললিতা নিদ্রিত··· 'আমি জাগিয়া আছি, আমি জাগিয়া আছি'— এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষঃ-কুহর হইতে অভয় শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকাশের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।"

নৈসর্গিক পরিবেশ দ্বারা আচ্ছন্ন মানবচরিত্র যে পরিবেশের সঙ্গে একার্থ হয়ে যায়, হয়ে যেতে পারে, ইবসেন সে কথা অতি নিপুণভাবে বুঝেছিলেন। সমদরদী বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তেও এই ইবসেনী বিশ্বাস প্রবলভাবে কাজ করে। নিসর্গের মূল্য সাহিত্যের রসসৃষ্টিতে কতখানি সে কথা শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী লেখকদের রচনায়—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়—এবং এই কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল নাম ছাড়া আরো বাঙ্গালী লেখকে—আমরা পেতে পারি। নিসর্গের মূল্য বুঝতে অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে—ইবসেনের রচনায় বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব যে-দৃষ্টান্তে প্রতিভাত হয় মানব চরিত্র, মানবকর্ম এবং নিসর্গ-পরিবেশের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। "ওয়াইল্ড্ ডাক্" ('বুনো হাঁস') নাটকে হিয়ালমার্ এক্ডাল্ বারেবারে বলছে, গানের ধুয়োর মতো: "The forests avenge themselves"—"অরণ্য প্রতিশোধ [illegible]য়"—এবং একথা যখন আমরা শুনি তখন এই নাটকের চরিত্র, ঘটনা, তার আরণ্য পরিবেশ সব মিলে মিশে একাকার হয়। আমরা বুঝতে পারি যে ইবসেনের নাটকে শুধুই ঘটনার ও চরিত্রের সম্মেলন নয়, এই সম্মেলনে নৈসর্গিক পরিবেশও অংশীদার। 'পেয়ার গিন্ট' নাটকে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকে লক্ষ্য করা যাক দৃশ্যের সূচনায় নাট্যকার কোন্ ধরনের বর্ণনা দিচ্ছেন। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে বলা হচ্ছে: "অ-সের খামার, তার পাশে বন, বনটি ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে, পাশ দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে···" এর পরে এই প্রথম অঙ্কেরই দ্বিতীয় দৃশ্যে বলা হচ্ছে: "ছোট একটি পাহাড়, ঝোপে-ঝাড়ে বোঝাই, পেছন দিয়ে রাস্তা, একটি বেড়া দিয়ে সেই রাস্তাটিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে···" এর পরে এই অঙ্কেরই তৃতীয় দৃশ্যে বলা হচ্ছে, "হেগ্ডার সামনের উঠোন, উঠোনের পেছনে খামার বাড়ি···" এবং তার পরের অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে বলা হচ্ছে "একটা উঁচু সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ, সময়—ভোর"।—এইভাবে এগিয়ে চলেছে

নৈসর্গিক দৃশ্যের পটভূমি এবং মানবিক ক্রিয়াকর্মের সাবলীল সম্পর্ক। ইব্‌সেন অতি খাঁটি কথা বলেছেন: তাঁর নাটকে শুধুই ঘটনা ঘটছে না, শুধুই কিছু মানব মানবীর কথাবার্তা আচরণ প্রকাশিত হচ্ছে না রঙ্গমঞ্চে, আসলে ইব্‌সেনের নাটকে মানব চরিত্র এবং নিসর্গ মিলেছে অন্তরঙ্গভাবে।

মানব চরিত্রের প্রকাশ হচ্ছে ইব্‌সেন-নাট্যের সর্বপ্রধান অঙ্গ। সেই প্রকাশ হচ্ছে নৈসর্গিক পরিবেশে অথবা নাগরিক পারিবারিক পরিবেশে, সেই প্রকাশের সঙ্গে মিলে থাকতে পারে অন্তরোৎসারিত কোনো আদর্শ (যেমন কিনা 'ডল্‌স্‌ হাউস্‌' নাটকে নারীর মুক্তির চিন্তা জড়ানো আদর্শ)। ইবসেন্‌ একদা একটি মূল্যবান উক্তি করেছিলেন: "It was not my desire to deal in this play with so-called problems. What I wanted to do was to depict human beings, human emotions, and human destinies, upon the groundwork of certain of the social conditions and principles of the present day."। মহৎ শিল্পীমাত্রেই এই মহৎ সৃজনী আদর্শ নিজের সম্মুখে রাখেন, এবং মহৎ শিল্পী থেকে শিল্পরসিক পেয়ে থাকেন অনবশেষ মানবিকতা, মানুষের কর্ম, মানুষের চিন্তা অনুভূতি হর্ষ বেদনা স্বপ্ন।

ইবসেনের রচনায় নিরবচ্ছিন্ন মানবিকতার আদর্শ উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় সাহিত্যের মহৎ লক্ষণ। এই শতকে মানবিকতার মহান আদর্শ বিকশিত হয়েছিল ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের উচ্চকোটি লেখকদের মধ্যে—ডিকেন্‌স্‌ ও হার্ডি, ভিক্‌টর ইয়ুগো, এমিলে জোলা, আঁদ্রে জিদ, মরিস্‌ মেটারলিঙ্ক ; টুর্গেনিয়েভ্‌, টল্‌স্‌টয়, ডোস্‌টয়েভ্‌স্কি, চেখভ—এবং আরো অনেক লেখকদের মধ্যে। (আমাদের বাঙলা সাহিত্যের মহৎ লেখকদের মধ্যে অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ অবশ্যই করব)। যে-মানবিকতার ধারা শুরু হয়েছিল এইস্‌কিলাস—হোমর—ভার্জিল—উপনিষদ—মহাভারত থেকে সেই মানবিকতারই একটি আধুনিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে ইব্‌সেনের নাট্যসম্ভারে। এই মানবিকতার একটি মূল্যবান রূপ দেখতে পাই ইব্‌সেন-নাটকের তীক্ষ্ণ ও গভীর সমাজচেতনায়। মহৎ শিল্প শুধু হৃদয়ের উন্মাদনা জাগায় না, বুদ্ধিবৃত্তির ও জ্ঞানের ও মানবজীবন সম্বন্ধে ধারণার অগ্রগতি ঘটায়। পাঠক (বা শ্রোতা বা দর্শক) জীবন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাঁর ক্রিটিক্যাল বা সমালোচনা শক্তি তীক্ষ্ণ হয়, উদাত্ত হয়। উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যে, বিশেষত পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যে চিন্তার ও জীবনবোধের যে তুঙ্গতা দেখতে পাই, সে তুঙ্গতা অর্জিত হয়নি সেকালের লণ্ডন—প্যারিস্‌—ভিয়েনা—বার্লিন মহানগরী থেকে, অর্জিত হয়েছিল উত্তর ইয়োরোপের হিমবায়ুশিহরিত ক্রিস্‌টিয়ানা নগরী থেকে, একজন অজ্ঞাতপরিচয় ইব্‌সেন নামক নরোয়েবাসী থেকে। আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের অন্যতম ইব্‌সেন মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তা দুইয়ের অবিস্মরণীয় বিশ্লেষণ করেছেন। যদি ইব্‌সেনের তাত্ত্বিক ভাবনাগুলিকে তাঁর নাটকীয় জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে যাই তাহলে মনে হবে না যে ভাবনাগুলি অসাধারণ। বস্তুত তাঁর,

রচনার অসাধারণত্ব হচ্ছে তাঁর ভাবনাগুলির ও নাটকীয় পরিস্থিতির সমন্বয়ে, সহাবস্থানে, সহযোগিতায়।

ইব্‌সেনের নাটকের অসাধারণত্ব প্রথমে প্রকাশ পায় তাদের কাব্যপ্রকরণে। প্রথম দিককার নাটকগুলি ছিল Poetic Drama বিভাগের অন্তর্গত, কাব্যসঙ্গত ভাষায় ও ছন্দে রচিত। এই কাব্যধর্মিতা সমকালীন ইয়োরোপীয় সাহিত্যের রেওয়াজ মেনে চলেছিল। আঠারো শতকের শেষদিকে পশ্চিম ইয়োরোপে শেক্‌স্‌পিয়রের খ্যাতির অসাধারণ পুনরুত্থান হয়েছিল। এই কালে জার্মানিতে অভ্যুদয় হয়েছিল শ্লেগেল, শেলিং, লেসিং প্রমুখ ধীমান সাহিত্যিকদের যাঁরা শেক্‌স্‌পিয়রের রচনার অনন্যচিত্ত ভক্ত ছিলেন, যাঁদের শ্রেষ্ঠ ছিলেন গ্যোয়টে। এঁরা সকলেই ছন্দোবন্ধ নাটক রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কালেই ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিগণ—ওয়ার্ডসওয়র্থ, কোলরিজ, বায়রণ, শেলি, কীট্‌স্‌ (এবং এঁদের তুল্য নয় এমন কবি—সাউদী, মুর) শেক্‌স্‌পিয়রের অনুসরণে ছন্দোবন্ধ নাটক লিখতে শুরু করলেন এবং এই অনুসরণের প্রবাহ পরবর্তী যুগের কবিদের মধ্যেও (যথা ব্রাউনিং, টেনিসন, আর্নল্ড, সুইনবার্ন) বলবৎ রইল। ফরাসী ভাষার নাট্যকারদের মধ্যে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি অজিয়ে ও দ্যুমার নাম। ছন্দোবন্ধ কাব্যনাটকই সে যুগের বৈশিষ্ট্য এবং এই নাটক পাঠক-দর্শককে নিয়ে যেত রোমান্টিক জগতে।

ইব্‌সেনও প্রথমে কাব্যরীতির মাধ্যমে নাটক রচনা শুরু করেন। এই কাব্যনাটকদের মধ্যে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ বলা যাবে "ব্র্যাণ্ড" নামক রচনাকে। "ব্র্যাণ্ড" প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৬ সনে, "পেয়ার গিণ্ট্‌" প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে। এই নাটকে তাঁর যে স্বদেশচেতনা প্রকাশিত হয়েছে সে-চেতনা ইব্‌সেনের জীবনীর পূর্ণাঙ্গ আলোচনার একটি অঙ্গ হতে পারে। এই নাটকের একটি মূল্যবান উপাদান হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধিৎসা। মানুষের কর্ম এবং কর্মের উৎস যে-উদ্দেশ্য, সে সম্বন্ধে একটি তীক্ষ্ণ মনস্তাত্ত্বিক চেতনা এই নাটকটির মধ্যে এক গভীরতা সঞ্চারিত করেছে। এই মনস্তাত্ত্বিক চেতনা ইব্‌সেনের পরবর্তী নাটকগুলিতেও প্রতিভাত এবং, তাছাড়া, তৎপরবর্তী ইওরোপীয় নাটকের অঙ্গ।

॥ ৪ ॥

১৮৭৯ সন থেকে ইব্‌সেন নতুন ঢংয়ের এক ধরনের নাটক লিখতে শুরু করলেন যেগুলিকে বলা যেতে পারে রিয়ালিস্‌টিক বা বাস্তবপন্থী নাটক। ইতিপূর্বে ইউজিন স্ক্রাইব্‌ নামক ফরাসী নাট্যকার এই রিয়ালিস্‌টিক্‌ ধরনের নাটক লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যে-নাটকে সমসাময়িক সমাজের কোন কোন আদর্শশূন্য জীবন প্রণালীকে ব্যঙ্গ করা হয়েছিল। ইবসেনও সমাজসংস্কার বিষয়ক নাটক রচনা করলেন ১৮৭৯ থেকে ১৮৯৯ সন অবধি। এই শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছে A Doll's House ('পুতুলের ঘর') নামক নাটক। এই নাটক আমাদের দেশেও (ইংরাজি

অনুবাদে) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য কখনো কখনো পাঠ্য হয়েছে। নাটকটির কাহিনী এরকম : টরভ্যাল্ড্ হেলমার একজন প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবী, সেই সঙ্গে একটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। তিনি তাঁর আদুরে স্ত্রী নোরাকে নিয়ে বাস করেন একটি বাড়িতে, শহরের গোলমাল থেকে দূরে, বাড়িখানা একটি পোষা পাখীর খাঁচার মতো। হেলমার নোরাকে সম্বোধন করে এ সব বচনে : আমার ছোট্ট পাখি ; আমার ছোট্ট কাঠবেড়ালি ; আমার ছোট্ট খরচে বউটি ; পালকের মতো হাল্কা মাথার ছোট্ট বউটি। যে দিক থেকেই দেখা যায়, নোরার জীবন স্বচ্ছ, সুখী, সুন্দর। তিনটি মাতৃবৎসল শিশু সন্তান ; নোরা তার স্বামীর প্রেয়সী, সন্তানস্নেহময়ী মা, পরিচারিকার প্রিয় কর্ত্রী ; পরিবারবন্ধু ডাক্তার র‍্যাঙ্কের আদরণীয়া শ্রদ্ধেয়া বন্ধু। বাড়িটিকে বলা হয়েছে Doll's House, পুতুলের ঘর, খেলাঘর। প্রথম অঙ্কের অনেকদূর পর্যন্ত পাঠকের/দর্শকের মনে হয়, এমন আনন্দের সংসার আর কি দ্বিতীয়টি আছে? কিন্তু, হায়, প্রস্ফুটিত গোলাপেও পোকা থাকতে পারে, নির্মল আকাশ থেকে বজ্রপাত হতে পারে। হেলমারদের খেলাঘরে সর্বনাশ নেমে এলো।—কয়েকবছর আগে নোরার স্বামী হেলমারের স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ হয়ে পড়ায় নোরা স্থির করল স্বামীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য দক্ষিণ ইয়োরোপের কোনো উষ্ণতর স্থানে গিয়ে বায়ু পরিবর্তন করবে। কিন্তু নোরার কাছে টাকা ছিল না। তার বাবার কাছে থেকে চেয়ে নেবে একথা ভাবল, কিন্তু বাবা পড়লেন সংকটাপন্ন (শেষ পর্যন্ত প্রাণনাশী) রোগে। তখন ক্রগস্টাড নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা ধার নিল নোরা। এই ধারের জন্য হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে হল, লেখা হল যে মাসে মাসে ধার শোধ হবে, শোধের শেষ তারিখও লেখা হল এবং এই দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে দস্তখত রইল নোরার বাবার।

কিন্তু আসলে ব্যাপারটি হয়ে গিয়েছিল বেআইনী। নোরার বাবা মৃত্যুশয্যায় থাকার দরুণ তাঁকে দিয়ে সই করায় নি নোরা, কিন্তু যে লোকটি কর্জ দিয়েছিল সেই ক্রগস্টাড দেখতে পেয়েছিল যে দস্তখত নোরার বাবার মৃত্যুর কয়েকদিন পরের তারিখে।

নোরার মনে কোন অসৎ অভিসন্ধি ছিল না। সে সময়মাফিক ক্রগস্টাডকে টাকা দিয়ে যাচ্ছিল, বাকি ছিল একটি মাত্র কিস্তি। কেউ জানত না এই কর্জের ব্যাপারটা, ক্রগস্টাড এবং নোরা ছাড়া। হেলমার এই ব্যাপারের কিছুই জানত না। কাহিনীতে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল যাতে হেলমার জেনে ফেলল দস্তখতের কথা। এর পরে নাটকের কাহিনী হয়ে গেল দ্রুতধাবী। হেলমার নোরাকে যতদূর সম্ভব দুর্বাক্য বলল কিন্তু যখন ক্রগস্টাড তার পূর্বপ্রণয়িনীর প্রস্তাবে সম্মত হল, স্থির করল জাল দস্তখতের কথাটা গোপন রাখবে। যখন হেলমারের বিপদ কেটে গেল, তার এবং নোরার আবার এক দাম্পত্য সুখের খেলাঘর তৈরী করা সম্ভব হল তখন নোরা এই খেলার সংসার ত্যাগ করা স্থির করল, তার নারীত্বের মর্যাদা রক্ষাই হল তার সর্বপ্রধান কর্তব্য। নোরা গৃহত্যাগ করল।

এই নাটকের প্রধান কথাই হল নারীর মর্যাদার প্রশ্ন। নারী কি কেবল স্ত্রী, মাতা, অপরের (স্বামীর , সন্তানের) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখাই কি তার সম্পূর্ণ কর্তব্য ?

তার নিজের কথা চিন্তার স্বাধীনতা কি তার নেই ? সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে কোন মানবিক দাবী কি নেই ?—এ হেন প্রশ্ন (এবং এর চেয়ে বহুগুণ জটিলতর, দার্শনিক দৃষ্টিতে গভীরতর প্রশ্ন) উনিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিম ইয়োরোপে উঠেছিল, বিশেষত মেরী উলস্‌টন ক্রাফ্‌ট্‌ (মিসেস গড্‌উইন)-এর প্রবন্ধাবলীতে। এই প্রশ্ন ছিল "ডল্‌স্‌ হাউস'' নাটকের কেন্দ্রীয় বক্তব্য এবং সে কারণে উনিশ শতকী ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ও চিন্তায় যে বৈপ্লবিক চিন্তার অভ্যুত্থান হয়েছিল তার একটি প্রধান নিদর্শন। আজ পর্যন্ত দেখা যায় যে অসংখ্য সাহিত্যপাঠকের কাছে ইব্‌সেনের নাম হচ্ছে স্ত্রী-স্বাধীনতাকামীর নাম। এই প্রসঙ্গে বলতে হবে যে এই নাটকটির মৌলিক ভাবটি (অর্থাৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার দৃঢ়-সংকল্প) সভ্যতার ইতিহাসের একটি উত্তুঙ্গ এবং বলিষ্ঠ ভাব নিঃসন্দেহে—বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে' এই ভাবের প্রকাশ বর্তমান—কিন্তু এই সঙ্গে আমরা (অর্থাৎ নাট্যসাহিত্যের পাঠকেরা) কখনো একথা ভুলতে পারি না যে নোরা হেল্‌মারের চরিত্র সৃষ্টি ইব্‌সেনের অতুলনীয় কীর্তি। নোরা হচ্ছে জননী-দুহিতা-জায়া এবং এই তিন সত্তার ঊর্ধ্বে ও সমন্বয়ে সে একজন নারী।

সমাজ-সমস্যার চেতনা থেকে ইব্‌সেন এগিয়ে চললেন তখনকার ইয়োরোপীয় দার্শনিক এবং শিল্পজাগতিক এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে। এই দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ উনিশ শতকের সাহিত্যচিন্তায় একটি প্রবল তত্ত্বজ্ঞান অনুপ্রবেশ করেছিল, সেই তত্ত্বজ্ঞানকে ইয়োরোপীয় ভাষায় বলা হয় "সিম্‌বলিজম্‌", বাংলায় আমরা বলে আসছি—"প্রতীকতত্ত্ব" অথবা "প্রতীকতাবাদ"। প্রতীকী চিন্তা পশ্চিম ইয়োরোপের শিল্পচিন্তায় ও দার্শনিক আলোচনায় প্রয়োগ করা হয়েছে খৃষ্টীয় যুগের পূর্বে থেকেই, প্লেটোর কাল থেকেই, এবং তারপরে যুগে যুগে খৃষ্টধর্মের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মচিন্তায় এবং শিল্পকর্মে প্রতীকতত্ত্বের ব্যবহার হয়েছে। পশ্চিম ইয়োরোপের ষোড়শ শতকী রেনেসাঁস থেকেই সাহিত্যে ও শিল্পে এখানে সেখানে প্রতীকী ভাব প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে আমরা প্রতীকী চেতনা পেতে পারি স্পেন্‌সারের ও শেক্‌স্‌পিয়ারের লেখায় কোথাও কোথাও, তাঁদের পরে ডান্‌ ও জর্জ হারবার্টের কিছু কাব্যে, তাঁদেরও পরে আঠারো শতকের শেষে উইলিয়ম ব্লেইকের অনেক রচনায়। কিন্তু কাব্যে প্রতীকতাবাদ সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হল উনিশ শতকী আমেরিকান কবি এড্‌গার অ্যালান পো'র কবিতায়। এর পরে থেকেই, অর্থাৎ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই প্রতীকী চিন্তা ইয়োরোপীয় শিল্পকর্মে ও শিল্পতত্ত্বে দুর্বার বেগে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ফরাসী কবি বোদেলেয়ার (১৮২১-৬৭) তাঁর যুগের মহত্তম প্রতীকী কবি ছিলেন। বোদেলেয়ারের পরে তিনজন ফরাসী কবি—ভেরলেইন্‌, র‍্যাঁবো, মালার্মে—উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (যে কালে ইব্‌সেন্‌ নাট্যক্ষেত্রে ধাপে ধাপে উৎকর্ষ অর্জন করছেন) তাঁদের কল্পনার ও সৃজনীশক্তির বৈচিত্র্যের প্রমাণ দেখিয়ে চিন্তার ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতীকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। চিত্রকলায় ও কাব্যে প্রতীকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হল উনিশ শতকের শেষার্ধে, কিন্তু নাটকে তখনো নয়। নাটকের প্রতিষ্ঠা হল ইব্‌সেনের প্রগতি

পন্থায় এবং এই পন্থা ইব্‌সেন অনুসরণ করেছিলেন তাঁর জীবৎকালের শেষ কয় বৎসর। "ওয়াইল্‌ড্‌ ডাক্‌" (বুনো হাঁস, ১৮৮৩-৮৪) থেকে শুরু হয়ে ইব্‌সেনের নাটক প্রতীক ধর্মের প্রকাশ হতে থাকল। নাট্যকার এখনো ব্যক্তিমানবকেই তুলে ধরছের পাঠকের কাছে, নাট্যদর্শকের কাছে কিন্তু ব্যক্তিমানব এখন কেবল সামাজিক আবেষ্টনীতেই দাঁড়িয়ে নেই, সমাজের পাঁচজনের মতো নিছক সামাজিক প্রাণী নয়, সামাজিকতাতেই তার সত্তা সমাপ্ত হয়নি, কিন্তু এই ব্যক্তিমানব এখন নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করছে এবং তার পথে সে এখন চলছে একাকী। "একলা চলো রে"—অভিজ্ঞতার পথ হচ্ছে একাকী ব্যক্তির নিঃসঙ্গ পথ, এই নিঃসঙ্গতাতেই জীবন সম্বন্ধে খাঁটি জ্ঞান অর্জন করা যায়। মানুষ যে-অভিজ্ঞতার পথে চলে সে-অভিজ্ঞতা হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের প্রতীক। এই প্রতীকবাদ আমরা দেখতে পাই ইব্‌সেনের শেষদিককার নাটকগুলিতে: 'রস্‌মার্‌স্‌-হোম্‌' (১৮৮৫-৮৬), 'সমুদ্র থেকে ফেরা' (১৮৮৮), 'হেড্‌ডা গ্যাব্‌লার' (১৮৯০)। পরবর্তী নাটক 'মাস্‌টার বিল্‌ডার' (১৮৯১-৯২) অন্য নাটকগুলির চেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং ব্যক্তিসত্তার মধ্যে শিল্পীসত্তা ও সামাজিক স্বভাবের দোটানা হচ্ছে এই নাটকের মূল্যবান ভাবনা। 'লিটল্‌ ইয়ল্‌ফ্‌' (১৮৯৪), 'জন গেব্রিয়েল বর্কম্যান' (১৮৯৫-৯৬) এক অপূর্ণ প্রতিভাবান ব্যক্তির ও তার সামাজিক পরিবেশ-সম্পর্কের বিষয় নিয়ে রচিত। ইব্‌সেন তাঁর জীবন-সায়াহ্নে চিন্তা করতেন শিল্পীসত্তার উপরে সমাজ-পরিবেশের প্রভাব কোন্‌ ধরণের সেই বিষয়ে, এবিষয়ে তাঁর শেষ চিন্তার প্রকাশ হয়েছে যে নাটকে তার নাম "হোয়েন উই ডেড্‌ অ্যাওয়েকেন', (আমরা মৃতাত্মাগণ যখন জেগে উঠি), ১৮৯৭-৯৯।

ইব্‌সেনের কালের সমাজের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে, নরোয়ের জীবন আর সে উনিশ শতকী জীবন নেই, তেমন জীবন নেই ডেনমার্কে, জার্মানীতে, ইটালীতে (যে-ইটালীতে ইব্‌সেন্‌ দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন); সমগ্র মানব জীবনের উপর বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের প্রভাব, প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত ও নূতন নূতন সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে, পড়ছে মানুষের উপরে। কিন্তু এই পরিবর্তনশীল সমাজের কিছু মূলতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে ইব্‌সেনের নাটকে এবং আমরা যারা বাঙালী তারা স্মরণে রাখি যে আমাদের রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি নাটকের অন্তরাশ্রিত শক্তি ইব্‌সেন ও মেটারলিঙ্কের প্রতীকী প্রেরণার সঙ্গে তুলনীয়।

॥ ৫ ॥

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে হেন্‌রিক ইব্‌সেনের যে উত্তুঙ্গ আসন সর্বত্র স্বীকৃত হয়ে আছে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন, কেননা সে-আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইবসেনের সৃজনী প্রতিভা সম্বন্ধে এবং তাঁর অতুলনীয় মানবিকতা সম্বন্ধে আমরা কিছু প্রদীপ্ত ধারণা অর্জন করতে পারি এবং সেই ধারণার সাহায্যে তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল

গুণগুলি বুঝতে পারি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকগণের প্রত্যেকের রচনায়ই কিছু না কিছু মূল গুণ বিদ্যমান থাকে। এহেন গুণ সফোক্লিসের ছিল, দান্তের রচনায় ছিল, কালিদাসের ছিল, চণ্ডীদাসে ছিল, শেকস্‌পিয়রে ছিল, রবীন্দ্রনাথের ছিল। ইতিহাসে ইবসেনের মর্যাদা এই সকল খ্যাতনামা লেখকদের মর্যাদার সমতুল্য, তবু সেই তুল্যতা সুষ্ঠুরূপে বুঝতে হলে ইবসেনের অতুলনীয় গুণগুলির কথা চিন্তা করা প্রয়োজন।

ইব্‌সেনের বহুবিধ সাহিত্যগুণের সর্বাগ্র গুণ হচ্ছে তাঁর রিয়্যালিজ্‌ম্‌। রিয়্যালিজ্‌ম্‌ শব্দটি ইংরেজি ভাষায় সেই বাস্তবপন্থী সৃজনী শক্তি বোঝায় যার সহায়তায় প্রতিভাবান শিল্পীরা যে শিল্পজগৎ সৃষ্টি করেন—ভাষাগত রচনায়, রংয়ের ও রেখার রচনায়, সুরের সমাবেশে, স্থাপত্যের ও ভাস্কর্যের প্রেরণায়—সেই শিল্পজগৎ যেন দৃশ্যমান স্থূল জগতের চেয়ে মহত্তর, সুন্দরতর। এই রিয়্যালিজ্‌ম্‌ শব্দটির সঙ্গে প্রযুক্ত হচ্ছে আরেকটি শব্দ—ন্যাচার্যালিজ্‌ম্‌—যে শব্দের ভাবার্থ মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং একই সঙ্গে রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শময় পঞ্চেন্দ্রিয়-আহরিত জৈব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য ও শিল্পের আলোচনায় ঊনিশ শতক থেকে এই দুটি শব্দই সব অগ্রগামী ভাষায় (বাংলা হিন্দী তামিল তেলেগু প্রভৃতি যাবতীয় ভারতীয় আর্য অথবা অনার্য ভাষায়) ব্যবহৃত হয়ে আসছে। শব্দ দুটির প্রয়োগ এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা না করে, (কারণ এখানে সে-আলোচনায় আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়ে তাত্ত্বিকতার মহাসাগরে চলে' যাব); এখানে এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকছি যে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ শব্দটি হেনরিক ইবসেনের নামের সঙ্গে এবং ন্যাচার্যালিজ্‌ম্‌ শব্দটি বিখ্যাত ফরাসী লেখক এমিল জোলার নামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। রিয়্যালিজম বুঝতে হলে ইব্‌সেন্‌কে সুচারুরূপে বুঝতে হয়। ন্যাচার্যালিজম্‌ বুঝতে হলে জোলাকে নিখুঁতভাবে বুঝতে হয়। পাঠকের কাছে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি রিয়্যালিজম শব্দ-প্রয়োগের। বাস্তব জীবনের রূপায়ণ হচ্ছে সাহিত্যের ও শিল্পের আদর্শ; একথা যদি মানি তাহলে স্মরণ করব বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে যখন ১৯৪৩ সনে আমাদের বাংলায় নির্মম দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মারা গিয়েছিল, লক্ষ লক্ষ লোক অস্থিচর্মসার হয়েছিল, সেই ক্লেশের অনেক ছবি এঁকেছিলেন (ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট স্কেচ্‌ ছিল সেগুলি) মহান চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন। এই স্কেচ্‌গুলি রিয়্যালিজ্‌মের প্রকৃষ্ট প্রয়াস। কাব্যের জগতেও রিয়্যালিজ্‌ম্‌ প্রকাশিত হয়েছিল একই বিষয় নিয়ে, একই জীবনগ্লানি থেকে উৎসারিত হয়ে। অন্তত তিনজন প্রতিভাবান কবি এই দুর্ভিক্ষের দৃশ্য অবলম্বন করে' কবিতা লিখেছিলেন: জীবনানন্দ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য। এই চিত্রে বিধৃত শিল্প, এই কবিতায় বিধৃত শিল্প, দুইই রিয়্যালিস্‌টিক্‌। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের শিল্পপদ্ধতিতে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ গত কয়েক শতাব্দী থেকেই দৃশ্যমান (কিছু স্প্যানিশ্‌ রচনায়, এলিজাবেথী-যুগের কোনো কোনো নাটকে, আঠারো শতকী উপন্যাসে), কিন্তু এই শিল্পপদ্ধতি সম্বন্ধে সুশৃঙ্খল চিন্তা ও আলোচনা শুরু হয় রোমাণ্টিক যুগ-পরবর্তী ইওরোপীয় শিল্পের ঊনিশ শতকী শিল্পচিন্তায় ও শিল্পকর্মে। এই নব-প্রচলিত শিল্প পদ্ধতিকে বলা হল

রিয়্যালিজ্‌ম্‌—বাঙলা ভাষায় যাকে বলতে পারি বাস্তব শিল্পপন্থা। শিল্পের, সাহিত্যের, দর্শনতত্ত্বের এই পন্থার অতি নিকটবর্তী পন্থা গত দুইশত বৎসরের শিল্পের ইতিহাসে পাই, এবং এই নিকটবর্তী পন্থাকে বলা হয় ন্যাচারেলিজ্‌ম্‌ বা প্রাকৃতিক পন্থা। এই পন্থাটিকে আমাদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

আধুনিক সাহিত্যে যাঁরা রিয়্যালিজমের প্রবর্তন করেছিলেন তাঁদের পথিকৃৎ ছিলেন হেন্‌রিক ইব্‌সেন। ইব্‌সেনের পূর্ববর্তী কোনো লেখক (ইংরেজিতে, ফরাসীতে অথবা অন্য কোনো ভাষায়) রিয়্যালিস্টিক্‌ লেখা লেখেননি এমন নয়, কিন্তু রিয়্যালিস্‌টিক্‌ সাহিত্য যে শিল্পসৃষ্টির তুঙ্গতম চূড়ায় উঠতে পারে তেমনটি প্রথম দেখালেন হেন্‌রিক্‌ ইব্‌সেন। ইব্‌সেনের লেখায় এমন অভিনব শক্তিমণ্ডিত গভীর জীবনবীক্ষা, বাস্তব জীবনের দর্পণোদ্ভাস প্রকাশিত হল, এমনভাবে আরিস্‌টট্‌ল্‌-কথিত ষড়ঙ্গ নাটকের প্রতিটি অঙ্গ বিকশিত হল যে সারা ইয়োরোপে এই নতুন নাটক আলোচনার এবং আরাধানার বিষয় হয়ে উঠল। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকজন মহান নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছেন। (আমি এখানে প্রাচ্য জগতের—বিশেষত ভারতবর্ষের ও চীনদেশের—নাটকের তুলনায় আসছি না, কেননা প্রাচ্য নাট্যের মৌলিক তত্ত্বে ও ইওরোপীয় নাট্যের মৌলিক তত্ত্বে কিছু গভীর ব্যবধান আছে যদিও আমাদের ভারতবর্ষীয় সাহিত্য-শিল্প-নাট্যের ভাবনায় বহু প্রতীচী প্রভাব প্রবেশ করেছে।) নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবকদের মধ্যে ইব্‌সেন অন্যতম। আমরা গ্রীসের সোফোক্লিসের কথা, রোমের প্লটাস ও টেরেন্স, ইংল্যাণ্ডের শেক্‌স্‌পিয়রের কথা, ফ্রান্সের কর্নেই ও রাসীনের কথা যে উদ্দীপনার সঙ্গে ইওরোপীয় নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় উচ্চারণ করি তেমনি উদ্দীপনা বোধ করি যখন উনিশ শতকী নাট্যসাহিত্যের প্রসঙ্গে ইব্‌সেনের ও বিয়র্নসেনের রচনার ব্যাখ্যা করি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইব্‌সেনী রিয়্যালিজ্‌ম্‌ ছড়িয়ে পড়ল ইওরোপের সাহিত্যমুখর দেশগুলিতে—বিশেষত ইংল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে, স্পেনে, জার্মানিতে, ইটালিতে, রুশ দেশে। আমরা বাঙালী পাঠকেরা যখন উনিশ শতকী ইওরোপীয় সাহিত্য (বিশেষত নাটক ও উপন্যাস) পড়ি তখন সর্বত্র ইব্‌সেনী তত্ত্বভাবনার, তত্ত্ব-আঙ্গিকের ছাপ দেখতে পাই। গুস্তাভ্‌ ফ্লোবেয়ার ('মাদাম্‌ বোভারি'), এমিলে জোলা ('জার্মিন্যাল' এবং অন্যান্য গ্রন্থ), টল্‌স্‌টয় ('ওয়ার অ্যাণ্ড পীস', 'অ্যানা কারেনিন', 'রেজারেক্‌শন'), ডোস্‌টোয়য়েভ্‌স্কি ('ক্রাইম্‌ অ্যাণ্ড পানিশ্‌মেণ্ট', 'ব্রাদার্স ক্যারামাজভ্‌'), এসকল লেখকগণ এবং তাঁদের গ্রন্থগুলি সাহিত্যের ইতিহাসের চিরন্তন সম্পদ। কয়েক দশকের মধ্যেই এই রিয়্যালিজ্‌ম্‌ পৃথিবীর যাবতীয় প্রগতিশীল সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়ল, ছড়িয়ে পড়ল আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও। উনিশ শতকে যখন বাঙলা ভাষায় উপন্যাস রচনার ঢেউ এসে লাগল, ইওরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে (বিশেষত ইংরেজি ও ফরাসী উপন্যাসের প্রভাবে), তখন থেকেই বাঙলাতে রিয়্যালিজমের লক্ষণ দেখিতে পাই, এই রিয়্যালিজ্‌ম্‌-এর উৎস ভিক্‌টর ইয়ুগো, মোপাসাঁ, ডিকেন্‌স্‌, টলস্টয়, ডোস্‌টোয়য়েভস্কি, এবং সর্বোপরি হেনরিক্‌ ইব্‌সেন।
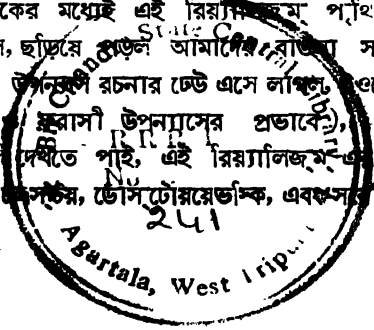
রিয়্যালিজ্‌ম্‌-মণ্ডিত নাটকে (বস্তুত সবরকম সাহিত্য শাখাতেই) কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই : (ক) এই নাটক লিখিত হয় গদ্যে, সাদাসিধে সর্বদা-ব্যবহৃত আটপৌরে গদ্যে। কাহিনীটি হয়তো প্রাচীন ঐতিহাসিক কালে বিন্যস্ত হতে পারে, সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের নরনারীর আচার ব্যবহার প্রকাশ করতে পারে। (খ) এই নাটক (আমরা গল্প/উপন্যাস/এমনকি কবিতা) খুবই স্বাভাবিক, প্রকৃত ঘটনা, কাহিনী, জীবন বর্ণনা করে যার ফলে পাঠক মনে করতে পারেন যে এহেন জীবন তাঁর দেখা এবং শোনা অভিজ্ঞতার আওতায় আছে। (পাঠক স্মরণ করুণ 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে লেখা মণীশ ঘটকের 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' নামক গল্প সংগ্রহটি; শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাকুঠীর গল্পগুলি, গৌরীশংকর ভট্টাচার্যের 'ইস্পাতের স্বাক্ষর'-শীর্ষক উপন্যাসটি।) রিয়্যালিজমের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ণিত কাহিনীর জীবনের সঙ্গে বাস্তব জীবনের সাম্য : জীবনে যেমনটি দেখি শুনি, এই সাহিত্যেও তেমনি পাই; এই সাহিত্যের জীবন ও ভাষা বাস্তব জীবনের জীবন ও ভাষার তুল্যতা।

॥ ৬ ॥

বাস্তব জীবনের এই প্রভাব হেনরিক্‌ ইব্‌সেনের রচনায় সৃজনীশক্তিসম্পন্ন। Ghosts ('প্রেতযোনি') নাটকটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন (বর্তমান নাট্যসম্ভারের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম ভূমিকাতে আছে) একদিকে যেমন নিন্দা এবং অভিযোগপূর্ণ সমালোচনা হতে থাকল, অন্যদিকে অনেক জ্ঞানী পাঠক নাটকটির প্রশংসা করলেন, বিশেষত গ্রীক সাহিত্যের জনৈক অধ্যাপক বললেন, of all the modern dramas we have read, 'Ghosts' comes closest to classical tragedy। এই বিদ্বান ব্যক্তি এমনও বললেন যে যখন সমকালীন তর্কবিতর্কের অবসান হবে তখন সাহিত্য-সেবকগণ স্বীকার করবেন যে এই নাটকটি হচ্ছে the greatest work of art which he [Ibsen] or indeed our whole dramatic literature has produced; ইব্‌সেনের স্বদেশীয় সাহিত্যে এবং অন্যত্র ও তাঁর রিয়্যালিস্‌টিক রচনার মহতী কীর্তি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু শুধু প্রশংসিতই হয়নি, এই নাটকের বাস্তব পন্থা অবিলম্বে সমগ্র ইয়োরোপীয় সাহিত্যে (কী নাটকে, কী কাব্যে, কী গল্পে উপন্যাসে) প্রভাব বিস্তার করল। বর্তমান নাট্যসম্ভারের (দ্বিতীয় খণ্ডের) ভূমিকায় এই নাটকটি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য ও মতামত পাওয়া যায়।

ইব্‌সেন-প্রবর্তিত রিয়্যালিজ্‌ম্‌, সভ্য সামাজিক জীবনের নির্ভর, কুশাগ্র বিশ্লেষণ-সম্পন্ন, সমসময়ী সমাজ সম্বন্ধে মানবিকতাবোধসম্পন্ন সৃজনী মনোভাব অনতিবিলম্বে সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকল এবং সেই প্রভাবের ঢেউ আমাদের বাংলা

সাহিত্যেও লাগল বিশের শতকে। বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বাস্তবপন্থী রচনার নাম ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে; সেই বাস্তবপন্থার প্রবাহ আজো চলছে, চিরদিন চলবে, এবং তাতে প্রমাণিত হবে যে রিয়্যালিজ্‌ম্‌ একটা সাময়িক ফ্যাসান নয়, একটা শাশ্বত গতি। ইব্‌সেন-নাটকের বিষয়বস্তুর বাস্তবপন্থার উল্লেখ যখন করি তখন একটি সমগোত্রীয় বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। যেহেতু বিষয়বস্তু বাস্তবপন্থী, সেজন্য উনিশ শতকের শেষ তিন চার দশকে ইওরোপের কয়েকটি নাট্যামোদী দেশে (জার্মানি, অস্‌ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইটালি, অবশ্যই ইংল্যান্ড, এবং অনতিকালমধ্যে রুশদেশে বিশেষত যখন থেকে চেখভের নাটক অভিনীত হতে থাকল) ইব্‌সেনের শক্তিশালী প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকল stage decor-এ, অর্থাৎ মঞ্চসজ্জায়। ইব্‌সেনের The Pretenders নাটকেই সর্বপ্রথম বাস্তবপন্থী মঞ্চসজ্জা প্রযুক্ত হল। এই নাটক (প্রথম প্রকাশিত ১৮৬৪ সনে) যখন পরে মেইনিঙেগলের ডিউকের প্রাসাদে অভিনীত হল তখন একটি দৃশ্যে যে রিয়্যালিস্‌টিক (বাস্তবপন্থী) মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার একটি বিস্তৃত চিত্র আমি জার্মানির কোল্‌ন্‌ নগরে দেখেছি: একটি বিশাল প্রশস্ত আমোদ কক্ষ; সুসজ্জিত নরনারী (সজ্জায় প্রচুর পার্থক্য) দাঁড়িয়ে আছেন অথবা বসে আছেন, ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে, এইসব বহু মূর্তির মধ্যেই সম্মিলিত এক রূপ দেখা যায়: বহুর মধ্যে এক, একের মধ্যে বহু। নাটকের কাহিনীর বাস্তব পন্থার সঙ্গে মিলেছে দৃশ্যের বাস্তব অনন্যতা। এই অনন্য বাস্তবতা ইংল্যাণ্ডের অভিনয় গৃহে (অর্থাৎ লণ্ডনের থিয়েটারে) আমদানী করলেন ১৮৯০ সনে জে. টি. গ্রেইন নামক জনৈক অতীব কুশলী ওলন্দাজ শিল্পী। গ্রেইন লণ্ডনে শুরু করলেন ইব্‌সেনের An Enemy of the People (জনসাধারণের শত্রু) নাটকটির মঞ্চাভিনয় দিয়ে পরবর্তীকালে বিখ্যাত (বিশেষত বার্নার্ড শ'র নাটকাভিনয় সম্পর্কে বিখ্যাত) Independent Theatre মঞ্চে। ইব্‌সেনের খ্যাতি সূর্যোদয়ের আলোকের মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা পৃথিবীতে, বিশেষত ইংরেজিভাষী দেশগুলিতে এবং ইব্‌সেন-নাটকের কাহিনী, বক্তব্য, চরিত্র, ঘটনাসমন্বয়, তত্ত্বমূল—সবকিছু নিয়েই যেন এক নিরবধি আলোচনা এবং অনুকরণ শুরু হয়ে গেল, এবং এই প্রভাবের সংঘাত আমাদের বাংলা নাটকেও প্রবল হল।

উত্তর ইওরোপের দুজন নাট্যকার এই জাগতিক বিপ্লব সাধন করলেন: হেন্‌রিক ইব্‌সেন, বিয়র্নস্টার্ন বিয়র্নসেন। জনৈক সাহিত্য-সমালোচক ইব্‌সেন্‌ ও বিয়র্নসেনকে বলেছেন, Giants of the North; দুই নাট্যকার যেন সত্যই জায়েণ্ট ছিলেন, যেন পা ছড়িয়ে নাট্যজগতে বেষ্টনী পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইব্‌সেন সৃজনী জীবন শুরু করেছিলেন কাব্য-নাট্য রচনা দিয়ে কিন্তু অনতিকাল পরে পদ্য থেকে গদ্যে চলে গেলেন। এই নব-পদার্পণ ছিল তাঁর রিয়্যালিজ্‌মের প্রবল প্রগতির লক্ষণ। এই রিয়্যালিজ্‌ম্‌ তাঁর রচনায় দুটি বিশেষ ধারা নিয়েছিল: প্রথমত, নূতন আঙ্গিক প্রবর্তনায়; দ্বিতীয়ত, মানবসত্তা সম্বন্ধে গভীর সম্বোধি; নর-নারী, সৎ অসৎ, কর্মী স্বপ্নদ্রষ্টা সকলের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে

তিনি প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এই শক্তি মেনেছিলেন আইরিশ্ নাট্যকার, ও'কেইসী যিনি মনে করতেন সর্বাগ্রে ইব্‌সেন, তারপরেই স্ট্রিনড্‌বার্গ।

ইব্‌সেনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র প্রতীচ্য জগতে (এবং সেখান থেকে প্রাচ্য জগতেও), কিন্তু সে-প্রভাব সম্ভবত প্রবলতম হয়েছিল রুশ দেশে। যে বাস্তবপন্থা ইব্‌সেন-রচনার সর্বত্র দেখতে পাই, কাহিনী-নির্বাচনে, চরিত্র চিত্রণে, ভাবসমৃদ্ধিতে, দার্শনিকতায়, সে সবই উনিশ শতকের নবজাগ্রত রুশ সাহিত্যে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং কালক্রমে টলস্টয় ডোস্টোয়েভ্স্কি, চেকভ, গোর্কি প্রভৃতি মহান লেখকগণ রিয়্যালিজ্ম্-ধর্মী হলেন। ১৯০৩ সালে চেকভ একটি ভ্রাম্যমান নরোয়েজীয় নাট্যসমিতির নাটক দেখার সময় বলেছিলেন, 'You know, Ibsen is my favourite writer'; ইব্‌সেনের প্রভাব ততদিনে সমগ্র রুশ সাহিত্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই সময়েই সুবিখ্যাত থিয়েটার-ডিরেক্টর স্টানিস্লাভ্স্কে মস্কো আর্ট থিয়েটার নতুন করে সাজালেন এবং ইব্‌সেন ও বিয়র্নসেনের নাটকের সঙ্গে সঙ্গে রুশ নাটক মঞ্চস্থ করতে লাগলেন, রুশ নাট্যকারদের মধ্যে ছিলেন টল্স্টয়, চেকভ, গোর্কি।

ইব্‌সেন-নাটকের প্রভাব অন্যান্য বহুদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আইরিশ নাটক। সে যুগে আয়ার্ল্যান্ড দেশ বিস্তৃতিতে, রাজশক্তিতে, অর্থসম্পদে ইয়োরোপের উচ্চশ্রেণীর দেশ নয়, তৎসত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই যে নবনাট্যচেতনা প্রকাশিত হয়েছিল আইরিশ লেখকদের মধ্যে, বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলিতে সেই চেতনা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। অস্কার ওয়াইল্ড্ এবং জর্জ বার্নার্ড শ লণ্ডন নাট্যজগতে যোগ দিয়ে বিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করলেন এবং বার্নার্ড শকে ইব্‌সেনের সমগোত্রীয় নাট্যকার বলা যায়। আরো কয়েকজন খ্যাতনামা আইরিশ নাট্যকারের উদ্ভব হল—লেডি গ্রেগরি, সীন্জ্, ও'কেইসি—এঁরা প্রত্যেকেই ইব্‌সেনের প্রভাবে মণ্ডিত। এই প্রভাব অনতিকালমধ্যেই পৌঁছল যুক্তরাষ্ট্রে। বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও'নীলের পর থেকে আমেরিকায় যে প্রবল নাট্যস্রোত প্রবাহিত হতে থাকল তাতে ইব্‌সেনী চিন্তার ও শিল্পবোধের ও গঠনকৌশলের প্রভাব সুস্পষ্ট। ইব্‌সেনের কাল থেকে আধুনিক কাল দূরে সরে গেছে: দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে ধ্বংসকারী যুদ্ধ আরো হয়েছে, রাজনৈতিক প্রলয় হয়ে গেছে একাধিক। অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন হয়েছে প্রচণ্ড বেগে। নাটকেরও পরিবর্তন হচ্ছে কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে এই পরিবর্তনশীল নাটকের উৎস হেনরিক ইব্‌সেনের জীবনবোধে, তাত্ত্বিক চিন্তায়। এখন আর শেরিডানের, বেন জন্সনের নাটকের যুগে আমরা বসবাস করছি না, এখন মনোভঙ্গিতে

আমরা ইব্‌সেনপন্থী। যে নূতন নাটকের আবির্ভাব হচ্ছে, ইউজিন্‌ ও'নীলের, আর্থার মিলারের, স্টাইনবেকের, উইলিয়াম সারোয়ানের নাটকে, সেসব গঠিত হচ্ছে উনিশ শতকী ইওরোপীয় নরোয়েজীয় নাটকের এব নাট্যচিন্তার বাস্তব চিন্তার প্রভাবে। গোড়াতে আছেন হেন্‌রিক ইব্‌সেন। বাস্তব চিন্তার এই প্রভাব স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, এর সঙ্গে মিশ্রিত আছে আধুনিক জগতের প্রতীকী দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু "টুলেন্‌ ড্রামা রিভিউ" নামে যে বিদ্বোৎসাহী পত্রিকা আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয় সেই পত্রিকার বহু প্রবন্ধে ইব্‌সেনের যুগান্তকারী প্রভাব উল্লিখিত হয়েছে। ইব্‌সেনের পরে প্রতীচী নাটক নূতন নূতন দিকে অগ্রসর হয়েছে। আজকের জগৎ পিরানদেল্লোকে ছাড়িয়ে চলছে (আমাদের বাংলা নাটকেও তেমনি), জাঁ আনুই এখন আর 'লেটেস্‌ট্‌' নন্‌, স্যামুয়েল বেকেটের প্রতিটি নাটক ('ওয়েটিং ফর্‌ গোডো') এখনো চলছে যদিও তার তত্ত্বকথা দর্শকের কাছে আর অপরিচিত নয়। বেকেটের প্রতীকতার দরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি নাটকের শক্তি যেন নতুন করে প্রতিভাত হচ্ছে বাঙালী পাঠকের কাছে।

ইব্‌সেন-প্রবর্তিত বাস্তবপন্থী নাটকীয় চিন্তা থেকে আধুনিক নাটকীয় চিন্তা কিছু দূরে সরে এসেছে অবশ্য কিন্তু ইব্‌সেনের মূল চিন্তা, দার্শনিক তত্ত্ব, সমাজবোধ আজ অবধি বিশ্বের প্রধান নাট্যসৃষ্টির অন্যতম মূল্যবান সৃজনী প্রেরণা। ইয়োরোপীয় জগতে, এশিয়ার এবং আমাদের ভারতবর্ষেও যে আধুনিক নাটক বিচিত্র এবং মহৎ রূপ পরিগ্রহণ করেছে সেই রূপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান পাওয়া যায় হেন্‌রিক্‌ ইব্‌সেনের নাটকে : সেই ইব্‌সেনের নাটকগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নাটক স্বচ্ছন্দ বাংলাতে অনুবাদ করে শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ মহাশয় আমাদের সাহিত্যের, বিশেষত নাট্যসাহিত্যের প্রভূত উপকার করেছেন বলে আমি মনে করি।

অমলেন্দু বসু

পুতুলের সংসার

A DOLL'S HOUSE

৭ই ডিসেম্বর। সাল ১৮৭৮। ইবসেন তাঁর প্রকাশক হেগেলকে রোম থেকে লিখলেন: 'একটি নতুন নাটক নিয়ে আমি ভাবছি।' কিন্তু ওই পর্যন্ত। ইবসেন তাঁর নতুন নাটকে হাত দিলেন তারও আট মাস পরে। এতদিন ধরে তিনি কেবল ভাবছিলেন—বিষয়টির সম্বন্ধে, চরিত্রগুলি কী ধরনের হবে তাই নিয়ে। তারপরে হঠাৎ একদিন স্ত্রী সুজানাকে তিনি চমকে দিলেন: 'নোরাকে দেখলাম; সে আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ালো। নারীর স্বভাবজাত কৌতূহলের সঙ্গে সুজানা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কী রকম পোশাক সে পরেছিল?' ইবসেন বেশ উৎসাহের সঙ্গে বললেন: 'একটি নীল পশমের।'

প্রতিটি নতুন নাটকে হাত দেওয়ার আগে, ইবসেন এইরকম ভাবনাচিন্তা করতেন। কেবল যে ভাবতেন তা নয়, বিষয় আর চরিত্রগুলির একটা খসড়াও লিখে ফেলতেন তিনি। ফলে, গোটা ছবিটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতো।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত নতুন নাটকে হাত দিলেন তিনি; এবং হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাটি বেশ দ্রুতভাবেই এগিয়ে চললো। তিন সপ্তাহে শেষ হল প্রথম অংকটি। দ্বিতীয় অংক শেষ করতে লাগলো ছ'সপ্তাহ। কিন্তু এই অংকটি টানা এগিয়ে চললো না। মাঝখানে, তিনি বেরিয়ে পড়লেন বেড়াতে। পৌঁছলেন নেপলসের দক্ষিণে সমুদ্রোপকূলস্থ আমালফিতে (Amalfi)। পাহাড়ের ওপরে পুরানো একটি মঠকে সংস্কার ক'রে তৈরি করা হয়েছিল একটি হোটেল। সেই হোটেলের স্বত্বাধিকারিণী মারিয়েটা বারবারো (Marietta Barbaro) তাঁকে দিলেন একটি নির্জন ঘর, আর বেশ বড় একটা টেবিল। সেইখানে বসেই নাটকটি লিখতে লাগলেন তিনি। ১৮ই জুলাই ১৮৭৯ সালে, শুরু করলেন তৃতীয় অংক। শেষ করলেন তেসরা আগস্ট। এই নাটকটিই হচ্ছে *A Doll's House*: পরিমার্জিত পাণ্ডুলিপিটি হেগেলকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি; সেই সঙ্গে একটি চিঠিতে লিখলেন (১৫ই, সেপ্টেম্বর ১৮৭৯): "I cannot recall any work of mine that has given me more satisfaction in the solving of specific problems." কথাটা সত্যি। আঙ্গিকের দিক এই নাটকটিতে তিনি অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছিলেন। কেউ অভিযোগ করতে পারবে না যে শেষ অংকটি নাটকটিকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে।

১৮৭৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর কোপেনহেগেনে নাটকটি প্রকাশিত হলো। প্রথম সংস্করণটি বেরোল আট হাজার কপির। প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত হয়ে গেল সংস্করণটি, দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপানো হল তিন হাজার কপি। তাও শেষ

হল। ৮ই মার্চ প্রকাশিত হল আড়াই হাজার কপির তৃতীয় সংস্করণ। নরওয়ে ভাষাতে লেখা অন্য কোনো নাটকের চাহিদা এত বেশি হয়নি।

এই নাটকটি লেখার সময় ইবসেন হেগেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে 'modern life'-এর ওপরে তিনি একটি নাটক লিখতে চান। *The League of Youth*-থেকেই বলতে গেলে তাঁর এই আধুনিক জীবন আর সামাজিক কাঠামো নিয়ে ভাবনাচিন্তার আর শেষ ছিল না। *The League of Youth*-এর পরে *The Pillars of the Society*। কালক্রমের দিক থেকে তাঁর আধুনিক পর্যায়ের তৃতীয় নাটক হচ্ছে *A Doll's House*। পরপর এই তিনটি নাটকেই তাঁর আধুনিক জীবনসমস্যা আর চিন্তাভাবনা বিবৃত হয়েছিল। সেলমা, লোনা হেসেল আর নোরা ইবসেনের আধুনিক জীবনসমস্যার তিনটি প্রতীক। সেলমায় যে সমস্যার শুরু নোরাতেই তার সমাধান। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রয়োজন কতটুকু, মাতা, বধূ আর কন্যার ভূমিকা পালন করা ছাড়া তার অন্য কোনো ভূমিকা রয়েছে কিনা, সমাজমুক্তি বলতে কেবল পুরুষের মুক্তি বোঝায় কিনা, এক কথা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় নারীর পুরুষ-নিরপেক্ষ কোনো স্থান সত্যিই রয়েছে কিনা, অথবা, থাকা উচিত কিনা—মানবজীবনদরদী নাট্যকার হিসাবে ইবসেনের মনে এই ভাবনাচিন্তাগুলিই প্রবল আকার ধারণ করেছিল। আলোচ্য নাটকটি রচনা করার সময় ঠিক কোন্ ধরনের চিন্তা তাঁকে অভিভূত করেছিল সেটা তাঁর নিজের ভাষাতেই পড়া যাক। রোমে পৌঁছানোর তিন সপ্তাহের মধ্যে পাঁচতলা বাড়ির একটি ঘরে বসে টুকরো টুকরো এই ভাবনাগুলিকে তিনি টুকে রেখেছিলেন ঃ

NOTES FOR A MODERN TRAGEDY

Rome, 19. 10. 1878

There are two kinds of moral laws, two kinds of conscience, one for men, and one, quite different, for woman. They don't understand each other ; but in practical life, woman is judged by masculine law, as though she weren't a woman but a man.

The wife in the play ends by having no idea what is right and what is wrong ; natural feelings on the one hand and belief in authority on the other lead her to utter distraction.

A woman cannot be herself in modern society. It is an exclusively male society, with laws made by men and with prosecutors and judges who assess feminine conduct from a masculine standpoint.

She has committed forgery, and is proud of it ; for she has done it out of love for her husband, to save his life. But

this husband of hers takes his standpoint, conventionally honourable, on the side of the law, and sees the situation with male eyes.

Moral conflict. • Weighed down and confused by her trust in authority, she loses faith in her own morality, and in her fitness to bring up her children. Bitterness. A mother in modern society, like certain insects, retires and dies once she has done her duty by propagating the race. Love of life, of home, of husband and children and family. Now and then, as women do, she shrugs off her thoughts. Suddenly anguish and fear return. Everything must be borne alone. The catastrophe approaches, mercilessly, inevitably. Despair, conflict, and defeat.

এই চিন্তার ফসল হচ্ছে নোরা। নারীর দাসত্বের ওপরে যে সমাজের বুনিয়াদ গ'ড়ে উঠেছে, নারীত্ব, সতীত্ব, কর্তব্যবোধ প্রভৃতি নীতির শ্লোগান আউড়িয়ে, নারীকে শৃঙ্খলিত করেছে যে সমাজ সেই সমাজ ইবসেনের মতে কোনোদিনই সত্যিকার মনুষ্যত্ব-লাভের সহায়ক নয়। *A Doll's House*-এর বাণী সত্যিই বিস্ফোরক—বিবাহকে পূত বন্ধন বলে স্বীকার করতে আর এ রাজি নয়, সংসারের ওপরে পুরুষের কর্তৃত্ব আর অবিসংবাদিত ব'লে গণ্য হবে না; নারীকে নিয়ে আর পুতুলখেলা চলবে না: সংসারে নারীর পুরুষ-নিরপেক্ষ একটি স্থান রয়েছে। সেখান থেকে তাকে সরানোর ক্ষমতা কারও নেই। এই বাণীর আর একটি তাৎপর্য হচ্ছে নিজেকে আবিষ্কার করা; পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—নারীর এই কলঙ্কের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানানো। 'The Pillars of the Society'-তে সমসাময়িক রীতিনীতিগুলিকে আঘাত করা হয়েছিল, সত্যি কথা; কিন্তু তবু রঙ্গমঞ্চের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে নাটকটিকে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শেষ করা হয়েছিল; তাই সেখানে আঘাতটি তীব্র ছিল না। কিন্তু 'A Doll's House' সমসাময়িক জীবনে প্রবেশ করেছিল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ভেতর দিয়ে। আর দয়া নয়, মায়া নয়; আর কোনো বোঝাপড়া নয়, আর কোনো পুনর্মিলন নয়; নাটকটি শেষ হয়েছে একটি চরম অপ্রতিরোধনীয় বিপদের মধ্যে। সমাজের যেসব নীতিকে এতকাল আমরা মেনে এসেছি নাটকটি তাকে দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এর প্রভাব ছিল সুদূরবিস্তারী। এই নাটকটি কেবল দর্শকদেরই যে হতভম্ব করেছিল তা নয়, যারা নাটক দেখেনি তাদের মনেও এটি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এমনকি Strindberg পর্যন্ত, যিনি স্বৈরাচারিণী নারীর নীতিকে কোনোদিনই সমর্থন করতে পারেন নি, সুস্থ সংসারজীবনে যাদের তিনি বিপর্যয় বলে মনে করতেন তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, আলোচ্য নাটকটিতে, 'marriage was revealed as being a far from divine institution, people stopped regarding it as

an automatic provider of absolute bliss, and divorce between incompatible parties came at last to be accepted as conceivably justifiable.'

আর কী সাবলীল গতি নাটকটির ! কোথাও এতটুকু অতিনাটকীয়তা নেই, কোথাও নেই উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি, তর্জনগর্জনের আস্ফালন, অশ্রুর নির্ঝর ; এমন কি এক বিন্দু রক্তপাতও হয়নি কোথাও ! প্রতিটি লাইন মাপা, প্রতিটি বাক্য আঁটসাঁট, প্রতিটি চালচলন অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে নাটককে। এক কথায় 'অতিশয়' বলে কোনো কথাই এখানে স্থান পায় নি। মাত্র পাঁচটি চরিত্র নাটকটিকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছে। কোপেনহেগেনের রয়্যাল থিয়েটারে নাটকটি অভিনীত হওয়ার পরে, Eric Bogh 'Folkets Avis' পত্রিকায় মন্তব্য করেছেন ঃ "...the mere fact that the author succeeded with the help only of these five characters in keeping our interest sustained throughout a whole evening is sufficient proof of Ibsen's technical mastery". আমরাও এ বিষয়ে একমত। একমাত্র ক্রগসতাদের উপকাহিনীটি বাদ দিলে নাট্যরচনার ঐতিহ্য থেকে এটি একেবারে মুক্ত।

কিন্তু নাটকটির আর একটি অবদান রয়েছে। অনেকে মনে করেন নাটকটির প্রধান বক্তব্য হচ্ছে নারীর অস্বীকৃত অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। কিন্তু সেইটাই এই নাটকের শেষ কথা নয়। শেক্সপীয়রের 'Richard II' যেমন নিছক কেবল রাজার স্বর্গীয় দায়িত্ব নিয়ে রচিত হয়নি, 'Ghosts' নাটকের প্রধান সমস্যা যেমন নিছক উপদংশ রোগ বা সিফিলিস নয়, 'An Enemy of the People'-এর মূল বক্তব্য যেমন নিছক জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত নয়, তেমনি 'A Doll's House'-এর মূল সমস্যা নিছক নারীর অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে নিহিত নেই। এই সমস্যাটি কেবলমাত্র নোরার নয় ; প্রতিটি মানুষের, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের, আমি কে এবং কী আবিষ্কার করা ; এবং সেইমতো হওয়া অথবা 'হওয়ার' চেষ্টা করা। আত্মার মুক্তি আসে ভেতর থেকে, বাইরে থেকে নেয়। যেদিন নোরা সেই কথাটি বুঝতে পারলো সেদিন থেকেই সে স্বাধীন, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের বোঝা মাথায় নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো পথে নিজেকে অনুসন্ধান করতে, যে সব সংস্কার আর দুর্বলতা তার মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। স্বামী, সংসার, পুত্রকন্যা কেউ তাকে ধরে রাখতে পারলো না। অনেকেই নাটকটিকে আধুনিক ট্র্যাজিডি বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন ; কিন্তু আমার মনে হয় এই আত্মবোধন, নিজেকে চেনা, নিজেকে নিজে হওয়ার সাধনার মধ্যে ট্র্যাজিডি নেই ; রয়েছে আত্মোপলব্ধির বিরাট একটি আনন্দ। আলোচ্য নাটকটি সেদিক থেকে সম্পূর্ণ সার্থক। আমাদের সংসার সত্যিই তো পুতুলের। আমরা সবাই পুতুল।

সুনীলকুমার ঘোষ

॥ নাটকের চরিত্র ॥

তরওয়াল্‌ড হেলমার
নোরা, তাঁর স্ত্রী
ডাক্তার র‍্যাংক
মিসেস লিনদ
নিলস ক্রগস্‌তাদ
হেলমারের তিনটি ছোটো ছেলেমেয়ে
অ্যান, তাদের ধাত্রী
একজন গৃহ পরিচারিকা
একজন কুলি

স্থান : হেলমারের বাড়ি

॥ প্রথম অংক ॥

ঘরটি বেশ সুন্দর আর রুচিসঙ্গতভাবে সাজানো ; কিন্তু বিলাসবাহুল্য সেখানে নেই। পেছনে ডানদিকে একটা দরজা। সেখান দিয়ে ঢোকার ঘরে যাওয়া যায়। আর একটা দরজা বাঁদিকে ; সেখান দিয়ে যাওয়া যায় হেলমারের পড়ার ঘরে। দুটি দরজার মাঝখানে একটা পিয়ানো। মাঝখানে বাঁদিকের দেওয়ালে একটা দরজা ; তার ওপাশে একটা জানালা, জানালার কাছে একটা গোলটেবিল, কয়েকটি হাতল-দেওয়া চেয়ার, আর একটা ছোটো সোফা। আরো কিছুটা দূরে ডানদিকের দেওয়ালে আর একটা দরজা ; আর সেইদিকে, ফুটলাইটের কাছে একটা স্টোভ, দুটি হাতল-দেওয়া চেয়ার, আর একটা দোলানো চেয়ার। স্টোভ আর দরজার মাঝামাঝি একটা ছোটো টেবিল। দেওয়ালগুলির ওপরে আঁকা ছবি ; একটা কেবিনেট ; তার ওপরে চীনামাটির আর অন্যান্য কয়েকটা জিনিস, একটা ছোটো বুককেস ; তার ভেতরে বেশ ভালোভাবে বাঁধাই করা বই। মেঝের ওপরে কার্পেট পাতা ; স্টোভে আগুন জ্বলছে ; শীতকাল।

হলঘরের মধ্যে একটা বেল বাজে। সামান্য কিছু পরেই দরজা খোলার শব্দ। ভেতরে ঢুকলো নোরা। মনের আনন্দে সে গুনগুন করে গান করছে। তার গায়ে বাইরের পোশাক : হাতে এক গোছা পার্শেল। ডানদিকে টেবিলে সেগুলিকে সে রেখে দেয়। ভেতরে ঢুকে বাইরের দরজাটাকে সে খোলা রাখে। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় কুলিকে। তার হাতে একটা ক্রীসমাস গাছ আর একটা ঝুড়ি। পরিচারিকা দরজাটাকে ফাঁক ক'রে দিলে কুলিটি তার হাতে জিনিসগুলি তুলে দেয়।

নোরা ॥ ক্রীসমাস গাছটাকে ভালোভাবে লুকিয়ে রেখো, হেলেন। খেয়াল রেখো, সন্ধ্যের আগে ছেলেমেয়েরা যেন এটাকে দেখতে না পায়। সন্ধ্যের সময়েই এটাকে সাজানো হবে। [একটা ব্যাগ থলি বার ক'রে কুলিকে] কত দিতে হবে ?

কুলি ॥ ছ' পেনি।

নোরা ॥ এই নাও এক শিলিঙ। না ; ভাঙতি ফেরত দিতে হবে না। [তাকে ধন্যবাদ দিয়ে কুলিটি বেরিয়ে যায়। দরজাটা বন্ধ করে দেয় নোরা। টুপী আর কোট খুলতে-খুলতে নিজের মনে মনেই সে হাসে। পকেট থেকে বাদাম দেওয়া একটা বিস্কুটের প্যাকেট বার ক'রে দু'একটা বিস্কুট মুখে দেয়। তারপর সন্তর্পণে তার স্বামীর দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শোনে] হ্যাঁ ; ঘরেই আছে।

[তখনো সে গুনগুন ক'রে গান করে যায়। গুনগুন করতে করতে সে ডানদিকে টেবিলের কাছে যায়]

হেলমার ॥ [ঘর থেকে চেঁচিয়ে] আমার পক্ষীরাণীর গলা নাকি ?

নোরা ॥ [কয়েকটা পার্সেল খুলতে খুলতে] হ্যাঁ, পক্ষীরাণীর।

হেলমার ॥ আমার ক্ষুদে কাঠবিড়ালী কি ঘুরঘুর করছে নাকি ?

নোরা ॥ জী, হ্যাঁ।

হেলমার ॥ আমার কাঠবিড়ালী বাড়ি ফিরলো কখন ?

নোরা ॥ এইমাত্র। [চিনেবাদামের প্যাকেটটা পকেটে পুরে মুখটা মুছে ফেলে] এখানে এসো না, তরওয়াল্ড। কী কিনে এনেছি দেখে যাও।

হেলমার ॥ আমাকে বিরক্ত করো না। [একটু পরে দরজা খুলে ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখে ; হাতে তার কলম কিনে এনেছ, তাই বললে না ? এই স—ব ! আমার ক্ষুদে খরচেটি আবার টাকা নষ্ট করছে নাকি ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ; কিন্তু তরওয়াল্ড, এ বছর আমরা কিছু আনন্দ করতে পারি। এইটি আমাদের প্রথম বড়দিন যখন টিপে-টিপে খরচ করার দরকার নেই।

হেলমার ॥ তবু আমরা যে বাড়াবাড়ি করতে পারি নে তা তুমি জানো।

নোরা ॥ না, তরওয়াল্ড ; আমরা একটু খরচপত্র করতে পারি ; পারি না ? এই একটু ! তুমি বেশ মোটা মাইনে পাবে ; রোজগার করবে অনেক টাকা।

হেলমার ॥ তা পাব—নববর্ষের পরে ; কিন্তু তাহলেও, মাইনে পেতে আরও তিন মাস দেরি হবে।

নোরা ॥ হোক গে। ততদিন পর্যন্ত ধার করে আমরা চালিয়ে দেব।

হেলমার ॥ নোরা ! [তার কাছে গিয়ে খেলার ছলে তার একটা কান ধরে নাড়া দিয়ে] সেই একই উড়নচণ্ডী ভাব ! ধর, আজ আমি পঞ্চাশ পাউণ্ড ধার ক'রে আনলাম ; আর সেই সমস্ত টাকাটা বড়দিনের এক সপ্তাহেই তুমি উড়িয়ে দিলে ; তারপরে, নববর্ষের সন্ধ্যাবেলায় আমার মাথার ওপরে ছাদ থেকে একটা চাঁই এসে পড়লো, আর আমি মারা গেলাম ; তাহলে—

নোরা ॥ [হেলমারের মুখটা হাত দিয়ে বন্ধ ক'রে] ও-সব অলক্ষুণে কথা বলো না।

হেলমার ॥ তবুও কথার কথা—ধর যদি তাই হয়—তাহলে ?

নোরা ॥ তাই যদি হয় তাহলে, বাজারে আমার ধার রয়েছে কি না, তা নিয়ে ভাবনা করার কিছু আমার থাকবে না।

হেলমার ॥ তা বটে ! কিন্তু যারা ধার দিয়েছে তাদের অবস্থা কী হবে ?

নোরা ॥ তাদের অবস্থা ? তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাবে ? তাদের তখন আমি চিনবোই না।

হেলমার ॥ ঠিক মেয়েছেলের মতোই কথা তুমি বলেছ। কিন্তু তোমাকে আমি সত্যি কথাই বলছি নোরা, এসব ব্যাপারে আমাকে তুমি জানো। আমার নীতি হচ্ছে কারও কাছ থেকে আমি ধার করবো না। ধার বা ঋণের ওপরে নির্ভর ক'রে যে সংসার চলে সে-সংসারে স্বাধীনতা বা সৌন্দর্য বলতে কিছু থাকে না। এতদিন পর্যন্ত সাহস নিয়ে জীবনে সোজা পথে আমরা চলেছি ; এবং এখনও যে একটু কষ্ট করতে হবে সেই সময়টুকুও আমরা সেইরকম সোজা পথেই চলে যাব।

নোরা ॥ [স্টোভের দিকে এগিয়ে গিয়ে] যা বলো।

হেলমার ॥ [পিছু পিছু গিয়ে] শোনো, শোনো ! তাই বলে আমার ক্ষুদে পক্ষীরাণীর পাখা বন্ধ ক'রে বসে থাকলে চলবে না। কী হলো ! রাগ হয়েছে বুঝি ? [ব্যাগ বার করে] এর মধ্যে কী আছে বল তো, নোরা ?

নোরা ॥ [চট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে] টাকা !

হেলমার ॥ ঠিক বলেছ ! [কিছু টাকা হাতে দিয়ে] বড়দিনের সময় সংসার চালাতে গেলে কী করতে হয় তা আমি জানি নে—আমার সম্বন্ধে এই কি তোমার ধারণা ?

নোরা ॥ [গুণতে-গুণতে] দশ শিলিঙ—এক পাউণ্ড—দু' পাউণ্ড ! ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ! তরওয়াল্ড ! এতে আমার অনেক দিন চলে যাবে।

হেলমার ॥ নিশ্চয় চলা উচিত।

নোরা ॥ হ্যাঁ, চলবে। কিন্তু কী সব কিনে এনেছি এখানে দেখবে এস। আর কত সস্তায় ! দেখো ইভার-এর জন্যে একটা নতুন 'সুট' আর একটা তরোয়াল। ববের জন্যে একটা ঘোড়া আর একটা ভেরী। এমির জন্যে একটা পুতুল আর তার বিছানা। এগুলো খুবই সাদাসিদে; কিন্তু দেখো, মেয়েটা শীঘ্রই এগুলি ভেঙে তছনছ ক'রে ফেলবে। এখানে যারা কাজ করে তাদের জন্যে 'কাট-পিস' আর রুমাল। বুডি অ্যানের সত্যিই আরো ভালো কিছু পাওয়া উচিত ছিল।

হেলমার ॥ আর এই প্যাকেটটার মধ্যে কী আছে ?

নোরা ॥ [চেঁচিয়ে] উঁহুঁ ! উঁহুঁ ! সন্ধ্যের আগে দেখতে পাবে না।

হেলমার ॥ ঠিক আছে। কিন্তু আমার খরচে-সুন্দরী, এখন বলতো তোমার নিজের জন্যে কী চাই ?

নোরা ॥ আমার জন্যে ? কিছু না, কিছু না !

হেলমার ॥ চাইতো বটেই। ঠিক কী চাই—তবে হ্যাঁ : আমার সাধ্যের মধ্যে হয় যেন।

নোরা ॥ উঁহুঁ—তেমন, তেমন কিছু মনে পড়ছে না,—তবে অবশ্য—

হেলমার ॥ ব'লে ফেলো।

নোরা ॥ [হেলমারের কোটের বোতাম আঙুল দিয়ে নাড়তে-নাড়তে, তার দিকে মুখ না তুলে] যদি আমাকে কিছু দেওয়ার ইচ্ছে তোমার সত্যিই হয়ে থাকে—তাহলে,—

হেলমার ॥ তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলো—

নোরা ॥ [তাড়াতাড়ি] তুমি আমাকে টাকা দিয়ো—যা তুমি পারো ; তাহলে, দু-একদিনের মধ্যে আমি একটা জিনিস কিনবো !

হেলমার ॥ কিন্তু, নোরা—

নোরা ॥ হুঁ—হুঁ ! দাও, দাও। আমি সেটাকে তাহলে একটুকরো সুন্দর কাগজে মুড়ে ক্রীসমাস গাছের ওপরে টাঙিয়ে রাখবো। বেশ মজার হবে ; তাই না ?

হেলমার ॥ যে সব গরীব মানুষেরা সব সময় টাকা নষ্ট করে তাদের কী বলে ?

নোরা ॥ অমিতাচারী - তাই তো আমি জানি। তাহলে, তুমি যা বলছো সেইরকম ব্যবস্থাই হোক ; তারপরে, কোন্ জিনিসটার আমার সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা চিন্তা করার সুযোগ আমি পাবো। আমার ধারণা সেই সবচেয়ে ভালো হবে। তাই না ?

হেলমার ॥ [হেসে] অবিকল ! অর্থাৎ, আমি তোমাকে যা দিই তা থেকে সত্যিই কিছু জমিয়ে তোমার জন্যে যদি কিছু কেনো তাহলে, আমি খুবই খুশি হবো। কিন্তু যদি তার সবটাই সংসারের জন্যে আজেবাজে জিনিস কিনে শেষ করে ফেলো তাহলে আবার আমাকে বাড়তি টাকা দিতে হবে।

নোরা ॥ এই কথা বলছো ? কিন্তু তরওয়াল্ড—

হেলমার ॥ সেটাকে তুমি অস্বীকার করতে পারো না, প্রেয়সী ! [দুহাত দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধ'রে] আমার ক্ষুদে খরচে-সুন্দরী, কত বাজে খরচ করেই না টাকা ওড়াও তুমি। আমাদের মতো দরিদ্র মানুষেরা যে কতো খরচ করে তা বিশ্বাস করা শক্ত।

নোরা ॥ একথা তুমি বলছো ? ছি-ছি ! যতটা সম্ভব সত্যিই আমি জমাই।

হেলমার ॥ [হেসে] খুবই সত্যি—যতটা সম্ভব। কিন্তু জমাতে তুমি কিছুই পারো না।

নোরা ॥ [শান্তভাবে হেসে এবং খুশি হয়ে] আমাদের মতো পক্ষী আর কাঠবিড়ালী-দের খরচ যে কতো সে সম্বন্ধে কোনো ধারনা তোমার নেই।

হেলমার ॥ অদ্ভুত মেয়ে তুমি। একেবারে তোমার বাবার মতো। আমার কাছ থেকে টাকা বার করার জন্যে তুমি নিত্য নতুন ফিকির আঁটছো। টাকা পাওয়া মাত্র মনে হয় তোমার হাতে একটা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। সে-টাকা তারপর কোথায় চলে যায় তা তুমি বুঝতে পারো না। তবু তোমার কাজকে মেনে নিতে হয়। এটা তোমার রক্তের সঙ্গে মিশে রয়েছে; কারণ তোমার বাবার প্রকৃতিটা তুমি যে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছ সেটা সত্যি।

নোরা ॥ হায়রে, বাবার গুণগুলি আমি যদি পেতাম !

হেলমার ॥ কিন্তু প্রিয়তমে, তুমি ঠিক যা তা ছাড়া অন্য কিছু হলে আমার ভালো লাগতো না। কিন্তু তুমি যেন—ওই কী যেন বলে—আজ একটু অস্বস্তি বোধ করছো। আর আমি যে সেটা লক্ষ্য করেছি তা কি তুমি জানো ?

নোরা ॥ তাই নাকি ? অস্বস্তি বোধ করছি ?

হেলমার ॥ হ্যাঁ; করছো। আমার দিকে সোজা তাকাও দেখি।

নোরা ॥ [তাকিয়ে] হয়েছে ?

হেলমার ॥ [একটা আঙুল তার দিকে নাড়িয়ে] আজ কি আমার প্রিয়তমা তার ওই সুন্দর দন্তপংক্তির ব্যবহার বেশিমাত্রায় করে নি ?

নোরা ॥ না তো ! একথা বলছো কেন ?

হেলমার ॥ তুমি কি আজ মিষ্টির দোকানে যাও নি ?

নোরা ॥ না—সত্যি বলছি, তরওয়াল্ড—

হেলমার ॥ মিষ্টি চাকো নি ? একটুও ?

নোরা ॥ না; নিশ্চয় না।

হেলমার ॥ একটা কি দুটো মিষ্টি বাদামও নয় ?

নোরা ॥ না, তরওয়ালড। সত্যি বলছি—

হেলমার ॥ ঠিক আছে। আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম আর কি।

নোরা ॥ [ডানদিকে টেবিলের কাছে গিয়ে] তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়াটা আমার উচিত নয়।

হেলমার ॥ না, নিশ্চয় না। তাছাড়া, আমাকে তুমি কথা দিয়েছ—[তার কাছে গিয়ে] বড়দিনের গোপন রহস্যগুলি তোমার নিজের কাছেই লুকানো থাক। আজ সন্ধ্যায় বড়দিনের গাছটির ডালে যখন বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, আশা করি, সেই সময়েই সেগুলি প্রকাশ করবে তুমি।

নোরা ॥ ডাক্তার র‍্যাংককে নিমন্ত্রণ করার কথা মনে আছে তো তোমার ?

হেলমার ॥ না। তার কোনো প্রয়োজনও নেই। আমাদের সঙ্গে সান্ধ্যভোজ খেতে অবশ্য তিনি এমনিই আসবেন। তবু, আজ সকালে তিনি যখন আসবেন তখনই তাঁকে বলে দেবো। কিছু ভালো মদের অর্ডার দিয়েছি আমি। আজ সন্ধ্যেটা ভালোভাবে কাটানোর জন্যে আমি কত ভাবছি তা তুমি চিন্তা করতে পারছো না, ডোরা।

নোরা ॥ আমিও। আজ ছেলেমেয়েরা কী আনন্দই না করবে, তরওয়ালড।

হেলমার ॥ ভালো নিরাপদ চাকরি, আর মোটা মাইনে—এ দুটো জিনিস মানুষের থাকাটা খুবই চমৎকার। ভাবতেও বেশ ভালো লাগে, তাই না ?

নোরা ॥ খু-উ-ব !

হেলমার ॥ গতবারের বড়দিনের কথা তোমার মনে আছে ? তার আগে পুরো তিন সপ্তাহ ধরে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যা থেকে বারোটা পর্যন্ত তুমি কাজে ব্যস্ত থাকতে— 'ক্রীসমাস ট্রি'-কে সাজানোর অলঙ্কার আর অন্য সব সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করে আমাদের তাক লাগিয়ে দেওয়ার জন্যে। সেই তিনটি সপ্তাহ যেভাবে আমি কাটিয়েছি অত বিশ্রীভাবে আর কোনো বছর আমি কাটাই নি।

নোরা ॥ আমার কিন্তু দিনগুলো খারাপ লাগে নি।

হেলমার ॥ [হেসে] কিন্তু তার ফলটা ভালো হয়েছে, নোরা।

নোরা ॥ সেই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমাকে তোমার ঠাট্টা করা উচিত নয়। আমি কি করে জানবো যে বেরালটা সব ছিঁড়ে খুঁড়ে শেষ করে দেবে ?

হেলমার ॥ ঠিক, ঠিক। তবে আমাদের কষ্টের দিনগুলো যে শেষ হয়েছে এতেই আমি খুশি।

নোরা ॥ উঃ ! তা আর বলতে ?

হেলমার ॥ এই বছর আর একা একা বসে থেকে বিশ্রীভাবে আমাকে দিন কাটাতে হবে না, আর তোমাকে চোখ আর ওই দুটো সুন্দর হাতকে নষ্ট করতে হবে না—

নোরা ॥ [হাততালি দিয়ে] না তরওয়ালড, আর আমাকে নষ্ট করতে হবে না, আর হবে না। তোমার মুখ থেকে একথা শুনতে আমার কী ভালোই না লাগছে। [তার হাত ধরে] কিভাবে আমরা জিনিসপত্র গোছাবো সেই কথাই এবার তোমাকে

বলছি। বড়দিনের পরব শেষ হয়ে গেলে—[হলঘরে একটা বেল বাজলো] ওই বেল বাজছে ! [ঘরটাকে একটু গুছিয়ে নেয়] কেউ এসেছেন। আচ্ছা ফ্যাসাদ তো !

হেলমার ॥ কেউ যদি আমার খোঁজে এসে থাকে তাকে বলে দিয়ো আমি বাড়িতে নেই।

পরিচারিকা ॥ [দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] একজন ভদ্রমহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান মা। আমি চিনি নে।

নোরা ॥ তাঁকে আসতে বলো।

পরিচারিকা ॥ [হেলমার] ডাক্তারবাবুও একই সঙ্গে এসেছেন, স্যার।

হেলমার ॥ তিনি কি সোজা আমার ঘরে ঢুকেছেন ?

পরিচারিকা ॥ হ্যাঁ ; স্যার।

[হেলমার তার নিজের ঘরে ঢুকে যায়। পরিচারিকা ডেকে নিয়ে আসে মিসেস্ লিনদকে। তার পরিধানে ভ্রমণকারিণীর পোশাক। তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে পরিচারিকা বাইরে থেকে দরজটা বন্ধ ক'রে দেয়।]

মিসেস লিনদ ॥ [হতাশভাবে, ভয় ভয় করে] কেমন আছো, নোরা ?

নোরা ॥ [চিনতে না পেরে] মানে—

মিসেস লিনদ ॥ মনে হয় আমাকে তুমি চিনতে পারছো না ?

নোরা ॥ উঁহু ! মনে হয়—[হঠাৎ] হ্যাঁ, হ্যাঁ খ্রীশ্চীন ! তাই নয় ?

মিসেসে লিনদ ॥ হ্যাঁ ; আমি।

নোরা ॥ খ্রীশ্চীন ! কী আশ্চর্য ! তোমাকে আমি চিনতেই পারি নি। কি করে যে আমি –[মৃদু সুরে] তোমার কী পরিবর্তনই না হয়েছে !

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ ; সেকথা সত্যি। ন'—দশ বছরে—

নোরা ॥ অদ্দিন আগে আমাদের দেখা হয়েছিল ? হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তাই হবে। শেষ আটটা বছর আমি বেশ সুখেই আছি। তুমি তাহলে এখন শহরে এসেছ – এবং শীতকালে এই এতটা পথ ! বেশ সাহস আছে দেখছি।

মিসেস লিনদ ॥ আজ সকালেই স্টীমার থেকে নেমেছি।

নোরা ॥ বড়দিনে কিছু আনন্দ করতে, না কি ? খুব ভালো, খুব ভালো। এক-সঙ্গে সবাই মিলে বেশ আনন্দ, হৈ-হুল্লোড় করা যাবে। কিন্তু পোশাকগুলো খুলে ফেলো। আশা করি, তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না। [সাহায্য করে তাকে] এবং আমরা এখন স্টোভের কাছে একটু আরাম করে বসি এস। না ; এই হাতল-দেওয়া চেয়ারটা নাও। আমি বসবো এই দোলানো চেয়ারটার ওপরে। ব্যস ! এখন তোমাকে সেই আগের মতো দেখাচ্ছে। কেবল প্রথম দেখাতেই – তোমার রঙটা একটু যেন কালচে বলে মনে হয়েছিল —রোগাও একটু হয়েছ সম্ভবত।

মিসেস লিনদ ॥ আর অনেক অনেক বুড়িয়ে গিয়েছে, নোরা।

নোরা ॥ হ্যাঁ, সম্ভবত। তবে, তেমন একটা কিছু নয়। মোটেই নয়। [হঠাৎ থেমে যায় ; তারপরে, আন্তরিকভাবে] তোমার সঙ্গে আমি কেবল বকবক ক'রে যাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করো খ্রীশ্চীন।

মিসেস লিনদ ॥ কী বলছো নোরা ?

নোরা ॥ [শান্তভাবে] বেচারা, তোমার স্বামী মারা গিয়েছেন।

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ ; বছর তিনেক আগে।

নোরা ॥ আমি তা শুনেছি। খবরের কাগজে সে-সংবাদ আমি পড়েছি ; বিশ্বাস করো খ্রীশ্চীন, সেই সময়ে তোমাকে একটা চিঠি দেওয়ার কথা আমি অনেকবার ভেবেছি ; কিন্তু সব সময়েই লেখাটাকে আমি সরিয়ে রেখেছি ; আর একটা না একটা ঝঞ্ঝাটের মুখে পড়েছি।

মিসেস লিনদ ॥ তা আমি বুঝতে পারছি।

নোরা ॥ সত্যিই আমার খুব অন্যায় হয়েছে, খ্রীশ্চীন। বেচারা ; খুবই কষ্ট হয়েছিল তোমার। তিনি তোমার জন্যে কিছুই রেখে যান নি?

মিসেস লিনদ ॥ না।

নোরা ॥ কোনো ছেলেপুলে ?

মিসেস লিনদ ॥ না।

নোরা ॥ কিছুই না !

মিসেস লিনদ ॥ এমনকি একটু দুঃখ বা শোকও না—যাকে সম্বল করে আমি বেঁচে থাকবো।

নোরা ॥ [অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] কিন্তু এ কি সম্ভব ?

মিসেস লিনদ ॥ [বিষণ্ণভাবে হেসে- নিজের মাথার চুলে হাত বুলিয়ে] এরকম ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটে, নোরা।

নোরা ॥ তাহলে, তুমি একেবারে একা ! কী কষ্টের ! কী দুঃখের ! আমার তিনটি সুন্দর ছেলেমেয়ে আছে। তাদের তুমি এখনই দেখতে পাবে না ; কারণ, নার্সের সঙ্গে তারা একটু বাইরে গিয়েছে। কিন্তু তোমার সব কথা আমাকে বলতে হবে।

মিসেস লিনদ ॥ উঁহুঁ ! তোমার কথা আমি শুনতে চাই।

নোরা ॥ না ; তোমাকে শুরু করতে হবে। আজ আমার স্বার্থপর হওয়া উচিত নয়। আজ আমি কেবল তোমার কথা শুনবো। কিন্তু একটা কথা তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে। আমাদের সম্প্রতি যে একটু কপাল ফিরেছে তা কি তুমি জানো ?

মিসেস লিনদ ॥ না তো ! কী ব্যাপার ?

নোরা ॥ বোঝো একবার ব্যাপারটা ! আমার স্বামী ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছে।

মিসেস লিনদ ॥ তোমার স্বামী ! সুখবর, সুখবর !

নোরা ॥ হ্যাঁ ; ভীষণ ভালো খবর ! ব্যারিস্টারের পেশাটা খুবই অনিশ্চিত— বিশেষ ক'রে তোমাকে যদি অরুচিকর মামলা করতে হয়। তরওয়াল্ড কোনোদিনই তা করতে পছন্দ করতো না ; আর, আমারও তাই মত। আমরা যে কত খুশি হয়েছি তার একটা আন্দাজ তুমি করতে পারো ! নববর্ষে চাকরিতে তার যোগ দেওয়ার কথা। তারপরেই সে মোটা মাইনে পাবে ; সেই

সঙ্গে পাবে দালালি। ভবিষ্যতে আমরা অন্যভাবে থাকতে পারবো—যা ইচ্ছে তাই করতে পারবো। আমার বুক থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গিয়েছে, খুশীচীন! অনেক টাকা থাকাটা কী ভালো, সেই সঙ্গে কোনো দুর্ভাবনা না থাকাটা! তাই না?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ; আর কিছু না হোক. নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর মত টাকা থাকাটা খুবই ভালো।

নোরা ॥ না; কেবল প্রয়োজন মেটানোর জন্যে নয়; অনেক, অনেক টাকা—গাদা গাদা।

মিসেস লিনদ ॥ [হেসে] নোরা! নোরা! জ্ঞানগম্যি বলতে তোমার কি এখনও কিছু জন্মাবে না? স্কুলে পড়ার সময় আমরা দুজনেই খুব খরচে ছিলাম।

নোরা ॥ [হো হো ক'রে হেসে] হ্যাঁ, ও তাই বলে। [তার দিকে আঙুল নাড়িয়ে] কিন্তু মনে করো না, তোমাদের 'নোরা, নোরা' এতো বোকা। টাকা ওড়ানোর মতো অবস্থা আমাদের ছিল না—আমাদের দুজনকেই কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে।

মিসেস লিনদ ॥ তোমাকেও?

নোরা ॥ হ্যাঁ। নানান রকমের কাজ: ছুঁচের কাজ, বুরুশের কাজ, নক্শার কাজ, আর ওইরকম। [স্বর নিচু ক'রে] আর অন্যান্য জিনিসও। তুমি জানো আমাদের বিয়ের সময়েই ও চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। সেখানে উন্নতির কোনো সুযোগ ছিল না। আগের চেয়ে বেশি রোজগারের চেষ্টা তাকে করতে হয়েছিল। প্রথম বছরে ভয়ংকর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বুঝতেই পারছো, অনেক রকমেই তাকে রোজগার করতে হতো। খুব সকাল থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত খাটতে হতো। কিন্তু এত পরিশ্রম তার সহ্য হচ্ছিল না; তাকে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়তে হয়েছিল। ডাক্তাররা বললেন দক্ষিণ দেশে বেড়াতে যাওয়াটা তার পক্ষে খুবই দরকার।

মিসেস লিনদ ॥ ইতালীতে তোমরা পুরো একটা বছর কাটিয়েছিলে। তাই না?

নোরা ॥ হ্যাঁ, বাইরে যাওয়াটা তখন অত সহজ ছিল না। তারই সামান্য কয়েকদিন আগে মাত্র ইভারের জন্ম হয়েছে। কিন্তু তবু আমাদের যেতেই হয়েছিল। আমাদের বিদেশ যাত্রা সত্যিই কি অপরূপ ছিল! তাতেই তরওয়াল্ড বেঁচে গেছে। কিন্তু টাকা খরচ হয়েছিল অনেক, অনেক।

মিসেস লিনদ ॥ আমরও তাই মনে হয়।

নোরা ॥ প্রায় দুশ পঞ্চাশ পাউন্ড! অনেক নয়?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ; এইরকম জরুরী অবস্থায় টাকা থাকাটাও ভাগ্যের কথা।

নোরা ॥ তোমাকে বলা উচিত যে টাকা আমরা বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

মিসেস লিনদ ॥ ওঃ! তাই বুঝি? ঠিক সেই সময়েই তিনি মারা গিয়েছিলেন। তাই না!

নোরা ॥ হ্যাঁ ; ভেবে দেখো। সেই সময় তাঁর কাছে গিয়ে যে একটু সেবা করবো তাও আমি পারি নি। প্রতিদিনই ভাবছিলাম ইভারের জন্ম হবে ; তাছাড়া, বেচারা অসুস্থ তরওয়াল্ডকে দেখতে হবে। আমার বাবাকে আমি আর কোনোদিনই দেখতে পাই নি খ্রীশ্চীন। আমাদের বিয়ের পর এইরকম দুঃখের দিন আর কখনো আমার আসে নি!

মিসেস লিনদ ॥ তুমি যে তাঁকে কতো ভালোবাসতে তা আমি জানি, এবং তারপরে, তোমরা ইতালীতে চলে গেলে ?

নোরা ॥ হ্যাঁ। বুঝতেই পাচ্ছো সে-সময়ে টাকাটা আমরা পেয়েছিলাম ; আর, বাইরে যাওয়ার জন্যে ডাক্তাররাও বারবার আমাদের তাগিদ দিচ্ছিলেন। সেইজন্যে একমাস পরে আমরা বেরিয়ে গেলাম।

মিসেস লিনদ ॥ আর বেশ সুস্থ হয়েই তোমার স্বামী ফিরে এসেছিলেন ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ; খুব সুস্থ হয়ে।

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু তাহলে—ডাক্তার ?

নোরা ॥ কী ডাক্তার ?

মিসেস লিনদ ॥ মনে হলো তোমার পরিচারিকা বলছিল আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি একজন ডাক্তার ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ; উনি হচ্ছেন ডাক্তার র‍্যাংক ; কিন্তু তিনি এখানে রোগী দেখতে আসেন না। তিনি আমাদের পরম বন্ধু। রোজই অন্তত একবার এখানে তিনি আসেন। না ; তারপর থেকে তরওয়াল্ড একঘণ্টার জন্যেও অসুস্থ হয় নি। আমাদের ছেলেমেয়েদেরও স্বাস্থ্য খুব ভালো ; আর আমারও তাই। [লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে] ক্রীশ্চীন ! আনন্দে বেঁচে থাকা খুবই ভালো !—কিন্তু আমার কী আক্কেল বলতো ! আমি কেবল নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। [তার পাশে একটা টুলের উপরে বসে হাত দুটো তার হাঁটুর উপরে রাখে। আমার ওপরে রাগ করো না ভাই। বলতো, তুমি যে তোমার স্বামীকে ভালোবাসতে না। একথা কি সত্যি ? তাঁকে তুমি বিয়ে করেছিলে কেন ?

মিসেস লিনদ ॥ আমার ভাই তখন বেঁচে ছিল ; সে তখন শয্যাশায়ী, অসহায় ; আর ছোটো দুটি ভাইকে খাওয়াতে পরাতে হতো আমাকে। সেইজন্যে তার বিয়ের প্রস্তাবটাকে নাকচ করাটা আমি যুক্তিযুক্ত ব'লে বিবেচনা করি নি।

নোরা ॥ হয়তো ঠিকই করেছিলে তুমি। সে-সময়ে তাঁর টাকা পয়সা ছিল।

মিসেস লিনদ ॥ আমিও তাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু তার ব্যবসার অবস্থাটা আদৌ ভালো ছিল না। সে মারা যাওয়ার সময় ব্যবসাটা তছনছ হয়ে গেল। কিছুই আর প'ড়ে রইলো না।

নোরা ॥ এবং তারপরে—

মিসেস লিনদ ॥ তারপরে, কোনোরকমে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে হলো আমাকে ; মানে, হাতের কাছে যা পেলাম। প্রথমে ছোটো একটা দোকান ; তারপরে,

ছোটো একটা স্কুল ; এইভাবে। শেষ তিনটে বছর একটানা কাজ করেছি ; কোনো বিশ্রাম না নিয়েই। মনে হয়েছে তিনটে বছর যেন টানা একটা দিন। এখন সে-কাজ শেষ হয়েছে, নোরা। আমার বেচারা মা-র আর আমাকে দরকার নেই। কারণ, তিনি মারা গিয়েছেন ; আর ছেলেদেরও আর আমাকে প্রয়োজন নেই। তারা সবাই চাকরি পেয়েছে ; এখন নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই তারা নিতে পারবে।

নোরা ॥ মুক্তি পেয়েছ তাহলে ?

মিসেস লিনদ ॥ না ; না ; সেকথা বলো না ! কেবল মনে হচ্ছে আমার জীবনটা যেন ফাঁকা হয়ে গিয়েছে—একেবারে অবর্ণনীয়ভাবে ফাঁকা। সেইজন্যে জীবনের পুরানো পরিবেশে আর আমি থাকতে পারলাম না। আশা করি এখানেই কিছু একটা খুঁজে নিতে পারবো। তাতেই নিজকে নিয়ে আমি ব্যস্ত থাকতে পারবো, সব চিন্তা ডুবিয়ে দিতে পারবো তারই মধ্যে। যদি কেবল কপালজোরে কিছু একটা কাজ এখানে আমি জোটাতে পারি—কোনো রকম অফিসের একটা কাজ—

নোরা ॥ কিন্তু খ্রীশ্চীন, সে কাজ করা তোমার কাছে খুবই ক্লান্তিকর ব'লে মনে হবে, তোমাকে এখনই খুব ক্লান্ত ব'লে মনে হচ্ছে। তুমি বরং এমন কোথাও বেড়াতে যাও যেখানকার জল খুব ভালো।

মিসেস লিনদ ॥ [জানালার কাছে গিয়ে] স্বাস্থ্যনিবাসে যাওয়ার জন্যে টাকা দেবেন এমন বাবা আমার নেই, নোরা।

নোরা ॥ [দাঁড়িয়ে] আমার ওপরে তুমি রাগ করো না।

মিসেস লিনদ ॥ [তার কাছে গিয়ে] তুমিই বরং আমার ওপরে রাগ করো না, ভাই। আমার মতো সঙ্গীন অবস্থা যার তার কাছে জীবনটা খুবই তিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এমন কেউ নেই যার জন্যে আমাকে কাজ করতে হবে ; অথচ সব সময়ে কাজ খুঁজে বেড়াতে হবে। বেঁচে থাকার জন্যেই মানুষকে স্বার্থপর হ'তে হয়। তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে একথা তোমার মুখ থেকে শুনে—তুমি হয়ত বিশ্বাস করতে পারবে না—তোমার জন্যে আমি ততটা আনন্দ পাই নি যতটা পেয়েছি আমার নিজের কথা ভেবে।

নোরা ॥ অর্থাৎ ? ও, এবারে বুঝেছি। তুমি হয়তো ভেবেছিলে ও তোমার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবে ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ ; সেই কথাটাই আমি তখন ভাবছিলাম।

নোরা ॥ নিশ্চয় সে করবে, খ্রীশ্চীন। ব্যাপারটা তুমি আমার হতে ছেড়ে দাও। খুব বুদ্ধি করে কথাটা তার কাছে আমি পাড়বো। সে যাতে খুশি হয় সেরকম কিছু একটা ভেবে নেবো আমি। তোমার কোনো কাজে লাগতে পারলে আমি খুবই খুশি হবো।

মিসেস লিনদ ॥ আমাকে সাহায্য করার জন্যে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছ এটা দেখেই মনে হচ্ছে তোমার মনটা খুবই নরম। তোমার দয়ামায়া যে আছে সেটার প্রমাণ আরো

পাচ্ছ এই কথাটা ভেবে যে জীবনে বোঝা আর ঝঞ্ঝাট যে কতো তা বোঝার মতো কোনো জ্ঞানই তোমার নেই বললেই হয়।

নোরো ॥ আমার— ? কোনো জ্ঞানই আমার নেই ?

মিসেস লিনদ ॥ [হেসে] ঘরের ছোটোখাটো আর ওইরকম জাতীয় কিছু ঝঞ্ঝাট—। নোরা তুমি শিশু।

নোরা ॥ [মাথায় ঝাকুনি দিয়ে, স্টেজের অপর দিকে] তোমারও জ্ঞান আমার চেয়ে বেশী নেই।

মিসেস লিনদ ॥ নেই ?

নোরা ॥ তুমিও দেখছি আর সকলেরই মতো। তারা সবাই ভাবে আমি সত্যিকার কিছু করতে পারি না—

মিসেস লিনদ ॥ শোনো শোনো—

নোরা ॥ —যে এ জগতে দঃখযন্ত্রণা কিছুই আমাকে ভোগ করতে হয় নি।

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু প্রিয় নোরা, তোমার ঝঞ্ঝাটের সব কথা এইমাত্র তো তুমি আমাকে বললে।

নোরা ॥ আরে ওসব তো তুচ্ছ। [স্বর নিচু করে] বড়ো ব্যাপারটাই এখনো তোমাকে আমি বলি নি।

মিসেস লিনদ ॥ বড়ো ব্যাপার ? কী বলতো ?

নোরা ॥ তুমি আমাকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছ, খ্রীশ্চীন। কিন্তু তা করা তোমার উচিত নয়। তুমি তোমার মায়ের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করেছ এইজন্যে তুমি বেশ গর্ব করছো, তাই না ?

মিসেস লিনদ ॥ সত্যি কথা বলতে কি আমি কাউকে উড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু প্রায় কোনোরকম দুশ্চিন্তা না নিয়ে মা যাতে শেষ কটা দিন কাটিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করার সুযোগ আমি যে পেয়েছিলেন সে সেকথা ভেবে আমি গর্বিত আর আনন্দিতও—কথাটা মিথ্যে নয়।

নোরা ॥ এবং তোমার ভায়েদের জন্যে যা করেছে তার জন্যও তুমি গর্ব বোধ করছো ?

মিসেস লিনদ ॥ আমার ধারণা সে-গর্ব বোধ করার অধিকার আমার রয়েছে।

নোরা ॥ আমিও তাই ভাবি। কিন্তু এখন শোনো : আমিও এমন কিছু কাজ করেছি যার জন্যে আমি গর্বিত আর আনন্দিত হতে পারি।

মিসেস লিনদ ॥ সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিসের উল্লেখ করছো তুমি ?

নোরা ॥ আস্তে, আস্তে। তরওয়ালড শুনতে পাবে। সে যেন কোনোমতেই একথা জানতে না পারে। বিশ্বের কেউ নয় ; একমাত্র তুমি ছাড়া, খ্রীশ্চীন।

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু ব্যাপারটা কী ?

নোরা ॥ এখানে এসো। [নিজের পাশে সোফায় টেনে বসিয়ে দেয় তাকে] আমারও যে একটা বিষয়ে গর্ব আর আনন্দ করার আছে সেকথা তোমাকে আমি বলবো। তরওয়াল্ডের জীবন আমিই বাঁচিয়েছি।

মিসেস লিনদ ॥ 'বাঁচিয়েছ'? কিভাবে?

নোরা ॥ আমরা যে ইতালীতে গিয়েছিলাম সে কথা তোমাকে আমি বলেছি। ইতালীতে না গেলে ও কিছুতেই সেরে উঠতো না—

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ; কিন্তু তোমার বাবা তার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছেন।

নোরা ॥ [হেসে] হ্যাঁ। সেকথা তরওয়াল্ড আর সকলেই জানে; কিন্তু—

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু—

নোরা ॥ বাবা আমাদের একটা পয়সাও দেন নি। সেটাকা সংগ্রহ করেছিলাম আমি নিজে।

মিসেস লিনদ ॥ তুমি? ওই অত টাকা?

নোরা ॥ দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড। এ বিষয়ে তোমার মন্তব্য কী?

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু নোরা, এত টাকা তুমি যোগাড় করলে কোথা থেকে? লটারি পেয়েছিলে নাকি?

নোরা ॥ [ঘৃণার সঙ্গে] লটারি? তাতে কোনো কৃতিত্ব থাকতো না।

মিসেস ॥ তাহলে তুমি যোগাড় করলে কেমন করে?

নোরা ॥ [গুণগুণ করে গান করে, আর রহস্যজনকভাবে হেসে] হুঁ—হুঁ! হা—হা!

মিসেস লিনদ ॥ কারণ, সম্ভবত তুমি ধার করতে পারো নি।

নোরা ॥ পারি নি? কেন পারি নি?

মিসেস লিনদ ॥ কারণ, স্বামীর অসম্মতিতে কোনো স্ত্রী কখনো ধার করতে পারে না।

নোরা ॥ [ঘাড় দুলিয়ে] ওঃ! স্ত্রীর মাথাতেই ব্যবসাবুদ্ধি কিছুটা থাকে—স্ত্রীরই বুদ্ধি থাকে কিছুটা—চালাক চতুর হওয়ার—

মিসেস লিনদ ॥ তোমার কথার বিন্দুবিসর্গ আমি বুঝতে পারছি নে, নোরা।

নোরা ॥ তোমার বোঝার দরকার নেই। টাকা যে ধার করেছি সেকথা তোমাকে আমি কখনো বলি নি। আমি হয়ত অন্য কোনোভাবে সেটা যোগাড় করেছি। [সোফার গায়ে হেলান দিয়ে] আমার রূপমুগ্ধ কারও কাছ থেকে হয়ত আমি এটা পেয়েছি। কেউ যখন আমার মত সুন্দরী হয়—

মিসেস লিনদ ॥ তুমি একটা পাগল।

নোরা ॥ এখন নিশ্চয় তোমার কৌতূহল হচ্ছে, খ্রীশ্চীন।

মিসেস লিনদ ॥ শোনো ভাই নোরা; তুমি কি একটু অবিবেচনার কাজ করো নি?

নোরা ॥ [সোজা হয়ে বসে] তোমার স্বামীর জীবন বাঁচানোটা কি অবিবেচনার কাজ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ; আমার তাই মনে হয়, তোমার স্বামীকে না জানিয়ে—

নোরা ॥ কিন্তু তার না জানাটা ছিল একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। হায় ঈশ্বর! একথাটাও তুমি বুঝতে পারছো না? তার অবস্থাটা যে কতো সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল সেটা তার না জানাটাই ছিল প্রয়োজনীয়। ডাক্তার আমারই কাছে এসে বলেছিলেন যে তার জীবনসংকটপূর্ণ; এবং তার বাঁচার একটি মাত্র পথ হচ্ছে তাকে দক্ষিণদেশে গিয়ে বাস করতে হবে। তুমি কি মনে কর, আমি যে কেবল নিজের জন্যেই বিদেশে যেতে চাই সেকথা সবার প্রথমে ওকে বোঝাতে আমি চেষ্টা করি নি? আমি তাকে বলেছিলাম সমস্ত যুবতী স্ত্রীদের মতোই বিদেশ ভ্রমণে যেতে আমি খুব ভালোবাসি। আমি চোখের জল ফেললাম; অনুরোধ করলাম তাকে। আমার শারীরিক অবস্থা কী সেটা যে তার মনে রাখা উচিত সে কথা তাকে আমি বললাম। আমি তাকে বোঝালাম সেইজন্যে তার একটু মায়া হওয়া উচিত, উচিত আমার জন্যে কিছু বাড়তি খরচ করা। সেইজন্যে তার যে ধার করাও উচিত সে-বিষয়েও ইঙ্গিৎ দিলাম আমি। সেই শুনে সে প্রায় চটে উঠলো। সে বললো আমার বিবেচনা বলতে কিছু নেই; আর স্বামী হিসাবে তার উচিত আমার এইসব বদ খেয়ালগুলিকে—এইকথাই তখন সে বলেছিল বলে মনে হচ্ছে—তার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। আমি ভাবলাম ঠিক আছে—তোমাকে বাঁচাতেই হবে—আর সেইজন্যেই সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায় আমি একটা মতলব ভাঁজলাম—

মিসেস লিনদ ॥ আর, টাকাটা যে তোমার বাবার কাছ থেকে আসে নি সেকথা তোমার স্বামী কোনোদিনই জানতে পারেন নি?

নোরা ॥ না; কোনোদিনই না। বাবা ঠিক সেই সময়েই মারা যান। একবার আমি ভেবেছিলাম এই গোপন কথাটা তাঁকে জানিয়ে সেটা তিনি যাতে প্রকাশ না করেন সেইজন্যে অনুরোধ করবো তাঁকে। কিন্তু বাবা সেই সময় খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন—হায়রে, সেকথা তাঁকে বলার আর কোনো দরকার হয় নি।

মিসেস লিনদ ॥ এবং সেই থেকে তোমার স্বামীকে গোপন কথাটা কোনোদিনই তুমি বলো নি?

নোরা ॥ কী যে বল! ছিঃ—ছিঃ! একথা তুমি ভাবতে পারলে কেমন করে? এই-সব ব্যাপারে যার নীতিবোধ ওইরকম কড়া, তাকে? তা ছাড়া, ও হচ্ছে একজন সত্যিকার পুরুষ মানুষ। কারও ওপরে ও নির্ভর করতে চায় না। ও যে আমার কাছে ঋণী একথাটা জানতে পারাটা ওর কাছে কতই না বেদনদায়ক হবে! আমাদের পারস্পরিক সম্পর্কটা তাহলে একেবারে ওলোটপালট হয়ে যাবে। আমার সুন্দর গার্হস্থ্য জীবন আর সুন্দর থাকবে না।

মিসেস ॥ তুমি কি ভেবেছ—ওকথাটা কোনোদিনই তাঁকে তুমি জানাবে না?

নোরা ॥ [গভীরভাবে চিন্তা করে, একটু হেসে] হ্যাঁ, তা হয়ত জানাতে পারি—অনেকদিন পরে, যখন আমি আর সুন্দরী থাকবো না—ঠিক এখনকার মতো। আমাকে উপহাস করো না। আমি বলতে চাই—এখনকার মতো আমার ওপরে ওর টান যখন আর থাকবে না, আমার নাচ, সাজপোষাক, কথাবার্তা আর যখন

ওর বিশেষ ভালো লাগবে না,– তখনকার দিনগুলির জন্যে কিছু একটা সঞ্চয় ক'রে রাখাটা ভালোই হবে—[হঠাৎ সুর পাল্টিয়ে] কী আবোলতাবোল বকছি ! সেদিন কোনোদিনই আসবে না। এখন আমার এই বড়ো রহস্যটার সম্বন্ধে তোমার কী মনে হচ্ছে, খৃশ্চীন ? এখনও কি তোমার মনে হচ্ছে যে আমি অপদার্থ ? তোমাকে একথাও আমি বলতে পারি যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে অনেক অশান্তি ভোগ করতে হয়েছিল। ঘড়ির কাঁটা ধরে বাইরে মেলামেশা করাটা কোনোদিক থেকেই আমার কাছে সহজ ছিল না। তোমাকে আর একটা কথা বলতে পারি যে ব্যবসায় ত্রৈমাসিক সুদ ব'লে একটা কথা আছে ; আর একটা কথা আছে যাকে আমরা বলি কিছু কিছু ক'রে ধার মেটানো। এইগুলির হিসেব রাখাও খুবই কষ্টকর। যতটা সম্ভটা এখান থেকে একটু, ওখান থেকে একটু করে আমাকে সঞ্চয় করতে হয়েছিল। বুঝছ ? ভালো খাওয়া-দাওয়াটা ও সব সময় পছন্দ করে। ফলে, সংসার খরচ থেকে খুব বেশি একটা জমাতে আমি পারি নি। ছেলেমেয়েদের যা-তা পোষাক পরানো যায় না। তাদের জন্যে যে টাকা আমাকে সে দিতো তার সব সবটুকুই খরচ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। আহা বেচারারা !

মিসেস লিনদ ॥ বেচারা নোরা, তাহলে নিজের দুঃখ-যন্ত্রণার মূল্যে এইসব টাকাই তোমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল ?

নোরা ॥ অবশ্যই। তাছাড়া, এর জন্যে আমিই কেবল দায়ী। নতুন পোষাক আর আনুসঙ্গিক টুকিটাকি কেনার জন্যে ও আমাকে যা দিত তারও অর্ধেকের বেশি কোনোদিন আমি খরচ করি নি। সব সময়েই আমি কিনেছি সস্তা আর অতি সাধারণ পোষাক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সব পোষাকেই আমাকে ভালো মানায়। তাই, সেটা ওর নজরে পড়তো না। কিন্তু সেটা আমার কাছে প্রায়ই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতো, খৃশ্চীন—কারণ বেশ ভালো পোষাক পরে থাকতে খুবই আনন্দ হয়।

মিসেস লিনদ ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়।

নোরা ॥ তারপরে, টাকা রোজগার করার অন্য পথও আমি খুঁজে বার করেছিলাম। গত শীতকালে কপাল জোরে 'কপি' করার অনেক কাজ পেয়েছিলাম। সেইজন্যে ঘরে খিল দিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে আমি লিখতাম। অনেক সময়েই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তো আমার দেহ ; কিন্তু তবু সেইখানে বসে কাজ করতে আর পয়সা রোজগার করতে কী ভালোই যে লাগতো ! মনে হতো আমিও একজন পুরুষ মানুষ।

মিসেস লিনদ ॥ এইভাবে কতটা দেনা তুমি শোধ করতে পেরেছ ?

নোরা ॥ সেকথা ঠিক তোমাকে আমি বলতে পারবো না ; কারণ, এইরকম কাজের টুকিটাকি হিসাব রাখা খুবই কষ্টকর। কেবল এটুকু তোমাকে বলতে পারি যে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা আমি জমাতে পেরেছিলাম তাই আমি দেনায় দিয়ে দিয়েছি। অনেক সময়, মাথাটা আমার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যেতো। [হাসে] তখন আমি এখানে বসে বসে ভাবতাম যে একজন ধনী বৃদ্ধ আমার প্রেমে প'ড়ে—

মিসেস লিনদ ॥ কী! কে?

নোরা ॥ চুপ! চুপ!—যে তিনি মারা গিয়েছেন; তারপরে, তাঁর 'উইল'টা খোলা হলে দেখা গেল যেখানে বড়ো বড়ো হরফে লেখা রয়েছে: আমার যা সম্পত্তি আছে সব পাবেন সুন্দরী মিসেস নোরা হেলমার; এবং টাকায় সে-সবই তাঁকে এক্ষুণি দিয়ে দেওয়া হবে।'

মিসেস ॥ কিন্তু প্রিয় নোরা – সেই মানুষটি কে?

নোরা ॥ হায় ভগবান, বুঝতে পারছো না? বিশেষ কোনো বন্ধের সম্বন্ধে একথা তোমাকে আমি বলি নি, ওটা একটা স্বপ্ন। টাকা রোজগার করার যখন কোনো পথই আমি খুঁজে পেতাম না তখনই এইখানে বসে বসে আমি ওইরকম চিন্তা করতাম। কিন্তু এখন আর ওসব কিছু নেই। সেই বন্ধ ভদ্রলোকটি যেখানে খুশি থাকুন। তা নিয়ে আমার কিছু যায় আসে না। আপনি এখন ভাবনা-চিন্তামুক্ত। তাঁর সম্বন্ধে বা তাঁর উইল নিয়ে আর আমি কোনো চিন্তা করি না। [লাফিয়ে উঠে] ঈশ্বর! ঈশ্বর! ভাবতে আমার কী ভালোই না লাগছে! দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত আমি! দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ভাবলেই—বাচ্চাদের সঙ্গে হুল্লোড় ক'রে বেড়ানো—ঘরদোর বেশ ভালোভাবে সাজানো—ঠিক তরওয়ালড যা চায়—কী ভালোই না লাগে! শীঘ্রই বসন্তকাল আসছে—নীল রঙের আস্তরণে ছেয়ে যাবে বিরাট আকাশ। আবার হয়ত আমরা বিদেশে বেড়াতে যাব—আবার হয়তো দেখতে পাব সমুদ্র। বেঁচে থাকা,—জীবনে সুখী হয়ে বেঁচে থাকাটা সত্যিই কী আনন্দের! [হলঘরে একটা 'বেল' বাজার শব্দ হয়]

মিসেস লিনদ ॥ [উঠে] বেল বাজছে। এবার আমার চলে যাওয়াই ভালো।

নোরা ॥ উঁহু! এখানে কেউ আসবে না। নিশ্চয় ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে।

চাকর ॥ [হলঘরের দরজার কাছে] মনিবের সঙ্গে একটি ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন; ডাক্তারবাবু তাঁর সঙ্গে আছেন ব'লে—

নোরা ॥ কে এসেছেন?

ক্রগস্তাদ ॥ [দরজার কাছে] আমি, মিসেস হেলমার। [মিসেস লিনদ চমকে ওঠে, কাঁপতে থাকে, এবং জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়]

নোরা ॥ [আগন্তুকের দিকে দু'এক পা এগিয়ে জোর ক'রে নীচু স্বরে] আপনি? কী ব্যাপার? আমার স্বামীর সঙ্গে কেন দেখা করতে এসেছেন?

ক্রগস্তাদ ॥ মানে, ব্যাঙ্কের ব্যাপারে। ব্যাঙ্কে আমি একটা ছোটো চাকরি করি। শুনলাম আপনার স্বামী এখন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার—

নোরা ॥ তাহলে—

ক্রগস্তাদ ॥ শুকনো ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু নয়, মিসেস হেলমার – একেবারে কিছু নয়।

নোরা ॥ তাহলে, দয়া করে তাঁর পড়ার ঘরে যান। [নিতান্ত উদাসীনভাবে তার দিকে বিদায় নেওয়ার ভঙ্গীতে মাথাটা একটু নামিয়ে, হলঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়; তারপরে ফিরে এসে স্টোভের আগুনটাকে দেয় উসকিয়ে]

মিসেস লিনদ ॥ নোরা, ওই লোকটা কে?

নোরা ॥ উকিল; নাম ক্রগস্তাদ।

মিসেস লিনদ ॥ তাহলে, ও-ই সেই লোক!

নোরা ॥ ওকে চেনো?

মিসেস লিনদ ॥ চিনতাম—অনেকদিন আগে। এক সময়ে আমাদের শহরে ও ছিল; একজন সলিসিটরের কেরানী হিসাবে।

নোরা ॥ হ্যাঁ; তা ছিল।

মিসেস লিনদ ॥ চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

নোরা ॥ ওর বিবাহিত জীবন খুবই দুঃখের।

মিসেস লিনদ ॥ ওর স্ত্রী মারা গিয়েছেন। তাই না?

নোরা ॥ একগাদা ছেলেমেয়ে রেখে। যাক, আগুনটা আবার বেশ গনগন করছে। [স্টোভের দরজাটা বন্ধ ক'রে দোলানে চেয়ারটাকে টেনে নিলে]

মিসেস লিনদ ॥ লোকে বলে ও নানান কাজ করে।

নোরা ॥ তাই নাকি? তা হয়তো হবে। ওসব বিষয়ে আমি কিছু জানি নে। কিন্তু এসব কথা আলোচনা করতে ভালো লাগে না আমার।

ডাক্তার র‍্যাঙ্ক ॥ [হেলমারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। দরজা বন্ধ করার আগে তাকে ডেকে বলেন] আর তোমাকে বিরক্ত করবো না। এখন তোমার স্ত্রীর সঙ্গে বরং একটু গল্প ক'রে যাই। [দরজা বন্ধ করে মিসেস লিনদেকে দেখে] ক্ষমা করবেন। আপনাকেও হয়ত আমি বিরক্ত করছি।

নোরা ॥ না, না; আদৌ নয়। [পরিচয় করিয়ে দিয়ে] ডক্টর র‍্যাঙ্ক, মিসেস লিনদ।

র‍্যাঙ্ক ॥ এই বাড়িতে মিসেস লিনদের নাম আমি প্রায় শুনেছি। মনে হচ্ছে সিঁড়িতে ওঠার সময় আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ; আমি খুব ধীরে ধীরে হাঁটি কিনা। সিঁড়িতে ওঠা ঠিক আমার অভ্যাস নেই।

র‍্যাঙ্ক ॥ তাই বুঝি? শারীরিক দুর্বলতা?

মিসেস লিনদ ॥ না। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আমি সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করছি।

র‍্যাঙ্ক ॥ আর কিছু নয়? তাহলে মনে হয় আমাদের সঙ্গে আনন্দ করার জন্যে আপনি শহরে এসেছেন?

মিসেস লিনদ ॥ আমি এসেছি কাজের চেষ্টায়।

র‍্যাঙ্ক ॥ অতিরিক্ত পরিশ্রমের এ একটা ভালো ওষুধ নাকি?

মিসেস লিনদ ॥ মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে, ডক্টর র‍্যাঙ্ক।

র‍্যাঙ্ক ॥ হ্যাঁ; লোকে তাই বলে—এটা প্রয়োজনীয়।

নোরা ॥ শুনুন ডাক্তারবাবু, আপনি যে বাঁচতে চান তা আপনি জানেন।

র‍্যাংক ॥ নিশ্চয়। নিজেকে আমি যত হতভাগ্যই ব'লে মনে করি না কেন সেই যন্ত্রণাকে যতদিন সম্ভব আমি দীর্ঘজীবী করে রাখতে চাই। আমার সব রোগী এই-ভাবেই চিন্তা করে। আর যারা নীতির দিক থেকে রুগ্ন তারাও ওই কথা ছাড়া আর কিছু ভাবে না। তাদের মধ্যে একজন—আব হাড়ে মজ্জায় রুগ্ন—বর্তমানে হেলমারের সঙ্গে—

মিসেস লিনদ ॥ [বিষণ্ণভাবে] আ!

নোরা ॥ কার কথা বলছেন?

র‍্যাংক ॥ ক্রগস্তাদ নামে একজন উকিল। আপনি তাকে ভালোভাবেই জানেন। ওর নৈতিক দিকটা বড়োই রুগ্ন, মিসেস হেলমার; কিন্তু তারও যে বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন সে সম্বন্ধে খুব উঁচু একটা মত সে পোষণ করে।

নোরা ॥ তাই নাকি? তরওয়াল্ডের সঙ্গে কী নিয়ে তিনি কথা বলছেন?

র‍্যাংক ॥ তা আমি জানি নে। শুধু শুনলাম ব্যাংকের ব্যাপারে কিছু।

নোরা ॥ কী ওঁর নাম ক্রগসতাদ—ব্যাংকের সঙ্গে ওর যে যোগাযোগ আছে তা আমি জানতাম না।

র‍্যাংক ॥ হ্যাঁ; ওখানে কী যেন একটা চাকরি করেন তিনি। [মিসেস লিনদকে] জানি নে, আপনাদের অঞ্চলেও এরকম কিছু মানুষকে আপনি দেখেছেন কি না; কিন্তু এখানে সে রকম মানুষ আছে যারা অপরের নৈতিক অবনতির দুর্গন্ধ শোঁকার জন্যে ছোঁক ছোঁক ক'রে ঘুরে বেড়ায়। আর কারো মধ্যে একবার তার সন্ধান পেলে তাকে ধরে নিয়ে এসে মোটা মাইনের চাকুরিতে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেই চাকরিতে বসিয়ে তার দিকে নজর রাখে তারা। উপেক্ষা করা হয় স্বাস্থ্যবান মানুষদের।

মিসেস লিনদ ॥ তবু আমার মনে হয় রুগ্নদেরই সবচেয়ে বেশি সেবা করা উচিত।

র‍্যাংক ॥ [কাঁধ দুটো কুঁচকে] বটে, বটে! এই মনোভাবই মানুষের সমাজকে হাসপাতালে পরিণত করেছে। [নিজের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিল নোরা। এখন সে চাপা হাসিতে ফেটে প'ড়ে হাততালি দিয়ে ওঠে]

র‍্যাংক ॥ একথা শুনে আপনি হাসছেন কেন? সত্যিকার সমাজ বলতে কী বোঝায় সে-ধারণা কি আপনার আছে?

নোরা ॥ এই বাজে, বিরক্তিকর সমাজের কথা নিয়ে মাথা ঘামানোর আমার দরকারটা কী? আমি অন্য কথা ভেবে হাসছি—একটা খুবই হাসির কথা। আচ্ছা বলুন তো ডাক্তারবাবু, ব্যাংকে যারা চাকরি করে তাদের সবাই কি এখন তরওয়াল্ডের অধীনে?

র‍্যাংক ॥ এইটাই কি আপনার কাছে খুব হাসির কথা ব'লে মনে হচ্ছে?

নোরা ॥ [হেসে, গুনগুন ক'রে] সেকথা আমি বলবো কেন? [পায়চারি ক'রে] আমাদের—তরওয়াল্ডের যে অত লোকের ওপরে প্রভুত্ব করার ক্ষমতা আছে এটা

ভাবতেই আনন্দে গা শিউরে উঠছে। [পকেট থেকে প্যাকেট বার ক'রে] ডক্টর র‍্যাঙ্ক, মিষ্টি চিনেবাদাম খাবেন ?

র‍্যাঙ্ক ॥ মিষ্টি চিনেবাদাম ? ভেবেছিলাম—ও জিনিসটার প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ ?

নোরা ॥ না-না ; এগুলি খ্রীশ্চীন নিয়ে এসেছে।

মিসেস লিনদ ॥ আ-মি।—

নোরা ॥ না না ; ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তরওয়াল্ড ওগুলি যে এখানে আনতে নিষেধ করেছে তা তুমি জানবে কেমন ক'রে ? সে বারণ করেছে এইজন্যে যে ওগুলি চিবোলে আমার দাঁত খারাপ হয়ে যাবে। তবে একবার—আধবার—কী বলেন ডাক্তারবাবু ? আপনার অনুমতি নিয়ে [একটা চিনেবাদাম ডাক্তারের মুখে ঢুকিয়ে দেয়]। তুমিও একটা নাও, খ্রীশ্চীন। আমি নিই একটা বড় জোর দুটো ! [পায়চারি করতে করতে] আমি আজ খুব খুশি। এখন বিশ্বে কেবল একটা জিনিসই আছে যা আমি করতে চাই।

র‍্যাঙ্ক ॥ কী ?

নোরা ॥ অবশ্য তরওয়াল্ড যদি শোনে তাহলে।

র‍্যাঙ্ক ॥ বলতে পারছেন না কেন ?

নোরা ॥ সাহস হচ্ছে না—শুনলে বড়ো কষ্ট পাবে।

মিসেস লিনদ ॥ বড়ো কষ্ট পাবে ? এমন কী কথা ?

র‍্যাঙ্ক ॥ তাহলে সে কথা তাকে না বলাই ভালো। তবু আমাদের কাছে বলতে পারে। সেকথা কী বলুন তো যা তরওয়ালড শুনতে চাইলে আপনি বলতে পারবেন—বলতে পারলে খুশি হবেন।

নোরা ॥ বলতে পারলে খুশি হতাম—দুত্তোর নিকুচি করেছে !

র‍্যাঙ্ক ॥ আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি ?

মিসেস লিনদ ॥ নোরা, প্রিয়—

র‍্যাঙ্ক ॥ বলুন, ওই যে আসছে।

নোরা ॥ [প্যাকেটটা লুকিয়ে] চুপ ! চুপ ! চুপ !

[ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হেলমার, কোটটা তার হাতের ওপরে, টুপীটা হাতে]

নোরা ॥ প্রিয় তরওয়াল্ড, লোকটাকে বিদেয় করে দিয়েছ ?

হেলমার ॥ এই গেল।

নোরা ॥ এস, তোমার সঙ্গে পরিচয় করে দিই, এ হচ্ছে খ্রীশ্চীন—শহরে এসেছে।

হেলমার ॥ খ্রীশ্চীন— ? কিছু মনে করবেন না ; কিন্তু আমি তো—

নোরা ॥ মিসেস লিনদ, গো ! খ্রীশ্চীন লিনদ।

হেলমার ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমর ধারণা, আমার স্ত্রীর স্কুলের বন্ধু।

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ ; সেই থেকেই আমাদের পরিচয়।

নোরা ॥ আমাকে দেখার জন্যে ও কদ্দুর থেকে এসেছে একবার ভেবে দেখো।

হেলমার ॥ অর্থাৎ ?

মিসেস লিনদ ॥ না, সত্যিই। আমি—

নোরা ॥ হিসাব রাখতে খ্রীশ্চীন একেবারে ওস্তাদ। নিজেকে নিখুঁত করার জন্যে একজন চালাক চতুর মানুষের অধীনে কাজ করার জন্যে ও একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছে—

হেলমার ॥ খুবই ভালো, মিসেস লিনদ।

নোরা ॥ আর তুমি ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হয়েছ এটা শোনামাত্র—সংবাদটা চারপাশে টেলিগ্রাফে ছড়িয়ে পড়েছিল তা জানো সে একেবারে দৌড়ে এসেছে। তরওয়াল্ড, তুমি যে ওকে একটা কাজ যোগাড করে দিতে পারবে সেদিক থেকে আমি নিশ্চিত—আমার জন্যে—তাই না ?

হেলমার ॥ অবশ্য যোগাড় ক'রে দেওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। আপনার স্বামী মারা গিয়েছে—তাই না, মিসেস লিনদ ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ।

হেলমার ॥ হিসাব রাখার কোনো অভিজ্ঞতা আপনার আছে ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ, মোটামুটি।

হেলমার ॥ তাই বুঝি ! হয়ত, আপনার জন্যে কোনো একটা কাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারি—

নোরা ॥ [হাততালি দিয়ে] তোমাকে বলি নি ? কী বলেছিলাম তোমাকে ?

হেলমার ॥ মিসেস লিনদ, আপনি খুব ভালো সময়ে এসে পড়েছেন।

মিসেস লিনদ ॥ আপনাকে আমি কীভাবে যে ধন্যবাদ দেব।

হেলমার ॥ কোনো প্রয়োজন নেই, [কোটটা পরে] কিন্তু আজ আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি একটু···

র‍্যাঙ্ক ॥ একটু দাঁড়াও। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

[হলঘর থেকে ফারের কোটটা এনে আগুনে সেঁকে নেয়]

নোরা ॥ ফিরতে বেশি দেরি করো না।

হেলমার ॥ ঘণ্টাখানেক, বা, একটু বেশি।

নোরা ॥ তুমিও যাচ্ছ নাকি খ্রীশ্চীন ?

মিসেস লিনদ ॥ [ঢিলে জামাটা পরে] হ্যাঁ। একটা ঘর যোগাড় করতে হবে।

হেলমার ॥ তাহলে তো ভালোই, আমরা তাহলে রাস্তায় কথা বলতে বলতে যেতে পারি।

নোরা ॥ [মিসেস লিনদকে জামা পরায় সাহায্য করতে করতে] কী দুঃখের কথা। আমাদের এখানে জায়গা এত কম ! আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব—

মিসেস লিনদ ॥ ওসব চিন্তা করো না। বিদায়, প্রিয় নোরা—অনেক ধন্যবাদ।

নোরা ॥ আপাতত বিদায়। অবশ্য সন্ধ্যায় তুমি ফিরে আসছ। ডক্টর র‍্যাঙ্ক, আপনিও। কী বলেন ? যদি অবশ্য ভালো থাকেন। নিশ্চয় থাকবেন। ভালো করে শীতের পোশাক গায়ে জড়িয়ে থাকবেন।

[সবাই মিলে দরজার কাছে যায়। সিঁড়ির ওপরে ছেলেমেয়েদের স্বর শোনা গেল]

নোরা ॥ ওই ওরা এসে পড়েছে! ওই! [দরজা খুলে দেওয়ার জন্যে দৌড়ে যায়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢোকে নার্স] আয়, আয় [ঝুঁকে পড়ে চুম খায় তাদের] ও বাছারা! খুশিচীন, দেখো! কী সুন্দর নয়?

র‍্যাঙ্ক ॥ এখানে এই ঠাণ্ডায় আমাদের দাঁড় করিয়ে রোখো না।

হেলমার ॥ চলুন, মিসেস লিনদ। এখন মায়ের কাছেই কেবল এই জায়গাটা সহ্য করার মতো হবে।

[র‍্যাঙ্ক, হেলমার আর মিসেস লিনদ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। ছেলেমেয়েদের নিয়ে নার্স ভিতরে ঢোকে। নোরা হলঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়]

নোরা ॥ কী টকটকে তাজা দেখাচ্ছে রে তোদের! গালগুলো সব লাল—আপেল আর গোপালের মতো। [ছেলেমেয়েরা সব একসঙ্গে কথা বলতে থাকে, সেই সঙ্গে নোরাও] খুব মজা করে এলি তো সব? বাঃ! বাঃ! চমৎকার। কি! কি! এবি আর ববকে একসঙ্গে স্লেজের ওপরে বসিয়ে তুমি টেনে নিয়ে গেছলে? চমৎকার! ইভার, তুমি খুব চালাক ছেলে। বাচ্চাটাকে একবার আমার হাতে দাও। অ্যান! আঃ! বাছা আমার মিষ্টি পুতুল টুকটুকে! [বাচ্চাটাকে নার্সের কোল থেকে নিয়ে নাচানাচি করতে থাকে] হ্যাঁ। হ্যাঁ। বব, তোমার সঙ্গেও আমি নাচবো। কি! কী বলি! বরফের ওপরে দৌড়াদৌড়ি করছিলি! কী মজা! কী মজা! আমি যদি সেখানে থাকতাম! না, না; ওদের জামা আমাকে খুলতে দাও, অ্যান! ওদের জামা পরাতে আমার কী মজাই না লাগে! এখন ভেতরে যাও সব। ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গেছো সব। স্টোভে গরম কফি আছে—তাই একটু ক'রে খাও গে।

[নার্স বাঁদিকে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়। নোরা ছেলেমেয়েদের পোশাক খুলে ঘরের চারপাশে ছুঁড়ে দেয় সেগুলোকে। সেই সময়ে সবাই একসঙ্গে কথা বলতে থাকে।]

নোরা ॥ বল কী! একটা বড় কুকুর তোমাদের তাড়া করেছিল? কিন্তু কামড়ায় নি তো? না; যে সব ছেলেমেয়ে ভালো হয় কুকুর তাদের কামড়ায় না। উহুঁ! ওই পার্সেলটার দিকে তাকিয়ো না, ইভার। ওতে কী আছে? জানলে, খুবই খুশি হবে তোমরা। না—না! ওর মধ্যে বাজে জিনিস আছে—একদম বাজে। এসো; আমরা খেলা করি। কিসের খেলা? লুকোচুরি? বেশ, তাই ভালো। প্রথমে লুকোবে বব। আমি? বেশ! আমিই প্রথমে লুকোচ্ছি।

[সবাই মিলে ঘরের মধ্যে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে। শেষকালে টেবিলের তলায় লুকিয়ে পড়ে নোরা; ছেলেরা তাকে খুঁজে বেড়ায়। নোরার চাপা হাসি তারা শুনতে পায়। এই শুনে ছেলেমেয়েরা সেইখানে ছুটে গিয়ে কাপড়টা তুলে ফেলতেই তাকে দেখতে পায়। হৈ হৈ করে হেসে ওঠে সবাই।

নোরা হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের ভয় দেখানোর ভান করে। সেই দেখে আবার হেসে ওঠে সবাই। ইতিমধ্যে হলঘরের দরজায় একটা শব্দ শোনা যায় ; কিন্তু কেউ তা শুনতে পায় নি। দরজাটাকে অর্ধেকটা খুলে ক্রগস্তাদ সামনে এসে দাঁড়ায়। একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এদিকে খেলা চলতে থাকে।

ক্রগসতাদ ॥ ক্ষমা করবেন, মিসেস হেলমার।

নোরা ॥ [একটা চাপা আর্তনাদের মতো শব্দ ক'রে উঠে পড়ে নোরা] কে ? কী চাই আপনার ?

ক্রগস ॥ কিছু মনে করবেন না ; দরজা কিছুটা খোলাই ছিল। মনে হয়, ওটা বন্ধ করতে কেউ ভুলে গিয়ে থাকবে।

নোরা ॥ [উঠে] আমার স্বামী বাইরে গিয়েছেন, মিঃ ক্রগসতাদ।

ক্রগস ॥ আমি তা জানি।

নোরা ॥ তাহলে ?

ক্রগস ॥ আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

নোরা ॥ আমার সঙ্গে ?—[ছেলেদের মিষ্টি করে] নার্সের কাছে যাও। কী ! না, না ! উনি তোমাদের মাকে মারবেন না। উনি চলে গেলে আবার আমরা খেলা করবো। [বাঁদিকে ঘরের ভেতরে ছেলেদের নিয়ে যায় ; তারপরে বন্ধ করে দেয় দরজাটা] আমার সঙ্গে আপনি কথা বলতে চান ?

ক্রগস ॥ হ্যাঁ।

নোরা ॥ আজ ? আজ তো মাসের পয়লা না।

ক্রগস ॥ না। আজ হচ্ছে বড়দিন ; এবং এই বড়দিনটি আপনি কীভাবে কাটাবেন তা নির্ভর করছে আপনার ওপরে।

নোরা ॥ কী চান আপনি ? আজ আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব -

ক্রগস ॥ সে-বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো আরো পরে। এটা অন্য ব্যাপার। আশা করি, একটু সময় আপনি আমাকে দিতে পারবেন।

নোরা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারবো—যদিও—

ক্রগস ॥ বেশ। অলসেনের রেস্তোঁরাতে আমি ছিলাম। দেখলাম, আপনার স্বামী রাস্তা দিয়ে—

নোরা ॥ মানে ?

ক্রগস ॥ একটি মহিলার সঙ্গে।

নোরা ॥ তাতে কী হয়েছে ?

ক্রগস ॥ সেই মহিলাটি মিসেস লিন্দ কি না জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

নোরা ॥ হ্যাঁ।

ক্রগস ॥ শহরে কি তিনি সবে এসে পৌঁচেছেন ?

নোরা ॥ আজ, হ্যাঁ।

ক্রগস ॥ আপনার খুব বড়ো বন্ধু বুঝি ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ; তাই ; কিন্তু আমি বুঝতে পারছি নে—

ক্রগস ॥ তাঁকে একদিন আমিও চিনতাম।

নোরা ॥ তা আমি জানি।

ক্রগস ॥ ওঃ ? তাহলে, আপনিও তা জানেন ? আমি তাই ভেবেছিলাম। ঠিক আছে। তাহলে, আপনার সঙ্গে আমি সোজাসুজি কথা বলতে পারি। মিসেস লিন্‌দের কি ব্যাংকে একটা চাকরি পাওয়ার কথা আছে ?

নোরা ॥ মিঃ ক্রগস্‌তাগ—আপনি আমার স্বামীর একজন অধস্তন কর্মচারী। আপনি আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন ? কিন্তু আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন বলে আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দেব। হ্যাঁ ; মিসেস লিন্দ একটা চাকরি পাবে ; আর মিঃ ক্রগস্‌তাগ, ও যাতে একটা চাকরি পায় সেজন্যে তার হয়ে আমি সুপারিশ করেছিলাম। সুতরাং এখন আপনি তা জানতে পারলেন।

ক্রগস ॥ পারলাম। আমি তাই ভেবেছিলাম।

নোরা ॥ [পায়চারি করতে করতে] আশা করি, কারও কারও একটু আধটু প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে। কেউ মহিলা বলেই ধরে নেওয়া যায় না যে……। আর একটা কথা মিঃ ক্রগসতাগ, অধস্তন কর্মচারীদের এমন কারও বিরক্তিভাজন হওয়া উচিত নয় যে—যার—

ক্রগস ॥ ……প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে ?

নোরা ॥ অবিকল।

ক্রগস ॥ [সুর পরিবর্তন ক'রে] মিসেস হেলমার……আপনি কি দয়া ক'রে আমার হয়ে আপনার কিছু প্রভাব খাটাবেন ?

নোরা ॥ কেমন ক'রে ? কী বলতে চান আপনি ?

ক্রগস ॥ আমি যাতে ব্যাংকে আমার অধস্তন পদটি বজায় রাখতে পারি তা কি দয়া ক'রে আপনি দেখবেন ?

নোরা ॥ অর্থাৎ ? আপনার পদটি কে নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে ?

ক্রগস ॥ থাক, থাক। আপনি তা জানেন না ব'লে ভান করবেন না। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার চাকরিটা খাওয়া আপনার বন্ধুর কাছে বেশ আনন্দের হবে না। আর তা ছাড়া, চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার জন্যে কাকে যে আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে তা এখন আমি বুঝতে পারছি।

নোরা ॥ কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চিৎ ক'রে বলতে পারি—

ক্রগস ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের আর ঘুরিয়ে নাক দেখানোর দরকার নেই। আমার কথা শুনুন, এরকম ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যে আপনার প্রভাব খাটান। এখনও সে-সময় আছে।

নোরা ॥ কিন্তু মিঃ ক্রগসতাগ, এ বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই।

ক্রগস ॥ নেই ? আমার মনে হচ্ছে, আপনি এইমাত্র বললেন—

নোরা ॥ অবশ্য ওভাবে কথাটা আমি বলিনি। আমি? এই রকম ব্যাপারে আমার স্বামীকে দিয়ে আমি কিছু করাতে পারবো একথা আপনি ভাবতে পারলেন কেমন ক'রে?

ক্রগস ॥ মানে, ব্যাপারটা কী জানেন?······আপনার স্বামীর ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি তাকে চিনি। আমার মনে হয় না যে আমাদের মহৎ চেতা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অন্য স্বামীদের চেয়ে বেশী অনমনীয়।

নোরা ॥ আমার স্বামীর সম্বন্ধে আপনি যদি অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন তাহলে আপনাকে বেরিয়ে যেতে বলবো!

ক্রগস ॥ আপনি বীর রমণী, মিসেস হেলমার।

নোরা ॥ আপনাকে ভয় করার আর কোনো দরকার হবে না আমার। নববর্ষের পরে খুব তাড়াতাড়িই সমস্ত ব্যাপারটা আমি মিটিয়ে ফেলবো।

ক্রগস ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে] আমার কথা শুনুন, মিসেস হেলমার। প্রয়োজন হলে, ব্যাঙ্কের ওই ক্ষুদে চাকরিটিকে বজায় রাখার জন্যে আমি লড়াই করবো—নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মানুষ যেমন লড়াই করে।

নোরা ॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

ক্রগস ॥ শুধু অর্থের জন্যেই নয়—ওটা আমার কাছে কিছুই নয়। না; এর মধ্যে আরও কিছু আছে।······সেটা আপনাকে বলতেও পারি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই : অবশ্য, অন্য সকলের মতো আপনিও জানেন যে কয়েক বছর আগে আমি একটা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম।

নোরা ॥ ওইরকম একটা কথা মনে হচ্ছে আমি শুনেছিলাম।

ক্রগস ॥ ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ায় নি; কিন্তু সেই থেকে আমার কাছে সব পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল; মানে, ঘটনাটা সেইরকমই দাঁড়িয়েছিল; সেইজন্যেই আমি এই ব্যবসায় নেমেছিলাম। কোন্ ব্যবসার কথা বলছি তা আপনি জানেন। কোনো রকমে আমাকে বাঁচতে হয়েছিল, এবং আমার ধারণা, এদিক থেকে খুব একটা খারাপ লোক আমি নই। কিন্তু এখন আমি ওসব কাজ ছেড়ে দিতে চাই। আমার ছেলেরা এখন বড়ো হচ্ছে; তাদের জন্যে, শহরে যতটা সম্ভব সম্ভ্রম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা না ক'রে আমার উপায় নেই। ব্যাঙ্কের এই চাকরিটা সেদিক থেকে আমার প্রথম পদক্ষেপ—এবং আপনার স্বামী চেষ্টা করছেন সেই ধাপ থেকে পদাঘাত করে আবার আমাকে সেই কাদার মধ্যে ফেলে দিতে।

নোরা ॥ কিন্তু মিঃ ক্রগসতাদ, আপনাকে সত্যিই বলছি, এ ব্যাপারে আমার করার কিছু নেই।

ক্রগস ॥ তার কারণ, আপনি কিছু করতে চান না; কিন্তু আপনাকে দিয়ে করানোর হাতিয়ার আমার কাছে আছে।

নোরা ॥ আপনার কাছে যে আমার দেনা রয়েছে সেকথা আপনি নিশ্চয় আমার স্বামীকে বলবেন না?

ক্রগস ॥ ······ধরুন, যদি বলি ?

নোরা ॥ তাহলে আপনি খুবই নোংরা কাজ করবেন। [কাঁদো কাঁদো স্বরে] আমার এই গোপন কাজটার জন্যে আমি গর্ব অনুভব করছিলাম। এইভাবে—এইরকম বিশ্রীভাবে, কুৎসিৎভাবে—কথাটা তার কানে যাক তা আমি সহ্য করতে পারবো না—এবং আপনার মুখ থেকে। এর ফলে, আমাকে খুবই অপদস্থ হ'তে হবে। ভারি অশান্তি হবে।

ক্রগস ॥ কেবল অশান্তি ?

নোরা ॥ [আবেগের সঙ্গে] ঠিক আছে তাহলে—বলুন। কিন্তু তাতে আপনার আরো খারাপ হবে ; কারণ, আপনি যে কী রকমের জানোয়ার আমার স্বামী তা বুঝতে পারবেন ; আর তাহলে, চাকরিটা যে আপনি অবশ্যই খোয়াবেন সে-বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

ক্রগস ॥ কেবল সাংসারিক অশান্তির ভয় আপনি করছেন কিনা সেই কথাই আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি।

নোরা ॥ আমার স্বামী যদি জানতে পারেন তাহলে আপনার কাছে এখনও যে দেনা আমার রয়েছে তা তিনি স্বাভাবিকভাবেই মিটিয়ে দেবেন ; তারপরে, আপনার সঙ্গে আমাদের আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ক্রগস ॥ [নোরার দিকে এক পা এগিয়ে] মিসেস হেলমার, শুনুন ; হয় আমার স্মৃতি-শক্তি ভালো নয়, অথবা, ব্যবসাপাতি জিনিসটা আপনি বিশেষ বোঝেন না। জিনিসটা আপনাকে একটু পরিষ্কার ক'রে আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

নোরা ॥ কেমন করে ?

ক্রগস ॥ আপনার স্বামী যখন অসুস্থ ছিলেন তখন বারো হাজার ডলার ধার করার জন্যে আপনি আমার কাছে এসেছিলেন।

নোরা ॥ আর কার কাছে যাব তা আমি জানতাম না।

ক্রগস ॥ আপনাকে সে-অর্থ সংগ্রহ ক'রে দিতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—

নোরা ॥ এবং সংগ্রহ আপনি করে দিয়েছিলেন।

ক্রগস ॥ কয়েকটি বিশেষ শর্তে। সেই সময় আপনার স্বামীর অসুখ নিয়ে আপনি এতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং বিদেশে যাওয়ার জন্যে আপনি এতই অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, খুঁটিনাটি বিষয়গুলির দিকে আপনি যে বিশেষ নজর দিতে পেরেছিলেন তা আমার মনে হয় না।—সেইজন্যে বিষয়গুলি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা অবান্তর হবে না। আপনাকে টাকা দিতে চেয়েছিলাম একটা খত লিখিয়ে নিয়ে। সেটা আমিই লিখেছিলাম।

নোরা ॥ হ্যাঁ আর সেটা আমি সই করেছিলাম।

ক্রগস ॥ ঠিক তাই। কিন্তু সেই খতের নিচে আর একটি শর্ত ছিল। সেটি হচ্ছে আপনার বাবাকে জামিন হতে হবে। সেই শর্তটি সই করতে হবে আপনার বাবাকে।

নোরা ॥ তাই বুঝি ? কিন্তু সই তো তিনি করেছিলেন ।

ক্রগস ॥ তারিখের ঘরটা আমি ফাঁক রেখেছিলাম—অর্থাৎ, দলিলটা সই করার সময় তাঁকে নিজের হাতে সেই তারিখটা লিখতে হবে । মনে আছে আপনার ?

নোরা ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ ; আমারও তাই মনে হচ্ছে···

ক্রগস ॥ তারপরে, দলিলটা যাতে আপনি আপনার বাবার কাছে পাঠাতে পারেন সেই-জন্যে সেটা আপনাকে আমি দিয়েছিলাম । ঠিক বলছি ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ।

ক্রগস ॥ এবং আপনি অবশ্য দলিলটা তখনই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ; কারণ আপনার বাবার সই করিয়ে পাঁচ ছ' দিনের মধ্যেই দলিলটা আপনি আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন । এবং তারই ভিত্তিতে টাকাটা আপনাকে আমি দিয়েছিলাম ।

নোরা ॥ বেশ তো । টাকাটা কি আপনাকে আমি নিয়মিতভাবে দিয়ে যাচ্ছি না ?

ক্রগস ॥ হ্যাঁ ; মোটামুটি নিয়মিতভাবে । কিন্তু—আসল কথায় আসা যাক এবারে । সেই সময়টা আপনি খুবই ঝামেলার মধ্যে দিয়ে কাটাচ্ছিলেন—তাই না, মিসেস হেলমার ?

নোরা ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

ক্রগস ॥ আমার বিশ্বাস, আপনার বাবা অসুস্থ ছিলেন ?

নোরা ॥ তিনি তখন ছিলেন মরণোন্মুখ ।

ক্রগস ॥ তার অল্প কয়েকদিন পরেই তিনি মারা গিয়েছিলেন ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ।

ক্রগস ॥ আচ্ছা মিসেস হেলমার, ঠিক কোন্ দিন তিনি মারা গিয়েছিলেন তা কি আপনার মনে আছে ? বলুন দেখি—অর্থাৎ মাসের কোন্ দিন ?

নোরা ॥ বাবা মারা গিয়েছেন সেপ্টেম্বর মাসের ঊনত্রিশ তারিখে ?

ক্রগস ॥ ঠিক ঠিক ! আমি নিজেও সে-বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি । আর তাতেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে [একটা কাগজ বার ক'রে] যেটা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি নে ।

নোরা ॥ অদ্ভুত ব্যাপারটা কী ? আমি তো তেমন কিছু—

ক্রগস ॥ ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মিসেস হেলমার, এই দলিলটা আপনার বাবা তাঁর মৃত্যুর তিনদিন পরে নিজের হাতে সই করেছিলেন ।

নোরা ॥ কি ক'রে ? আমি তো বুঝতে পারছি নে ।

ক্রগস ॥ আপনার বাবা মারা গিয়েছেন ঊনত্রিশে সেপ্টেম্বর । কিন্তু এই দেখুন—আপনার বাবা তারিখ দিয়েছেন অক্টোবর মাসের দু' তারিখে । এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার তাই না, মিসেস হেলমার ?

[নোরা চুপ ক'রে থাকে]

এবিষয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন ?

[তবুও চুপ ক'রে থাকে নোরা]

আরও আশ্চর্য ব্যাপার এই যে অক্টোবরের দুই, আর বছরটা আপনার বাবার নিজের হাতে লেখা নয়, কিন্তু কার হাতের লেখা তা মনে হয় এখন আমি বুঝতে পেরেছি। অবশ্য—তার কারণটা বোঝা যায়। আপনার বাবা হয়ত তারিখটা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন; কেউ হয়ত তারিখটা আন্দাজে বসিয়ে দিয়েছে তাঁর মৃত্যুর কথা জানার আগেই। তাতে কিছু অন্যায় হয় নি। সইটাই হচ্ছে আসল। সেটা ঠিক—তাই না, মিসেস হেলমার? আপনার বাবা নিজেই এই সইটা করেছেন—কী বলেন?

নোরা ॥ [একটু থেমে, মাথাটাকে পেছনে ঘুরিয়ে, তার দিয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে তাকিয়ে] না; বাবার সই নয়। আমি নিজে বাবার নাম সই করেছি।

ক্রগস ॥ শুনুন, মিসেস হেলমার; এটা যে একটা বিপজ্জনক স্বীকারোক্তি তা আপনি জানেন? না কি?

নোরা ॥ তাতে কী হয়েছে? আপনি শীঘ্রই আপনার সব টাকা পেয়ে যাবেন।

ক্রগস ॥ আপনাকে আমি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? আপনার বাবার কাছে আপনি কাগজটা পাঠালেন না কেন?

নোরা ॥ সম্ভব ছিল না; কারণ, তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। তাঁকে সই করার কথা বলতে হলে টাকাটা কিসের জন্যে দরকার সেকথা তাঁকে বলতে হতো আমার। তখন তিনি নিজেই অত অসুস্থ ছিলেন। আমার স্বামীর জীবন যে বিপদাপন্ন সে কথা তখন তাঁকে আমি বলতে পারতাম না—খুব সম্ভবত না।

ক্রগস ॥ সেক্ষেত্রে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনাটা বাতিল করতে পারলেই আপনার পক্ষে ভালো হত।

নোরা ॥ তা আমি পারতাম না। আমার স্বামীর জীবন বাঁচানোর জন্যে আমাদের বিদেশ যাত্রা। সেটাকে আমি বাতিল করবো কেমন ক'রে?

ক্রগস ॥ কিন্তু আপনি যে আমার সঙ্গে প্রতারণা করছেন সেকথা কি আপনার মনে হয় নি?

নোরা ॥ সেকথা ভেবে দুশ্চিন্তা করার মতো আমার যথেষ্ট সময় ছিল না। আপনার কথা আদৌ আমি ভাবি নি। আপনার সেই বরফ-শীতল ভাবটা মোটেই ভালো লাগে নি আমার। আমার স্বামী যে কত অসুস্থ তা জানার পরেও কী ক'রে যে আপনি অত অসুবিধের সৃষ্টি করেছিলেন তা আমি ভেবেই পাই নি।

ক্রগস ॥ মিসেস হেলমার, স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে আপনার অপরাধের গুরুত্ব আপনি বুঝতে পারছেন না। কিন্তু আপনাকে বলছি—যে কাজটা একবার করার ফলে আমার সুনাম নষ্ট হয়েছিল সেটা আপনি যা করেছেন তার চেয়ে কমও নয়, বেশিও নয়।

নোরা ॥ আপনি? আপনি কি বলতে চেষ্টা করছেন যে আপনার স্ত্রীর জীবন বাঁচানোর জন্যে আপনি এইরকম দারুন একটা বীরত্বের কাজ করতে পারতেন?

ক্রগস ॥ মানুষের উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে আইন ব্যস্ত নয়।

নোরা ॥ তাহলে, সে রকম আইন থাকার কোনো অর্থ নেই।

ক্রগস ॥ অর্থ থাক, আর নেই থাক—এই কাগজটা যদি আমি আদালতে দাখিল করি তাহলে সেই আইনের ধারাতেই আপনার বিচার হবে।

নোরা ॥ ওকথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে। মরণোন্মুখ পিতাকে দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠার হাত থেকে রক্ষা করার অধিকার কি তাঁর কন্যার নেই? স্বামীর জীবন বাঁচানোর অধিকার কি তার স্ত্রীর নেই? আইন-টাইনের ব্যাপারে আমার বিশেষ কোনো জ্ঞান নেই; কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এইরকম কাজ করার অধিকার মানুষের যে আছে এই কথা আইনের কোথাও না কোথাও লেখা রয়েছে। আপনি নিজে একজন আইনজ্ঞ। একথা আপনি জানেন না? আপনি নিশ্চয় তাহলে একটি মূর্খ, মিঃ ক্রগসতাদ।

ক্রগস ॥ হয়ত তাই। কিন্তু আপনি স্বীকার করবেন যে ব্যবসাটা আমি বুঝি—যে ব্যবসার মধ্যে আপনি আর আমি জড়িয়ে আছি। তাই না? ঠিক আছে। আপনার যা ইচ্ছা হয় করুন। কিন্তু আমি যদি দ্বিতীয় বারের জন্যে নিক্ষিপ্ত হই তাহলে আপনাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে—এই কথাটা আপনাকে আমি বলে রাখছি। [মাথাটা নুইয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে যায়]

নোরা ॥ [একটু চুপ ক'রে থেকে, মাথায় একটা ঝাঁকুনি দিয়ে] যত্তো সব!... আমাকে ওইসব কথা ব'লে ভয় দেখানোর চেষ্টা! আমি অত বোকা নই। [বাচ্চাদের পোশাক গোছানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু একটু পরেই দাঁড়িয়ে ওঠে] কিন্তু......না; তা সম্ভব নয়......ভালোবাসার খাতিরেই এ কাজ আমি করেছিলাম!

ছেলেমেয়েরা ॥ [বাঁদিকে দরজার কাছে] মামনি, ওই লোকটা এইমাত্র সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

নোরা ॥ হ্যাঁ...হ্যাঁ, আমি জানি। ওই লোকটির কথা কাউকে কিছু বলো না। বুঝেছ? বাপিকেও না।

ছেলেমেয়েরা ॥ না, মামনি। তুমি আবার আমাদের সঙ্গে খেলবে এস!

নোরা ॥ না...এখন না।

ছেলেমেয়েরা ॥ খেলবে বলেছিলে যে!

নোরা ॥ বলেছিলাম; কিন্তু এখন পারছি না। তোমরা এখন নিজেরা খেলো গিয়ে—আমার এখন কাজ আছে—হ্যাঁ; বেশ, বেশ, লক্ষ্মী। [অন্য ঘরে ছেলেমেয়েদের ঢুকিয়ে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সোফার ওপরে বসে তুলে নিলে ছুঁচের কাজ; একটু আধটু সেলাই করলো; কিন্তু তারপরেই থেমে গেল] না। [সেলাই-এর কাজ সরিয়ে রাখে; দাঁড়িয়ে ওঠে; হলঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ডাকে] হেলেনা—গাছটা নিয়ে এস না একটু। [বাঁদিকে টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ার টানে; তারপরে আবার থেমে যায়] না! এ সম্ভব নয়, আদৌ নয়।

পরিচারিকা ॥ [বড়দিনের গাছটা নিয়ে] এটাকে কোথায় রাখবো, মাদাম ?

নোরা ॥ এইখানে, ঘরের মাঝখানে।

পরিচারিকা ॥ আর কোনো কাজ আছে ?

নোরা ॥ না, নেই। যা যা দরকার সব আমি পেয়েছি।

[গাছটিকে নামিয়ে রেখে পরিচারিকা চলে যায়]

নোরা ॥ [ব্যস্তভাবে গাছটাকে সাজাতে সাজাতে] এখানে একটা বাতি…এখানে কয়েকটা ফুল…ওই বিশ্রী লোকটা! ওর কথার কোনো মানে নেই, মানে নেই। ভয়ের কিছু নেই! এই গাছটা বেশ সুন্দর করেই সাজাবো আমরা। তুমি যা যা পছন্দ কর সবই আমি করবো তরওয়াল্ড! আমি নাচবো, গাইবো—

[বগলের নিচে এক তোড়া কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলো হেলমার]

নোরা ॥ এরই মধ্যে ফিরে এসেছ ? বাঃ!

হেলমার ॥ হ্যাঁ। এখানে কেউ এসেছিল নাকি ?

নোরা ॥ এখানে ? না তো।

হেলমার ॥ আসে নি ? ক্রগসতাগকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলাম যে।

নোরা ॥ দেখলে ? ও—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা বটে। একটুর জন্যে এসেছিলেন— এখানে।

হেলমার ॥ নোরা, সে এখানে এসেছিল তার হয়ে তোমাকে দিয়ে কিছু সুপারিশ করাতে। তোমার মুখ দেখেই আমি তা বুঝতে পারছি।

নোরা ॥ হ্যাঁ। সেইজন্যেই এসেছিল।

হেলমার ॥ আর তোমাকে এমন একটা ভাব দেখাতে হবে যেন এই সুপারিশ তুমি নিজেই করছো। সে যে এখানে এসেছিল সেকথা আমাকে তোমার বলা চলবে না। এই কথাই সে তোমাকে বলেছে—তাই না ?

নোরা ॥ হ্যাঁ; তরওয়াল্ড, কিন্তু—

হেলমার ॥ নোরা, নোরা, তুমি নিজেও কি সেই ফাঁদে পা দিচ্ছ ? ওইরকম একটা মানুষের সঙ্গে কথা বলছো—কথা দিচ্ছ তাকে ? আর সবচেয়ে খারাপ কাজটা হচ্ছে—আমাকে তুমি মিথ্যে কথা বলছো!

নোরা ॥ মিথ্যে ?

হেলমার ॥ কেউ এখানে আসে নি সেকথা কি তুমি আমাকে বল নি ? [তার দিকে তর্জনী বাড়িয়ে] আমার পক্ষিরাণী আর কখনও যেন এমন কাজ না করে। আমার সুকণ্ঠীর স্বর হবে পরিষ্কার ঝরঝরে—মিথ্যার কোনো ছোঁয়াচ তার মধ্যে থাকবে না। [জড়িয়ে ধরে] কেমন ? হ্যাঁ; তাই—আমি জানি। [ছেড়ে দিয়ে] এখন ওবিষয়ে আর আমরা কিছু আলোচনা করব না। [স্টোভের পাশে বসে] আঃ! বেশ আরাম লাগছে! [কাগজগুলির ওপরে চোখ বুলায়]

নোরা ॥ [বড়োদিনের গাছটা নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া ক'রে] তরওয়াল্ড ?

হেলমার ॥ কী ?

নোরা ॥ পরশু দিনের জন্যে আমি ভীষণ উদ্‌গ্রীবই না হয়ে রয়েছি—স্টেনবোর্গ-এ 'ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টিতে'—

হেলমার ॥ সেদিন আমাকে অবাক করে দেওয়ার জন্যে তুমি কী পরিকল্পনা নিয়েছ তাই ভেবে আমি 'ভীষণ' উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি।

নোরা ॥ না; না, তেমন কিছু নয়……মানে……

হেলমার ॥ মানে ?

নোরা ॥ তেমন চটকদার কিছু তো ভেবে পাচ্ছি নে। যা ভাবছি তা অতি সাধারণ; কোনো মানে হয় না।

হেলমার ॥ আমার নোরার মাথায় তাহলে তা ঢুকেছে—এতক্ষণ পরে।

নোরা ॥ [চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে, চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে] তরওয়াল্‌ড, তুমি কি খুব ব্যস্ত ?

হেলমার ॥ কেন বল তো—

নোরা ॥ এগুলো কী কাগজ ?

হেলমার ॥ ব্যাঙ্কের।

নোরা ॥ এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছ ?

হেলমার ॥ কর্মচারীদের ভেতরে কিছু রদবদল করার আর কাজকর্ম চালানোর মতো ব্যবস্থা করার মতো ক্ষমতা দেওয়ার জন্যে বিদায়ী ম্যানেজারকে আমি বলেছি। এতেই বড়োদিনে সপ্তাহটা আমার কেটে যাবে। নববর্ষের দিনটির জন্যে আমি সবকিছু ঠিক ক'রে রাখতে চাই।

নোরা ॥ সেইজন্যেই হতভাগ্য ক্রগসতাদকে—

হেলমার ॥ হুম্।

নোরা ॥ [তখনও চেয়ারের ওপরে ঝুঁকে, আর তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে] তুমি যদি ব্যস্ত না থাকতে, তরওয়ল্‌ড, তাহলে আমি তোমাকে খুব ভীষণ একটা অনুগ্রহ দেখাতে বলতাম…

হেলমার ॥ কী সেটা ? আমাকে বল।

নোরা ॥ তোমার মতো ভালো রুচি অন্য কারও নেই; আর ফ্যান্সী-ড্রেস পার্টিতে আমি খুব সুন্দরভাবে সেজে যেতে চাই। সেখানে আমি কেমন ক'রে নাচবো তা কি আমাকে তুমি হাতে ধরে দেখিয়ে দেবে না—কী পোশাক পরে যাবো ?

হেলমার ॥ আহা! তাহলে আমার ক্ষুদে একগুঁয়ে প্রিয়তমা এখন অতলে তলিয়ে গিয়েছে; সে চায় কেউ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার ক'রে আনুক। তাই বুঝি ?

নোরা ॥ হ্যাঁ, তরওয়াল্‌ড, তোমার সাহায্য ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি নে।

হেলমার ॥ বেশ, বেশ। ভেবে দেখবো। তাতে কোনো অসুবিধে হবে না।

নোরা ॥ ওঃ! খুব লক্ষ্মী তুমি! [বড়োদিনের গাছটার কাছে আবার এগিয়ে যায়। থামে] এই লাল ফুলগুলো কী সুন্দর দেখতে!…এখন এই ক্রগসতাদের

সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলো দেখি—সে কি সত্যিই খারাপ কোনো কাজ করেছে ? কী করেছিল সে ?

হেলমার ॥ অপরের সই জাল করেছিল। সই জাল করার গুরুত্ব কত তা কি তুমি জানো ?

নোরা ॥ ভীষণ প্রয়োজন প'ড়ে সে-কাজ করতে হয়ত সে বাধ্য হয়েছিল।

হেলমার ॥ সম্ভবত—অথবা, অনেকের মতো—নেহাৎ অর্বাচীনের মতো। কিন্তু একটা অপরাধ করার জন্যে একজনের আমি চাকরি নষ্ট ক'রে দেব এতটা নিষ্ঠুর মানুষ আমি নই।

নোরা ॥ না ; তা তোমার হওয়া উচিত নয়। উচিত কি তরওয়াল্ড !

হেলমার ॥ কিন্তু নিজের অপরাধ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রে এবং তার শাস্তি গ্রহণ ক'রে অনেক মানুষ তাদের চরিত্রকে উদ্ধার করতে পেরেছে।

নোরা ॥ শাস্তি…?

হেলমার ॥ কিন্তু ক্রগসতাদ সে-সব কিছুই করেনি—কৌশল আর বাক্‌চাতুরী দেখিয়ে সে জট ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা সে করেছে। তাতেই তার চরিত্র কলুষিত হয়েছে।

নোরা ॥ তোমার কি মনে হয় তার ফলে—?

হেলমার ॥ ওইরকম একজন অপরাধীকে কেমনভাবে সকলের কাছে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে, সবাইকে প্রতারণা করতে আর সকলের সঙ্গে কপটতা করতে হয়েছে সে কথা একবার ভেবে দেখো। তার যারা আপনার লোক তাদের কাছে কীভাবেই না তাকে মুখোস প'রে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে—হ্যাঁ ; এসব কি তার নিজের স্ত্রী আর ছেলেদের কাছেও। হ্যাঁ, এমন কি ছেলেদের কাছেও—এইটাই হচ্ছে সব-চেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, নোরা।

নোরা ॥ কেন ?

হেলমার ॥ কারণ ওইরকম মিথ্যাচারের আবহাওয়া সমস্ত গার্হস্থ্য জীবনকে কলুষিত আর বিষাক্ত করে। ওইরকম একটি বাড়িতে শিশুরা যে নিঃশ্বাস নেয় সেটা অমঙ্গলের বীজাণুতে পূর্ণ হয়ে থাকে।

নোরা ॥ [আরো কাছে এগিয়ে এসে] ঠিক বলছো ?

হেলমার ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। আইনজ্ঞ হিসাবে সেটা প্রায়ই আমার চোখে পড়েছে ; যে সব যুবক খারাপ পথে যায় তাদের প্রত্যেকেরই মা মিথ্যা কথা বলে।

নোরা ॥ শুধু মায়েরা কেন ?

হেলমার ॥ অবশ্য বাবারাও একইভাবে দায়ী হলেও, সাধারণভাবে মায়েরাই বেশি দায়ী—আর সেটা প্রত্যেক আইনজীবিই জানে—খুব ভালোভাবেই। আর নিশ্চয় বছরের পর বছর ধ'রে এই ক্রগসতাদ লোকটা বাড়ি যাচ্ছে, মিথ্যাচার আর প্রতারণার বাতাস ছড়িয়ে তার সন্তানদের বিষাক্ত করছে। সেইজন্যেই তাকে আমি বলি নীতিগতভাবে অন্ত্যজ। [তার দিকে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে] সুতরাং প্রিয়তমা

নোরা, তার হয়ে আমার কাছে কিছু না বলার জন্যে তুমি অবশ্যই তুমি প্রতিজ্ঞা করবে। এবিষয়ে আমরা করমর্দন করি এসো, কী হলো…? তোমার হাতটা দাও। যাক ; সব ঠিক হয়ে গেল। তোমাকে আমি বলছি শোনো—ওর সঙ্গে কাজ করাটা আমার পক্ষে একেবারে সম্ভব হবে না। ওইসব মানুষের সংস্পর্শে এলে আমি নিজেই কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ি।

নোরা ॥ [তার হাত ছাড়িয়ে—বড়োদিনের গাছের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে] কী গরম লাগছে! এখনও কত কাজ করতে বাকি রয়েছে!

হেলমার ॥ [উঠে, কাগজপত্রগুলি নিয়ে] হ্যাঁ ; খাবার আগে এই কাগজগুলোর ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। আর তোমার 'ফ্যান্সী-ড্রেসে'র কথাটাও ভেবে দেখবো ; সেই সঙ্গে বড়োদিনের গাছের ডালে সোনালি কাগজের মতো কিছু একটা ঝুলিয়ে দেওয়ার কথাও ভাবতে হবে আমাকে। [নোরার মাথাটাকে দু'হাতে ধ'রে] মিষ্টি নোরা! [নিজের ঘরে ঢুকে যায় ; দরজাটা বন্ধ করে দেয় পিছনে]

নোরা ॥ [সামান্য কিছু পরে, চাপা গলায়] না, না! এ সত্য হ'তে পারে না… না, না—এ অসম্ভব। এ সম্ভব হ'তে পারে না।

নার্স ॥ [বাঁদিকের দরজার কাছ থেকে] ছেলেমেয়েরা আসতে চায়—মানে খুব…

নোরা ॥ না! না! তাদের আমার কাছে আসতে দিয়ো না! তোমার কাছে তাদের রেখে দাও, ন্যানি!

নার্স ॥ আচ্ছা মাদাম।

নোরা ॥ [ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে] বাচ্চাদের কলুষিত করবো! আমার বাড়িকে করবো বিষাক্ত? [একটু থামে ; তারপর, হাত দুটোকে মাথার ওপরে তুলে ধরে] এ সত্যি নয়! কখনও সত্যি হতে পা—রে না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

একই ঘর। কোণের দিকে পিয়ানোর পাশে বড়োদিনের গাছটি দাঁড় করানো রয়েছে। গাছটি আভরণবর্জিত; নেড়া। পোড়া বাতির শেষ অংশগুলি রয়েছে প'ড়ে। নোরার বাইরে যাওয়ার পোশাকগুলি প'ড়ে রয়েছে সোফার ওপরে।

[ঘরের মধ্যে নোরা একা একা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। শেষ পর্যন্ত সোফার কাছে থেমে সে তার ঢিলে জামাটা তুলে নেয়]

নোরা ॥ [পোশাকটাকে আবার ফেলে দিয়ে] কেউ আসছে! [শোনার জন্য দরজার কাছে যায়] না—কেউ না। অবশ্য কেউ আজ আর আসবে না—বড়োদিন কি না! আগামীকালও না! কিন্ত সম্ভবত…[দরজাটা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে দেখে] উঁহু চিঠির বাক্সে কিছু নেই—একদম খালি। [ঘরের ভেতরে ফিরে এসে] কী বোকার মতো ভাবছি—সে ওকথা সত্যি সত্যি বলতে পারে না। এরকম জিনিস ঘটতেই পারে না। এটা সম্ভব নয়—আমার তিনটে বাচ্চা আছে।

[বাঁদিকের ঘর থেকে নার্স বেরিয়ে আসে। হাতে তার বেশ বড়ো একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স]

নার্স ॥ ফ্যান্সী-ড্রেসের এই বাক্সটা শেষ পর্যন্ত আমি খুঁজে পেয়েছি।

নোরা ॥ ধন্যবাদ; টেবিলের ওপরে রেখে দাও।

নার্স ॥ [রেখে দিয়ে] কিন্তু পোশাকগুলোর ছিরি যা হয়েছে না!

নোরা ॥ ওগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে পারলে…

নার্স ॥ না, না; তা করবেন না। এটাকে ঠিক করতে বেশি সময় যাবে না—দরকার শুধু একটু ধৈর্যের।

নোরা ॥ হ্যাঁ। আমি যাচ্ছি; মিসেস লিনদকে বলি গে একটু সাহায্য করতে।

নার্স ॥ বাইরের আবহাওয়া খুব খারাপ; এর মধ্যে কক্ষনো আপনি বাইরে যাবেন না; গেলেই ঠাণ্ডায় আপনি মারা যাবেন, মিস নোরা, মাদাম।

নোরা ॥ ওর চেয়েও খারাপ জিনিস আছে। ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?

নার্স ॥ উপহারগুলি নিয়ে খেলা করছে বাছারা। কিন্তু—

নোরা ॥ তারা কি আমাকে খুব খুঁজছে?

নার্স ॥ ব্যাপারটা হচ্ছে, মায়ের সঙ্গে খেলতেই তাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে কিনা।

নোরা ॥ কিন্তু আগের মতো আমি তো আর তাদের সঙ্গে থাকতে পারিনে।

নার্স ॥ ও কিছু নয়। আপনার ছেলেমেয়েরা সবকিছুতেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

নোরা ॥ তোমার তাই মনে হয়? তোমার কি মনে হয় তাদের মা যদি একেবারে চলে যায় তারা তাকে ভুলে যাবে?

নার্স ॥ একেবারে চলে যায় ? হায় ঈশ্বর··· !

নোরা ॥ আমার উত্তর দাও, ধাইমা···তোমার নিজের শিশুটিকে অপরিচিতদের হাতে তুলে দিয়ে তুমি এখানে চলে আসতে পারলে কেমন ক'রে সেই কথা প্রায়ই আমি অবাক হয়ে ভাবি ।

নার্স ॥ কিন্তু আমাকে আসতে হয়েছে···আমার ক্ষুদে নোরার যাতে আমি ধাইমা হ'তে পারি ।

নোরা ॥ তা বুঝলাম···কিন্তু তুমি চাইতে শারলে কেমন ক'রে ?

নার্স ॥ এরকম ভালো জায়গায় আসার সুযোগ পেয়েছি কবে ? যে কোনো দরিদ্র, বিপদগ্রস্ত মেয়েই এই কাজ করতে পারলে খুশি হতো । আর সেই হতভাগা মিনসেটা আমার জন্যে কিছুই করেনি ।

নোরা ॥ আমার ধারণা, তোমার মেয়ে তোমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছে ।

নার্স ॥ না ; ভুলে যায় নি । দীক্ষা নেওয়ার সময় আর বিয়ে করার সময় দুবারই সে আমাকে চিঠি দিয়েছিল ।

নোরা ॥ [তাকে জড়িয়ে ধ'রে] ধাইমা, ধাইমা, আমি যখন বাচ্চা ছিলাম তখন তুমি আমার সত্যিকার মা ছিলে ।

নার্স ॥ বেচারা নোরা ! তার তখন তো আমি ছাড়া অন্য কোনো মা ছিল না ।

নোরা ॥ আর আমার বাচ্চাদের যদি কোনো মা না থাকে তাহলে আমি জানি তুমি··· দুত্তোর ! আমি যা-তা বকছি । [বাক্সটা খুলে] ওদের কাছে এখন তুমি যাও ; এখন আমাকে···কাল আমাকে কী সুন্দর দেখাবে তা দেখতে পাবে ।

নার্স ॥ সেকথা আমি জানি । পার্টিতে তোমার মতো সুন্দরী আর কাউকে দেখতে পাওয়া যাবে না, মিস নোরা, মা । [বাঁদিকে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়]

নোরা ॥ [বাক্সের ভেতর থেকে জিনিসপত্র তুলতে শুরু করে ; কিন্তু ঠেলে বাক্সটাকে সরিয়ে দেয়] হায়রে, সাহস ক'রে আমি যদি বাইরে বেরো· পারতাম ! তার মধ্যে এখানে কেউ আসবে না—এখানে কিছু ঘটবে না—সে-বিষয়ে আমি যদি নিশ্চিত হ'তে পারতাম···কী যে সব বোকার মতো ভাবছি !—কেউ আসবে না । ওসব কথা চিন্তা করা আমার উচিত নয় । মাফলারটা আমি বুরুশ করবো, দস্তানাগুলো খুব সুন্দর ! ওসব বিষয়ে চিন্তা করো না—উঁহু ! এক··দুই··· তিন···চার···পাঁচ···ছয়—[চিৎকার ক'রে ওঠে] হায়, হায় ! ওই ওরা সব এসে পড়লো !

[চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায় ; কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে । হলঘর থেকে মিসেস লিনদ এসে ঢোকে । হলঘরে সে তার বাইরের পোশাক ছেড়ে এসেছে ।]

নোরা ॥ ওঃ ! খ্রীশ্চীনা, তুমি ! বাইরের ঘরে অন্য কেউ নেই তো ? তুমি এসে খুবই ভালো করেছ ।

মিসেস লিনদ ॥ শুনলাম তুমি আমার খোঁজ করতে গিয়েছিলে ।

নোরা ॥ হ্যাঁ ; ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম কিনা। সত্যি কথা বলতে কি একটা বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার। এস, সোফায় বসো। শোনো ; ওপরে যারা থাকে, ওই স্টেনবর্গরা, কাল রাত্রিতে একটা 'ফ্যান্সী ড্রেস পার্টি'র আয়োজন করেছে ; তরওয়াল্ডের ইচ্ছে সেখানে জেলেনীর মতো পোশাক পরে পল্লীনৃত্য দেখাই। এই নাচটা ক্যাপ্রিতে থাকার সময় আমি শিখেছিলাম।

মিসেস লিনদ ॥ বল কি ! তুমি তাহলে সত্যিকার নাচ দেখাতে যাচ্ছ ?

নোরা ॥ হ্যাঁ। তরওয়াল্ড বলছে, তাই আমার দেখানো উচিত। এই দেখ, তারই পোশাক। আমরা যখন সেখানে ছিলাম সেই সময় আমার জন্যে তরওয়াল্ড এটা তৈরি করিয়েছিল। কিন্তু এটা এখন ছিঁড়ে গিয়েছে—আমি বুঝতে পারছিনে কী ক'রে—

মিসেস লিনদ ॥ ও কিছু নয় ; অল্প খাটুনিতে এটাকে আমরা ঠিক করতে পারি—মাঝে মাঝে কিছু সেলাই কেটে গিয়েছে। একটা ছুঁচ আর কিছু তুলো কি তোমার কাছে পাওয়া যাবে ? এই—এই ! হ্যাঁ, যা দরকার পেয়েছি।

নোরা ॥ লক্ষ্মী মেয়ে তুমি।

মিসেস লিনদ ॥ [সেলাই করতে করতে] সুতরাং কাল তুমি এই পোশাকে সাজবে। নোরা, এই পোশাকে তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে একবার এসে আমি দেখে যাব। কিন্তু গতকাল এখানে যে সুন্দর সন্ধ্যাটি আমার কেটেছে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে যাচ্ছি।

নোরা ॥ [উঠে ; এবং মেঝেটা পেরিয়ে] ওঃ— গতকাল···উঁহু ! আগের আগের মতো হয় নি ; তাই আমার মনে হয়। তুমি যদি শহরে কিছুদিন আগে আসতে তাহলে বড়ো ভালো হতো, খ্রীশ্চিনা। হ্যাঁ ; ঘরকে যে কেমনভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে হয়, তরওয়াল্ড তা জানে।

মিসেস লিনদ ॥ আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো তাহলে বলবো এবিষয়ে তুমিও কম যাও না। তুমি ওই বাবারই মেয়ে তো ! কিন্তু আমাকে বলো দেখি, কাল রাত্রিতে ডঃ র‍্যাঙ্ককে যেরকম মনমরা দেখলাম ওইরকমই কি তিনি সব সময় থাকেন ?

নোরা ॥ না। গত রাত্রিতে অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশিই ছিলেন। কিন্তু বেচারা সত্যিই বড়ো অসুস্থ ; শিরদাঁড়ায় যক্ষা হয়েছে তাঁর। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে তাঁর বাবা ছিলেন ভয়ানক রকম কুচ্ছিৎ স্বভাবের মানুষ। তাঁর ছিল রক্ষিতা এক পাল ; এবং ওই জাতীয় সব। সুতরাং তাঁর ছেলের স্বাস্থ্য যে চিরকাল খারাপ হবে তো তুমি বুঝতে পারছ।

মিসেস লিনদ ॥ [সেলাই-এর জিনিসপত্র নামিয়ে] কিন্তু ভাই নোরা, এসব জিনিস তুমি জানলে কেমন ক'রে ?

নোরা ॥ [পায়চারি ক'রতে করতে] পুঃ ! তোমার যদি তিনটে বাচ্চা থাকে তাহলে······তাহলে তোমার বাড়িতে এমন সব মহিলা আসতো—যাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে কিছুটা জ্ঞান রয়েছে—এবং তারা এইসব বিষয়ে গালগল্প করে।

মিসেস লিনদ ॥ [একটু বিরতির পরে—আবার সেলাই করতে করতে] ডঃ র‍্যাঙ্ক কি এখানে রোজ আসেন ?

নোরা ॥ ও—হ্যাঁ। তরওয়াল্ড এবং তিনি সেই ছেলেবেলা থেকে পরস্পরের বন্ধু। আমারও তিনি বড়ো বন্ধু। তাই বা কেন ? ডঃ র‍্যাঙ্ক বলতে গেলে আমাদের পরিবারেরই একজন।

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু বল দেখি, তিনি কি সত্যি সত্যিই সরল ? অর্থাৎ, অন্য লোককে খুশি করার জন্যেই কি তিনি কথা বলেন না ?

নোরা ॥ মোটেই না। একথা তোমার মনে হলো কেন ?

মিসেস লিনদ ॥ মানে, গতকাল তাঁর সঙ্গে যখন আমার তুমি পরিচয় ক'রয়ে দিলে তখন তিনি বললেন এই বাড়িতে আমার নামটা তিনি প্রায় শুনেছেন, কিন্তু পরে আমি লক্ষ্য করলাম আমার সম্বন্ধে কোনো কিছুই তোমার স্বামী জানেন না। সুতরাং ডঃ র‍্যাঙ্ক কেমন ক'রে…… ?

নোরা ॥ তুমি ঠিকই বলেছ খুশিচীনা। কারণ তরওয়াল্ড আমাকে এত অবিশ্বাস্য-ভাবে ভালোবাসে যে আমার সবটুকুই সে তার নিজস্ব ক'রে রেখেছে—এই কথাই সে বলে। গোড়ায় গোড়ায়, কাউকে আমি পছন্দ করি, এমনকি আমার বাবার বাড়ির কেউ হলে ও এ কথা শুনলেই সে হিংসেতে জ্ব'লে যেতো, সেইজন্যে কারও নাম করাটাই আমি ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমি প্রায়ই ডঃ র‍্যাঙ্কের সঙ্গে কথা বলি ; কারণ, সে ও'দের কথা শুনতে ভালোবাসে।

মিসেস লিনদ ॥ শোনো নোরা, অনেক ব্যাপারে তুমি এখনও শিশু। অনেক দিক থেকে তোমার চেয়ে আমি বড়ো ; আর তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতাও কিছু বেশি। একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই ঃ ডঃ র‍্যাঙ্কের সঙ্গে এইসব তোমার বন্ধ করা উচিত।

নোরা ॥ কী সব ?

মিসেস লিনদ ॥ মানে···মনে হচ্ছে, দুটো জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি। গতকাল এমন একজন ধনীর কথা তুমি বলছিলে যিনি তোমাকে খুব পছন্দ করেন। তিনি তোমাকে টাকা এনে দিতে—

নোরা ॥ হ্যাঁ ; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তেমন কোনো মানুষের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাতে হয়েছে কী ?

মিসেস লিনদ ॥ ডঃ র‍্যাঙ্ক কি ধনবান ?

নোরা ॥ নিশ্চয়।

মিসেস লিনদ ॥ এবং কারও বোঝা তাঁকে বইতে হয় না ?

নোরা ॥ কারও না ; কিন্তু—

মিসেস লিনদ ॥ এবং এই বাড়িতে তিনি প্রতিদিন আসেন ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ; তাই তো আমি বললাম।

মিসেস লিনদ ॥ তাঁর মতো সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ হয়ে তিনি এত বুদ্ধিহীন হলেন কী ক'রে ?

নোরা ॥ তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি নে।

মিসেস লিনদ ॥ ভান করো না, নোরা। কার কাছ থেকে তুমি সেই বারো হাজার ডলার ধার করেছিলে তোমার কি ধারণা তা আমি বুঝতে পারি নি ?

নোরা ॥ তুমি কি একেবারে উন্মাদ হয়ে গেলে নাকি ? এরকম একটা জিনিস তুমি ভাবতে পারলে কেমন ক'রে ? যে বন্ধু রোজ, প্রতিদিন এখানে আসেন তাঁর কাছ থেকে ? এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো।

মিসেস লিনদ ॥ তাহলে, সত্যিই উনি নন ?

নোরা ॥ না। তোমার কাছে দিব্যি দিয়ে বলছি। কী যে বল ? এ-কথা এক মুহূর্তের জন্যে আমার মাথায় ঢোকে নি। তাছাড়া, সে-সময় ধার দেওয়ার মতো টাকা তাঁর ছিল না। টাকা রোজগার করেছেন তিনি পরে।

মিসেস লিনদ ॥ নোরা. তোমার কপাল ভালো ছিল বলতে হ'বে।

নোরা ॥ ডঃ র‍্যাঙেকর কাছে টাকা ধার চাইবার কথা আমার মনেও হয় নি। যদিও আমি খুবই নিশ্চিত যে যদি টাকা তাঁর কাছে আমি চাইতাম···

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু অবশ্য তা তুমি চাইতে না।

নোরা ॥ অবশ্যই না। সে-রকম প্রয়োজন ভবিষ্যতে যে হবে তা আমার মনে হয় না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে যদি আমি ডঃ র‍্যাঙককে বলতাম···

মিসেস লিনদ ॥ তোমার স্বামীকে না জানিয়ে ?

নোরা ॥ এই অন্য ব্যাপারটা তোমাকে পরিষ্কার ক'রে বলা উচিত—সেটাও তাকে না জানিয়ে। সেটাকে অবশ্যই আমাকে পরিষ্কার ক'রে ফেলতে হবে।

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ, গতকাল ওই কথাই আমি বলছিলাম ; কিন্তু—

নোরা ॥ [পায়চারি করতে করতে] বেটাছেলেরা এইসব ব্যাপারে মেয়েদের চেয়েও ভালোভাবে ফয়সালা করতে পারে···

মিসেস লিনদ ॥ তাদের স্বামীরা, হ্যাঁ।

নোরা ॥ বোকা কোথাকার। [থেমে] দেনা পুরোপুরি মিটিয়ে দিলে খতটা তুমি ফিরে পাবে ; তাই না ?

মিসেস লিনদ ॥ অবশ্যই।

নোরা ॥ আর সেটাকে নিয়ে তুমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে পারো—সেই নোংরা, জঘন্য কাগজটাকে—তাই না ?

মিসেস লিনদ ॥ [তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে, সেলাই-এর জিনিসপত্র নামিয়ে রেখে, ধীরে ধীরে উঠে] নোরা ; আমার কাছে তুমি কিছু লুকোচ্চো।

নোরা ॥ আমার কথা শুনে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে নাকি ?

মিসেস লিনদ ॥ কাল সকালের পর থেকে তোমার একটা কিছু হয়েছে। নোরা, সেটা কী ?

নোরা ॥ [তার কাছে গিয়ে] খ্রীশ্চীন !—[কান পেতে শোনে] শ-স্-স। তরওয়াল্ড ফিরে আসছে। শোনো ; তুমি ভেতরে গিয়ে ছেলেদের কাছে একটু অপেক্ষা করো। পোশাক তৈরি করাটা সে একেবারে পছন্দ করে না। ধাইমা তোমাকে সাহায্য করবে।

মিসেস লিনদ ॥ [জিনিসপত্রগুলো তুলে নিয়ে] তাহলে, ঠিক আছে ; কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আলোচনা না ক'রে আমি এখান থেকে উঠছি নে।

[মিসেস লিনদ বাঁদিকে চলে যায় ; হলঘর থেকে বেরিয়ে আসে হেলমার]

নোরা ॥ [তার কাছে গিয়ে] ও, তরওয়াল্ড, তুমি কখন ফিরে আসবে এই কথা ভেবে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম।

হেলমার ॥ চলে গেল কে ? দর্জি ?

নোরা ॥ না। খ্রীশ্চীনা। পোশাকটা সেলাই করার কাজে সে আমাকে সাহায্য করছে। তুমি জানো আমাকে বেশ সুন্দর ক'রে সাজতে হবে…

হেলমার ॥ কী ! ভালো বলি নি ?

নোরা ॥ চমৎকার। কিন্তু তুমি যা বলেছিল তা করাটা কি আমার পক্ষে ভালো হয় নি ?

হেলমার ॥ [তার থুতনিটা তুলে ধ'রে] ভালো ? তোমার স্বামী যা বলে তা করা ? ঠিক আছে দুষ্টু কোথাকার। আমি জানি কথাটাকে তুমি ওভাবে বল নি। কিন্তু তোমাকে আমি বাধা দিতে চাইনে—আমি জানি পোশাকটা কেমন হয়েছে তা প'রে দেখতে চাও তুমি।

নোরা ॥ তোমার বোধ হয় কাজ রয়েছে ?

হেলমার ॥ হ্যাঁ। [তাকে একগোছা কাগজ দেখিয়ে] দেখো, ব্যাঙ্কের কাজে আমি একেবারে ডুবে গিয়েছি [পড়ার ঘরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়]

নোরা ॥ তরওয়াল্ড……

হেলমার ॥ [থেমে] কী ?

নোরা ॥ তোমার ক্ষুদে কাঠবিড়ালী যদি মধুর স্বরে তোমাকে কিছু করতে বলে……

হেলমার ॥ অর্থাৎ ?

নোরা ॥ তুমি কি তা করবে ?

হেলমার ॥ মানে, স্বাভাবিকভাবেই আগে সেটা আমাকে শুনতে হবে।

নোরা ॥ সে যা চায় তাই যদি তুমি দাও তাহলে তোমার কাঠবিড়ালী মনের আনন্দে নাচানাচি করে চারপাশে ঘুরে বেড়াবে।

হেলমার ॥ তাহলে, বলে ফেলো।

নোরা ॥ তাহলে, তোমার ভরতপাখী সারা ঘর-ময় দৌড়াদৌড়ি করবে গান গেয়ে গেয়ে…

হেলমার ॥ আমার ভরতপাখী সে-কাজ যেভাবেই হোক করবে।

নোরা ॥ আমি তাহলে পরী হয়ে যাব, তোমার জন্যে নাচবো চাঁদের আলোয়।

হেলমার ॥ নোরা, আজ সকালে যে কথা তুমি বলছিলে এটা নিশ্চয় সে-বিষয়ে নয় ?

নোরা ॥ [কাছে গিয়ে] হ্যাঁ, তরওয়াল্ড, সত্যিই তোমার কাছে আমি ভিক্ষে চাইছি ·

হেলমার ॥ তুমি যে আবার সেই কথা তুলছো তাতে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

নোরা ॥ ওঃ ! কিন্তু আমি যা বলছি তা তোমাকে অবশ্যই করতে হবে—ক্রগসতাদকে অবশ্যই তার ব্যাঙ্কের চাকরিতে বহাল রাখতে হবে।

হেলমার ॥ প্রিয় নোরা, সেই চাকরিটাই আমি মিসেস লিনদকে দিচ্ছি।

নোরা ॥ খুব ভালো কাজ করছো; কিন্তু তার জন্যে ক্রগসতাদকে বরখাস্ত না ক'রে তুমি অন্য কোনো কেরাণীকে কর।

হেলমার ॥ শোনো; এখন তুমি ভীষণ একগুঁয়ে হয়ে উঠছো। যথেষ্ট দায়িত্ব-জ্ঞানহীনার মতো তার জন্যে সুপারিশ করবে বলে তুমি কথা দিয়েছ। সেইজন্যেই তুমি আশা কর যে আমি—

নোরা ॥ না, তরওয়াল্ড; তা নয়। তোমার জন্যেই। লোকটা যত সব নোংরা কাগজে লেখালেখি করে। সেকথা তুমিই আমাকে বলেছ। সে যে কত ক্ষতি করতে পারে তা কেউ জানে না। তাকে আমি যমের মতো ভয় করি···

হেলমার ॥ এখন বুঝতে পারছি ব্যাপারটা। আগের ঘটনাটা তোমার মনে আছে, আর তাতেই তুমি ভয় পেয়েছ।

নোরা ॥ অর্থাৎ ?

হেলমার ॥ তুমি নিশ্চয় তোমার বাবার কথা ভাবছো।

নোরা ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ভেবে দেখো বাবার বিরুদ্ধে কাগজে তারা কী যা তা সব লিখেছিল ! কী হৃদয়হীনের মতোই না তারা বাবার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করেছিল ! আমার ধারণা মন্ত্রীপরিষদ যদি তোমাকে তদন্ত করতে না পাঠাতো, আর তুমি যদি অত করুণা ক'রে বাবাকে তখন সাহায্য না করতে তাহলে চাকরিটি হয়তো খোয়াতে হতো বাবাকে।

হেলমার ॥ প্রিয় নোরা, তোমার বাবা আর আমার মধ্যে তফাৎ অনেক। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হিসাবে তোমার বাবার সুনাম সন্দেহাতীত ছিল না। আমার তা আছে; এবং আমার ধারণা, যতদিন আমি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবো ততদিন সে সুনাম আমার অক্ষুন্ন থাকবে।

নোরা ॥ কিন্তু মানুষে যে কী ক্ষতি করতে পারে তা তুমি কখনও বুঝতে পারবে না। তুমি, আমি আর ছেলেমেয়েরা মিলে এখন কত সুখে আর শান্তিতে বাস করতে পারি। সেইজন্যেই তোমাকে আমি অনুরোধ করছি···

হেলমার ॥ কিন্তু ঠিক তার জন্যে অনুরোধ করেই তাকে রাখাটা তুমি আমার কাছে অসম্ভব করে তুলেছ। ব্যাঙ্কের সবাই জানে যে ক্রগসতাদকে বরখাস্ত করতে আমি মনস্থ করেছি। ধর যদি গুজব রটে যায় যে ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার তার স্ত্রীর পরামর্শে···

নোরা ॥ তাতে কি কোনো ক্ষতি হবে ?

হেলমার ॥ না, তা অবশ্য হবে না। যতক্ষণ একগুঁয়ে ক্ষুদে মহিলাটি তার কাজ করিয়ে নেবে ! সুতরাং ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মচারীর কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ হ'তে হবে—সকলের কাছে। তারা বলে বেড়াবে যে যাবতীয় বাইরের লোক আমার ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমি তোমাকে ব'লে রাখছি এর ফল অচিরাৎ আমাকে ভুগতে হবে। তাছাড়া, আরও একটা কারণে আমার ম্যানেজার থাকাকালে ব্যাঙ্কে তার চাকরি করাটা অসম্ভব।

নোরা ॥ কী বললে ?

হেলমার ॥ তার নৈতিক অবনতিগুলিকে হয়ত আমি না দেখেও পারতাম—

নোরা ॥ হ্যাঁ, তরওয়াল্ড, পারো না ?

হেলমার ॥ আর শুনছি, কাজকর্মও সে বেশ ভালোই করে। কিন্তু আমার সঙ্গে এক স্কুলে সে পড়তো ; এ হচ্ছে সেই দুর্ভাগ্যজনক বন্ধুদের মধ্যে একজন যার জন্যে ভবিষ্যতে মানুষকে অনুশোচনা করতে হয়। তোমাকে একথাও আমি বলতে পারি যে তখন আমরা পরস্পর নাম ধরে ডাকতাম। আর সে এতই বুদ্ধিহীন যে এখনও সে আমাকে সেই নামে ডাকে—সকলের সামনে। সত্যি বলতে কি সে মনে করে আমার সঙ্গে পরিচিতির স্বরে কথা বলার তার অধিকার আছে। সে বলে, 'তরওয়াল্ড এটা', 'তরওয়াল্ড ওটা'—সব সময়। এটা আমার কাছে খুবই অপ্রীতিকর—ব্যাঙ্কে আমার চাকরি করাটা সে-ই অসম্ভব করে তুলবে।

নোরা ॥ সেকথা তুমি সত্যিই ভাবছো না ?

হেলমার ॥ কেন নয় ?

নোরা ॥ মানে, এটা তো খুবই তুচ্ছ ব্যাপার।

হেলমার ॥ অর্থাৎ ? তুচ্ছ ? তুমি কি মনে করো আমি তুচ্ছ ?

নোরা ॥ না, তরওয়াল্ড ! মোটেই তা নয়। ঠিক সেইজন্যেই—

হেলমার ॥ সে যাক গে ! তুমি বলেছ যে আমার উদ্দেশ্য তুচ্ছ ; সুতরাং আমি অবশ্যই তুচ্ছ তুচ্ছ ! ঠিক আছে। ব্যাপারটাকে আমরা চুকিয়ে ফেলবো—একেবারে চিরকালের জন্যে। [হলঘরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকে] হেলেনা।

নোরা ॥ কী করবে ?

হেলমার ॥ [কাগজের বাণ্ডিল থেকে খুঁজতে খুঁজতে] ফয়সালা করছি।

[পরিচারিকা এগিয়ে আসে]

শোনো। এই চিঠিটা নিয়ে এখনই নেমে যাও, একজন লোক খুঁজে বার করো, তাকে দিয়ে চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। এখনই ; মনে থাকে যেন। যার কাছে পাঠাতে হবে তার ঠিকানা এইখানে লেখা আছে। দাঁড়াও—এই নাও টাকা। বুঝেছ ?

পরিচারিকা ॥ বুঝেছি স্যার। [চিঠিটা নিয়ে চলে যায়]

হেলমার ॥ [কাগজগুলো গুছিয়ে দিয়ে] ব্যাপারটা চুকেবুকে গেল ! ক্ষুদে মিস একগুঁয়ে !

নোরা ॥ [নিঃশ্বাস রুদ্ধ ক'রে] তরওয়াল্ড—চিঠিতে কী আছে ?

হেলমার ॥ ক্রগসতাদের নোটিশ ।

নোরা ॥ চিঠিটা ফিরিয়ে নাও, তরওয়াল্ড—এখনও সময় আছে । ও তরওয়াল্ড, ফিরিয়ে নাও চিঠিটা—আমার জন্যে,—তোমার জন্যে—ছেলেমেয়েদের জন্যে । শোনো, তরওয়াল্ড ; ওই চিঠি যে আমাদের কী ক্ষতি করবে তা তুমি জানো না ।

হেলমার ॥ খুব দেরি হয়ে গিয়েছে ।

নোরা ॥ হঁ্যা ;···খুব দেরি হয়ে গিয়েছে ।

হেলমার ॥ প্রিয় নোরা, আমি তোমার ব্যাকুলতাকে ক্ষমা করতে পারি—যদিও এটা আমার পক্ষে অপমানজনক । ও হঁ্যা । একটা হতভাগা হিজিবিজি লিখিয়ের প্রতিহিংসাকে আমি ভয় করবো এটা বিশ্বাস করাটা কি আমার পক্ষে অপমানজনক নয় ? তবু তুমি যে আমাকে ভালোবাসো এটাই তার মর্মস্পর্শী প্রমাণ । সেইজন্যেই আমি তোমাকে ক্ষমা করছি । [দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে] এখন ডারলিং নোরা, সব মিটমাট হয়ে গেল । যাই ঘটুক না কেন, সময় এলে বিপদকে রোখার জন্যে আমার যে প্রয়োজনীয় সাহস আর শক্তি থাকবে সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিত হতে পারো । সেই সব ঝক্কি বহার মতো সামর্থ্য যে আমার রয়েছে তা তুমি দেখতে পাবে ।

নোরা ॥ [ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে] কী বলছো ?

হেলমার ॥ ঠিক আমি যা বলছি ।

নোরা ॥ [নিজেকে সামলে নিয়ে] সে কাজ করার সুযোগ কখনও—আর কখনও তুমি পাবে না ।

হেলমার ॥ খুব ভালো, নোরা ; তাহলে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সেটাকে আমরা দুজনে ভাগ ক'রে নেব । [আদর ক'রে] এখন তুমি সুখী হলে তো ? এই—এই দেখো ; ভয়ে শিউরে উঠছো কেন ? অমন ক'রে ভীরু কপোতের মতো চেয়ে রয়েছ কেন ? সমস্ত ব্যাপারটাই আজগুবি—তোমার মনে । যাক ; এখন সেই নাচের রিহার্সেল দেবে চল—বাজনার তালে তালে । আমি এখন আমার ঘর বন্ধ করে বসি, সুতরাং যত ইচ্ছে গোলমাল তুমি করতে পারবে—তার শব্দ আমার কানে এসে ঢুকবে না । [যাওয়ার জন্যে ঘুরে] আর ডঃ র‍্যাঙ্ক এলে তাঁকে বলো আমি ঘরের মধ্যে রয়েছি । [কাগজগুলি নিয়ে হেলমার তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়]

নোরা ॥ [ভয়ে পাগলের মতো হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ; ফিসফিস ক'রে বলে] সে এ কাজ করবে—সে তা করবে । যাই হোক না কেন এ কাজ না ক'রে সে ছাড়বে না । কিন্তু না—না ; এ কাজ কিছুতেই তাকে করতে দেওয়া হবে না !

তার পরিবর্তে যা হয় হোক! এই জট কাটিয়ে বেরিয়ে আসার পথ নিশ্চয় কোথাও রয়েছে। কে—কে আছে? এই বিপদে কে আমাকে সাহায্য করবে?

[দরজায় বেল বাজার শব্দ হলো]

ডঃ র‍্যাংক! হ্যাঁ; যে হোক—যাকে হোক; কেবল ওটা ছাড়া, কেবল ওটা ছাড়া।

[হাত দিয়ে মুখ মুছে নিজেকে সংযত করে নেয়; তারপরে, এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়। ডঃ র‍্যাংক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হাত থেকে তাঁর কোটটা ঝুলছে। পরবর্তী দৃশ্যে ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসবে]

নোরা ॥ আসুন, আসুন, ডঃ র‍্যাংক—আপনি যে বেল বাজাচ্ছিলেন তা শব্দ শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন তরওয়াল্ডের ঘরে যাওয়া আপনার হবে না। মনে হচ্ছে এখন সে কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

র‍্যাংক ॥ আর আপনি?

নোরা ॥ [ডঃ র‍্যাংক ঘরে ঢোকার পরেই দরজাটা বন্ধ ক'রে] আপনার জন্যে সব সময়েই আমার সময় রয়েছে—আপনি তা জানেন।

র‍্যাংক ॥ ধন্যবাদ। যতদিন পারি সে-সুযোগ আমি নেব।

নোরা ॥ একথা বলছেন কেন? যতদিন আপনি পারেন?

র‍্যাংক ॥ হ্যাঁ…ভয় পেলেন নাকি?

নোরা ॥ আপনার কথার সুরটা যেমন কেমন-কেমন লাগছে। কিছু হয়েছে নাকি?

র‍্যাংক ॥ হ্যাঁ…যেটা হওয়ার কথা অনেকদিন থেকেই আমি ভাবছিলাম—যদিও এত তাড়াতাড়ি যে হবে সেকথা সত্যিই আমি ভাবতে পারি নি।

নোরা ॥ [তাঁর একটা হাত ঝাপটে ধ'রে] আপনি কী বুঝতে পারলেন? ডঃ র‍্যাংক, বলুন, বলুন—এখনই।

র‍্যাংক ॥ [স্টোভের পাশে ব'সে] আমার সময় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছে।… আর কিছু করার নেই।

নোরা ॥ [একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে] তাহলে আপনার নিজের… !

র‍্যাংক ॥ আর কার? নিজেকে ভোলানোর আর কোনো অর্থ নেই। আমার সমস্ত রোগীদের মধ্যে আমি সবচেয়ে হতভাগ্য, মিসেস হেলমার। এই শেষ কটা দিন নিজের একটা হিসেবনিকেশ করছি আমি। দেউলিয়া—একেবারে কিছু নেই আমার! সম্ভবত, এক মাসের আগেই কবরখানায় শুয়ে আমি পচতে থাকবো।

নোরা ॥ না—না! কী বলছেন—ভয়ে শিউরে উঠছি আমি।

র‍্যাংক ॥ আসল জিনিসটাই যে শিউরে ওঠার মতো—একটা যাচ্ছেতাই জিনিস। কিন্তু সবচেয়ে বিশ্রী জিনিস হচ্ছে আতংক—সেইটাই তো প্রথমে আমাকে ভোগ করতে হবে। এখনও একটা পরীক্ষা বাকি রয়েছে। সেটা শেষ হলেই কখন আমার ঘণ্টা বাজবে তা আমি ভালোভাবেই বুঝতে পারবো। কিন্তু একটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই; হেলমারের মনটাও খুবই নরম। কোনো কিছু কুৎসিৎ

জিনিসই তো সে সহ্য করতে পারে না। অসুস্থ হয়ে প'ড়ে থাকার সময় সে যেন আমার কাছে না যায়।

নোরা ॥ কিন্তু ডঃ র‍্যাংক—

র‍্যাংক ॥ উঁহু—সে আমার ঘরে যাক তা আমি চাইনে—কিছুতেই নয়। সে গেলে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে দেব। সংকটজনক অবস্থা আমার এসে গিয়েছে তা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে আমার একখানা 'কার্ড' পাঠিয়ে দেব ; তার ওপরে আঁকা থাকবে কালো একটা ক্রুশ চিহ্ন ; তখনই আপনি বুঝতে পারবেন যে আমার সেই বিরক্তিকর সমাপ্তির ঘণ্টা বেজেছে।

নোরা ॥ কী যে সব আবোলতাবোল বকছেন আজ—আর ঠিক যখন আপনাকে আমি বিশেষ প্রফুল্ল দেখতে চেয়েছিলাম।

র‍্যাংক ॥ কী দেখতে চেয়েছিলেন ?—আজ ? ঠিক যখন মৃত্যু আমার দরজায় এসে হুমকি দিচ্ছে ? আর যখন অন্য লোকের অপরাধের জন্যে খেসারৎ দিতে হচ্ছে আমাকে ? এর মধ্যে ন্যায়বিচারটা কোথায় ? তবু, এমন একটা পরিবারও নেই যেখানে এইরকম একটা-না-একটা নির্মম প্রায়শ্চিত্ত মানুষকে দিয়ে জোর ক'রে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

নোরা ॥ [নিজের কান দুটো চেপে ধরে] বোকা কোথাকার ! স্ফূর্তি করুন—স্ফূর্তি করুন।

র‍্যাংক ॥ তাতো বটেই। গোটা ব্যাপারটাই তো একটা তামাসা। তামাসা ছাড়া আর কিছু নয়। আমার বাবা যৌবনে স্ফূর্তির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আমার নিরপরাধ শিরদাঁড়াকে তার জন্যে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

নোরা ॥ [বাঁদিকে টেবিলের পাশে] তিনি শতমূলী খেতে খুব ভালবাসতেন—তাই না ?

র‍্যাংক ॥ হ্যাঁ ; এবং কচু আর ব্যাঙের ছাতা।

নোরা ॥ কচু, হ্যাঁ। আর সেই ঝিনুকও, আশা করি।

র‍্যাংক ॥ ঝিনুক ? ও—হ্যাঁ ; নিশ্চয়।

নোরা ॥ সেই সঙ্গে যতরকমের মদ আছে। এইসব ভালো খাবারগুলি শেষ পর্যন্ত হাড়কে আক্রমণ করবে—এ কী লজ্জার কথা !

র‍্যাংক ॥ বিশেষ ক'রে সেই সব বেচারা হাড় যারা কোনোদিন ওগুলির স্বাদ একটুও গ্রহণ করেনি।

নোরা ॥ হ্যাঁ। এইটাই সবচেয়ে দুঃখের।

র‍্যাংক ॥ [তার দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে] হুম্ !

নোরা ॥ [একটু পরে] হাসলেন কেন ?

র‍্যাংক ॥ কই, না তো ! হাসছেন আপনিই।

নোরা ॥ না ; আপনি হেসেছেন, ডঃ র‍্যাংক।

র‍্যাংক ॥ [উঠে] আপনাকে আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে আপনি অনেক বেশি রাসকেল !

নোরা ॥ হ্যাঁ। আমার মেজাজটা আজ ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

র‍্যাংক ॥ তাই তো দেখছি।

নোরা ॥ [তাঁর দুটি কাঁধে দুটি হাত রেখে] প্রিয়, প্রিয় ডক্টর ; তরওয়াল্ড আর আমাকে ফেলে রেখে আপনার মারা যাওয়া চলবে না।

র‍্যাংক ॥ ও কিছু নয়, কিছু নয়। এ ধাক্কা আপনারা শীঘ্রই সামলে নেবেন। যারা চলে যায় তাদের কথা মানুষ খুব তাড়াতাড়িই ভুলে যায়।

নোরা ॥ [উদ্বিগ্নভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে] আপনি কি সেকথা বিশ্বাস করেন ?

র‍্যাংক ॥ নতুন নতুন বন্ধু যোগাড় করে মানুষ ; এবং তারপরে···

নোরা ॥ কে যোগাড় করে ?

র‍্যাংক ॥ যোগাড় করবেন তরওয়াল্ড আর আপনি—আমি চলে গেলে। মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যেই সে-কাজ আপনারা শুরু করেছেন। মিসেস লিনদ কাল রাত্রিতে এখানে কী করছিলেন ?

নোরা ॥ বুঝেছি ! কিন্তু বেচারা খুশিচীনাকে আপনি নিশ্চয় হিংসে করেন নি ?

র‍্যাংক ॥ হ্যাঁ, করি। এ বাড়িতে আমার জায়গায় তিনি এসে বসবেন। আমি চলে গেলে আশা করি, ওই মহিলাটি—

নোরা ॥ চুপ—চুপ ! অত জোরে নয়—সে ওঘরে রয়েছে !

র‍্যাংক ॥ তাই বলুন ! আজ আবার তিনি এসেছেন।

নোরা ॥ কেবল আমার পোশাকগুলি সেলাই করার জন্যে। হায় ভগবান, আপনি বড় যা-তা বকছেন। [ব'সে] যাক্‌গে ; এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা বলুন তো। আগামীকাল কী সুন্দর নাচি আপনি দেখতে পাবেন : এবং সে নাচ যে আমি কেবল আপনাকে খুশি করার জন্যেই নাচবো সেকথা অ নি বলতে পারবেন —আর তরওয়াল্ডের জন্যেও অবিশ্যি। [বাক্সের মধ্যে থেকে নানান জিনিস বার ক'রে] আসুন ডঃ র‍্যাংক ; এইখানে বসুন। আপনাকে আমি একটা জিনিস দেখাবো।

র‍্যাংক ॥ কী দেখাবেন ?

নোরা ॥ এই দেখুন।

র‍্যাংক ॥ সিল্কের মোজা !

নোরা ॥ একেবারে মাংসের রঙ। দেখতে বেশ সুন্দর নয় ? এখানে আলো বড়ো কম ; কিন্তু কাল······না-না-না ; আমার পায়ের দিকে কিছুতেই আপনি তাকাতে পারবেন না। ঠিক আছে, বাকিটা আপনি দেখতে পারেন।

র‍্যাংক ॥ হুম···

নোরা ॥ ভ্রূ কোঁচকাচ্ছেন কেন ? এগুলো ঠিক মানাবে ব'লে আপনার মনে হচ্ছে না বুঝি ?

র‍্যাংক ॥ এ বিষয়ে কোনো মতামত দিতে সম্ভবত আমি অক্ষম।

নোরা ॥ [তাঁর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে] আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত! [মোজাগুলি দিয়ে তাঁর গালে আলতোভাবে ঝাপ্‌টা দিয়ে] এই নিন। [মোজাগুলোকে আবার মুড়ে রাখে]

র‍্যাংক ॥ আর কী কী সুন্দর জিনিস আমাকে দেখাবেন আপনি?

নোরা ॥ না; আর কিছু দেখাবো না আপনাকে—আপনি খুব দুষ্টু। [জিনিসপত্র হাতড়াতে হাতড়াতে গুণ গুণ ক'রে গানের কলি ভাঁজে]

র‍্যাংক ॥ [একটু বিরতির পরে] এইখানে ব'সে আপনার সঙ্গে যখন অন্তরঙ্গভাবে আমি কথা বলি—আমি ভাবতে পারি নে—না, সত্যিই পারি নে—এই বাড়ির সঙ্গে পরিচয় না হলে আমার অবস্থা কী হতো।

নোরা ॥ [হেসে] আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পরিবারের মানুষ হিসাবে সত্যিই নিজেকে ভাবেন আপনি।

র‍্যাংক ॥ [আরও শান্তভাবে, সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে থেকে] আর ভাবি, এই সব ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে!

নোরা ॥ বোকা কোথাকার! আমাদের ছেড়ে আপনি যাচ্ছেন না।

র‍্যাংক ॥ [আগের মতো] দুঃখ করা দূরে থাকুক,—এতটুকু কৃতজ্ঞতা জানাবে এমন একজন মানুষকেও পেছনে রেখে যেতে পারবো না। রেখে যাব শুধু একটা শূন্যস্থান। আমার পরে যে আসবে সেই স্থান সহজেই সে পুরিয়ে দেবে।

নোরা ॥ ধরুন, আমি যদি আপনাকে কিছু চাই·· না···

র‍্যাংক ॥ কী চাই?

নোরা ॥ আপনার বন্ধুত্বের একটা বড়ো প্রমাণ হিসেবে।

র‍্যাংক ॥ বলুন।

নোরা ॥ না; আমি বলতে চাই বেশ বড়ো···ভীষণ রকমের একটা অনুগ্রহ।

র‍্যাংক ॥ আমি খুব খুশি হবো যদি—অন্তত একবারের জন্যে—আপনি আমাকে একটা সুযোগ দেন।

নোরা ॥ তা বটে; কিন্তু সেটা যে কী তা আপনি জানেন না।

র‍্যাংক ॥ তাহলে, বলুন।

নোরা ॥ উঁহু; ডঃ র‍্যাংক; তা আমি পারবো না; সত্যিই অনেক—শুধু একটু উপদেশ বা সাহায্য নয়; কিন্তু সত্যিই বেশ বড়ো একটা অনুগ্রহ।

র‍্যাংক ॥ যত বড়ো হয় ততই ভালো, কিন্তু জিনিসটা কী তা আমি বুঝতে পারছি নে। সুতরাং, আমাকে বলুন, আমাকে কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

নোরা ॥ আপনার চেয়ে বেশি বিশ্বাস আর কাউকেই আমি করি নে। আমি জানি আপনি আমার সবচেয়ে ভালো, এবং বিশ্বাসী বন্ধু। সেইজন্যে আমি আপনাকে বলবো···। শুনুন, ডঃ র‍্যাংক। এটা দিয়ে আমাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে আপনাকে—যাতে আমি কিছুটা সময় পাই। তরওয়াল্ড যে আমাকে কতটা,

কত গভীরভাবে ভালোবাসে তা আপনি জানেন। আমার জন্যে নিজের জীবন দান করতে সে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

র‍্যাংক ॥ [তার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে] নোরা···তোমার কি মনে হয় একমাত্র সে-ই ?

নোরা ॥ [একটু চমকে উঠে] একমাত্র সে-ই··· ?

র‍্যাংক ॥ যে খুশি হয়ে তোমার জন্যে তার জীবন উৎসর্গ করবে ?

নোরা ॥ [বিষণ্নভাবে] আ !···

র‍্যাংক ॥ চলে যাওয়ার আগে তোমাকে কিছু বলবো ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমি ; কিন্তু এখনকার চেয়ে বেশি ভালো সুযোগ আর কখনও আমি পাই নি। বেশ নোরা, এখন তুমি আমার কথা শুনলে। আর এও তুমি জানলে যে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো—আর কারও চেয়ে অনেক, অনেক বেশি।

নোরা ॥ [শান্তভাবে, মোলায়েম করে ; উঠে] আমাকে এবারে উঠতে হবে।

র‍্যাংক ॥ [রাস্তা ছেড়ে দিয়ে, কিন্তু তখনও ব'সে] নোরা···

নোরা ॥ [হলঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] হেলেনা, আলোটা নিয়ে এস। [স্টোভের পাশে গিয়ে] প্রিয় ডঃ র‍্যাংক ! ছিঃ-ছিঃ !

র‍্যাংক ॥ [উঠে] অন্য কারও মতো তোমাকে গভীরভাবে ভালোবাসা—এটাকেই কি তুমি ছিঃ-ছিঃ বলছো ?

নোরা ॥ না—কিন্তু ওই কথাটা আমাকে বলা। ওটার সত্যিই কোনো দরকার ছিল না।

র‍্যাংক ॥ কী বলছো তুমি ? তুমি কি তা জানতে ?

[পরিচারিকা আলো নিয়ে ঢোকে, টেবিলের ওপরে সেটি রেখে আবার বেরিয়ে যায়]

র‍্যাংক ॥ নোরা—মিসেস হেলমার—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—একথা কি তুমি জানতে ?

নোরা ॥ যা বাব্বা ! জানতাম কি, জানতাম না সেকথা আমি বলবো কি ক'রে ? আমার মাথায় সত্যিই কিছু ঢুকছে না। কিন্তু ডঃ র‍্যাংক, আপনি কি করে শালীনতা হারিয়ে ফেললেন ? সবকিছু তো ভালোই চলছিল···

র‍্যাংক ॥ যে করেই হোক তুমি জেনো, তোমার সেবায় আমার দেহ আর মনকে আমি ঢেলে দিয়েছি। সুতরাং তোমার কথাটা কী তা কি বলবে না ?

নোরা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] যা বললেন তার পরে ?

র‍্যাংক ॥ বল-বল—কী সেটা !

নোরা ॥ সে কথা এখন কিছুতেই আমি বলতে পারবো না।

র‍্যাংক ॥ বল। আমাকে এভাবে তোমার শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। যদি আমাকে বল তাহলে মানুষ যা পারে তাই আমি করবো—সবকিছু—কথা দিচ্ছি।

নোরা ॥ এখন আমার জন্যে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। তাছাড়া, সত্যিই কোনো সাহায্যের দরকার নেই আমার। ওটা আমার কেবল মনের একটা বিশ্বাস

মাত্র—সত্যিই তাই। সত্যি কথা বলছি। [হেসে] আপনি বড়ো সুন্দর ডঃ র‍্যাংক! নিজের ব্যবহারে কি আপনি লজ্জিত নন--এখন, এই আলোতে?

র‍্যাংক ॥ না⋯সত্যিই না। কিন্তু সম্ভবত এবার আমার চলে যাওয়া উচিত—চিরকালের জন্যে।

নোরা ॥ উঁহুঁ! ও কাজ করা কোনোমতেই আপনার চলবে না! আপনি যেমন আসছেন সেইরকমই আসবেন। আপনি জানেন আপনাকে ছাড়া তরওয়াল্ডের চলবে না।

র‍্যাংক ॥ কিন্তু তোমার?

নোরা ॥ আমার? আপনাকে দেখে আমি খুব—খুব খুশি হই—সব সময়।

র‍্যাংক ॥ ঠিক ওইটাই আমার মাথাটাকে গুলিয়ে দিয়েছিল। তুমি আমার কাছে একটি রহস্য⋯মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম হেলমারের মতো আমার সঙ্গেও তুমি ঘর করবে—

নোরা ॥ দেখুন, কিছু লোক আছে যাদের মানুষ ভালোবাসে; আবার কিছু লোক আছে যাদের সঙ্গে মানুষ ঘর করতে চায়।

র‍্যাংক ॥ হ্যাঁ; তা কিছুটা সত্যি।

নোরা ॥ বাড়িতে থাকার সময় স্বভাবতই বাবাকেই আমি সবচেয়ে ভালোবাসতাম; কিন্তু সুযোগ পেলেই চাকরদের ঘরে ছিটকে পালিয়ে যেতে আমার খুব ভালো লাগতো; কারণ, তারা সব সময় আমাকে বেশ মজার মজার গল্প বলতো; আর কোনোদিনই আমাকে বক্তৃতা শোনাতো না।

র‍্যাংক ॥ বুঝেছি; এখন আমি তোমার কাছে সেই চাকরদের স্থান অধিকার করেছি।

নোরা ॥ [লাফিয়ে উঠে তাঁর কাছে গিয়ে] ছিঃ—ছিঃ; ডঃ র‍্যাংক; ওভাবে কথাটা আমি মোটেই বলি নি। আমি বলতে চেয়েছি যে তরওয়াল্ডের সঙ্গে থাকা আর বাবার সঙ্গে থাকা একই কথা—আর আমি নিশ্চিত যে সেটা আপনিও দেখেছেন।

[হলঘর থেকে পরিচারিকা ভেতরে ঢোকে]

পরিচারিকা ॥ ক্ষমা করবেন মাদাম⋯[নোরার হাতে একটা কার্ড দিয়ে তার কানে কানে কী বললো]

নোরা ॥ [কার্ডের দিকে তাকিয়ে] ওঃ! [কার্ডটা সে পকেটে রেখে দিল]

র‍্যাংক ॥ কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?

নোরা ॥ না—না; ও কিছু নয়। এটা একটা⋯মানে⋯আমার নতুন পোশাকের ব্যাপারে।

র‍্যাংক ॥ কিন্তু⋯? তোমার পোশাকটা নিশ্চয় ওঘরে রয়েছে। তাই না?

নোরা ॥ হ্যাঁ; ওটা। এটা একটা নতুন পোশাক—তৈরি করার অর্ডার দিয়েছিলেম। এটার কথা আমি তরওয়াল্ডকে জানাই নি।

র‍্যাংক ॥ ওঃ! এটাই তাহলে তোমার মহান গোপন রহস্য?

নোরা ॥ হ্যাঁ ; তাইতো। তরওয়াল্ডের ঘরে যান। সে ভেতরের ঘরে রয়েছে। তাকে সেখানে ধরে রাখবেন যতক্ষণ না…

র‍্যাঙ্ক ॥ নির্ভাবনায় থাকো। আমি তাকে বেরোতে দেব না। [হেলমারের ঘরে ঢুকে যান]

নোরা ॥ [পরিচারিকাকে] সে কি রান্নাঘরে অপেক্ষা করছে ?

পরিচারিকা ॥ হ্যাঁ, মাদাম। সে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে।

নোরা ॥ কিন্তু এখানে একজন আছেন সে কথা কি তাকে তুমি বল নি ?

পরিচারিকা ॥ বলেছিলাম ; কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি।

নোরা ॥ সে চলে যেতে চায় 'ন ?

পরিচারিকা ॥ না। আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে সে যাবে না, মাদাম।

নোরা ॥ ঠিক আছে, তাকে আসতে বলো। গোলমাল না ক'রে—নিঃশব্দে। হেলেনা, একথা কাউকে তুমি বলো না—আমার স্বামীকে একথা শুনিয়ে আমি একেবারে অবাক করে দেব।

পরিচারিকা ॥ ঠিক আছে। বুঝেছি। [বেরিয়ে যায়]

নোরা ॥ উঃ ! ভয়ংকর ! ভয়ংকর ! শেষ পর্যন্ত তাই ঘটলো। না—না—ঘটতে পারে না:—কিছুতেই আমি ঘটতে দেব না।

[এগিয়ে গিয়ে হেলমারের ঘরের দরজায় খিল তুলে দেয়। পরিচারিকা হলঘরের দরজা খুলে ক্রগসতাদকে ভেতরে দিয়ে দরজাটা বন্ধ ক'রে চলে যায়। ক্রগসতাদের পরনে বাইরে যাওয়ার পোশাক, উঁচু বুট জুতো, একটা লোমের টুপী]

নোরা ॥ [তার কাছে গিয়ে] আস্তে আস্তে কথা বলুন—আমার স্বামী বাড়িতে আছেন।

ক্রগস ॥ তাতে কী হয়েছে ?

নোরা ॥ কী চাই আপনার ?

ক্রগস ॥ আমি একটা জিনিস জানতে এসেছি।

নোরা ॥ তাহলে, তাড়াতাড়ি বলুন। কী জানতে এসেছেন ?

ক্রগস ॥ আমি যে বরখাস্ত হয়েছি তা আপনি জানেন ?

নোরা ॥ আমি রোধ করতে পারলাম না, মিঃ ক্রগসতাদ। আপনার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ; কিন্তু আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ক্রগস ॥ আপনার স্বামী আপনাকে বেশি ভালোবাসতে পারেন নি। তাই না ? আপনার কারচুপি যে আমি বাইরে প্রকাশ ক'রে দিতে পারি তা তিনি জানেন ; এবং তা সত্ত্বেও এ কাজ করতে তিনি সাহস—

নোরা ॥ তিনি যে এসব কথা জানেন সেকথা নিশ্চয় আপনি ধরে নিচ্ছেন না ?

ক্রগস ॥ না ; সেকথা সত্যিই আমি ভাবিনি ; এত বড়ো সাহস আমাদের সুযোগ্য তরওয়াল্ডের থাকার কথা নয়।

নোরা ॥ মিঃ ক্রগসতাদ, আমার স্বামীর প্রতি একটু সম্মান রেখে দয়া করে আপনি কথা বলবেন।

ক্রগস ॥ কিন্তু অবশ্য—যেটুকু সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা তাঁর রয়েছে সেইটুকু। আপনি যে সব কাজ করেছেন সেগুলিকে গোপন ক'রে রাখার জন্যে আপনি এত উদ্বিগ্ন হয়েছেন বলেই, আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি কী করেছেন সেবিষয়ে গতকাল আপনার যে ধারণা ছিল আজ সেই ধারণা অনেকটা বেশি পরিষ্কার হয়েছে।

নোরা ॥ এতটা পরিষ্কার হয়েছে যে অতটা পরিষ্কার আপনি কোনোদিন করতে পারতেন না।

ক্রগস ॥ ঠিক কথা। আইনজীবী হিসাবে আমি খুবই মূর্খ।

নোরা ॥ কী চান আপনি ?

ক্রগস ॥ আপনি জিনিসটাকে কিভাবে নিয়েছেন কেবল সেইটাই দেখতে এসেছি, মিসেস হেলমার। সারাদিনই আপনার কথা আমি ভাবছি। সামান্য একজন কোষাধ্যক্ষ —একজন হিজিবিজি লিখিয়ে—মানে, আমার মতো ঘৃণ্য মানুষেরও মন ব'লে একটা পদার্থ রয়েছে—তা বোধ হয় আপনি জানেন।

নোরা ॥ তাহলে, তার প্রমাণ দিন। আমার বাচ্চাদের কথাটা একবার ভাবুন।

ক্রগস ॥ আপনি, বা, আপনার স্বামী কি আমার বাচ্চাদের কথা কোনোদিন ভেবেছেন ? কিন্তু সেকথা থাক। আমি কেবল আপনাকে এইটুকু বলতে এসেছি যে এসব ব্যাপার নিয়ে দুর্ভাবনা করার প্রয়োজন নেই আপনার। আপাতত, আমি কোনো অভিযোগ করছি না।

নোরা ॥ না ; অবশ্যই করবেন না—আপনি যে করবেন সেকথা আমি ভাবি নি।

ক্রগস ॥ বন্ধুত্বের পরিবেশে সবকিছুরই নিষ্পত্তি হতে পারে। কিছুই বাইরে প্রকাশ পাবে না ; সবকিছুই আমাদের তিনজনের মধ্যে ফয়সালা করা যেতে পারে।

নোরা ॥ এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ আমার স্বামীর জানা চলবে না !

ক্রগস ॥ কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কি ক'রে ? যদি না, অবশ্য, বকেয়া দেনাটার সবটুকু আপনি এখনই মিটিয়ে দিতে পারেন।

নোরা ॥ ঠিক এখনই পারি নে।

ক্রগস ॥ তাহলে, সম্ভবত আগামী দু-একদিনের মধ্যে সেটাকা শোধ করার ব্যবস্থা আপনি করেছেন ?

নোরা ॥ সেরকম কোনো ব্যবস্থা এখনও আমি ক'রে উঠতে পারি নি।

ক্রগস ॥ যেমন করেই হোক তাতে আপনার কোনো লাভ হতো না। যদি টাকশালের সমস্ত টাকা নিয়েও আপনি ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন তাহলেও, খতটি আপনি আমার কাছ থেকে ফিরে পেতেন না।

নোরা ॥ ওটা নিয়ে আপনি কী করবেন ? আমাকে বলুন।

ক্রগস ॥ রেখে দেব ; আর কী করবো ! ওটা আমার জিম্মায় থাকবে। এর সঙ্গে যার কোনো যোগাযোগ নেই তেমন কোনো লোক এবিষয়ে কিছু জানতে পারবে

না। সেইজন্যে বলছি আপনার যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞানহীন পরিকল্পনা থাকে—

নোরা ॥ হ্যাঁ ; আমার আছে।

ক্রগস ॥ —আপনি যদি আপনার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতলব ক'রে থাকেন—

নোরা ॥ হ্যাঁ ; তাই করেছি।

ক্রগস ॥ —কিংবা তার চেয়েও কিছু খারাপ—

নোরা ॥ আপনি সেকথা জানতে পারলেন কেমন ক'রে ?

ক্রগস ॥ —আপনি বরং সে মতলব ছেড়ে দিন।

নোরা ॥ ওইরকম কিছু মতলব যে আমার রয়েছে তা আপনি জানলেন কেমন ক'রে ?

ক্রগস ॥ আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ মানুষই প্রথমে ওইরকম মতলব ভাঁজে। আমি তাই ভেঁজেছিলাম—শুধু সে-সাহস আমার হয়নি।

নোরা ॥ [অস্পষ্টভাবে] আমারও।

ক্রগস ॥ [আশ্বস্ত হয়ে] না ; আপনারও সে সাহস নেই। না কি ?

নোরা ॥ না, নেই—আমার নেই।

ক্রগস ॥ তাছাড়া, এরকম কোনো কাজ করাও অতীব নির্বুদ্ধিতার কাজ। ব্যাপারটা তো কিছু নয়—শুধু একটা ঘরোয়া ঝগড়া ; তারপরে···আপনার স্বামীকে আমি একটা চিঠি লিখছি ; সেটা আমার পকেটে আছে।

নোরা ॥ সবকথা খুলে লিখে ?

ক্রগস ॥ যতটা সম্ভব বিনম্রভাবে।

নোরা ॥ [তাড়াতাড়ি] কোনোদিন ও চিঠি সে দেখবে না। ছিঁড়ে ফেলুন, ছিঁড়ে ফেলুন, যেমন ক'রে পারি ও টাকা আপনাকে আমি যোগাড় করে দেব।

ক্রগস ॥ আমাকে ক্ষমা করবেন, মিসেস হেলমার ; কিন্তু মনে হচ্ছে এইমাত্র আপনাকে আমি বলেছি—

নোরা ॥ আপনার কাছে আমার যে ধার আছে সেকথা আমি বলি‌ন। আমার স্বামীর কাছ থেকে কতটা আপনি চাইছেন বলুন ; আমি তা এনে দেব।

ক্রগস ॥ আপনার স্বামীর কাছ থেকে আমি কোনো টাকা চাইছি না।

নোরা ॥ তাহলে, চাইছেনটা কী ?

ক্রগস ॥ সেকথা আমি আপনাকে বলছি ঃ জগতে আমার সুনামটিকে আমি ফিরে পেতে চাই, মিসেস হেলমার ; আমি বেঁচে থাকতে চাই ; আর সেই ব্যাপারেই আপনার স্বামীকে সাহায্য করতে হবে। গত আঠারো মাস ধরে আমি কোনোরকম অন্যায় কাজ করিনি ; আর এই সমস্ত সময়টা ধ'রে খুবই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে লড়াই করে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে। এখনও সেই লড়াই আমি করে যাচ্ছি। ধাপে ধাপে নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম আমি। এখন আবার আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আমাকে অনুগ্রহ ক'রে চাকরিতে পুনর্বহাল করলে তাতে আমার বিশেষ উপকার হবে না। আমি আপনাকে বলছি

—আমি উন্নতি করতে চাই। ব্যাঙ্কে আমি ফিরে যেতে চাই—এবং আরও ভালো পদে। সেইরকম একটা পদ আমার জন্যে আপনার স্বামীকে তৈরী করতে হবে।

নোরা ॥ এ কাজ সে কোনোদিনই করবে না।

ক্রগস ॥ আমি তাকে জানি—সে একাজ করবে! তার সুনামের বিরুদ্ধে লোকে ফিস্‌ফিস্‌ করবে এটা সহ্য করার মতো সাহস তার নেই। এবং একবার এখানে তার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমি পেলে আপনি দেখবেন! এক বছরের মধ্যে ম্যানেজারের ডান হাত আমি হবো। নিলস ক্রগসতাদই তখন ব্যাঙ্ক চালাবে—তরওয়াল্‌ড হেলমার নয়।

নোরা ॥ আপনার জীবদ্দশায় সে ঘটনা কোনোদিনই ঘটবে না।

ক্রগস ॥ আপনার কি মনে হয় যে আপনি—

নোরা ॥ হ্যাঁ; সে সাহস এখন আমার হয়েছে।

ক্রগস ॥ ওঃ! আপনি আমাকে ভয় দেখাতে পারবেন না! আপনার মতো সুন্দরী নষ্ট মহিলা—

নোরা ॥ আপনি দেখবেন—আপনি দেখবেন!

ক্রগস ॥ সম্ভবত, বরফের নিচে? ঠাণ্ডা কনকনে কালো জলের তলায়? এবং তারপরে, বসন্তকালে আপনি ভেসে উঠবেন কুৎসিতা, কেশহীনার মতো। দেখলে আর আপনাকে চেনা যাবে না—

নোরা ॥ আমাকে ভয় পাওয়াতে পারবেন না আপনি।

ক্রগস ॥ আপনিও পারবেন না আমাকে ভয় দেখাতে। মিসেস হেলমার, মানুষে এইরকম কাজ করে না। আর তাতে লাভই বা কী হবে? তখনও চিঠিটা আমার পকেটেই থাকবে!

নোরা ॥ তখনও? যখন আমি আর থাকবো না···

ক্রগস ॥ আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে তখন আপনার সুনাম থাকবে আমার হাতে।

[তার দিকে তাকিয়ে নোরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

ক্রগস ॥ বুঝলেন তো; এখন আপনাকে আমি সতর্ক করে দিলাম। সুতরাং মূর্খের মতো কিছু করবেন না। আমার এই চিঠিটি পাওয়া মাত্র হেলমারের কাছ থেকে কিছু শুনতে পাবো ব'লে আশা করছি, এবং মনে রাখবেন, এইরকম একটা কাজ আবার করার জন্যে আপনার স্বামীই আমাকে বাধ্য করেছে। এর জন্যে কেনোদিনই তাকে আমি ক্ষমা করবো না। বিদায়, মিসেস হেলমার। [হলঘরের মধ্য চলে যায়]

নোরা ॥ [হলঘরের কাছে গিয়ে, শোনার জন্যে দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে] ওই চলে যাচ্ছে। চিঠিটা সে ফেলে গেল না। না, না—এটা হতেই পারে না। [দরজাটা একটু একটু করে খোলে] শোনো—সে দরজাটার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—নিচে নেমে যাচ্ছে না······ও কি মন পরিবর্তন করেছে? ও কি······

[একটা চিঠি বাক্সে পড়ার শব্দ। ক্রগসতাদের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে]

নোরা ॥ [চাপা কান্নায় ভেঙে প'ড়ে সোফা-টেবিলের দিকে ছুটে যায়। সামান্য বিরতি] হ্যাঁ; চিঠির বাক্সে! [চুপি চুপি হলঘরের দরজার কাছে ফিরে এসে] হ্যাঁ; ঠিক। ওঃ—তরওয়াল্ড, তরওয়াল্ড—এখন আর কোনো আশা নেই—তোমার আর আমার দুজনেরই।

মিসেস লিনদ ॥ [পোষাক নিয়ে বাঁ দিক থেকে ভেতরে ঢুকে] এইসব ঠিক হয়ে গেল; আর কিছু সেলাই করার রয়েছে বলে মনে হয় না।

নোরা ॥ [ধরা গলায়] খ্রীশ্চীনা, এদিকে এসো।

মিসেস লিনদ ॥ [সোফার ওপরে পোশাকটা ফেলে] কী হলো? এত মুষড়ে পড়লে কেন?

নোরা ॥ এদিকে এসো। ওই চিঠিটা দেখতে পাচ্ছো কি? ওই, ওখানে—চিঠি ফেলার বাক্সের কাচের ভেতর দিয়ে।

মিসেস লিনদ ॥ পাচ্ছি—ব্যাপারটা কী?

নোরা ॥ ক্রগসতাদের চিঠি।

মিসেস লিনদ ॥ নোরা···· ক্রগসতাদই তোমাকে টাকা ধার দিয়েছিল!

নোরা ॥ হ্যাঁ; এবং এবার তরওয়াল্ড সব জেনে যাবে।

মিসেস লিনদ ॥ কিন্তু নোরা, সেইটাই হবে তোমাদের কাছে সবচেয়ে ভালো। আমার কথা বিশ্বাস কর।

নোরা ॥ এর ভেতরে আর একটা জিনিস রয়েছে। সেটা তুমি জানো না। আমি সই জাল করেছি।

মিসেস লিনদ ॥ বল কী!······

নোরা ॥ তোমাকে একটা মাত্র কথা আমি বলতে চাই খ্রীশ্চীনা: এবং তুমি আমার হয়ে সাক্ষী দেবে।

মিসেস লিনদ ॥ সাক্ষী? কিসে—

নোরা ॥ আমি যদি উন্মাদ হয়ে যাই—যা আমি সহজেই হতে পারি—

মিসেস লিনদ ॥ নোরা!

নোরা ॥ কিংবা যদি এমন কিছু ঘটে যার ফলে আমি আর এখানে থাকবো না—মানে থাকা উচিত হবে না, তাহলে—

মিসেস লিনদ ॥ নোরা, নোরা, নিশ্চয় তোমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে!

নোরা ॥ এবং এমন কেউ যদি থাকে যে সমস্ত কিছু ঝক্কি নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে চায়—সব দোষ—বুঝেছ—

মিসেস লিনদ ॥ বুঝেছি······কিন্তু কী করে তুমি ভাবছো যে······?

নোরা ॥—তাহলে, খ্রীশ্চীনা, তোমাকে এই সাক্ষী দিতেই হবে যে ঘটনাটা সত্যি নয়! আমার মাথা খুবই ভালো আছে; আর এখন আমি কী করছি তা আমি ভালো-

ভাবেই জানি। আমি তোমাকে কী বলছি শোনো : এ ব্যাপারে আর কেউ কিছু জানতো না—সব কাজই আমি নিজের দায়িত্বে করেছি। এটা মনে রেখো।

মিসেস লিনদ ॥ অবশ্যই রাখবো। কিন্তু তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে।

নোরা ॥ কি করে বুঝবে? আমরা দেখতে যাচ্ছি—একটা আলৌকিক কাহিনী।

মিসেস লিনদ ॥ একটা আলৌকিক কাহিনী?

নোরা ॥ হ্যাঁ; আলৌকিক কাহিনী। কিন্তু এটা বড়োই ভয়ংকর, খুশিনা। এরকম ঘটনা ঘটা উচিত ছিল না—বিশেষ কোনো কিছুর জন্যেই নয়।

মিসেস লিনদ ॥ ক্রগসতাদের সঙ্গে আমি মুখোমুখি কথা বলতে যাচ্ছি।

নোরা ॥ না। তার কাছে যেয়ো না। সে তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারে।

মিসেস লিনদ ॥ এমন একটা সময় ছিল যখন সে আমার জন্যে কিছু করতে পারলে খুশি হতো।

নোরা ॥ ক্রগসতাদ?

মিসেস লিনদ ॥ সে কোথায় থাকে?

নোরা ॥ তা আমি জানবো কি ক'রে? থামো—[পকেট হাতড়ে]—এই তার কার্ড। কিন্তু তার চিঠি—চিঠি····· !

হেলমার ॥ [ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ধাক্কা দিয়ে] নোরা!

নোরা ॥ [ভয়ার্ত চিৎকার ক'রে] কে? কী চাই?

হেলমার ॥ [বাইরে থেকে] ঠিক আছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা যাচ্ছি নে। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছ। পোশাকটা পরেছো বুঝি?

নোরা ॥ হ্যাঁ; চেষ্টা করছি। কী সুন্দরই না আমাকে দেখাচ্ছে, হেলমার!

মিসেস লিনদ ॥ [কার্ডের ওপরে চোখ বুলিয়ে] সে এই কাছেই থাকে।

নোরা ॥ তা না হয় থাকে। কিন্তু আর আমাদের আশা নেই—চিঠিটা ওই বাক্সে।

মিসেস লিনদ ॥ আর ওর চাবিটা তোমার স্বামীর কাছে?

নোরা ॥ ও-ই সব সময় ওটা রাখে।

মিসেস লিনদ ॥ ক্রগসতাদকে তার চিঠিটা অবশ্যই ফিরে চেয়ে পাঠাতে হবে—না-খোলা অবস্থায়। একটা কোনো অজুহাত দেখাতে হবে তাকে।

নোরা ॥ কিন্তু এই সময়েই তরওয়াল্ড সাধারণত—

মিসেস লিনদ ॥ তাঁকে আটকে রাখো। যত শীঘ্র পারি আমি ফিরে আসছি। এখন তুমি তাঁর কাছে ভেতরে যাও।

[হলঘরের ভেতর দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়]

নোরা ॥ [হেলমারের ঘরের কাছে গিয়ে, খিল খুলে এবং ভেতরে উঁকি দিয়ে] তরওয়াল্ড!

হেলমার ॥ [ভেতরের ঘর থেকে] কি ব্যাপার? আমাকে নিজের ঘরে আবার কি আমি প্রবেশাধিকার পাবো? চলে এস, র‍্যাঙ্ক, এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি—[দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] কিন্তু এসব কী?

নোরা ॥ কিসের কী, প্রিয় তরওয়াল্ড ?

হেলমার ॥ র‍্যাঙ্ক যে আমাকে বললো আমরা একটি অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাবো !

র‍্যাঙ্ক ॥ [দরজার কাছে] আমিও নিশ্চয় তাই ভেবেছিলাম—আমার তাহলে ভুল হয়েছিল।

নোরা ॥ কালের আগে সমস্ত সুন্দর পোশাক-পরা আমার প্রশংসা করতে কেউ অনুমতি পাবে না।

হেলমার ॥ কিন্তু, নোরা প্রিয়তমে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে—রিহার্সেল কি তুমি বেশি দিচ্ছ ?

নোরা ॥ না ; আমি মোটেই রিহার্সেল দিই নি।

হেলমার ॥ দাও নি ? কিন্তু দেওয়া উচিত ছিল।

নোরা ॥ হ্যাঁ ; তা জানি ; আমার উচিত ছিল ; কিন্তু তুমি আমাকে সাহায্য না করলে আমি কিছুই করতে পারি না, তরওয়াল্ড ! আমি সবকিছু একেবারে ভুলে গিয়েছি।

হেলমার ॥ ঠিক আছে ; আমরা শীঘ্রই আবার সব ঠিক ক'রে নেব।

নোরা ॥ হ্যাঁ ; আমার হাত ধরো তরওয়াল্ড—প্রতিজ্ঞা করো ধরবে। আমার খুব ভয় লাগে—অন্য সকলের মতো……সারা সন্ধ্যেটা আমাকে নিয়ে তোমাকে কাটাতে হবে ; অন্য কোনো কাজ করলে তোমার চলবে না ; এমন কি একটা কলমও ধরবে না ! কেমন, করবে তো ?

হেলমার ॥ কথা দিচ্ছি। এই সন্ধ্যায় আমি একেবারে—তোমার বেচারা অসহায় শিশু ! কিন্তু তোমার কিভাবে কাজে লাগবো তা ভাবার আগে প্রথমে আমাকে—

[হলঘরের দরজার দিকে এগোতে এগোতে]

নোরা ॥ ওদিকে যাচ্ছো কেন ?

হেলমার ॥ কোনো ডাক এসেছে কিনা একটু দেখতে যাচ্ছি।

নোরা ॥ না, না, তরওয়াল্ড—ওদিকে যেয়ো না।

হেলমার ॥ কেন নয় ?

নোরা ॥ যেয়ো না তরওয়াল্ড—ওখানে কিছু নেই।

হেলমার ॥ তবু একটু দেখে আসি [ঘুরে দাঁড়ায়]

[নোরা পিয়ানোর পাশে ব'সে নাচের সুর বাজায়]

হেলমার ॥ [থেমে] আ !

নোরা ॥ তোমার সঙ্গে না বসলে কাল আমি নাচতেই পারবো না।

হেলমার ॥ [তার কাছে গিয়ে] নোরা, এই নাচ নিয়ে সত্যিই কি বেশি দুশ্চিন্তা করছো তুমি ?

নোরা ॥ উঃ ! ভীষণ, ভীষণ ! এস, এখন আমরা অভ্যাস করি। খাবারের আগে এখনও কিছুটা সময় আছে। বসো, আমার সঙ্গে বাজাও, তরওয়াল্ড। আমার কোথায় ভুল হচ্ছে বল। যে ভাবে সব সময় আমাকে দেখাও।

হেলবার ॥ তুমি যদি চাও, তাই করবো। [পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসে]

[নোরা বাক্সের ভেতর থেকে তাম্বুরাটা বার ক'রে আনে ; তারপরে টেনে বার করে একটা লম্বা নানান রঙ-করা শাল। সেটাকে সে তাড়াতাড়ি জড়িয়ে দেয় গায়ে। তারপরে একটা লাফ দিয়ে মেঝের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ায়, ডাকে]

নোরা ॥ এখন বাজাও। আমি নাচবো।

[হেলমার বাজায়। নোরা নাচে। হেলমারের পেছনে পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে ডঃ র‍্যাংক তাকিয়ে থাকেন]

হেলমার ॥ [বাজাতে] আরও ধীরে, আরও ধীরে !

নোরা ॥ আমি কেবল এইভাবেই নাচতে পারি।

হেলমার ॥ অত জোরে নয়, নোরা !

নোরা ॥ উঁহু ! এইভাবেই নাচতে হবে।

হেলমার ॥ [বাজনা থামিয়ে] না, না। সব ভুল, সব ভুল হচ্ছে।

নোরা ॥ [হেসে এবং তাম্বুরা নেড়ে] বলি নি যে ভুল হবে ?

র‍্যাংক ॥ ও'র বদলে আমি বাজাচ্ছি।

হেলমার ॥ [উঠে] তাই বাজাও ; তাহলে, আমি ওকে ভালোভাবে দেখাতে পারবো।

[পিয়ানোর ধারে বসে ডঃ র‍্যাংক বাজনা বাজান। নোরা বেশি করে ভুল-ভাল নাচে। স্টোভের পাশে দাঁড়িয়ে হেলমার নোরাকে বারবার নাচের শিক্ষা দেয়। মনে হলো, কোনো শিক্ষাই তার কানে ঢুকছে না। তার চুলগুলি নেমে এসে কাঁধের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে ; কিন্তু কোনোদিকে লক্ষ্য না করেই সে নেচে যায়। মিসেস লিনদ হাজির হয়।]

মিসেস লিনদ ॥ [দরজার কাছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে] আ !

নোরা ॥ [নাচতে নাচতে] আমরা একটু আনন্দ করছি, খৃশ্চীনা।

হেলমার ॥ কিন্তু নোরা, যেভাবে তুমি নাচছো তাতে মনে হচ্ছে তোমার জীবন মরণ নির্ভর ক ছে এর ওপরে।

নোরা ॥ সেকথা সত্যি।

হেলমার ॥ বাজনা থামাও র‍্যাংক। পাগলামি করছে নোরা। বাজনা বন্ধ কর।

[র‍্যাংক বাজনা বন্ধ করে দেন ; হঠাৎ থেমে যায় নোরা]

হেলমার ॥ [নোরার কাছে গিয়ে] আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি নি। তোমাকে যা শিখিয়েছিলাম সে-সব ভুলে গিয়েছ তুমি।

নোরা ॥ [তাম্বুরাটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে] দেখলে তো !

হেলমার ॥ মনে হচ্ছে, ভালো ক'রে আবার তোমাকে সব শেখাতে হবে।

নোরা ॥ তাহলেই বুঝতে পারছো কতটা শেখা আমার দরকার। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তুমি আমাকে শেখাবে কথা দাও, তরওয়াল্ড। দিচ্ছ তো ?

হেলমার ॥ আমার ওপরে তুমি নির্ভর করতে পারো।

নোরা ॥ আজ সারাক্ষণ, আর কাল সমস্ত দিন। আমার কথা ছাড়া এই সময়টা তুমি অন্য কিছুই ভাববে না। কোনো চিঠি তুমি খুলবে না—এমনকি চিঠির বাক্সও না।

হেলমার ॥ বুঝেছি ; এখনও সেই লোকটার ভয় তুমি করছো।

নোরা ॥ হ্যাঁ ; সেকথা ঠিক।

হেলমার ॥ নোরা, তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি তার কাছ থেকে ইতিপূর্বেই একটা চিঠি এসেছে।

নোরা ॥ আসতে পারে—আমি তা জানি না। কিন্তু যাই আসুক তুমি তা পড়তে পাবে না। সবকিছু শেষ হওয়ার আগে কোনো ঝুটঝামেলাকে আমরা কাছে ঘেঁষতে দেব না।

র‍্যাংক ॥ [শান্তভাবে হেলমারকে] ও'র মেজাজটাকে বিগড়ে দেওয়া তোমার উচিত হবে না।

হেলমার ॥ [নোরাকে জড়িয়ে] ঠিক আছে। আমার প্রেয়সী যা চায়। কিন্তু কাল রাত্রিতে, তোমার নাচ শেষ হওয়ার পরে।

নোরা ॥ তারপরে ছাড়ান পাবে তুমি।

পরিচারিকা ॥ [ডানদিকে দরজার কাছে] খাবার দেওয়া হয়েছে মাদাম।

নোরা ॥ আমরা আজ শ্যাম্পেন খাবো, হেলেনা।

পরিচারিকা ॥ ঠিক আছে মাদাম। [চলে যায়]

হেলমার ॥ বাঃ! বাঃ! আমরা আজ তাহলে ভোজ খাবো বল!

নোরা ॥ হ্যাঁ, শ্যাম্পেন ভোজ—সেই ভোর পর্যন্ত [ডেকে]। সেই সঙ্গে কিছু বাদামী বিস্কুট, হেলেনা—অনেক, অনেক, কেবল একবারের জন্যে।

হেলমার ॥ [তার হাত ধরে] হয়েছে, হয়েছে, হয়েছে! অত উত্তেজিত হওয়ার দরকার নেই। তুমি আবার আমার সেই পক্ষীরানী হয়ে যাও!

নোরা ॥ ও হ্যাঁ ; হবো। কিন্তু এখন সব খাবার ঘরে যাও—এবং আপনিও ডঃ র‍্যাংক! খ্রীশ্চীনা, আমার চুলগুলিকে ঠিক ক'রে দাও তো।

র‍্যাংক ॥ [চুপচাপ যেতে যেতে] অন্য কিছু নয় তো··· ? মানে, বাচ্চাটাচ্চা হবে নাকি··· ?

হেলমার ॥ না, না। আমি তোমাকে তো বলেছি···শিশুর মতো ও খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

[ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যান তাঁরা]

নোরা ॥ কী খবর ?

মিসেস লিনদ ॥ সে শহরের বাইরে গিয়েছে।

নোরা ॥ তোমার মুখ দেখেই তা আমি বুঝতে পেরেছি।

মিসেস লিনদ ॥ কাল রাত্রে সে ফিরবে। তার জন্যে আমি একটা চিরকুট রেখে এসেছি।

নোরা ॥ যা ঘটে তা ঘটতে দিলেই পারতে—সেগুলিকে বন্ধ করার চেষ্টা না করলেই হতো। মোট কথা, অলৌকিক ঘটনা ঘটার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকতে বেশ ভালোই লাগে।

মিসেস লিনদ ॥ কী আশা করছো তুমি ?

নোরা ॥ তোমার বোঝার দরকার নেই। ভেতরে গিয়ে সকলের সঙ্গে খেতে বসো গে —আমি এখনই আসছি।

[মিসেস লিনদ খাবার ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়]

নোরা ॥ [যেন ধাতস্থ হওয়ার জন্যে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] এখন থেকে সাত ঘণ্টা পরে মাঝরাত ; তার চব্বিশ ঘণ্টা পরে আগামীকালের মাঝরাত। তারপরে এই নাচের সমাপ্তি। চব্বিশ আর সাত···একত্রিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকতে হবে !

হেলমার ॥ [ডানদিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] কিন্তু আমার ক্ষুদে ভরতপাখি কোথায় ?

নোরা ॥ [দুহাত বাড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে] এই তো সে !

তৃতীয় অংক

একই দৃশ্য। চারপাশের টেবিল-চেয়ারগুলিকে ঘরের মাঝখানে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিলের ওপরে একটা আলো জ্বলছে। হলঘরের দরজা খোলা। ওপর তলা থেকে নীচে বাজনা শোনা যাচ্ছে।

[মিসেস লিনদ টেবিলের ধারে বসে অলসভাবে একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। চেষ্টা করছে পড়ার ; কিন্তু মনে হলো, পড়ায় মন বসাতে পারছে না। বেশ উদ্বিগ্নভাবে দু'একবার বাইরের দরজার দিকে তাকালো]

মিসেস লিনদ ॥ [হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] এখনও এলো না। আর তো বেশি সময় নেই—মনে হচ্ছে সে পায়নি সেটা—[কান পাতে আবার] বাঁচালে ! ওই তো এসে পড়েছে। [হলঘরে গিয়ে সাবধানে সামনের দরজাটা খুলে দেয়। সিঁড়ির ওপরে পায়ের মৃদু শব্দ শোনা যায়। ফিস ফিস ক'রে আগন্তুককে] ভেতরে—এখানে কেউ নেই।

ক্রগসতাদ ॥ [দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] তোমার একটা চিরকুট বাড়িতে আমি পেলাম। ব্যাপারটা কী ?

মিসেস লিনদ ॥ তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

ক্রগস ॥ তাই বুঝি ? এখানেই বলতে চাও ?

মিসেস লিনদ ॥ আমি যেখানে রয়েছি সেখানে তোমাকে আসতে বলতে পারিনি। আমার ঘরে ঢোকার আলাদা কোনো দরজা সেখানে নেই। ভেতরে এস। এখানে আর কেউ নেই। কাজের মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হেলমারেরা ওপরে নাচের ঘরে।

ক্রগস ॥ [ঘরের ভেতরে ঢুকে] কী বললে ? আজ রাত্রিতে হেলমারেরা নাচের ঘরে ? সত্যিই ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ, সত্যি। কেন নয় ?

ক্রগস ॥ সত্যি কথাই—'কেন নয় ?'

মিসেস লিনদ ॥ ওসব কথা থাক, নিলস ; এখন আমরা কথা বলি এস।

ক্রগস ॥ আর বেশি কিছু বলার মতো কথা কি আমাদের রয়েছে ?

মিসেস লিনদ ॥ অনেক, অনেক।

ক্রগস ॥ সেকথা আমি ভাবতে পারিনি।

মিসেস লিনদ ॥ ব্যাপারটা কী জানো ? আমাকে কোনোদিনই তুমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারো নি।

ক্রগস ॥ আর কিছু বোঝার ছিল কি—বিশ্বের কাছে যা স্পষ্ট তা ছাড়া ?—যে হৃদয় বলতে তোমার কিছু নেই—তাই, বেশি পয়সাওয়ালা একজনকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে।

মিসেস লিনদ ॥ আমি যে অতটা হৃদয়হীনা ছিলাম সেকথা কি সত্যিই তুমি ভেবে ছলে? আর তুমি কি ভেবেছিলে তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলাটা এতই সহজ ছিল—আমার দিক থেকে?

ক্রগস ॥ ছিল না?

মিসেস লিনদ ॥ নিলস, তুমি কি সত্যিই তাই ভেবেছিলে?

ক্রগস ॥ তাই যদি না হবে তাহলে তখন তুমি ওভাবে আমাকে চিঠি লিখেছিলে কেন?

মিসেস লিনদ ॥ ও ছাড়া, আর কী করতে পারতাম আমি? তোমার কাছ থেকে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হয়েছিল আমাকে। সেইজন্যে আমার ওপরে তোমার যে টান ছিল সেটা আমাকে নষ্ট করতেই হয়েছিল।

ক্রগস ॥ [হাত মুঠো ক'রে] ও, তাই! তুমি সেটা করেছিলে—সমস্তটাই—অর্থের জন্যে?

মিসেস লিনদ ॥ আমার মা যে তখন অসহায় ছিলেন সেকথা নিশ্চয় তুমি ভুলে যাওনি; আর আমার যে দুটি ছোটো ভাই ছিল তাদের কথাও। নিলস, তোমার জন্যে আমরা তখন অপেক্ষা করতে পারতাম না—বিশেষভাবে, তখন তোমার উন্নতির কোনো আশা ছিল না।

ক্রগস ॥ তাহলেও, আর একজনের জন্যে আমাকে নির্দয়ভাবে পরিত্যাগ করার কোনো অধিকার তোমার ছিল না।

মিসেস লিনদ ॥ সে প্রশ্ন নিজেকেও প্রায় আমি করেছি···সত্যিই আমি বুঝতে পারিনি।

ক্রগস ॥ [শান্তভাবে] তোমাকে যখন হারালাম তখন আমার কী মনে হয়েছিল জানো? মনে হয়েছিল, আমার পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে গিয়েছে। এখন আমার দিকে চেয়ে দেখো—জাহাজ-ডোবা মানুষের মতো—জীবনসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি।

মিসেস লিনদ ॥ উদ্ধারের উপায় নাগালের মধ্যে তোমার আসতে পারে।

ক্রগস ॥ এসেও ছিল—কিন্তু তুমি এসেই সব ভেস্তে দিলে।

মিসেস লিনদ ॥ না জেনে, নিলস। ব্যাঙ্কে তোমার চেয়ারেই যে আমাকে বসতে হবে সেটা কেবল আজই আমি বুঝতে পারলাম।

ক্রগস ॥ তাই যদি বলো তাহলে আমি তা বিশ্বাস করবো। কিন্তু এখন তুমি জানলে, আমার জন্যে চাকরিটা কি তুমি প্রত্যাখ্যান করবে না?

মিসেস লিনদ ॥ না। দেখো, তাতে তোমার কোনো লাভ হবে না।

ক্রগস ॥ লাভ, লাভ! নিশ্চয় হবে।

মিসেস লিনদ ॥ কিছু করার আগে আমি চিন্তা করতে শিখেছি। জীবন আর তিক্ত প্রয়োজন আমাকে তা শিখিয়েছে।

ক্রগস ॥ আর জীবনসংগ্রাম আমাকে কী শিখিয়েছে জানো? মানুষের সুন্দর কথায় আস্থা না রাখতে।

মিসেস লিনদ ॥ তাহলে জীবন তোমাকে মূল্যবান শিক্ষাই দিয়েছে। কিন্তু মানুষের কাজকে বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে।

ক্রগস ॥ অর্থাৎ ?

মিসেস লিনদ ॥ তুমি বলেছ জাহাজ-ডোবা মানুষের মতো তুমি হাবুডুবু খাচ্ছো।

ক্রগস ॥ একথা বলার পেছনে আমার যথেষ্ট যুক্তি আছে।

মিসেস লিনদ ॥ আমিও হচ্ছি জাহাজ-ডোবা একটি নারী—আমিও হাবুডুবু খাচ্ছি। আমার জন্যে কাঁদবার কেউ নেই—আমার জন্যে ভাববার কেউ নেই।

ক্রগস ॥ এই ভাগ্যটা তুমি নিজেই বেছে নিয়েছিলে।

মিসেস লিনদ ॥ সে-সময়ে অন্য কিছু বাছার ছিল না আমার।

ক্রগস ॥ মানে ?

মিসেস লিনদ ॥ নিলস···আমরা দুজনেই জাহাজ-ডোবা মানুষ। ধর, আমরা যদি একসঙ্গে হাত মেলাই ?

ক্রগস ॥ কী বলছো ?

মিসেস লিনদ ॥ আলাদা আলাদা কাঠ ধরে ভাসার চেয়ে দুজনে একটা কাঠ ধরে ভাসা ভালো।

ক্রগস ॥ খ্রিশ্চীনা !

মিসেস লিনদ ॥ আমি শহরে এলাম কেন ? কী মনে হয় তোমার ?

ক্রগস ॥ সত্যিই কি তুমি আমার কথা ভেবেই এসেছ ?

মিসেস লিনদ ॥ কাজ আমাকে করতেই হবে। না হলে জীবন হবে অসহ্য। সারা জীবন ধ'রে, যতদিন আমার মনে রয়েছে, আমি কাজ করেছি—সেইটিই ছিল আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। কিন্তু এখন আমি এই বিশ্বে একা। মনে হয় নিজেকে আমি একেবারে হারিয়ে ফেলেছি, শূন্য হয়ে গিয়েছি একেবারে। নিজের জন্যে কাজ করায় আনন্দ নেই। নিলস···কিছুর জন্যে···কারও জন্যে কাজ করার সুযোগ দাও আমাকে।

ক্রগস ॥ ওকথা আমি বিশ্বাস করিনে। এটা নারীর মহত্ব প্রকাশের আতিশয্য ছাড়া অন্য কিছু নয়—যার ফলে নিজের জীবনকে অন্যের জন্যে সে বলি দেয়।

মিসেস লিনদ ॥ আমার মধ্যে বাড়াবাড়ির কিছু কি কোনোদিন তুমি দেখেছ ?

ক্রগস ॥ তুমি কি সত্যিই তা পারবে ? আমার সমস্ত অতীত কি তুমি জানো ?

মিসেস লিনদ ॥ জানি।

ক্রগস ॥ আর এখানে আমার যে দুর্নাম রয়েছে—তাও ?

মিসেস লিনদ ॥ তুমি এই একটু আগেই বলেছ যে আমি তোমার পাশে থাকলে তুমি অন্য মানুষ হ'তে।

ক্রগস ॥ সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

মিসেস লিনদ ॥ সেই ঘটনা কি এখনও ঘটতে পারে না ?

ক্রগস ॥ খুশিচীনা? কী বলছো সেটা তুমি কি সত্যিসত্যিই ভেবে দেখেছ? হ্যাঁ দেখেছ—তোমার মুখ দেখেই তা আমি বুঝতে পাচ্ছি। আর সত্যিই সে সাহস তোমার আছে?

মিসেস লিনদ ॥ মাতৃস্নেহ দিয়ে প্রতিপালন করার জন্যে কাউকে আমার দরকার; তোমার ছেলেমেয়েদের দরকার একজন মায়ের। তোমার দরকার আমাকে, আমার দরকার তোমাকে। তোমার ওপরে আমার আস্থা আছে—সত্যিকার তোমার ওপরে—নিলস্, তুমি আমার কাছে থাকলে, কোনো কিছুতেই আমার ভয় নেই···

ক্রগস ॥ [তার দুটো হাত ঝাপটে ধ'রে] ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, খুশিচীনা। এখন জগতের চোখেও আমি খাঁটি হয়ে দাঁড়াতে পারবো। ও! কিন্তু আমি ভুলে যাচ্ছিলাম—

মিসেস লিনদ ॥ [কান পেতে শুনে] চুপ-প-প্। নাচ! যাও-যাও—তাড়াতাড়ি।

ক্রগস ॥ কেন? কী হয়েছে?

মিসেস লিনদ ॥ ওখানে যে নাচ চলছে তার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? নাচ বন্ধ হলেই ওরা সবাই নেমে আসবে।

ক্রগস ॥ হ্যাঁ—যাচ্ছি! কিন্তু সবই ব্যর্থ··· বুঝেছ···সবই ব্যর্থ। হেলমারদের বিরুদ্ধে আমি যে কী করেছি তা তুমি জানো না।

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ, লিনদ। আমি সব জানি।

ক্রগস ॥ এবং তা সত্ত্বেও, তোমার সাহস হচ্ছে······?

মিসেস লিনদ ॥ কতটা হতাশ হলে তোমার মতো মানুষ এই কাজ করতে পারে তা আমি ভালোই জানি!

ক্রগস ॥ হায়রে, আমি যা করেছি সেটাকে যদি ফিরিয়ে নিতে পারতাম।

মিসেস লিনদ ॥ পার—তোমার চিঠিটা এখনও ওই বাক্সে পড়ে রয়েছে।

ক্রগস ॥ ঠিক জানো?

মিসেস লিনদ ॥ ঠিক জানি—কিন্তু······

ক্রগস ॥ [তার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে] যে কোনো মূল্যে তুমি তোমার বান্ধবীকে বাঁচাতে চাও—তাই না? সত্যি বল—তাই না?

মিসেস লিনদ ॥ নিলস, অপরের জন্যে একবার নিজেকে বিক্রী ক'রে দেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার ওকাজ আর তুমি করবে না।

ক্রগস ॥ আমার চিঠি ফিরে চাইবো।

মিসেস লিনদ ॥ উঁহুঃ! উঁহুঃ!

ক্রগস ॥ কিন্তু চাইতেই হবে। হেলমার আসা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষা করবো; তাকে আমি বলবো—'আমার চিঠিটা অবশ্যই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হবে—ওটা আমার বরখাস্তের ব্যাপারে; আর সে চিঠি পড়ার দরকার তোমার নেই।'

মিসেস লিনদ ॥ না, নিলস; ও চিঠি ফেরৎ চাইতে কিছুতেই তুমি পারবে না।

ক্রগস ॥ কিন্তু নিশ্চয় ঠিক ওই কারণেই তুমি আমাকে এখানে আসতে বলেছ! তাই না?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ, বলেছিলাম—আতংকের প্রথম মুহূর্তে। কিন্তু তার পরে সারাটা দিন কেটে গিয়েছে। এই বাড়িতে এমন সব ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি যা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। হেলমারের সবকিছু জানা দরকার—পুরো ঘটনাটা। দুজনের মধ্যে যাতে সম্পূর্ণ বোঝাপড়া হয় সেইজন্যে এই হতচ্ছাড়া লুকানো ব্যাপারটাকে অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে। এই ঢাকাঢাকি আর ছলচাতুরি যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড় হওয়া একেবারে অসম্ভব।

ক্রগস ॥ ঠিক আছে—তুমি যদি সে-ঝুঁকি নিতে যাও···কিন্তু একটা কাজ আমি করতে পারি—আর সেটা এখনই···

মিসেস লিনদ ॥ [কান পেতে শুনে] যাও-যাও—আর দেরি নয়! নাচ শেষ হয়েছে—আমরা এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে পারি নে।

ক্রগস ॥ নিচে তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করবো।

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ; করো। আমাকে তুমি বাসায় পৌঁছে দেবে।

ক্রগস ॥ খুশিচীনা, এর চেয়ে ভালো ঘটনা আমার জীবনে আর কখনও ঘটেনি।

[সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘর আর হলের মাঝখানের দরজাটা খোলা থাকে]

মিসেস লিনদ ॥ [ঘরটাকে একটু গুছিয়ে গাছিয়ে, টুপী আর ঢিলে জামাটা গুছিয়ে] কী তফাৎ! কী তফাৎ! কারও জন্যে কাজ করা—করেও জন্যে বেঁচে থাকা! দেখাশুনা করার জন্যে একটা পরিবার—উঃ! আমি সবকিছুকে, সবাইকে এনে দেব একটা শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে! উঃ! বড্ড দেরি করছে ওরা! [শুনে] না! ঐ আসছে! এখন সব গুছিয়ে নিই।

[টুপী আর ঢিলে জামাটা তুলে নেয়। দরজায় একটা ক্লিক ক'রে শব্দ হয়। হেলমার একরকম জোর করে নোরাকে টেনে নিয়ে আসে ঘরের ভেতরে। নোরার পরনে ইতালিয়ান পোশাক; গায়ে জড়ানো কালো বড় একটা শাল। হেলমারের গায়ে বুক-খোলা কালো একটা আলখাল্লা। ভেতরে দেখা যাচ্ছিল তার সান্ধ্য পোশাক]

নোরা ॥ [তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হেলমারের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে] না, না। এখন আমি ভেতরে যাব না—আমি আবার ওপরে যাব। এত তাড়াতাড়ি ওখান থেকে চলে আসার কোনো মানে হয় না।

হেলমার ॥ কিন্তু শোনো, নোরা—লক্ষ্মী—

নোরা ॥ আর একটু—একটা ঘণ্টা—আমার অনুরোধ!

হেলমার ॥ আর একটা মিনিটও নয়—নোরা। আমাদের কী কথা ছিল তা তুমি জানো। এখন ভেতরে এস। ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে।

[নোরা বাধা দেওয়া সত্ত্বেও, হেলমার তাকে মিষ্টি কথা বলে ভেতরে নিয়ে এলেন]

মিসেস লিনদ ॥ আমি এখন চলি।

নোরা ॥ খৃীশ্চীনা !

হেলমার ॥ কী ব্যাপার মিসেস লিনদ—এত রাত্রে এখানে ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ ; কিছু মনে করবেন না। নাচের পোশাকে নোরাকে কেমন দেখায় তাই দেখতে এসেছি।

নোরা ॥ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে তুমি এতক্ষণ বসেছিলে নাকি ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ ; যথাসময়ে আমি এখানে হাজির হ'তে পারিনি। আমি এসে দেখি তুমি ওপরে চলে গিয়েছ। ভাবলাম, তোমাকে একবার না দেখে এখান থেকে চলে যাওয়া আমার চলবে না।

হেলমার ॥ [নোরার বাঁধ থেকে শালটা তুলে নিয়ে] ঠিক বলেছেন। একবার চেয়ে দেখুন। দেখার মতোই—আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন ! খুব সুন্দর দেখতে, তাই না মিসেস লিনদ ?

মিসেস লিনদ ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় !

হেলমার ॥ একেবারে অপরূপা—তাই না ? নাচের জলসায় সবাই সেই কথাই ভেবেছিল। কিন্তু বড় একগুঁয়ে। ওকে নিয়ে এখন কী করা যায় বলুন তো ? আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু আমাকে একরকম জোরে করেই ওখান থেকে ওকে টেনে আনতে হয়েছে।

নোরা ॥ কিন্তু আমাকে যে সেখানে তুমি থাকতে দিলে না অন্তত, আর আধ ঘণ্টার জন্যে। তার জন্যে তোমাকে দুঃখ করতে হবে—

হেলমার ॥ কী বলছে শুনুন, মিসেস লিনদ। ওখানে কী সুন্দর নাচই না ও নেচেছে। নাচটা অদ্ভুত জমেছিল—যদিও সেটা অতিমাত্রায় বাস্তব হয়ে পড়েছিল—সত্যি বলতে কি, নৃত্যকলার দিক থেকে তার দরকারও ছিল···কিন্তু তাহলেও, নাচ হিসাবে কোথাও এতটুকু খুঁৎ ছিল না। যাকে বলে একেবারে বিরাট সাফল্য। আচ্ছা বলুন তো, তারপরেও ওকে সেখানে থাকতে দিয়ে নাচের আমেজটা আমি নষ্ট করতে পারি ? কক্ষণো না। আমি ওই ক্ষুদে ক্যাপ্রি মেয়ের সুন্দর গলাটা জড়িয়ে—ও যে সত্যি ক্যাপ্রি মেয়েদের মতো চঞ্চল সেকথা আমাকে বলতেই হবে—আমরা তাড়াতাড়ি ঘুরে সবাইকে অভিবাদন জানালাম, এবং তারপরে, সেই সুন্দর স্বপ্নটি মিলিয়ে গেল, নভেলে যে ভাবে বলা হয় আর কি ! বেরিয়ে আসাটা সব সময়ে মিনিট-সেকেণ্ড ধ'রে হওয়া চাই। কিন্তু নোরাকে সে কথা কিছুতেই আমি বোঝাতে পারি নি ! [আলখাল্লাটা চেয়ারের ওপরে রেখে তার ঘরের দরজা খোলে] আরে, সব অন্ধকার যে ! ঠিক আছে···ঠিক আছে ! [ভেতরে গিয়ে বাতিগুলি জ্বালে]

নোরা ॥ [তাড়াতাড়ি রুদ্ধ নিঃশব্দে] কী ব্যাপার ?

মিসেস লিনদ ॥ [আস্তে আস্তে] তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

নোরা ॥ হয়েছে ?

মিসেস লিনদ ॥ নোরা, স্বামীকে তোমার সব কথা বলতেই হবে।

নোরা ॥ [কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে] আমি তা জানতাম।

মিসেস লিনদ ॥ ক্রগসতাদের কাছ থেকে তোমার ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু স্বামীকে সব কথা খুলে বলতেই হবে তোমাকে।

নোরা ॥ কোনোদিন বলবো না।

মিসেস লিনদ ॥ তাহলে, চিঠিই তা বলবে।

নোরা ॥ ধন্যবাদ খ্রীশ্চীনা ! আমাকে কী করতে হবে তা এখন আমি বুঝতে পেরেছি···চুপ।

হেলমার ॥ [ফিরে এসে] মিসেস লিনদ কি ওর প্রশংসা করছেন ?

মিসেস লিনদ ॥ নিশ্চয় !···এবং এখন তাহলে আমাকে যেতে হবে।

হেলমার ॥ এরই মধ্যে ? এটা কি আপনার সেলাই ?

মিসেস লিনদ ॥ [তুলে নিয়ে] ও, হ্যাঁ। ধন্যবাদ—ওটার কথা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

হেলমার ॥ তাহলে, আপনি সেলাই করেন ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ।

হেলমার ॥ আপনি যদি 'চিকনের' কাজ করতেন তা হলে আরো ভালো জিনিস তৈরি করতে পারতেন।

মিসেস লিনদ ॥ কেন বলুন তো ?

হেলমার ॥ কাজের দিক থেকে বেশ নয়নাভিরাম। আপনাকে আমি দেখাচ্ছি। বাঁ হাতে চিকনের কাজটা আপনি এইভাবে ধরুন, আর ডান হাতে সূচ নিয়ে এইভাবে বুনে যান—লম্বা লম্বা ফোঁড়—সহজভাবে। তাই না ?

মিসেস লিনদ ॥ হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়।

হেলমার ॥ কিন্তু সেলাই করাটা অন্য ব্যাপার—ওই কাজটাই চ্ছে যা তা। এই দেখুন—হাত দুটো শক্ত ক'রে ধ'রে—সূচ উঠছে, আর নামছে—একেবারে চিনেম্যানদের মতো···। আজ রাত্রিতে আমাদের সত্যিই ওরা বেশ সুন্দর স্যাম্পেন খাইয়েছে।

মিসেস লিনদ ॥ তাহলে এখন চলি। নোরা আর একগুঁয়েমি করো না।

হেলমার ॥ ঠিক আছে, মিসেস লিনদ।

মিসেস লিনদ ॥ শুভরাত্রি, মিঃ হেলমার।

হেলমার ॥ [দরজার গোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে] শুভরাত্রি, শুভরাত্রি। আশা করি, নিরাপদেই আপনি বাসায় ফিরে যেতে পারবেন। আমি খুশি হতাম—অবশ্য আপনার বাসা কাছেই—তাই না। শুভরাত্রি, শুভরাত্রি।

[মিসেস লিনদ বেরিয়ে যায়। দরজা বন্ধ ক'রে ফিরে আসে হেলমার]

ভেবেছিলাম, ভদ্রমহিলা আজ আর নড়বেন না। ভীষণ বিরক্তিকর, ভীষণ বিরক্তিকর—।

নোরা ॥ তোমার ক্লান্তি লাগছে না, তরওয়াল্ড ?

হেলমার ॥ না ; মোটেই না।

নোরা ॥ ঘুম পাচ্ছে না ?

হেলমার ॥ মোটেই না, মোটেই না। সত্যি বলতে কি, আজ আমার খুব ভালো লাগছে, বেশ সতেজ। তোমার লাগছে ? হ্যাঁ ; তোমাকে ক্লান্তই লাগছে। একি চোখের পাতা বুজে এলো যে।

নোরা ॥ হ্যাঁ, আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মনে হচ্ছে, এখানেই শুয়ে পড়লে এখনই আমি ঘুমিয়ে পড়বো।

হেলমার ॥ ঠিক বলেছ ! ঠিকই বলেছ ! দেখতেই পাচ্ছ, তোমাকে আর বেশিক্ষণ ওখানে বসে থাকতে না দিয়ে আমি ঠিক কাজই করেছি।

নোরা ॥ সব সময়েই তুমি ঠিক, তরওয়াল্ড—যা তুমি কর তাতেই।

হেলমার ॥ [তার কপালে চুমু খেয়ে] এখন আমার পক্ষীরাণী, তুমি যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছ। ডঃ র‍্যাঙ্ক আজ কেমন প্রফুল্ল ছিল তা কি তুমি লক্ষ্য করেছিলে ?

নোরা ॥ তাই বুঝি ? তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমি পাই নি।

হেলমার ॥ আমি তো কথা বলতেই পারি নি। কিন্তু এতটা প্রফুল্ল তাকে আমি অনেকদিন দেখি নি। [নোরার দিকে একবার তাকিয়ে তার কাছে এগিয়ে যায়] তোমার সঙ্গে নিজের ঘরে ফিরে আসতে কী ভালোই না লাগছে—কী সুন্দর তুমি—চোখ ফেরানো যায় না।

নোরো ॥ তরওয়াল্ড, ওভাবে আমার দিকে তুমি তাকিয়ে থেকো না।

হেলমার ॥ আমার সবচেয়ে প্রিয় রত্নের দিকে আমি তাকাতে পারবো না ? যে সৌন্দর্য একমাত্র আমার নিজস্ব, আর কারও নয়—আমার একেবারে নিজস্ব সম্পদ ?

নোরা ॥ [টেবিলের অন্যদিকে গিয়ে] আজ রাত্রিতে ওসব কথা তুমি একেবারেই বলবে না।

হেলমার ॥ [তার পিছু পিছু গিয়ে] মনে হচ্ছে, তোমার রক্তে সেই নাচের মাদকতা এখনও লেগে রয়েছে—সেইজন্যে আরও বেশি আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে তোমাকে। শোনো, মজলিস ভেঙে যাচ্ছে। [আস্তে] নোরা শীঘ্রই এই বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে……

নোরা ॥ হ্যাঁ। আমিও তাই আশা করি।

হেলমার ॥ হ্যাঁ ; তুমিও তাই আশা কর ; কর না, আমার সোনা নোরা ? আমি তোমাকে কিছু বলবো। তোমার সঙ্গে কোনো পার্টিতে গেলে তুমি কি জানো তোমার দিকে আমি প্রায় তাকাই নে কেন ? তোমার কাছে গিয়ে আমি দাঁড়াই নে কেন তা তুমি জানো ? মাঝে মাঝে কেবল চুরি ক'রে তোমাকে কেন দেখি… কেন জানো ? তার কারণ আমি ভান করতে চাই যে আমরা গোপনে পরস্পরের প্রেমে পড়েছি—বিয়ে করার জন্যে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি গোপনে—আমাদের মধ্যে সত্যিকার সম্বন্ধ যে রয়েছে সে বিষয়ে কেউ যেন স্বপ্নেও কিছু টের না পায়।

নোরা ॥ ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তুমি যে সব সময় আমার কথা চিন্তা কর তা আমি জানি।

হেলমার ॥ আর চলে আসার সময় আমি যখন তোমার ছোট্ট দুটো কাঁধের ওপরে, অপরূপ দুটি কাঁধের চারপাশে তোমার শালটিকে জড়িয়ে দিই তখন আমার মনে হয় তুমি আমার ছোট্ট কনে, বিয়ে ক'রে সেই প্রথম তোমাকে আমি নিজের বাড়িতে নিয়ে আসছি, সেই প্রথম তোমাকে আমি নিজের ক'রে পাব—তোমার ওই ভীরু কম্পমানা সুন্দরী দেহলতিকার সঙ্গে। সারা সন্ধ্যেটাই তোমার জন্যে আমি অস্থির হয়ে রয়েছি, আর কিছুর জন্যে নয়। তুমি যখন ইতালীয় লোকনৃত্যের তালে তালে তোমার দেহের প্রতিটি অঙ্গকে নাচাচ্ছিলে সেই সময় আমার ধমনীতে আগুন জ্বলে উঠেছিল। আর আমি ধৈর্য ধরতে পারছিলাম না। সেইজন্যেই তোমাকে আমি এত তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে এসেছি—

নোরা ॥ না ; তরওয়াল্ড, সরে যাও। আমাকে একলা থাকতে দাও—আমি চাইনে—

হেলমার ॥ এসব কী বলছে ? আমার সঙ্গে খেলা করছো বুঝি ? চাই নে ? আমি তোমার স্বামী—তাই না ?

[সামনের দরজায় একটা ধাক্কা]

নোরা ॥ [চমকে] ওই শোনো !

হেলমার ॥ [হলঘরের কাছে গিয়ে] কে ?

র‍্যাংক ॥ [বাইরে থেকে] আমি—একটু ভেতরে আসতে পারি ?

হেলমার ॥ [রেগে, চাপা স্বরে] র‍্যাংক ! কী চায় ও ? [চেঁচিয়ে] একটু অপেক্ষা কর। [দরজা খুলে দেন] খুব ভালো, খুব ভালো। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাবে অথচ এখানে ঢুকবে না সেটা ভালো দেখায় না।

র‍্যাংক ॥ বাইরে থেকে মনে হলো তোমরা কথা বলছো ; তাই ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু দেখা ক'রে যাই। [ঘরের চারপাশে চোখ দুটোকে তাড়াতাড়ি বুলিয়ে] হ্যাঁ ; এইতো সেই প্রিয় পরিচিত মুখ ! তোমরা দুজনে নিশ্চয় বেশ সুখে আর আরামে এখানে রয়েছ।

হেলমার ॥ ওপরে দেখে মনে হলো তুমিও বেশ সুখী।

র‍্যাংক ॥ অদ্ভুতভাবে। কেন হবো না ? পৃথিবী আমাদের যা দিতে পারে—যা কিছু দিতে পারে—সেই সব আমরা ভোগ করবো না কেন—অন্তত, যতটা মানুষ পারে—এবং যতদিন সে পারে ? মদটা ছিল অপূর্ব।

হেলমার ॥ বিশেষ ক'রে শ্যাম্পেন।

র‍্যাংক ॥ তোমারও তাই মনে হয়েছিল, তাই না ? আমি যে কতটা উদরস্থ করেছি তা ভাবতে পারবে না।

নোরা ॥ আজ রাত্রিতে তরওয়াল্ড-ও অনেকটা শ্যাম্পেন খেয়েছে।

র‍্যাংক ॥ তাই বুঝি ?

নোরা ॥ হ্যাঁ ; আর বেশি শ্যাম্পেন খেলে সব সময় ওর মেজাজটা উঁচু পর্দায় থাকে।

র‍্যাঙ্ক ॥ সারাদিন পরিশ্রম করার পরে সন্ধ্যেবেলাটা মানুষ আনন্দে কাটাবে না কেন ? অন্তত, সে চেষ্টা করা তার উচিত।

হেলমার ॥ সারাদিন পরিশ্রম ? সে কম কোনো দাবি আমি যে করতে পারি তা তো আমার মনে হয় না।

র‍্যাঙ্ক ॥ [তার পিঠে একটা চড় বসিয়ে] ওঃ ! আমি পারি !

নোরা ॥ ডঃ র‍্যাঙ্ক,···তাহলে, আজকে নিশ্চয় আপনি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিয়েছেন ?

র‍্যাঙ্ক ॥ অবিকল।

হেলমার ॥ শোনো শোনো ! আমাদের বালিকা নোরা আজকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা বলছে।

নোরা ॥ পরীক্ষার ফল যা হয়েছে তা নিয়ে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি তো ?

র‍্যাঙ্ক ॥ অবশ্যই।

নোরা ॥ ফলটা তাহলে ভালো।

র‍্যাঙ্ক ॥ যতটা ভালো হ'তে পারে ডাক্তার আর রোগীর দিক থেকে···নিশ্চিত।

নোরা ॥ [চকিতে, ব্যাপারটা আন্দাজ ক'রে] নিশ্চিত !

র‍্যাঙ্ক ॥ আর কোনো সংশয় নেই—একেবারে। সুতরাং তার পরেও একটি সন্ধ্যা নিজেকে আমি আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দেব না কেন ?

নোরা ॥ অবশ্যই, ডঃ র‍্যাঙ্ক নিশ্চয়।

হেলমার ॥ এবিষয়ে আমিও একমত—যদি পরের দিন তার জন্যে তোমাকে কোনো খেসারৎ দিতে না হয়।

র‍্যাঙ্ক ॥ তা বটে ; কিন্তু এ-জীবনে মওকা কিছু পাওয়া যায় না।

নোরা ॥ ডঃ র‍্যাঙ্ক, রঙচঙে পোশাক-পরা মজলিস আপনার খুব ভালো লাগে, তাই না ?

র‍্যাঙ্ক ॥ হ্যাঁ, যে-সব মজলিসে জমকালো পোশাক-পরা লোকজনেরা আসে।

নোরা ॥ তাহলে—আমাদের পরের নাচের আসরে আমরা কী পোশাক পরবো—বলুন তো ?

হেলমার ॥ আমাদের অস্থিরমতি বালিকা—এখনই পরের নাচে কী পরবে সেই কথা ভাবছে ?

র‍্যাঙ্ক ॥ আপনি আর আমি ? হ্যাঁ ; তা আমি বলতে পারি। আপনি এমন একজনের পোশাক পরবেন যাকে দেখলে মানুষের মঙ্গল হয়।

হেলমার ॥ তা না হয় হলো ; কিন্তু পোশাকটা কেমন হবে ?

র‍্যাঙ্ক ॥ তোমার স্ত্রী রোজ যে পোশাক পরেন সেই পোশাক পরেই যাবেন···

হেলমার ॥ বেশ সুন্দর কথা বলেছ। কিন্তু তুমি কি পোশাক পরবে তা জানো না ?

র‍্যাঙ্ক ॥ হ্যাঁ, বন্ধু - খুব ভালো জানি।

হেলমার ॥ কী পোশাক ?

র‍্যাঙ্ক ॥ পরের নাচে আমি অদৃশ্য হয়ে যাবো।

হেলমার ॥ কী যে আবোল-তাবোল বকছো ?

র‍্যাঙ্ক ॥ বেশ বড় কালো একটা টুপী আছে—সেই অদৃশ্য টুপীটার কথা তুমি শুনেছ ? একবার মাথায় চাপাও—সঙ্গে সঙ্গে তুমি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

হেলমার ॥ [একটা হাসি গোপন ক'রে] তুমি সম্ভবত ঠিক কথাই বলেছ।

র‍্যাঙ্ক ॥ কিন্তু আমি যার জন্যে এসেছি সেটা ভুলে যাচ্ছি। হেলমার আমাকে একটা সিগার দাও—একটা কালো হাভানা।

হেলমার ॥ খুবই আনন্দের সঙ্গে [সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট দেয়]

র‍্যাঙ্ক ॥ [সিগারেটটা নিয়ে একটা ধার কেটে] ধন্যবাদ।

নোরা ॥ [দেশলাই জ্বালিয়ে] আপনার সামনে এই আলোর শিখাটি ধরি।

র‍্যাঙ্ক ॥ ধন্যবাদ।

[নোরা দেশলাই কাঠিটা সামনে ধরে ; ডঃ র‍্যাঙ্ক সিগারেট ধরান]

এখন—বিদায়।

হেলমার ॥ বিদায়—বিদায়, বন্ধু।

নোরা ॥ ভালো ক'রে ঘুমোনগে যান, ডঃ র‍্যাঙ্ক।

র‍্যাঙ্ক ॥ আপনার শুভেচ্ছার জন্যে ধন্যবাদ।

নোরা ॥ আমাকেও আপনার ওই শুভেচ্ছা জানিয়ে যান।

র‍্যাঙ্ক ॥ আপনাকে ? অবশ্য আপনি যদি তাই চান···ভালোভাবে ঘুমোন। আমার সামনের এই আলোর শিখাটি ধরার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। [মাথা নাড়িয়ে উভয়কে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে যান]

হেলমার ॥ [একটু ভয় পেয়ে] মদটাও বেশিমাত্রায় খেয়ে ফেলেছে আজ।

নোরা ॥ [অন্যমনস্কভাবে] সম্ভবত।

[পকেট থেকে চাবি বার ক'রে হেলমার হলঘরে চলে যায়]

নোরা ॥ তরওয়াল্ড—ওখানে তুমি যাচ্ছ কেন ?

হেলমার ॥ চিঠিগুলো বার করতে হবে না ? বাক্স এত ভর্তি হয়ে গিয়েছে যে কালকের কাগজ ঢোকার জায়গা ওখানে আর থাকবে না।

নোরা ॥ আজ রাত্রিতে তুমি কাজ করবে নাকি ?

হেলমার ॥ কাজ যে করবো না তা তুমি ভালোই জানো। কী ব্যাপার ? কেউ বাক্স খুলতে এসেছিল ব'লে মনে হচ্ছে !

নোরা ॥ চাবি খুলতে ?

হেলমার ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। এর অর্থ কী ? আমাদের কাজের মেয়েটা যে এ কাজ করেছে সেকথা ভাবাটা আমার উচিত হবে না—এই একটা ভাঙা মাথার কাঁটা। নোরা এটা তোমার কাঁটা নয় ?

নোরা ॥ [তাড়াতাড়ি] হয়ত ছেলেমেয়েদের কারো হবে···

হেলমার ॥ এইরকম কাজ করার জন্যে তাদের শাস্তি দিয়ো। উঃ—উঃ ! যাক, শেষ পর্যন্ত খুলেছে। [বাক্স থেকে সব চিঠি বার ক'রে এবং রান্নাঘরের দিকে মুখ

ফিরিয়ে] হেলেনা ? হেলেনা, সামনের দরজায় একটা আলো জ্বালিয়ে দাও।
[সামনের দরজাটা বন্ধ ক'রে চিঠিগুলি নিয়ে ঘরে ঢুকে আসে]

হেলমার ॥ কত চিঠি এসেছে দেখ ! [চিঠিগুলি দেখতে দেখতে] এটা আবার কী ?

নোরা ॥ [জানালার কাছে দাঁড়িয়ে] চিঠি ! না, তরওয়াল্ড, না !

হেলমার ॥ দুটো ভিজিটিঙ কার্ড—র‍্যাঙ্কের কাছ থেকে।

নোরা ॥ ডঃ র‍্যাঙ্কের কাছ থেকে ?

হেলমার ॥ [কার্ডগুলির দিকে তাকিয়ে] 'এস. র‍্যাঙ্ক, এম. ডি.'। এগুলি রয়েছে কার্ডের মাথায়—এখান থেকে যাওয়ার সময় সে হয়ত এগুলি চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।

নোরা ॥ কার্ড দুটির ওপরে আর কিছু নেই ?

হেলমার ॥ নামের ওপরে কালো রঙের একটা ক্রুশচিহ্ন।…দেখো। কী ভয়ংকর ধারণা ? মনে হচ্ছে সে যেন তার নিজের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছে।

নোরা ॥ হ্যাঁ ; তাই করছেন তিনি।

হেলমার ॥ কী বললে ? একথা তুমি জানলে কেমন ক'রে ? সে কি তোমাকে কিছু বলেছে ?

নোরা ॥ হ্যাঁ। এই কার্ড দুটি এলে বুঝতে হবে তিনি আমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। এবার নিজেকে তিনি সকলের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবেন।

হেলমার ॥ আমার হতভাগ্য বন্ধু ! অবশ্য, সে যে আমাদের মধ্যে বেশিদিন থাকবে না তা আমি জানতাম। কিন্তু তাই ব'লে এত তাড়াতাড়ি…। এবং আহত পশুর মতো এইভাবে পালিয়ে গিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখা…

নোরা ॥ যদি যেতেই হয় তাহলে কাউকে কোনো কথা না বলেই চলে যাওয়া ভালো ; তাই না, তরওয়াল্ড ?

হেলমার ॥ [পা চারি করতে করতে] আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সে এতটা মিশে গিয়েছিল ! ও যে নেই সে কথা আমি ভাবতে পারছি না। তার নিঃসঙ্গতা আর দুঃখ যন্ত্রণা সত্ত্বেও, তাকে দেখে মনে হতো মেঘের কালো আস্তরণ ভেদ করে আমাদের সুখের সূর্যকিরণ ছড়িয়ে দিয়েছে সে। তবে সম্ভবত, ভালোই হয়েছে—অন্তত, তার পক্ষে। [দাঁড়িয়ে প'ড়ে] এবং হয়ত, আমাদের পক্ষেও নোরা ; এখন আমাদের মধ্যে আর কেউ থাকবে না। [নোরাকে জড়িয়ে ধ'রে] মনে হচ্ছে, যতটা কাছে তোমাকে আমি পেতে চাই ততটা পাচ্ছি না—কেন বলতে ? নোরা, তুমি জানো, মাঝে মাঝে আমার ইচ্ছে হয় তুমি এমন একটা আসন্ন বিপদের মধ্যে পড়ো যাতে আমি সব কিছু হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি - এমন কি আমার জীবনও —তোমাকে বাঁচানোর জন্যে।

নোরা ॥ [নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, দৃঢ়ভাবে আর উদ্দেশ্য দিয়ে] তরওয়াল্ড, দেরি করো না ; তোমার চিঠিগুলি পড়।

হেলমার ॥ না, না। আজ রাত্রিতে নয়। আজ রাত্রিটা আমার প্রিয় পত্নীর সঙ্গে আমি কাটাতে চাই।

নোরা ॥ তোমার বন্ধু যখন মৃত্যুপথযাত্রী··· ?

হেলমার ॥ হ্যাঁ; তুমি ঠিক কথাই বলেছ—ঘটনাটা আমাদের দুজনকেই বেশ মুষড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের দুজনের মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী ছায়া নেমে এসেছে—মৃত্যুর ছায়া এবং ধ্বংসের সংকেত। এই চিন্তাটা আমাদের ঝেড়ে ফেলতে হবে।···এবং যতক্ষণ তা না পারছি ততক্ষণ, আমরা আলাদা থাকবো।

নোরা ॥ [হেলমারের গলায় হাত বুলিয়ে] শুভরাত্রি তরওয়াল্‌ড—শুভরাত্রি।

হেলমার ॥ [নোরার কপালে চুম খেয়ে] শুভরাত্রি, নোরা, আমার পক্ষীরাণী, মনের আনন্দে ঘুমাও। এখন আমি গিয়ে আমার চিঠিগুলি পড়ি। [চিঠিগুলি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেন]

নোরা ॥ [চোখ দুটো বড়ো বড়ো ক'রে, বিহ্বলভাবে চারপাশে হাতড়াতে থাকে; হেলমারের ঢিলে জামাটা তুলে নিয়ে নিজের গায়ে জড়ায়। মোটা গলায় ভাঙা গলায় দ্রুতভাবে বলতে থাকে] আর তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না; না—না—কখনও হবে না। [তার শালটা মাথার ওপরে চাপিয়ে] ছেলেদের মুখও আর কখনও না। জল কালো, বরফের মতো ঠাণ্ডা—এবং গভীর···বড়ো গভীর···উঃ! ব্যাপারটা যদি কেবল চুকে বুকে যেতো—! এতক্ষণে চিঠিটা ওর হাতে পড়েছে—এখন সেটা সে পড়ছে। উঃ, না—না—এখনও পড়ে নি। বিদায় তরওয়াল্‌ড, বিদায় ছেলেমেয়েরা··· !

[হলঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যাবে এমন সময় হেলমার জোর ক'রে তার ঘরের দরজাটা খুলে দিলে; দরজার সামনে সে দাঁড়িয়ে রইলো, হাতে তার একটা খোলা চিঠি]

হেলমার ॥ নোরা!

নোরা ॥ [চিৎকার ক'রে] আ—হা··· !

হেলমার ॥ এসব কী? এই চিঠিতে কী লেখা রয়েছে তা কি তুমি জানো?

নোরা ॥ জানি। আমাকে যেতে দাও—এখান থেকে চলে যেতে দাও।

হেলমার ॥ [তাকে ধ'রে] যাচ্ছো কোথায়?

নোরা ॥ [ছাড়ানোর জন্যে ধস্তাধস্তি ক'রে] তুমি আমাকে বাঁচাতে পারবে না, তরওয়াল্‌ড!

হেলমার ॥ [হকচকিয়ে] ব্যাপারটা সত্যি! তাহলে, এখানে যা লেখা রয়েছে তা সত্যি? কী ভয়ংকর! না, না—এ সত্যি নয়— সত্যি হ'তে পারে না।

নোরা ॥ সত্যি। বিশ্বের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম তোমাকে।

হেলমার ॥ এখন ওসব আজেবাজে কথা ব'লে কোনো লাভ নেই।

নোরা ॥ [তার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে] তরওয়াল্‌ড··· !

হেলমার ॥ আরে মূর্খ নারী,—এ কী করেছ তুমি ?
নোরা ॥ আমাকে যেতে দাও। তোমার কোনো দুর্নাম হবে না—আমার জন্যে তোমাকে কোনো কলঙ্ক বইতে আমি দেব না।
হেলমার ॥ নাটুকেপনা ছাড়ো। [সামনের দরজায় চাবি দিয়ে দেয়] যতক্ষণ না নিজের কাজের কৈফিয়ৎ তুমি দিতে পারছো ততক্ষণ এইখানে তুমি থাকবে। কী করেছ তা কি তুমি জানো ? উত্তর দাও—জানো ?
নোরা ॥ [তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। কথা বলতে বলতে তার সেই দৃষ্টি কঠোর হ'তে থাকে] জানি। এখন আমি সবকিছু বুঝতে পারছি।
হেলমার ॥ [পায়চারি করতে করতে] কী ভয়ংকর বোঝা ! এই আট বছর ধ'রে তুমি ছিলে আমার নয়নের আনন্দ, আমার গর্ব ; এখন, আমি দেখছি তুমি মিথ্যা-বাদিনী প্রতারক,—এবং তার চেয়েও খারাপ—একজন সমাজ-অপরাধী ! উঃ, কী কদর্য ! কী কদর্য ! উঃ !!

[কোনো কথা না ব'লে নোরা তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার সামনে এসে দাঁড়ায় হেলমার]

এইরকম একটা যে কিছু ঘটবে সেকথা আমার আগে থেকে জানা উচিত ছিল—আগেই বোঝা উচিত ছিল। এর জন্যে দায়ী হচ্ছে তোমার বাবার অমিতাচারী চরিত্র।—চুপ করো ! তোমার বাবার অমিতব্যয়ী চরিত্রের সবটুকু এসে পড়েছে তোমার ওপরে। কোনো ধর্মবোধ নেই, নেই কোনো নীতিজ্ঞান, কর্তব্যবোধের নেই কোনো বালাই···তাঁর দোষ ক্ষমা ক'রে আমি এই পুরস্কার পেয়েছি তাহলে ? তোমার জন্যেই সে-কাজ আমি করেছিলেম ; আর এইভাবেই তুমি আমাকে তার প্রতিদান দিলে !
নোরা ॥ হ্যাঁ—এইভাবে।
হেলমার ॥ তুমি আমার সুখসৌধকে একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছ—আমার সমস্ত ভবিষ্যতকে দিয়েছ চুরমার ক'রে ! উঃ ! একথা আমি ভাবতেও পারি নি। আমি আজ এখন একটা লোকের খপ্পরে গিয়ে পড়েছি যে কোনো কিছু করতেই পিছপাও হয় না। আমাকে দিয়ে সে যে-কোনো কাজই করাতে পারে—যা তার ইচ্ছে ; যা ইচ্ছে তাই সে আমার কাছে চাইতে পারবে—যেমন ইচ্ছে আমাকে সে হুকুম করতে পারবে ! তাকে 'না' করার সাহস আমার হবে না। আমার মাথাটা একেবারে নুয়ে পড়েছে—কেবল একটা অমিতব্যয়ী মেয়েমানুষের জন্যে !
নোরা ॥ আমি একবার পথ থেকে সরে গেলেই তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।
হেলমার ॥ দয়া ক'রে বড়ো বড়ো চটকদার কথা বলা ছাড়ো। তোমার বাবার মুখেও সব সময় ওইরকম চটকদার কথার তুবড়ি ছুটতো। তুমি বলছো 'একবার পথ থেকে সরে গেলেই' আমি মুক্ত হয়ে যাব। 'তুমি সরে গেলে' আমার লাভটা হবে কী ? কিছুমাত্র হবে না। তবুও সে দেখবে জিনিসটা যাতে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ; আর সে কাজটা একবার সে করলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে যে তোমার এই হীন চক্রান্তের

সঙ্গে আমি জড়িয়ে রয়েছি। তারা এও ভাববে যে এর পেছনে আমি ছিলাম—যে আমিই তোমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছি। আর এর জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেব আমি? তোমাকে। আর তোমাকেই আমাদের বিবাহিত জীবনে আমি এমন করে চেয়েছিলাম। আমার কী ক্ষতি করেছ তা কি এখন তুমি বুঝতে পারছো?

নোরা ॥ [শান্ত, নিরুত্তাপ কণ্ঠে] পারছি।

হেলমার ॥ এটা এমন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা যে কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি নে, কিন্তু একটা বোঝাপড়ায় অবশ্যই আমাদের আসতে হবে। ওই শালটা খুলে ফেলো—খুলে ফেলো! খোলো বলছি। কোনো না কোনো ভাবে তাকে খুশি করতে হবে আমাকে—যেমন করেই হোক ব্যাপারটাকে চাপা দিতে হবে। আর আমাদের সম্বন্ধে—বাইরে আমারা দেখাবো যে আমাদের মধ্যে কিছু হয়নি, আমরা আগের মতোই রয়েছি···কিন্তু সে কেবল বাইরে, পাঁচজনের চোখে। তুমি আমার বাড়িতেই থাকবে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—কিন্তু ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে তোমাকে আমি দেব না···তাদের ভার তোমার ওপরে তুলে দেওয়ার সাহস আর আমার নেই। উঃ! যাকে এতদিন আমি ভালোবেসে এসেছি, এবং এখনও বাসি- তাকে যে এইসব কথা বলতে হবে তা ভাবতেও কেমন লাগছে। ঠিক আছে —এই ব্যবস্থাই এখানে চলবে। এখন থেকে সুখের আর কোনো প্রশ্নই নেই; চেষ্টা হবে কী করে ধ্বংসের হাত থেকে সুনামকে রক্ষা করা যায়—কেবল টুকরো টুকরো সুখের স্মৃতি—কেবল বাইরের চেহারাটা···[দরজায় একটা বেল বাজলো]

হেলমার ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে] কী ব্যাপার—এত রাত্রিতে? তাহলে কি চরম বিপদই—সে কি—? নোরা, সরে যাও তুমি—বলো, তুমি অসুস্থ।

[চুপচাপ বসে থাকে নোরা। হেলমার গিয়ে দরজাটা খুলে দেয়]

পরিচারিকা ॥ [দরজার কাছে, ভালো পোশাক না পরেই] গিন্নীমা'র চিঠি।

হেলমার ॥ আমাকে দাও। [চিঠিটা নিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়] হ্যাঁ! তার কাছ থেকেই, এটা তুমি পাবে না। এটা আমি পড়বে।

নোরা ॥ হ্যাঁ; পড়ো।

হেলমার ॥ [বাতির কাছে নিয়ে গিয়ে] পড়ার সাহস হচ্ছে না। এটা হয়ত আমাদের দুজনকেই ধ্বংস করে দিতে পারে। না; আমাকে ব্যাপারটা জানতেই হবে। [খামটা ছিঁড়ে চিঠিটার ওপরে চোখ বুলিয়ে নেয়; সঙ্গে আঁটা একটা কাগজের দিকে তাকায়; তারপরে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে] নোরা!

[প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকায়]

নোরা! শোনো; আবার প'ড়ে নিই···হ্যাঁ এটা সত্যি! আমি রক্ষা পেয়েছি! নোরা, আমি বেঁচেছি!

নোরা ॥ আর আমি!

হেলমার। অবশ্য তুমিও, আমরা দুজনেই—তুমি আর আমি। দেখো, সে তোমার দলিলটা ফিরিয়ে দিয়েছে। সে বলেছে যে সে দুঃখিত···এবং সে ক্ষমা চেয়েছে···

তার জীবনে একটা শুভ পরিবর্তন হয়েছে··· ওঃ! সে কী বলেছে সেকথা ধরার দরকার নেই তোমার—আমরা রক্ষা পেয়েছি, নোরা, এখন আর কেউ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। ওঃ, নোরা, নোরা! দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই ঘৃণ্য ব্যাপারটাকে আগে একেবারে নষ্ট করে ফেলি। [চারপাশে চোখ চারিয়ে] না; এর দিকে আর আমি তাকাবো না। এটাকে একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু বলে আমি ভাববো না। [দলিলটাকে আর দুটো চিঠিকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দেয়; সেগুলিকে পুড়তে দেখে] যাক! সব শেষ হয়ে গেল। সে বলেছে যে বড়দিনের সন্ধ্যা থেকে তোমাকে···ওঃ! সেই তিনটে দিন কী কষ্টেই না তোমার কেটেছে?

নোরা ॥ হ্যাঁ, কঠোর সংগ্রাম, সেই তিনটি দিন!

হেলমার ॥ কতো কষ্টই না তোমাকে পেতে হয়েছে—ও ছাড়া, আর কিছু ছিল না তোমার···না; ওইসব ঘৃণ্য জিনিস মন থেকে সরিয়ে দেব আমরা। এখন আমরা আনন্দে চিৎকার করে উঠবো—বার বার: 'সব শেষ—সব শেষ'! এই ব'লে! শোনো নোরা, তুমি ঠিক বুঝতে পারছো না যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। কী হলো তোমার? মুখটাকে এইরকম শক্ত করে রেখেছ কেন? বেচারা নোরা, ব্যাপারটা কী হয়েছে আমি তা বুঝতে পারছি। তোমাকে আমি যে ক্ষমা করেছি সেই কথাটাই তুমি বুঝতে পারছো না। কিন্তু নোরা, তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি—শপথ ক'রে বলছি—তোমার সবকিছু অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি যা কিছু করেছিলে সবই আমাকে ভালোবাসতে ব'লে।

নোরা ॥ সেটা সত্যি।

হেলমার ॥ স্বামীকে স্ত্রীর যেরকম ভালোবাসা উচিত সেইরকমই আমাকে ভালবাসতে তুমি। তোমার ভুলটা হয়েছিল এইখানে যে আমার জন্যে তুমি কী করছো সেটা বোঝার মতো অভিজ্ঞতা তোমার ছিল না। কিন্তু নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপরে কিভাবে কাজ করতে হয় তা না জানার জন্যে তোমাকে কি আমি কম ভালোবাসি? না, না। আমার ওপরে নির্ভর তোমাকে করতেই হবে। আমি তোমাকে উপদেশ দেব, চালিয়ে নিয়ে যাব তোমাকে। তোমার এই নারীসুলভ অসহায়বোধ তোমাকে যদি আমার কাছে দ্বিগুণ আকর্ষণীয় না করে থাকে তাহলে পুরুষ বলতে যা বোঝায় আমার তা হওয়া উচিত হয় নি। যখন আমার মনে হয়েছিল আমার সামনে গোটা বিশ্বটা ছত্রাকার হয়ে পড়ছে সেই সংকটের প্রথম মুহূর্তে তোমাকে আমি যে-সব কটু কথা বলেছি সেগুলি তোমাকে ভুলে যেতেই হবে। তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি নোরা—দিব্যি করছি—তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি।

নোরা ॥ ধন্যবাদ, তরওয়াল্ড।

[দরজার ভেতর দিয়ে ডানদিকে চলে যায়]

হেলমার ॥ না; যেয়ো না। [ভেতরে তাকায়] ওখানে কী করছো?

নোরা ॥ [বাইরে থেকে] আমার চটকদার পোশাকগ্নলো খ্নলছি।

হেলমার ॥ [খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ, খোলো। একটু শান্ত হও ; আমার পক্ষীরানি, ভয় পেয়েছ তুমি! মনটাকে শান্ত করো। নিরাপদে বিশ্রাম করো ; আমার বিরাট দ্নটো পাখা তোমাকে রক্ষা করবে। [দরজার সামনে পায়চারি করে] ওঃ! নোরা, আমাদের এই ঘরটি কত উন্নত আর স্নখের! এটা হচ্ছে তোমার নীড় ; আহত কপোতের মতো তোমাকে রক্ষা করবো আমি—যাকে আমি বাজপাখির নখ থেকে রক্ষা করেছি। তোমার ব্নকটা এখনও ভয়ে কাঁপছে, নোরা ; পরে ধীরে ধীরে শান্ত করবো আমি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। কাল সকালে সব জিনিসটাকেই তুমি অন্য চোখে দেখবে ; শীঘ্রই সবকিছ্ন আগের মতো হয়ে যাবে। তোমাকে যে আমি ক্ষমা করেছি সেকথা তোমাকে বলার আর কোনো প্রয়োজন হবে না আমার, ক্ষমা যে করেছি নিজের মনেই তা তুমি ব্নঝতে পারবে। তোমাকে যে আমি পরিত্যাগ করবো—বা, তোমাকে যে সত্যি সত্যিই তিরস্কার করতে পারি একথা তুমি ভাবলে কেমন ক'রে? হায়, প্নর্নষের সত্যিকার হৃদয়টা কী তা তুমি জানো না নোরা। মান্নষ যে তার স্ত্রীকে ক্ষমা করেছে—সম্প্নর্ণরূপে ক্ষমা করেছে—এবং সর্বান্তকরণে, এটা গভীরভাবে উপলব্ধি করার মতো অবর্ণনীয় স্নখ আর সন্তোষ কোনো প্নর্নষের থাকতে পারে না। এর ফলে মনে হবে, একটি স্ত্রীকে সে দ্নবার ক'রে পেয়েছে—মনে হবে, এই জগতে নতুন করে সে নিয়ে এসেছে তাকে। এক অর্থে সে তার স্ত্রী আর সন্তান। স্নতরাং এখন থেকে আমার কাছে তুমি তাই হবে। হায়রে, বেচারা, ভীর্ন, অসহায় কপোত! কোনো বিষয়েই তোমার দ্নশ্চিন্তা করার দরকার নেই, নোরা— কেবল আমার কাছে সব কথা অকপটে খ্নলে বলো। এবং আমি হব তোমার ইচ্ছাশক্তি আর বিবেক দ্নই-ই···কী হলো? শ্নতে যাচ্ছ না? কাপড় চোপড় বদলেছ দেখেছি!

নোরা ॥ [সাধারণ বেশভূষায়] হ্যাঁ, তরওয়াল্ড ; আমি কাপড় চোপড় বদলিয়েছি।

হেলমার ॥ কিন্তু কেন? এত রাত্রিতে!

নোরা ॥ আজ এ বাড়িতে আমি রাত কাটাবো না।

হেলমার ॥ কিন্তু, প্রিয় নোরা—

নোরা ॥ [নিজের হাতঘড়ির দিক তাকিয়ে] এখনও বেশি রাত হয়নি। এখানে বসো, তরওয়াল্ড—আমাদের অনেক কথা রয়েছে। [টেবিলের একধারে বসে]

হেলমার ॥ কী ব্যাপার বল তো নোরা? মনে হচ্ছে তুমি ভীষণ রেগে রয়েছ?

নোরা ॥ বসো। কিছ্নটা সময় লাগবে। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

হেলমার ॥ [টেবিলের আর একপাশে ব'সে] নোরা, আমাকে তুমি ভয় পাইয়ে দিয়েছ—আমি তোমাকে ব্নঝতে পারছি না।

নোরা ॥ ঠিকই বলেছ। তুমি আমাকে ব্নঝতে পারবে না। এবং আমিও তোমাকে ব্নঝতে পারি নি—আজ রাত্রির আগে। উঁহ্ন! বাধা দিয়ো না। আমার কী বলার র'য়েছে শ্নধ্ন শোনো। তরওয়াল্ড, আজ আমাদের হিসাবনিকাশের দিন।

হেলমার ॥ এসব কথার অর্থ কী ?
নোরা ॥ [সামান্য বিরতির পরে] এইখানে আমাদের এইভাবে বসে থাকতে দেখে তোমার অবাক লাগছে না ?
হেলমার ॥ না, মানে···কী অবাক লাগছে ?
নোরা ॥ আমাদের বিয়ে হয়েছে আজ আট বছর ! তোমার কি মনে হয় না যে আজই প্রথম—তুমি আর আমি, স্বামী আর স্ত্রী—এই প্রথম বসেছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ?
হেলমার ॥ গুরুত্বপূর্ণ ? কী বলতে চাও তুমি ?
নোরা ॥ পুরো আট বছর—না, তার চেয়েও বেশি—আমাদের যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখন থেকেই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা একটাও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি নি।
হেলমার ॥ তোমাকে সব সময়েই কি জীবনযন্ত্রণার মধ্যে জড়িয়ে রাখা আমার উচিত ছিল ? বিশেষ ক'রে আমাকে যখন তুমি কোনোরকম সাহায্যই করতে পারতে না ?
নোরা ॥ আমি জীবনযন্ত্রণার কথা বলছি না। আমি বলছি একটা বিষয়ের ভালোভাবে আলোচনা কবার জন্যে আমরা দুজনে একসঙ্গে বসি নি।
হেলমার ॥ কিন্তু নোরা, প্রিয়তমে, তাতে তোমার লাভ কী হতো ?
নোরা ॥ কথাটা তাই ! তুমি কোনোদিনই আমাকে বুঝতে পারো নি। আমার ওপরে তোমরা খুবই অবিচার করেছ, তরওয়াল্ড ; প্রথমে বাপি, তারপরে তুমি।
হেলমার ॥ কী বললে ? তোমার বাবা আর আমি ? যে দুজন মানুষ জগতে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতো ?
নোরা ॥ [মাথা নেড়ে] তোমরা আমাকে কোনোদিনই ভালোবাসো নি ; আমি ছিলাম তোমাদের কাছে কেবল একটা আদরের জিনিস, একটা খেলনার মতো।
হেলমার ॥ নোরা ! এসব কী বলছো তুমি ?
নোরা ॥ কথাটা সত্যি, তরওয়াল্ড। বাপির সঙ্গে আমি যখন বাড়িতে থাকতাম সেই সময় প্রতিটি জিনিসের সম্বন্ধে তাঁর মতামত কী তাই কেবল তিনি আমাকে বলতেন। সেইজন্যে আমার মতামতও ঠিক সেইভাবেই গড়ে উঠেছিল। কোনো বিষয়ে আমার যদি অন্য কোনো মত থাকতো তাহলে সেটা আমাকে লুকিয়ে রাখতে হতো। খোলাখুলি বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে তাঁর ছোটো খেলার পুতুল বলে ডাকতেন ; এবং আমি যেমন আমার পুতুল নিয়ে খেলা করতাম, তিনিও আমাকে নিয়ে ঠিক সেইরকম খেলতেন। তারপরে আমি এলাম তোমার বাড়িতে বাস করতে—
হেলমার ॥ আমাদের বিয়ের সম্বন্ধে ওভাবে কথা বলাটা তোমার উচিত নয়।
নোরা ॥ [কোনোরকম অস্বস্তিবোধ না ক'রে] অর্থাৎ, বাপির হাত থেকে বেরিয়ে আমি যখন তোমার হাতে এসে পড়লাম। নিজের রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সবকিছু ব্যবস্থা করলে তুমি ; আর আমার রুচিও ঠিক তোমার রুচির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেল

—অথবা, আমি সেইরকমই ভেবেছিলাম। হয়ত দুজনের সঙ্গেই দুজনের—কখনও একজনের, কখনও বা আর একজনের—কোনটা, তা ঠিক আমি জানি নে। এখন আমি পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখছি—আমি এতদিন কেবল নিঃস্ব হয়ে জীবন কাটিয়েছি—কোনোরকমে, একেবারে দীনভাবে। তোমাকে সার্কাসের খেলা দেখিয়েই এতদিন আমি বেঁচে এসেছি, তরওয়াল্ড। এইরকমই তুমি চেয়েছিলে। তুমি আর বাপি দুজনে মিলে আমার ওপরে ভীষণ অন্যায় করেছ। জীবনে যে আমি কিছুই করতে পারি নি তার জন্যে দায়ী তোমরা।

হেলমার ॥ আবোলতাবোল বকছো নোরা! বড়োই অকৃতজ্ঞ তুমি! এখানে কি তুমি সুখী হওনি?

নোরা ॥ না। ওই জিনিসটাই কোনোদিন আমি হইনি। ভেবেছিলাম আমি সুখী; কিন্তু সত্যি তা নয়। কোনোদিনই আমি সুখী হইনি।

হেলমার ॥ কোনোদিনই…হওনি?

নোরা ॥ না। খুসী হয়েছিলাম কেবল। আর তুমি আমার সঙ্গে সত্যিই বড়ো ভালো ব্যবহার করতে। কিন্তু আমাদের ঘর খেলার ঘর ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠেনি। এখানে আমি ছিলাম তোমার পুতুল-স্ত্রী; বাপির বাড়িতে আমি ছিলাম পুতুল-শিশু। আর শিশুরা আমার কাছে ছিল খেলার পুতুল। তুমি এসে আমার সঙ্গে যখন খেলা করতে তখন আমার বেশ ভালো লাগতো; আমি বাড়ি ফিরে যখন তাদের সঙ্গে খেলা করতাম তখন তাদেরও তেমনি ভালো লাগতো আমার। আমাদের বিয়েটা আর কিছুই হয় নি, তরওয়াল্ড—কেবল পুতুল খেলা।

হেলমার ॥ কিছুটা বাড়িয়ে বললেও, তোমার কথার মধ্যে কিছু সত্য রয়েছে। কিন্তু এখন থেকে সে-জিনিস আর হবে না। খেলার দিন চলে গিয়েছে। এখন পড়ার সময়।

নোরা ॥ পড়াটা কার? আমার, না, বাচ্চাদের?

হেলমার ॥ তোমার আর বাচ্চাদেরও, নোরা, প্রিয়তমে।

নোরা ॥ হায় তরওয়াল্ড; তোমার সত্যিকার স্ত্রী হওয়ার মতো শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই!

হেলমার ॥ একথা তুমি বলছো কি ক'রে?

নোরা ॥ —আর বাচ্চাদেরই বা মানুষ ক'রে তোলার মতো আমার যোগ্যতা কোথায়?

হেলমার ॥ নোরা!

নোরা ॥ তাদের ভার আমার ওপরে দিতে যে তোমার সাহস হচ্ছে না এই কথাটা একটু আগেই কি তুমি নিজে আমাকে বলো নি?

হেলমার ॥ সেটা বলেছি রাগের মাথায়। সেটাকে সত্যি ব'লে ধ'রে দেওয়ার দরকার নেই তোমার।

নোরা ॥ কিন্তু তুমি ঠিক কথাই বলেছিলে : আমার যোগ্যতা নেই। আর একটা কাজ রয়েছে। সেটা আমাকে সবার আগেই শেষ করতে হবে। নিজেকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। সেকাজে আমাকে সাহায্য করার যোগ্যতা তোমার নেই, সেকাজ নিজেকেই আমার করতে হবে। সেইজন্যেই তোমাকে আমি ছেড়ে যাচ্ছি।

হেলমার ॥ [লাফ দিয়ে উঠে] কী বললে ?

নোরা ॥ নিজের পায়ের ওপরে আমাকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে—নিজেকে আর বাইরের পৃথিবীকে যদি আমি জানতে চাই। সেইজন্যেই এ বাড়িতে তোমার সঙ্গে আমি বাস করতে পারিনে।

হেলমার ॥ নোরা—নোরা…!

নোরা ॥ আমি এখনই চলে যেতে চাই। আমি নিশ্চিত যে খ্রীশ্চীনা আজ রাত্রির মতো আমাকে আস্তানা দিতে পারবে।

হেলমার ॥ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নোরা। আমি তোমাকে যেতে দেব না। আমি নিষেধ করছি তোমাকে।

নোরা ॥ কোনো বিষয়েই আমাকে নিষেধ ক'রে কোনো লাভ নেই তোমার। যেগুলি আমার নিজের জিনিস সেগুলিই কেবল আমি নিয়ে যাব। কিন্তু তোমার কাছ থেকে কিছু আমি নেব না—না এখন, না পরে।

হেলমার ॥ কিন্তু এতো পাগলামি…

নোরা ॥ কাল আমি বাড়ি চলে যাব—আমার পুরোনো বাড়িতে; কিছু করার মতো কাজ সেখানে পাওয়া সহজ হবে আমার পক্ষে।

হেলমার ॥ হায়রে অন্ধ, অনভিজ্ঞা নারী… !

নোরা ॥ কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে, তরওয়াল্ড।

হেলমার ॥ কিন্তু তোমার বাড়ি… তোমার স্বামী আর ছেলেমেয়েদের ছেড়ে যাবে… লোকে তোমাকে কী বলবে সেকথা ভাবছো না তুমি।

নোরা ॥ সেসব কথা আমি ভাবছি না। আমি শুধু জানি যে এটাই আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

হেলমার ॥ ছিঃ! ছিঃ! এইভাবে তুমি তোমার সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্যগুলিকে অবহেলা করতে চাও ?

নোরা ॥ আমার সবচেয়ে পবিত্র কর্তব্য কী বলে তোমার মনে হচ্ছে ?

হেলমার ॥ সেকথাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে ? সেটা কি তোমার স্বামীর প্রতি, তোমার ছেলেমেয়েদের প্রতি নয় ?

নোরা ॥ আমার আর একটা কর্তব্য আছে—সেটাও তেমনি পবিত্র।

হেলমার ॥ তোমার তা থাকতে পারে না। কোন্ কর্তব্যের কথা তুমি বলছো ?

নোরা ॥ আমার নিজের প্রতি কর্তব্য।

হেলমার ॥ অন্য কিছু ভাবার আগে তোমাকে ভাবতে হবে তুমি স্ত্রী, আর তুমি মা।

নোরা ॥ ওসব কথায় আর আমার আস্থা নেই। আমি বিশ্বাস করি যে সকলের আগে আমি একজন মানুষ। ঠিক তুমি যেমন। অন্তত, একজন মানুষ হওয়ার চেষ্টা আমার করা উচিত; তাই আমি করবো। আমি ভালোভাবেই জানি, তোমার সঙ্গে বেশির ভাগ মানুষই একমত হবে, তরওয়াল্‌ড আর বইয়েতেও ওই-সব কথা লেখা রয়েছে; কিন্তু বেশির ভাগ মানুষে যা বলে তার সঙ্গে আমি আর একমত নই; অথবা, বইয়ে যা লেখা রয়েছে সে সব কথা মেনে নিতে আর আমি রাজি নই! নিজের কথা এখন ভাবতে হবে আমাকে; এবং সেগুলি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

হেলমার ॥ তোমার নিজের বাড়িতে তোমার নিজের স্থানটা কোথায় সেকথাটা আগে বোঝাটা কি তোমার উচিত নয়? এইসব ব্যাপারে তোমাকে অভ্রান্ত পথ দেখানোর মতো কোনো পরিচায়ক কি কিছু নেই···তোমার ধর্ম?

নোরা ॥ হায় তরওয়াল্‌ড! ধর্ম বলতে কী বোঝায় তা আমি সত্যিই জানি নে।

হেলমার ॥ কী বললে?

নোরা ॥ বিয়ের সময় যাজক হ্যানসেন আমাকে যা বলেছিলেন সেইটাই আমি কেবল জানি—তিনি আমাকে বলেছিলেন ধর্ম বলতে এই বোঝায়—ওই বোঝায়। এখান থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ের ওপরে দাঁড়ানোর পরে আমি দেখতে চাই যাজক হ্যানসেন ঠিক কথা বলেছিলেন কি না; অন্তত, তিনি যা বলেছিলেন সেকথা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না।

হেলমার ॥ তোমার মতো যুবতীর মুখে এইরকম কথা শোনার কল্পনাও কেউ কখনও করে নি। কিন্তু তোমার ধর্ম যদি তোমাকে পথ দেখাতে না পারে তাহলে তোমার বিবেককে জাগিয়ে তোলার সুযোগ আমাকে দাও। নিশ্চয় তোমার কোনো নীতিজ্ঞান রয়েছে। অথবা, আমি ভুল বলেছি? হয়তো তোমার তা-ও নেই?

নোরা ॥ শোনো তরওয়াল্‌ড; সেকথা বলা দুরূহ। ঠিক বলতে পারছি নে; তোমাদের ওই নীতিজ্ঞান আমাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে। আমি কেবল এইটুকু জানি যে তোমরা যে চোখে সবকিছু দেখো সে-চোখে আমি দেখি নে। এখন আমি দেখছি যে, আইনের সম্বন্ধে এতদিন আমার যে ধারণা ছিল, আইন তা নয়; এবং আইন-ই যে ঠিক কথা বলছে সেবিষয়ে নিশ্চিত নই আমি—যে একজন নারী মৃত্যু-শয্যায় শায়িত তার বাবাকে অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না—না, তার স্বামীর জীবন বাঁচাতে পারে না—একথা যে আইন বলে সে আইন যে ঠিক, একথা মেনে নিতে পারছি নে আমি!

হেলমার ॥ তুমি শিশুর মতো কথা বলছো। তুমি যে জগতে বাস করছো তাকে তুমি চেনো না।

নোরা ॥ না; চিনি নে। কিন্তু এখন আমি সেইসব জিনিসও জানতে চাই। আমি জানতে চাই, কে ঠিক—জগৎ, না, আমি।

হেলমার ॥ তুমি অসুস্থ, নোরা। তোমার যে মাথা খারাপ হয়েছে তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

নোরা ॥ এত পরিষ্কারভাবে আগে কোনোদিন এসব জিনিস আমি দেখতে পাই নি—আজ রাত্রির আগে।

হেলমার ॥ তাই বটে! স্বামী আর নিজের পুত্রসন্তানদের ছেড়ে যাওয়ার কথাটা এত ভালো ক'রে এর আগে কোনোদিন তুমি বুঝতে পারো নি। তাই না?

নোরা ॥ ঠিক বলেছ।

হেলমার ॥ তাহলে এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা কেবল একটাই আছে···

নোরা ॥ কী?

হেলমার ॥ তুমি আর আমাকে ভালোবাসো না।

নোরা ॥ ঠিক তাই।

হেলমার ॥ একথা তুমি বলতে পারলে, নোরা?

নোরা ॥ একথা বলতে সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছে তরওয়াল্ড! কারণ, তুমি আমার সঙ্গে সত্যিই ভালো ব্যবহার করেছ। কিন্তু আমি নিরুপায়। তোমাকে আর আমি ভালোবাসি নে।

হেলমার ॥ [জোর ক'রে নিজেকে সংযত ক'রে] আর সেবিষয়েও কি তুমি নিশ্চিত?

নোরা ॥ একেবারে। সেইজন্যে, এখানে আর আমি থাকছি নে।

হেলমার ॥ আর তোমার ভালোবাসা কি করে আমি হারালাম তাও কি তুমি বলতে পারবে?

নোরা ॥ অবশ্যই পারবো। আজ সন্ধ্যাতেই তা তুমি হারিয়েছ—যখন সেই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটলো না; কারণ, তখনই আমি বুঝতে পারলাম তোমাকে আমি যা ভেবেছিলেম সে-মানুষ তুমি নও।

হেলমার ॥ খুলে বলো।

নোরা ॥ আট বছর ধরে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলাম আমি—কারণ, আমি জানতাম যে অলৌকিক ঘটনা রোজ ঘটে না। তারপরে, এই বিপদটা আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এবারে যে সেই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটবে সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ক্রগস্‌তাদের চিঠিটা যতক্ষণ ওই চিঠি-ফেলার বাক্সের মধ্যে পড়েনি ততক্ষণ আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারি নি যে তার শর্তের কাছে তুমি মাথা নোয়াবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে তুমি তাকে বলবে: যাও; বিশ্বের কাছে একথা তুমি প্রকাশ করোগে! আর তারপরে···

হেলমার ॥ তারপরে? আমার স্ত্রীকে যখন আমি অপমান আর লজ্জার মুখে দাঁড় করিয়েছি?

নোরা ॥ তারপরে, আমি ভেবেছিলাম, তুমি এগিয়ে এসে সব কলঙ্কের বোঝা নিজের ঘাড়ে তুলে নেবে—যে, তুমি বলবে: 'আমিই অপরাধী'। সেবিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

হেলমার ॥ নোরা।

নোরা ॥ তুমি ভাবছো তোমার কাছ থেকে ওইরকম একটা ত্যাগের বাণী শুনতে চাওয়াটা আমার উচিত হয়নি। না; আশা করাটা উচিত হয়নি আমার। কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমি কিছু বললে সেকথা বিশ্বাস করতো কে? আর সেই অলৌকিক ঘটনার আশাই আমি করেছিলাম…এবং ভয়ও পেয়েছিলাম। সেইটিকে রুখতেই আত্মহত্যা করার জন্যে তৈরি হয়েছিলাম আমি।

হেলমার ॥ নোরা, তোমার জন্যে দিনরাত আমি খুসী হয়ে কাজ করতে পারি—সহ্য করতে পারি দুঃখ আর দারিদ্র্য। কিন্তু যাকে মানুষ ভালোবাসে তার জন্যে সে নিজের সম্মানকে জলাঞ্জলি দিতে পারে না।

নোরা ॥ লাখো লাখো নারী সে-কাজ করেছে।

হেলমার ॥ মূর্খ শিশুর মতো কথা বলছো তুমি।

নোরা ॥ হয়ত তাই…কিন্তু যে মানুষের সঙ্গে আমি নিজের জীবনকে বেঁধে দিতে পারি তুমি তার মতো কথা বলছো না, বা, ভাবছো না। যখন তোমার প্রথম আতংক কেটে গেল -সে বিপদ আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেটা নয়, কিন্তু তোমার যে বিপদ ঘটতে পারতো সেটা—যখন তোমার সামনে আর কোনো বিপদ রইলো না—তখন তোমার মনে হলো যেন কিছুই ঘটে নি। আমি তখন তোমার কাছে আগের মতো পক্ষীরানী, তোমার খেলার পুতুল; এবং এরপর থেকে তুমি আরও বেশি সোহাগ দেখাবে আমাকে—কারণ, আমার মনটা বড়োই কোমল; অল্প ধাক্কাতেই আমি ভেঙে পড়ি। [উঠে] ঠিক সেই মুহূর্তে, তরওয়াল্ড, আমি বুঝতে পারলাম যে গত আট বছর এমন একজন পুরুষের সঙ্গে আমি ঘর করছি যে আমার কাছে অপরিচিত—যে, তারই ঔরসে আমার তিনটি সন্তান জন্মেছে। উঃ! একথা আর আমি ভাবতে পারছি না। মনে হচ্ছে আমার দেহটাকে আমি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলি।

হেলমার ॥ [বিষণ্ণভাবে] বুঝেছি…বুঝেছি। সত্যিই আমাদের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর।…কিন্তু নোরা—এই ফাঁকটাকে কোনোমতে কি আমরা ভরিয়ে তুলতে পারি নে?

নোরা ॥ বর্তমানে, তোমার যোগ্য স্ত্রী আমি নই।

হেলমার ॥ আমার পরিবর্তন হতে পারে…

নোরা ॥ তা হয়ত পারে।…তোমার পুতুলটাকে যদি তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়।

হেলমার ॥ কিন্তু তোমাকে হারানো…তোমাকে হারানো নোরা! না, না – তা আমি ভাবতেও পারছি না।

নোরা ॥ [ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে] কিন্তু হারাতেই হবে।

[বাইরে যাওয়ার পোশাক নিয়ে ফিরে আসে; পাশে ছিল একটা ছোটো ব্যাগ। টেবিলের ধারে একটা চেয়ারের ওপরে ব্যাগটাকে সে রাখে]

হেলমার ॥ নোরা ! এখন যেয়ো না—সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর ।

নোরা ॥ [তার কোটটা প'রে] একজন অপরিচিত মানুষের ঘরে আমি রাত কাটাতে পারি নে ।

হেলমার ॥ কিন্তু ভাই-বোনের মতোও না ?

নোরা ॥ [টুপীটা প'রে] তুমি জানো যে ও-সম্পর্ক বেশিদিন টিকবে না । [শালটা জড়িয়ে] বিদায়, তরওয়াল্ড । ছেলেমেয়ের আমি দেখবো না । আমি নিশ্চিত যে আমার চেয়ে ভালো লোকের হাতেই তারা থাকবে । বর্তমানে, তাদের ভার নেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই ।

হেলমার ॥ কিন্তু ভবিষ্যতে, নোরা, ভবিষ্যতে কোনো দিন···?

নোরা ॥ সেকথা আমি কেমন ক'রে বলবো ? আমার কী হবে তা আমি জানি নে ।

হেলমার ॥ কিন্তু তুমি আমার স্ত্রী—এখন, আর যাই তোমার হোক—সব সময় ।

নোরা ॥ শোনো তরওয়াল্ড : আমি শুনেছি, কোনো স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় তার স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়—আমি যা করছি—তাহলে স্ত্রীর কোনো দায়িত্ব থেকে আইনত স্বামী মুক্তি পাবে । যাই হোক, সেইসব দায়িত্ব থেকে আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি । আমার ওপরে তোমার কোনো কর্তব্য রয়েছে বলে তুমি মনে করো না । তোমার ওপরেও আমার আর কোনো কর্তব্য নেই । আমরা দুজনেই মুক্ত । এই তোমার আংটি নাও । আমার আংটিটা ফেরৎ দাও ।

হেলমার ॥ তাও ?

নোরা ॥ তাও !

হেলমার ॥ এই নাও ।

নোরা ॥ যাক্ । এবার চুকেবুকে গেল । এই নাও তোমার সব চাবি । সংসার কি করে চালাতে হয় চাকরবাকররা সব জানে । আমার চেয়ে ভালোই ! কাল সকালে আমি চলে গেলে, খুশিচীনা এসে আমার জিনিসপত্র নিয়ে যাবে—যেগুলি বাপের বাড়ি থেকে আমি নিয়ে এসেছিলাম । সেগুলি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করবো ।

হেলামার ॥ শেষ ! সব শেষ হয়ে গেল ! নোরা, আমার কথা আর কি তুমি ভাববে না ?

নোরা ॥ আমি জানি, তোমার কথা,—ছেলেমেয়েদের কথা, আর এই ধাইমায়ের কথা প্রায়ই আমি ভাববো ।

হেলমার ॥ তোমাকে কি আমি কোনো চিঠি লিখতে পারবো, নোরা ?

নোরা ॥ না···কক্ষণো না, কক্ষণো না !

হেলমার ॥ কিন্তু নিশ্চয় তোমাকে আমি কিছু পাঠাতে পারবো—

নোরা ॥ কিছু না—কিছু না !

হেলমার ॥ —অথবা কোনো সাহায্য, যদি তোমার দরকার হয় ?

নোরা ॥ উ'হু ! একজন অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে আমি কিছু নিতে পারবো না—তা তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি।

হেলমার ॥ নোরা—একজন অপরিচিত মানুষের বেশি তোমার কাছে আর কি কিছু আমি হ'তে পারবো না ?

নোরা ॥ [তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে] ও, তরওয়াল্ড, সবচেয়ে বড়ো একটা অলৌকিক কাহিনী ঘটতে হবে……

হেলমার ॥ সেটা কীরকম হবে—সবচেয়ে বড়ো অলৌকিক কাহিনী ?

নোরা ॥ আমাদের দুজনকেই এমনভাবে পাল্‌টে যেতে হবে—ও তরওয়াল্ড, অলৌকিক ঘটনায় আর আমার আস্থা নেই।

হেলমার ॥ কিন্তু আমার আছে। বল, 'এমনভাবে পালটে যেতে হবে—' ?

নোরা ॥ যাতে আমাদের দুজনের জীবন সত্যিকার বিবাহ বন্ধনে বাঁধা পড়তে পারে। বিদায়। [হলঘরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যায়]

হেলমার ॥ [দরজার পাশে চেয়ারের ওপরে চলে পড়ে। দু'হাতের মধ্যে মুখটা চেপে] নোরা ! নোরা ! [দাঁড়িয়ে উঠে চারপাশে তাকিয়ে থাকে] কেউ নেই ! আর সে এখানে নেই। [চোখের মধ্যে একটা আশার আলো চিকচিক ক'রে ওঠে] 'সবচেয়ে বড়ো অলৌকিক ঘটনা……' ?

[নিচে থেকে দরজা ভেজানোর একটা জোর শব্দ পাওয়া গেল]

সাগর থেকে ফেরা

THE LADY FROM THE SEA

॥ ভূমিকা ॥

১৮৮৮ সালের ৫ই জুন একটি নতুন নাটক লেখার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন ইবসেন। তখন তিনি ছিলেন মিউনিকে। তাঁর চিরাচরিত রীতি অনুযারী টুকরো টুকরো ভাবনাচিন্তাগুলিকে তিনি কাগজে লিখে রাখলেন। সবশুদ্ধ মিলিয়ে আড়াই হাজারের মতো শব্দ ছিল সেই খসড়াতে। এইগুলি থেকেই তাঁর সেই সময়কার ভাবনাচিন্তার কিছুটা হদিস আমরা পাই। সমুদ্রের সঙ্গে চিরকালই তিনি একটি একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। এই সমুদ্র কেবল প্রাকৃতিকই ছিল না, ছিল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একটি আদিম সত্তা। নির্জন পাহাড়, নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশ, গহন অরণ্য, মানুষের মনের অতলান্ত রহস্য সবই ছিল তাঁর কাছে মুখর নৈঃশব্দে ভরা দিকচক্রবালহীন মহাসমুদ্রের মতো। তিনি তাই লিখলেন :

The sea's magnetic power. The longing for the sea. Human beings akin to sea. Bound by sea. Dependent on sea. Must return to it. One species of fish is a vital link in the chain of evolution. Do rudiments of it still reside in the human mind ? In the minds of certain poeple ?

Images of the teeming life of the sea and of 'what is lost for ever'.

The sea operates a power over one's moods, it works like a will. The sea can hypnotize. Nature in general can······She has come from the sea··· · Because secretly engaged to the young, a carefree ship's mate······At heart, in her instincts—he is the one with whom she is living in marriage.······

এই টুকরো টুকরো চিন্তাগুলি কাগজ লেখার পাঁচদিন পরে, ইবসেন প্রথম অংকটি লিখতে বসলেন। প্রথমে নাকটটির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'জল অপ্সরী' (The Mermaid)। নাটকটির প্রথম খসড়া শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছিল সাত সপ্তাহের কিছু বেশি। খসড়ার ওপরে যে সব তারিখ লেখা ছিল সেগুলি থেকে অংকগুলির শুরুর আর শেষ হবার তারিখগুলি পাওয়া যায় ; ১ম অংক ; ১০-১৬ই জুন ; ২য় অংক ২১-২৮ শে জুন ; ৩য় অংক ঃ ২-৭ ই জুলাই ; ৪র্থ অংক ঃ ১২-২২ শে জুলাই ; ৫ম অংকঃ ২৪-৩১ শে জুলাই। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে মাজাঘষায় হাত দেন তিনি ; এবং

১৮ই আগস্টের মধ্যেই প্রথম দুটি অংকের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি তিনি তৈরী করে ফেলেন। তারপরে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুরো পাণ্ডুলিপিট যাকোব হেগেলকে পাঠিয়ে দিলেন প্রকাশ করার জন্যে। পরের দিনই হেগলকে একটি চিঠি দিয়ে তিনি জানালেন ঃ 'আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কিছুটা দেরীই হয়ে গেল; তবু, ছাপার কাজ যদি এখনই শুরু হয় তাহলে খুব একটা অসুবিধা হবে না।······আমি নিশ্চিত যে এই নাটক জনসাধারণের মধ্যে নূতন কৌতূহলের সৃষ্টি করবে। অনেক দিক থেকে এখানে আমি একটি নতুন পথ গ্রহণ করেছি।" ২৮শে নভেম্বর ১৮৮৮ সালে আলোচ্য নাটকটি, 'The Lady From, The Sea' নামে প্রকাশিত হলো দশ হাজার কপির সংস্করণে।

ইবসেনের বিশ্বাস ছিল নরওয়ের বাইরের দেশগুলিতে নাটকটি বুঝতে অনেকের পক্ষে হয়ত কিছুটা অসুবিধা হবে; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-আশা তাঁর সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। নাটকটিকে নরওয়ের মধ্যেও কেউ বুঝতে পারে নি। 'Rosmersolm' নাটকটি পড়ে সমালোচকরা যে-রকম বিভ্রান্ত হয়েছিল এইটি পড়েও তাঁদের বিভ্রান্তি তার চেয়ে কিছু কম হয় নি। তবে কাগজে এর সমালোচনা একটু ভালোই হয়েছিল; তার কারণ হচ্ছে নায়ক-নায়িকার মিলনের, অথবা, আপাতদৃষ্টিতে মিলনের মধ্যে দিয়ে নাটকটির যবনিকা পড়েছে। কিন্তু কিছু সমালোচকের এই সাধুবাদও একেবারে কার্পণ্যবর্জিত ছিল না। কোনো একজন সমালোচক নিজের নাম গোপন করে Morgenbladet কাগজে লিখলেন ঃ 'নাটকটি ধাঁধা আর সমস্যা থেকে মুক্ত নয়; একটি সুস্থ আবহাওয়ার পরিবেশই শেষ পর্যন্ত এখানে জয়ী হয়েছে।······এর আবহাওয়া অন্য নাটকগুলির চেয়ে একটু বেশি পরিষ্কার।' কিন্তু সেই সঙ্গে এই অভিযোগও তিনি করেছেন যে "Ellida's story is from first to last a story of sickness, a bizarre psychological case history, the development of which taxes the action of the play······There is no real drama in this."—অর্থাৎ, এল-ইদার কাহিনীটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি রুগ্ন মানুষের কাহিনী; মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে একটি অদ্ভুত রোগ; নাটকটির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তাও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাই সত্যিকার নাটকীয়তা বলতে এখানে কিছু নেই। নুট হামসুন (Knut Hamsun) এটিকে 'পাগলামো' ব'লে বাতিল ক'রে দিয়েছেন; এবং ঐতিহাসিক J. E. Sars বলেছেন ঃ "It seems to me a proof of how modern aesthetics have strayed that Henrik Ibsen has almost overtaken Bjornson in public estimation. He is a purely negative sprit······Surely this pessimistic problem writing must by now have reached its limit.' সুইডিশ এবং ড্যানিশ প্রেস-ও তাঁর গ্রন্থটির ভালো সমালোচনা করেন নি। একমাত্র Edvard Brandes ছাড়া অন্য কেউ-ই প্রায় তাঁর নাটকটির সহৃদয় সমালোচনা করেন নি। Strindberg-এর মতে নীতিবাগীশ এবং ধর্মীয় নাট্যকার হিসাবে ইবসেনকে এবারে বর্জন করা উচিত।

আলোচ্য নাটকটি ইবসেনের নাট্যভাণ্ডারে যে একটি নতুন সঞ্চয় সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'Rosmersolm' লেখার পরেই তিনি Brandes-কে লিখেছিলেন ঃ

"এখন থেকে আমি আর এমন কোনো নাটক লিখবো না যা নিয়ে মানুষে তর্ক-বিতর্ক করার সুযোগ পায়। সত্যিকথা বলতে কি 'A Doll's House' শেষ করার পরেই তিনি ঠিক করেছিলেন এই ধরনের একটি নাটক তিনি লিখবেন। কিন্তু সেই চিন্তাকে তিনি সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৮৫ সালে 'Rosemersolm' লেখার পরে আবার তিনি স্ক্যানডিনেভিয়াতে ফিরে গেলেন। অনেকদিন জার্মানীতে কাটানোর ফলে, সমুদ্রের সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক একরকম চুকেবুকেই গিয়েছিল ঃ আবার সেই সমুদ্রের সান্নিধ্যে এসে পৌঁছলেন তিনি।

মলডি-তে (Molde) থাকার সময় স্থানীয় একজন পল্লীযাজকের স্ত্রীর কাহিনীটি তিনি শুনেছিলেন ; আর সেটিকে তিনি বেশ মনে রেখেছিলেন। একজন নাবিক সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল ; বেশ কয়েক বছর পরে সমুদ্র থেকে বাড়িতে ফিরে সে দেখলো তার স্ত্রী আর একজনকে বিয়ে করেছে। এই জাতীয় আরো কয়েকটি ছোটো ছোটে কাহিনী নিয়ে আলোচ্য নাটকের কাহিনীটি তৈরী করা হয়েছে। দুইটি আংটির ঘটনার সঙ্গে অনেকের ধারনা গ্রীমস্ত্রানদে ইবসেনের প্রথম প্রেমের ঘটনাটি জড়িয়ে রয়েছে। ইবসেনের শ্বাশুড়ী মাগদালিন থোরাসেন বৃদ্ধ বয়সেও প্রতিদিন সমুদ্রে স্নান করতে যেতেন। শোনা যায় যৌবনে এই মহিলাটিও প্রেমে পড়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন নরওয়েতে। পরে সেখানে বিয়ে করেছিলেন পল্লীযাজক থোরাসেনকে। প্রথম খসড়াতে ইবসেন তাঁর নাটকে, নায়িকার নাম রেখেছিলেন 'থোরা'। কারও-কারও মতে, এই চরিত্রটির ওপরে কবি Wergeland-এর বোন কামিলা কোলেটের ছাপ পড়েছে।

নাটকটির মধ্যে যে কটি চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে সেগুলির মধ্যে এল-ইদার চরিত্রটিই আসল ; কারণ নাটকের সমস্ত কাহিনীটিই হচ্ছে এল-ইদার কাহিনী। অপরিচিত নাবিকটিকে সে ভালোবেসেছিল কিনা তা সে নিজেও জানতো না ; কিন্তু তার আকর্ষণ ছিল তার কাছে দুর্নিবার। নাবিকটির চোখের মধ্যে ফুটে উঠেছিল মহাসমুদ্রের আদিম এবং দুর্বোধ্য একটা রহস্যময়তা। বিশাল সমুদ্র, তার ঝড়-ঝাপটা, তুফান, রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তার অপূর্ব মাদকতা, মাথার ওপরে দিকচক্রবালহীন অসংখ্য তারকাখচিত মহাকাশ—সব মিলিয়ে একটা অপরূপ মাদকতা ছাড়িয়েছিল নাবিকটির দেহের ওপরে। আদি জননী সমুদ্রের আহবান এল-ইদা শুনতে পেয়েছিল তার মধ্যে। ডঃ ওয়াঙগেলের মতো আর দশটা বস্তুবাদী সাংসারিক মানুষের কাছে এল-ইদা তাই ছিল একটি রহস্যময়ী রমণী ; সাংসারিক বিবাহ তাই দুজনের কাউকেই নীড় বাঁধতে সাহায্য করে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এল-ইদা মুক্তি পেল (?)। বিয়ে করে এল-ইদা তার স্বাধীনতা হারিয়েছিল। ডঃ ওয়াঙগেল যখন তাকে মুক্তি দিলেন তখনই সে নিজের স্বাধীনতা ফিরে পেল এবং তাদের সাংসারিক বিবাহ পরিণত হল সত্যিকার বিবাহে। মাটিতে যারা বাস করে সমুদ্রে ফিরে যাবার উপায় তাদের নেই। কিন্তু সমুদ্রকে এল-ইদা কি ভুলতে পারবে ? সমুদ্রের ডাক কি অনাদরেই ফিরে যাবে তার কাছ থেকে ? এ-প্রশ্নের উত্তর দেবে কে ?

সুনীলকুমার ঘোষ

॥ নাটকের চরিত্র ॥

ডাক্তার ওয়াঙগেল ॥ একটি পল্লী অঞ্চলের ডাক্তার

মিসেস এল-ইদা ওয়াঙগেল ॥ দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী

বোলেত্তা ॥ ডাক্তারের প্রথম পক্ষের মেয়ে

হিল্‌দা, যুবতী ॥ ওই

আর্নহোম ॥ স্কুলের শিক্ষক

লিঙস্‌ত্রানদ্‌

ব্যালেস্‌তেদ্‌

একজন অপরিচিত মানুষ

শহরবাসী যুবক যুবতীদের দল, পর্যটকারীদের দল, এবং গ্রীষ্মকালীন আগন্তুকেরা

উত্তর নরওয়ের অন্তরীপবর্তী একটি ছোটো শহর

সময় ঃ গ্রীষ্মকাল।

॥ প্রথম অংক ॥

বাঁদিকে ডাক্তার ওয়াঙগেলের বাড়ি ; বাড়ির লাগোয়া বেশ বড়ো একটা বারান্দা। বাড়ির সামনে আর চারপাশ ঘিরে একটি বাগান ; বারান্দার সামনে পতাকা টাঙানোর একটা লম্বা খুঁটি। বাগানের ভেতরে ডানদিকে হেঁটে বেড়ানোর জন্যে একটা ছায়াচ্ছন্ন পথ। তার পাশে একটা টেবিল পাতা।

পেছনের দিকে লতাপাতার বেড়া, ছোট গেট। তার ওপাশে অন্তরীপের তীর ঘেঁষে একটা রাস্তা ; রাস্তার দুপাশে গাছ-গাছালি। সেইসব গাছ-গাছালির ভেতর দিয়ে অন্তরীপটিকে দেখা যাচ্ছে দূরে, উঁচু পাহাড় আর তাদের চূড়াগুলিকে। গ্রীষ্মকালের সকাল। আকাশ পরিষ্কার ঝরঝরে।

[পতাকা টাঙানো খুঁটির কাছে দাঁড়িয়ে ব্যালেস্তেদ দড়িগুলির জট ছাড়াচ্ছে। বয়সে প্রৌঢ় ; পরনে পুরানো ভেলভেট জ্যাকেট ; মাথার ওপরে একটা টুপী। পতাকাটা মাটির ওপরে প'ড়ে রয়েছে। একটু দূরে ছবি আঁকার একটা ফ্রেম ; তার ওপরে একটা ক্যাম্বিস ; তার পাশে ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম ; এক বাক্স রঙ।

বারান্দার ওপরে একটা দরজা দিয়ে বোলেত্তা ওয়াঙগেল ঢুকলো। হাতে তার বিরাট একটা ফুলদানি। ফুলে ভর্ত্তি। সেটাকে সে একটা টেবিলের ওপরে রেখে দিল]

বোলেত্তা ॥ কী হলো, ব্যালেস্তাদ, পতাকা টাঙানোর কলটা কাজ করছে তো ?

ব্যালে ॥ নিশ্চয়, মিস বোলেত্তা ! গোলমাল এমন কিছু একটা হয় নি। ব্যাপারটা কী ? অতিথিরা আসবেন বুঝি ? তাই না ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ। আশা করি হেডমাস্টার মিঃ আর্নহোম আজ সকালে এখানে আসবেন। গত রাত্রিতে তিনি শহরে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

ব্যালে ॥ আর্নহোম ? দাঁড়ান, দাঁড়ান ! বছর দু'-এক আগে আর্নহোম নামে একজন শিক্ষক ছিলেন না ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ। তিনিই।

ব্যালে ॥ তাই বুঝি ?—তাহলে, আবার তিনি এই অঞ্চলে এসেছেন ?

বোলেত্তা ॥ সেইজন্যেই তো আমরা পতাকা টাঙাচ্ছি।

ব্যালে ॥ তা বটে, তা বটে ! খুবই স্বাভাবিক।

[বোলেত্তা বাগানের ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। সামান্য একটু পরে, লিঙ্গস্ট্রানদ এসে ঢোকে—ডানদিক থেকে রাস্তার ওপর দিয়ে আসে। সামনে ছবি আঁকার সাজসরঞ্জাম দেখে আগ্রহের সঙ্গে সেগুলির দিকে তাকায়। রোগাটে যুবক ; মনে হয় বেশ দুর্বল। বেশভূষা দারিদ্র্যের মতো ; কিন্তু পরিপাটি ক'রে পরা।]

লিঙ্গস ॥ [বেড়ার ওপাশ থেকে] নমস্কার ।

ব্যালে ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] ওঃ ! নমস্কার, নমস্কার ! [পতাকাটাকে দড়ি দিয়ে ওপরে তুলে দেয়] বা ! বা ! সর-সর ক'রে বেলুনটা ওপরে উঠে যাচ্ছে । [দড়িগুলোকে এ'টে বাঁধে ; তারপরে, ব্যস্ত হয়ে ইজেল, অর্থাৎ ছবি আঁকার ফ্রেমের দিকে এগিয়ে যায়] নমস্কার স্যার ; সুপ্রভাত । আপনাকে তো চিনি ব'লে মনে হচ্ছে না ।

লিঙ্গস ॥ আপনি একজন চিত্রকর ; তাই না ?

ব্যালে ॥ অবশ্যই । কেন তা হবো না ?

লিঙ্গস ॥ আপনি যে চিত্রকর তা আমি দেখতে পাচ্ছি । আমি একটু ভেতরে যেতে পারি ?

ব্যালে ॥ ছবিটা আপনি দেখতে চান ?

লিঙ্গস ॥ চাই ।

ব্যালে ॥ এখনও দেখার মতো অবশ্য কিছু হয় নি । কিন্তু আসুন, আসুন ।

[গেটের ভেতর দিয়ে লিঙ্গসত্রানদ ঢুকে আসে]

অন্তরীপের একটা ছবি আমি আঁকছি—ওই যে···দেখুন···দুটি দ্বীপের মধ্যে ।

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ । তা আমি দেখতে পাচ্ছি ।

ব্যালে ॥ মূর্তিটা এখনও আমি বসাই নি ; যদিও—শহরের যে-কোনো জায়গায় এর একটা মডেল আপনি পাবেন ।

লিঙ্গস ॥ ওঃ ! আপনি একটা মূর্তিও বসাবেন তাহলে ?

ব্যালে ॥ হ্যাঁ । এই পাথরের ওপরে সামনে একটা মরা জলপরীর মূর্তি আমি বসাবো ।

লিঙ্গস ॥ মরা কেন ?

ব্যালে ॥ পরীটা সমুদ্রের বুক থেকে পথ ভুলে এখানে চলে এসেছে ; এখন ফিরে যাওয়ার পথ আর খুঁজে পাচ্ছে না । আর এখানের জল যে সামান্য একটু লোনা তা আপনি বুঝতেই পাচ্ছেন । তাই ও মরে প'ড়ে রয়েছে ।

লিঙ্গস ॥ বটে ! বটে !

ব্যালে ॥ এই বাড়ির মহিলাটিই এই ধরনের একটা ছবি আঁকার পরিকল্পনা আমাকে দিয়েছেন ।

লিঙ্গস ॥ ছবিটা শেষ হয়ে গেলে তার নাম আপনি কী দেবেন ?

ব্যালে ॥ মনে হচ্ছে—'জলপরীর মৃত্যু' ।

লিঙ্গস ॥ চমৎকার ! ছবিটা যে খুবই সুন্দর হবে সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই ।

ব্যালে ॥ [আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে] আপনিও বুঝি এই লাইনেরই মানুষ ?

লিঙ্গস ॥ অর্থাৎ, বলতে চান, চিত্রশিল্পী ?

ব্যালে ॥ হ্যাঁ ।

লিঙ্গস ॥ না । আমি ভাস্কর হওয়ার চেষ্টা করছি । আমার নাম হচ্ছে হ্যানস্ লিঙ্গসত্রানদ ।

ব্যালে ॥ ভাস্কর! হ্যাঁ, হ্যাঁ; ভাস্কর্যও একটি নান্দনিক কলা। মনে হচ্ছে, রাস্তায় আপনাকে আমি দু'-একবার দেখেছি। এই অঞ্চলে অনেকদিন ধ'রে আছেন বুঝি?

লিঙ্গস ॥ দিন পনের-র মতো; কিন্তু গ্রীষ্মকালটা এখানে থাকবো ব'লে মনে করছি।

ব্যালে ॥ এখানের সমুদ্রে স্নান করতে আপনার ভালো লাগে—তাই না?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ; স্বাস্থ্যটা একটু ফিরিয়ে নিতে চাই।

ব্যালে ॥ আপনার স্বাস্থ্যটা খারাপই দেখাচ্ছে।

লিঙ্গস ॥ সামান্য; তবে ওটা কিছু নয়। শুধু নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হয়।

ব্যালে ॥ না, না! ও কিছু নয়। একজন ভালো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।

লিঙ্গস ॥ যা বলেছেন! ভেবেছি, সুযোগ সুবিধে পেলে ডাক্তার ওয়াঙগেলের সঙ্গে এ-বিষয়ে একটু আলাপ করবো।

ব্যালে ॥ ঠিক আছে, ওতেই হবে। [বাঁদিকে তাকিয়ে] ওই যে আর একটা স্টীমার আসছে- -পর্যটকে একেবারে বোঝাই। গত দু' এক বছরে পর্যটকদের সংখ্যা এই শহরে অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। ভাবতেও অবাক লাগে!

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। মনে হচ্ছে, জায়গাটা বেশ গমগম করছে।

ব্যালে ॥ আর গ্রীষ্মকালে গাদা গাদা লোকও এখানে আসে। আমার ভয় লাগে এইসব বিদেশীরা আমাদের ছোট্ট শহরটিকে হয়তো বা নষ্ট ক'রে ফেলবে।

লিঙ্গস ॥ আপনি এখানকার মানুষ, তাই না?

ব্যালে ॥ মানে,—না, ঠিক তা নয়। কিন্তু···এখানকার জলহাওয়ার সঙ্গে আমার বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছে। আমার সত্যিই মনে হয়, এখানকার সঙ্গে আমি একেবারে মিশে গিয়েছি।

লিঙ্গস ॥ তাহলে, আপনি এখানে অনেক দিনই বাস করছেন?

ব্যালে ॥ তা, আঠারো বছরের কাছাকাছি হবে। আমি প্রথমে এখানে এসেছিলাম স্কাইভের ভ্রাম্যমান নট্ট কোম্পানীর সঙ্গে। কিন্তু কোম্পানীটি আর্থিক দুরবস্থায় পড়ায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারপাশে ছিটকে পড়ে।

লিঙ্গস ॥ কিন্তু আপনি এখানে থেকে যান?

ব্যালে ॥ হ্যাঁ। আমি থেকে গেলাম···আর তাতে আমার খুব ভালোই হয়েছে। সে-সময় আমি কেবল থিয়েটারের 'সিন' আঁকতাম! বুঝেছেন?

[একটা দোলানো চেয়ার নিয়ে বোলেত্তা বেরিয়ে এসে সেটাকে বারন্দায় ব'সিয়ে রাখে]

বোলেত্তা ॥ [বাগান-ঘরের দিকে মুখ ক'রে ডাকে] হিলদা! বাবার নক্সা-আঁকা-পা রাখার চৌকিটা পাও নাকি দেখ তো।

লিঙ্গস ॥ [বারান্দায় এসে, মাথাটা নিচু ক'রে] সুপ্রভাত, মিস ওয়াঙগেল।

বোলেত্তা ॥ ও!···সুপ্রভাত, সুপ্রভাত! মিঃ লিঙ্গসত্রানদ! কিন্তু এক মিনিট··· এক মিনিট···[ঘরের মধ্যে আবার ঢুকে যায়]

ব্যালে ॥ আপনার সঙ্গে তাহলে এ বাড়ির পরিচয় রয়েছে ?

লিঙ্গস ॥ না ; ঠিক তা নয়। মেয়েদের সঙ্গে দু'একবার আমার দেখা হয়েছিল—এই আর কি ! 'লুক-আউটে' যে কনসার্ট হয়েছিল সেইখানেই ও'দের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। মিসেস ওয়াঙগেলের সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছিল। তিনি একদিন আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।

ব্যালে ॥ হ্যাঁ, মানে, বুঝতেই পারছেন। এ'দের সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় থাকা উচিত, আপনার দিক থেকে।

লিঙ্গস ॥ তাই আমার ইচ্ছে ; কিন্তু যুৎসই একটা সুযোগ খুঁজে পাচ্চি নে।

ব্যালে ॥ যুৎসই একটা সুযোগ ? কেন, কেন বলুন তো ? [বাঁদিকে, বাইরে তাকিয়ে] জাহান্নামে যাক ! জাহাজটা এর মধ্যেই ঘাটে এসে পে'ছৈ গিয়েছে দেখছি। [তার জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে নিয়ে] আমাকে এক্ষুণি হোটেলে ফিরে যেতে হবে। নবাগতদের করো কারো আমাকে দরকার হ'তে পারে। আমি চুল কাটাকুটি করি কিনা—মানে, ওইটাই আমার পেশা।

লিঙ্গস ॥ আপনার দেখছি গুণ অনেক রয়েছে।

ব্যালে ॥ মানে, এইরকম একটা ছোটো শহরে মানুষকে সব কাজই জানতে হয়। চুলের ব্যাপারে কিছু করার দরকার যদি আপনার থাকে—ওই একটু আধটু পমেটম, অর্থাৎ গন্ধ তেলের মতো কিছু মাথায় মাখার প্রয়োজন আপনার যদি হয় তাহলে আপনি কেবল নৃত্যশিক্ষক ব্যালেস্তেদের খোঁজ করবেন।

লিঙ্গস ॥ কী বললেন ? নৃত্যশিক্ষক ?

ব্যালে ॥ অথবা, স্থানীয় 'ব্রাস ব্যাণ্ড' সংঘের সভাপতিকে। আজ রাত্রিতে 'লুক আউটে' আমাদের একটা কনসার্ট বসছে। আচ্ছা, চলি তাহলে, কেমন ?

[আঁকার জিনিসপত্রগুলি নিয়ে বেরিয়ে যায়, বন্য লতাপাতার বেড়ার ভেতর দিয়ে ; তারপরে অদৃশ্য হয়ে যায় বাঁদিকে। হিলদা পা রাখার জলচৌকি নিয়ে ঘরে ঢোকে ; বোলেত্তা নিয়ে আসে আরও কিছু ফুল। লিঙ্গসত্রান্দ বাগান থেকে মাথা নুইয়ে হিলদাকে অভিবাদন জানায়]

হিলদা ॥ [সি'ড়ির রেলিঙের গায়ে দাঁড়িয়ে, তার অভিবাদনকে কোনো আমল না দিয়ে] বোলেত্তা বলছিল আজ সাহস ক'রে আপনি বাগানে ঢুকেছেন।

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ ; একটুর জন্যে।

হিলদা ॥ সকালে বেড়াতে বেড়িয়েছিলেন বুঝি ?

লিঙ্গস ॥ না ; ঠিক তা নয়।

হিলদা ॥ তাহলে, সমুদ্রে স্নান করতে গিয়েছিলেন ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ ; ওই একটু আর কি ? সেখানে আপনার মাকে দেখলাম ; স্নানের ঘরে যাচ্ছিলেন তিনি।

হিলদা ॥ কে ?

লিঙ্গস ॥ আপনার মা।

হিলদা ॥ সত্যি ? [দোলানো চেয়ারের সামনে পা রাখার চৌকিটাকে বসালো]

বোলেত্তা ॥ অন্তরীপের ওপরে বাবার কোনো 'বোট' আপনার নজরে পড়েছে নাকি ?

লিঙ্গস ॥ একটা চোখে পড়েছে।

বোলেত্তা ॥ • তাহলে, সেইটাই হচ্ছে বাবার। ওইসব দ্বীপে বাবা রোগী দেখতে গিয়েছিলেন। [টেবিলের ওপরে জিনিসপত্র গোছাতে থাকে]

লিঙ্গস ॥ [বারান্দার সিঁড়ির একধাপ ওপরে উঠে] ফুলে ফুলে জায়গাটা একেবারে ভরিয়ে দিয়েছেন যে দেখছি।

বোলেত্তা ॥ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে না ?

লিঙ্গস ॥ খুব সুন্দর ! মনে হচ্ছে, আপনাদের পরিবারের কোনো উৎসব হবে।

হিলদা ॥ অবিকল।

লিঙ্গস ॥ তাই ভেবেছিলাম। বাবার জন্মদিন ?

বোলেত্তা ॥ [হিলদাকে সতর্ক ক'রে দিয়ে] উঁহু !

হিলদা ॥ [সতর্কবাণীতে কান না দিয়ে] না ; মায়ের।

লিঙ্গস ॥ তাই বুঝি ! আপনার মায়ের ?

বোলেত্তা ॥ [চ'টে, ফিসফিস ক'রে] হিলদা !—ঠিক হচ্ছে না !

হিলদা ॥ [সেইভাবে ফিসফিস ক'রে] ছাড়ো, ছাড়ো। [লিঙ্গসত্রানদকে] আশা করি এখন আপনি লাঞ্চে যাচ্ছেন !

লিঙ্গস ॥ [সিঁড়ি থেকে নেমে] হ্যাঁ ; কিছু আহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

হিলদা ॥ হোটেলে রান্নাটান্না নিশ্চয় বেশ ভালো ?

লিঙ্গস ॥ আমি এখন হোটেলে থাকি নে। আমার পক্ষে হোটেলের খরচ চালানো কষ্টকর।

হিলদা ॥ কোথায় আছেন তাহলে ?

লিঙ্গস ॥ মিসেস জেনসেনের বাড়িতে।

হিলদা ॥ কোন্ মিসেস জেনসেন ?

লিঙ্গস ॥ ধাত্রী।

হিলদা ॥ কিছু মনে করবেন না, মিঃ লিঙ্গসত্রানদ ; আমার হাতে এখনও অনেক কাজ ·····সেইজন্যে···

লিঙ্গস ॥ ছি—ছি ! ও কথা বলাটা হয়ত আমার ঠিক হয় নি।

হিলদা ॥ কোন্ কথাটা ?

লিঙ্গস ॥ এইমাত্র যা বললাম।

হিলদা ॥ [অপ্রীতিকর একটি দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] কী বলছেন তা সত্যিই আমি বুঝতে পারছি নে।

লিঙ্গস ॥ তা বটে, তা বটে। এখন তাহলে আমি চলি·····।

বোলেত্তা ॥ [সিঁড়ির কাছে এসে] বিদায়, মিঃ লিঙ্গসত্রানদ। আশা করি আজ আমাদের আপনি ক্ষমা করবেন। আর একদিন আসবেন—সময় পেলে; অবশ্য ইচ্ছে হলে একদিন বাবার সঙ্গে···আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে যাবেন।

লিঙ্গস ॥ ও হ্যাঁ; ধন্যবাদ। ইচ্ছে রইলো—খুবই। [মাথাটা নিচু ক'রে অভিবাদন করে; তারপরে বেরিয়ে যায় বাগানের দরজা দিয়ে। ডানদিকের রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়ার সময় আবার বারান্দার দিকে তাকিয়ে মাথা নোয়ায়]

হিলদা ॥ [ফিসফিস করে] বিদায় মাসিয়ার, বন্ধা ধাইমা জেনসেনকে আমার ভালোবাসা জানাবেন।

বোলেত্তা ॥ [হাতে ঝাঁকানি দিয়ে, শান্তভাবে] হিলদা! সত্যি বড়ো দুষ্টু মেয়ে তুমি! কী বোকার মতো কথা বললে বলতো! ও'র কানে কথাটা হয়ত যেতে পারে।

হিলদা ॥ যেতে দাও, যেতে দাও।

বোলেত্তা ॥ [ডানদিকে সোজা তাকিয়ে থেকে] ওই যে! বাবা আসছেন।

বাইরের পোশাক প'রে, ছোটো একটা হাতব্যাগ নিয়ে ডানদিকের ফুটপাত ধ'রে ডাক্তার ওয়াঙ্গেল এসে হাজির হলেন]

ওয়াঙ ॥ দেখো, আমি ফিরে এসেছি! [বাগানের দরজা দিয়ে ঢুকে আসেন]

বোলেত্তা ॥ [বাগানে নেমে গিয়ে] খুব খুসী হয়েছি বাবা!

হিলদা ॥ [তার সঙ্গে যোগ দিয়ে] দিনের কাজ তোমার শেষ হয়েছে তো?

ওয়াঙ ॥ না, না। আপারেশন করার জন্যে আর একটু আমাকে বেরোতে হবে। কিন্তু, মিঃ আর্নহোম এসেছেন কিনা জানো?

বোলেত্তা ॥ খবর জানতে আমরা হোটেলে লোক পাঠিয়েছিলাম। তিনি কাল রাত্রিতে এখানে এসে পেঁাচেছেন।

ওয়াঙ ॥ তাহলে, তাঁর সঙ্গে তোমাদের এখনও দেখা হয় নি?

বোলেত্তা ॥ না। আজ সকালে নিশ্চয় তিনি এখানে আসবেন।

ওয়াঙ ॥ হ্যাঁ; তাঁকে আসতেই হবে।

হিলদা ॥ বাপি, বাপি! ওই দেখো!

ওয়াঙ ॥ [বারান্দার দিকে তাকিয়ে] দেখছি, দেখছি! বেশ উৎসব উৎসব লাগছে।

বোলেত্তা ॥ সাজানোও হয়েছে বেশ সুন্দর ক'রে—তাই না?

ওয়াঙ ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। কেউ এসেছিল নাকি?

হিলদা ॥ না; তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন—

বোলেত্তা ॥ [তাড়াতাড়ি] মা স্নান করতে সমুদ্রে গিয়েছেন।

ওয়াঙ ॥ [মিষ্টি ক'রে তাকিয়ে, মাথায় আদর ক'রে হাত বুলিয়ে; তারপরে, একটু আমতা আমতা ক'রে] শোনো শোনো—এইরকম কি সারাদিনই থাকবে নাকি? মায়, ওই পতাকাটা শুদ্ধ?

হিলদা ॥ কিন্তু বাপি, তুমি জানো যে থাকবে।

ওয়াঙ ॥ কিন্তু তোমাদের কি মনে হয় না…

বোলেত্তা ॥ [দুষ্টুমি ক'রে] কিন্তু এই সবই যে মিঃ আর্নহোমের সম্মানে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? মানে, ওইরকম একজন পুরানো বন্ধু যখন আমাদের বাড়িতে আসছেন…

হিলদা ॥ [হেসে, বাবাকে নাড়া দিয়ে] যাই হোক, বাপি; একদিন তিনি বোলেত্তাকে পড়াতেন।

ওয়াঙ ॥ [বিকৃত একটা হাসি হেসে] তোমরা দুটিতে সত্যিই যা হয়েছ না! অবশ্য, তার স্মৃতিটিকে জিইয়ে রাখাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই ব'লে…এই নাও, হিলদা [তাঁর ব্যাগটা তার হাতে দিয়ে] —এটা সার্জারীতে নিয়ে রাখো। কিন্তু শোনো; কিভাবে যে কথাটা বলবো তা আমি বুঝতে পারছি নে। এটা আমার ভালো লাগছে না—মানে, যেভাবে তোমরা করছো—অর্থাৎ, একটি বাৎসরিক প্রথাকে এইরকম জাঁকজমক ক'রে—তবে অবশ্য, অন্য কিভাবে করা যায় তাও আমার মাথায় ঢুকছে না—

[ব্যাগটা নিয়ে হিলদা বাঁদিকে ঘুরবে এমন সময় দাঁড়িয়ে পড়লো: তারপরে, ঘুরে দাঁড়ালো]

হিলদা ॥ [আঙ্গুল বাড়িয়ে] ওই দেখো; পাহাড় পেরিয়ে কে যেন আসছেন। নিশ্চয় মিঃ আর্নহোম।

বোলেত্তা ॥ [পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে] তাই নাকি? সত্যি বলছ? তোমার নিশ্চয় মনে হচ্ছে না—আরে, ওঁকে দেখে তো প্রৌঢ় বলেই মনে হচ্ছে।

ওয়াঙ ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও। হ্যাঁ, হ্যাঁ—হিলদা ঠিকই বলেছে—আমারও তাই বিশ্বাস।

বোলেত্তা ॥ [অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] হায় ঈশ্বর! হ্যাঁ; তাই তা বটে।

[সকালবেলার ধোপদুরস্ত পোশাক পরে আর্নহোম উপস্থিত হলেন। চোখের ওপর সোনার পাতে মোড়া চশমা; হাতে একটা হাল্কা ছড়ি। বাঁদিক থেকে রাস্তায় দাঁড়াতেই দেখা গেল তাঁকে। বাগানের মধ্যে সকলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ অভিবাদন জানিয়ে, গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে এলেন তিনি]

ওয়াঙ ॥ [তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে] খুব খুশী হয়েছি—প্রিয় আর্নহোম, আপনি ফিরে এসেছেন দেখে।

আর্নহোম ॥ ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু; [করমর্দন ক'রে তাঁরা বাগানের মধ্যে ঢুকে আসেন] আর এই যে, তোমাদেরও ধন্যবাদ! [তাদের সঙ্গে করমর্দন করার সময় তাদের দিকে তাকিয়ে] এদের কাউকেই আমি চিনতে পারতাম না!

ওয়াঙ ॥ আমিও তাই মনে করি।

আর্নহোম ॥ অবশ্য বোলেত্তাকে আমার চেনা উচিত ছিল।

ওয়াঙ ॥ কি ক'রে চিনবেন? আপনি ওকে দেখেছিলেন ন'বছর আগে। তার মধ্যে ওর অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

আর্নহোম ॥ [চারপাশে তাকিয়ে] না, না; সেকথা অবশ্য আমার বলাটা উচিত হয়নি। এইসব গাছ-গাছড়া অনেকটা বেড়ে উঠেছে দেখছি; অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই ছায়াচ্ছন্ন নিকুঞ্জ বনটিও নতুন।

ওয়াঙ ॥ পরিবর্তনটা যে কেবল বাইরেই হয়েছে সেকথা আমি বলছি নে।

আর্নহোম ॥ [হেসে] তা অবশ্য, অবশ্য সত্যি। বাড়িতে আপনার এখন দুটি বয়স্থা কন্যা!

ওয়াঙ ॥ অবশ্য, ওদের মধ্যে একজনই কেবল বেড়ে উঠেছে।

হিলদা ॥ [ফিস্‌ফিস ক'রে] বাপি, কী যে সব বলছো!

ওয়াঙ ॥ এখন আমরা সবাই ভেতরে গিয়ে বারান্দার ওপরে বসিগে চলুন; ও জায়গাটা একটু বেশী ঠাণ্ডা। তোমরা এগোও; আমি যাচ্ছি।

[সবাই ওপরে উঠে যায়। বসার জন্যে দোলানো চেয়ারটি ওয়াঙগেল দেন আর্নহোমকে।]

ওয়াঙ ॥ ব্যস, ব্যস! এবারে শান্ত হয়ে ব'সে বিশ্রাম নিন: মনে হচ্ছে, এতদূরে আসার ফলে আপনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

আর্নহোম ॥ না—না; ও কিছু নয়। এখানে এসে পড়েছি; আমার কোনো ভাবনা নেই···

বোলেত্তা ॥ [বাবাকে] বাগান-ঘরে কিছু সোডা-ওয়াটার আর সিরাপ রাখবো কি? এ জায়গাটা শীঘ্রই বেশ গরম হয়ে উঠবে।

ওয়াঙ ॥ ভালই বলেছ তোমরা। সিরাপ, সোডা—আর একটু ব্র্যাণ্ডি।

বোলেত্তা ॥ ব্র্যাণ্ডি-ও?

ওয়াঙ ॥ সামান্য একটু, যদি কারও দরকার হয়।

বোলেত্তা ॥ ঠিক আছে; হিলদা, সার্জারীতে ব্যাগটা তুমি নিয়ে যাও তো।

[বোলেত্তা বাগানঘরে ঢুকে যায়; যাবার সময় বন্ধ ক'রে দেয় দরজাটা। ব্যাগটা নিয়ে হিলদা বাগান পেরিয়ে বাঁদিকে ঘরের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়]

আর্নহোম ॥ [বোলেত্তার দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিলেন তিনি] আপনার মেয়েরা কী সুন্দর দেখতে হয়েছে!

ওয়াঙ ॥ [ব'সে] হ্যাঁ; তাই না?

আর্নহোম ॥ বোলেত্তার তো কথাই নেই। আর হিলদাও। 'কিন্তু প্রিয় ডাক্তার, আপনার নিজের কথাই বলুন। বাকি জীবনটা কি আপনি এখানেই কাটিয়ে দেবেন?

ওয়াঙ ॥ মনে হয়, তাই। লোকে বলে, আমি এইখানেই জন্মেছি, বড়ো হয়ে উঠেছি। স্ত্রীকে নিয়ে আমি ভালোই ছিলাম। তারপরে অতি অল্প বয়সেই ঈশ্বর তাকে

আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন…অবশ্য এখানে থাকার সময় আপনি তাকে চিনতেন, আর্নহোম।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ…হ্যাঁ…

ওয়াঙ ॥ আর, দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গেও আমি সুখেই আছি। হ্যাঁ, মোটের ওপরে বলা যায় যে কপালটা আমার ভালোই।

আর্নহোম ॥ কিন্তু দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে আপনার কোনো সন্তান হয় নি?

ওয়াঙ ॥ আমাদের একটি ছেলে হয়েছিল—দু' থেকে তিন বছর আগে… সে মারা গেল কয়েক মাস মাত্র বয়স হয়েছিল তার।

আর্নহোম ॥ আপনার পত্নী কি আজ বাড়িতে আছেন?

ওয়াঙ ॥ এখনই তার ফিরে আসা উচিত। সে স্নান করার জন্যে সমুদ্রে গিয়েছে। বছরের এই সময়ে প্রতিদিনই সে সমুদ্রে যায়—আবহাওয়া যাই হোক না কেন।

আর্নহোম ॥ তাঁর স্বাস্থ্য তাহলে ভালো যাচ্ছে না?

ওয়াঙ ॥ অসুস্থ বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা নয়; কিন্তু প্রায় মাঝে মাঝে তার স্নায়ুগুলি একটু বিকল হয়ে পড়ছে—এই কয়েক বছর ধ'রে। কেন এরকম হচ্ছে, বা, এর চিকিৎসাই বা কী তা আমি বুঝতে পারছি না; কিন্তু একবার সমুদ্রে গেলেই সে একেবারে সেরে যায়; আনন্দ-ও পায় বেশ। বুঝেছেন?

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ; আমার তা মনে আছে।

ওয়াঙ ॥ [সামান্য একটু হেসে] হ্যাঁ, হ্যাঁ; বুঝেছি। শোলভিকে আপনি যখন শিক্ষকতা করতেন সেই সব এল-ইদাকে আপনি চিনতেন।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ; তা চিনতাম। তিনি প্রায়ই প্যাস্টরের বাড়িতে আসতেন; এবং তাঁর বাবাকে দেখার জন্যে যখন আমি লাইটহাউসে যেতাম তখন প্রায়ই তাঁকে আমি দেখতাম।

ওয়াঙ ॥ সেখানের জীবন তার ওপরে যে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা তাহলে আপনি বুঝতেই পারছেন। এই শহরের বাসিন্দারা তার কিছুই জানে না; তারা তাকে ডাকে 'সাগর থেকে ফেরা মহিলা' বলে।

আর্নহোম ॥ সত্যিই?

ওয়াঙ ॥ হ্যাঁ · আচ্ছা আর্নহোম, সেই পুরানো দিনগুলি নিয়ে তার সঙ্গে আপনি আলাপ করবেন? তাতে তার অনেক উপকার হবে।

আর্নহোম ॥ [সন্দিগ্ধভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে] আপনার কি সত্যিই তাই মনে হয়?

ওয়াঙ ॥ হ্যাঁ; সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত।

এল-ইদার স্বর ॥ [বাগানের বাইরে থেকে ডানদিকে] ওয়াঙগেল, তুমি কি ওখানে আছ?

ওয়াঙ [উঠে] হ্যাঁ; প্রিয়তমে।

[মিসেস এল-ইদা বাগানের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এলেন। লম্বা হাল্‌কা পোশাক তাঁর গায়ে; ভিজে চুলগুলি ঝুলে পড়েছে কাঁধের ওপরে]

ওয়াঙ ॥ [একটু হেসে দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে] এই যে···আমাদের জল অপ্সরী।

এল-ইদা ॥ [তাড়াতাড়ি বারান্দার ওপরে উঠে তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রে] তুমি যে নিরাপদে ফিরে এসেছ তার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কখন বাড়ি ফিরলে?

ওয়াঙ ॥ এইমাত্র। কয়েক মিনিট আগে। [আর্নহোমের দিকে আঙুল বাড়িয়ে] কিন্তু আমাদের একজন পুরানো বন্ধুকে তুমি অভ্যর্থনা জানাবে না?

এল-ইদা ॥ [আর্নহোমের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে] আপনি! কেমন আছেন? আমাকে ক্ষমা করবেন আপনার আসার সময় আমি ছিলাম না বলে·····

আর্নহোম ॥ ও কিছু নয়। আমার কাছে শিষ্টাচার দেখাবেন না।

ওয়াঙ ॥ আজকে জল কেমন? বেশ ভালো আর পরিষ্কার তো?

এল-ইদা ॥ পরিষ্কার! হায় ঈশ্বর! এখানকার জল কোনোদিনই পরিষ্কার নয়; সব সময় ঘোলাটে। উঃ! অন্তরীপের জল বড়োই অলস, কোনো স্রোত নেই এখানে।

ওয়াঙ ॥ স্রোত নেই?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; তাই। আর আমার মনে হয় আমাদের জীবনকেও এটি স্রোতহীন, অলস ক'রে তুলেছে।

ওয়াঙ ॥ [হেসে] স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে জলের বেশ চমৎকার বিজ্ঞাপনই তুমি দিচ্ছো দেখছি।

আর্নহোম ॥ মিসেস ওয়াঙগেল, আমার বিশ্বাস সমুদ্রের সঙ্গেই আপনার বিশেষ একটি আত্মীয়তা রয়েছে—সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; সম্ভবত···নিজের সম্বন্ধে তাই আমার মনে হয়। দেখুন, দেখুন; আপনার জন্যে মেয়েরা কী সুন্দর ক'রে সব সাজিয়েছে!

ওয়াঙ ॥ [বিব্রত হয়ে] মানে—[হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] উঃ—ওঠার সময় হয়ে গিয়েছে আমার···

আর্নহোম ॥ এইসব কি সত্যিই আমাকে উপলক্ষ ক'রে?

এল-ইদা ॥ হ'তেই হবে। রোজ আমরা এইভাবে ঘর সাজাই নে। উঃ! এখানে কী গরম! [বাগানে নেমে যান] এখানে আসুন। এখানে অন্তত কিছুটা হাওয়া আছে। [গাছের ছায়ায় বসেন]

আর্নহোম ॥ [পিছু পিছু গিয়ে] এখানে দেখছি বাতাস বেশ ভালোই।

এল-ইদা ॥ আপনি তো শহরের ভ্যাপ্‌সা হাওয়ায় থাকেন। শুনেছি, গরমের দিনে সেখানে বাস করাই কষ্টকর।

ওয়াঙ ॥ [ইতিমধ্যে তিনি বাগানের মধ্যে নেমে এসেছেন] শোনো এল-ইদা, এখন কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের পুরানো বন্ধুকে আপ্যায়িত করার ভার তোমাকে নিতে হবে।

এল-ইদা ॥ তোমার কি কোনো কাজ আছে?

ওয়াঙ ॥ হ্যাঁ। আমাকে একবার নার্সারীতে যেতে হবে। তারপরে কাপড়-চোপড় ছাড়বো। তবে বেশি দেরি হবে না।

আর্নহোম ॥ [গাছের ছায়ায় ব'সে] তাড়াহুড়ো করার কোনো দরকার নেই, ডাক্তারবাবু। মিসেস ওয়াঙগেল আর আমি সময়টা বেশ কাটিয়ে দিতে পারবো। হ্যাঁ; নিশ্চয়।

ওয়াঙ ॥ [ঘাড় নেড়ে] নিশ্চয়; নিশ্চয়। ঠিক আছে; এখন তাহলে চলি। [বাগানের মধ্যে দিয়ে বাঁ দিকে চ'লে যান]

এল-ইদা ॥ [সামান্য বিরতির পরে] এখানে ব'সে থাকতে বেশ ভালো লাগে; তাই না?

আর্নহোম ॥ খুব, ঠিক এখন।

এল-ইদা ॥ ওরা সবাই বলে এটা আমার কুঞ্জবন; আমিই এটার পরিকল্পনা করেছিলাম—বা, ওয়াঙগেলই করেছিল, আমাকে খুসী করার জন্যে।

আর্নহোম। আপনি কি এখানে প্রায় বসেন?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, দিনের বেলায় বেশির ভাগ সময়।

আর্নহোম। মনে হয়, মেয়েদের নিয়ে।

এল-ইদা ॥ উঁহু। মেয়েরা সাধারণত বারান্দায় বসে থাকে।

আর্নহোম ॥ আর ডাক্তারবাবু?

এল-ইদা ॥ একবার এখানে, একবার ওখানে। একবার আমার কাছে বসে, একবার বসে মেয়েদের কাছে।

আর্নহোম ॥ আপনার সেটা ভালো লাগে?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; এইভাবে আসা-যাওয়া করায় আমাদের অসুবিধা হয় না। প্রয়োজন হলে আমরা চেঁচিয়ে কথা বলতে পারি—আমাদের কিছু বলার থাকলে।

আর্নহোম ॥ [একটু চিন্তা করে] শেষ আমাদের দেখা হয়েছিল—শোলভিকে—হুম্… সে অনেকদিন আগে…

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; তা প্রায় বছর দশেক হলো। সেই সময়েই আপনি আমাদের সঙ্গে সেখানে ছিলেন।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ ওই সময়েই হবে। সেখানে লাইটহাউসে তোমার সঙ্গে আমার যখন দেখা হয়েছিল তখন মনে আছে…বৃদ্ধ প্যাস্টর তোমাকে ডাকতেন 'হিদেন' বলে; তাঁর কাছেই শুনেছি তোমার বাবা একটি জাহাজের নামে তোমার নামকরণ করেছিলেন, তোমার কোনো খ্রীশ্চান নাম না রেখে……

এল-ইদা ॥ তারপর?

আর্নহোম ॥ কোনোদিন ভাবি নি যে এখানে আমি আসবো, আর ডঃ ওয়াঙগেলের পত্নী হিসাবে তোমাকে দেখবো!

এল-ইদা ॥ সেই সময়, ওয়াঙগেলের সঙ্গে আমার… সেই সময় মেয়েদের প্রথম মা—অর্থাৎ আসল মা তখনও বেঁচে ছিলেন।

আর্নহোম ॥ সেকথা আমি জানি। কিন্তু সেকথা ছেড়ে দিয়েও—তিনি যদি অবিবাহিত থাকতেন তাহলেও, এটা আমি আশা করতে পারি নি।

এল-ইদা ॥ 'আমিও না—কিছুতেই না। সেই সময় এরকম কথা আমি ভাবতেও পারতাম না।

আর্নহোম ॥ ডাক্তারবাবু খুবই সুন্দর মানুষ—এত খাঁটি, হৃদয়বান, আর সকলের সঙ্গেই তিনি খুবই ভালো ব্যবহার করেন······

এল-ইদা ॥ [স্বরে কিছুটা আবেগ ঢেলে আর অকপটভাবে] হ্যাঁ ; সেকথা ঠিক।

আর্নহোম ॥ —কিন্তু আমার ধারণা, তোমরা দুজনে দুটি গ্রহের বাসিন্দা।

এল-ইদা ॥ সেকথা ঠিক—আমরা তা-ই।

আর্নহোম ॥ তাহলে এ ব্যাপার ঘটালো কেমন ক'রে—অ্যাঁ!

এল-ইদা ॥ উহুঃ! প্রিয় আর্নহোম, ওকথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করো না ; কারণ, আমি এর কোনো সদুত্তর দিতে পারবো না ; আর পারলেও, এ-সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ তুমি বুঝতে পারবে না।

আর্নহোম ॥ হুম্···[স্বর নিচু ক'রে] ও'কে কি আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু বলেছ? অর্থাৎ, আমার সেই নিষ্ফল প্রস্তাবের কথা—আগুপিছু না ভেবেই একদিন তোমাকে আমি যা দিয়েছিলাম?

এল-ইদা ॥ না। তোমার কি মনে হয় আমার তা বলা উচিত ছিল? তাকে আমি এ সম্বন্ধে কিছুই বলি নি!—তুমি আমাকে যা বলেছিলে সেই বিষয়ে।

আর্নহোম ॥ খুসী হয়েছি। যদি কিছু বলে থাকো এইজন্যে আমি বেশ বিব্রত বোধ করছিলাম।

এল-ইদা ॥ বিব্রত বোধ করার কিছু নেই তোমার। যা সত্যি ঘটনা তাই তাকে বলেছি। তাকে বলেছি যে তোমাকে আমি খুবই পছন্দ করতাম, আর সেখানে তুমিই ছিলে আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

আর্নহোম ॥ ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে তুমি আমাকে কোনো চিঠি দাও'ন কেন বল তো?

এল-ইদা ॥ ভেবেছিলাম, তুমি যা চেয়েছিলে তোমাকে তা দিতে আমি রাজি হয়নি। সুতরাং আমার কাছ থেকে চিঠি পেলে হয়তো তুমি আহত হবে। ভেবেছিলাম তার ফলে পুরানো ঘা-টা আবার হয়ত মাথা নাড়া দিয়ে উঠবে।

আর্নহোম ॥ হুম! হ্যাঁ ; বোধ হয় তুমি ঠিকই ভেবেছিলে!

এল-ইদা ॥ কিন্তু তুমি তারপরে কোনোদিন লেখো নি কেন?

আর্নহোম ॥ [তার দিকে কিছুটা তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাকিয়ে] আমি! প্রথম পদক্ষেপ? তাহলে তুমি কি ভাবতে না যে আবার আমি একটা চেষ্টা করছি? উহুঃ, সেই প্রত্যাখ্যানের পরে আর না।

এল-ইদা ॥ তা বটে। তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু তারপর থেকে আর কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার কথা কি তুমি ভাবো নি?

আর্নহোম ॥ না। আমার স্মৃতির প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি নি।

এল-ইদা ॥ [ঠাট্টার সুরে] বোকা কোথাকার! পুরানো স্মৃতিগুলিকে আঁকড়ে থেকো না—কোনোদিন। আমার ধারণা বিয়ে ক'রে সুখী হওয়ার কথা ভাবলে তুমি ভালোই করতে।

আর্নহোম ॥ তাহলে, সেই চিন্তাটা আমার তাড়াতাড়িই করা উচিত, মিসেস ওয়াঙগেল। মনে রেখো, আমি ইতিমধ্যেই সাঁইত্রিশ অতিক্রম করেছি—বলতে কষ্ট হচ্ছে।

এল-ইদা ॥ তাহলে, এইজন্যেই আর বেশি সময় নষ্ট করা তোমার উচিত নয়। [একটু চুপ করে থাকেন। তারপরে খাটো গলায় আগ্রহের সঙ্গে বলেন] প্রিয় আর্নহোম, শোনো : আমি তোমাকে এখন একটা কথা বলবো ;—যে কথাটা নিজেকে বাঁচানোর জন্যেও তখন তোমাকে আমি বলতে পারতাম না।

আর্নহোম ॥ কী কথা ?

এল-ইদা ॥ যে, এইমাত্র যেটাকে তুমি 'নিষ্ফল প্রস্তাব' বললে সেই প্রস্তাব যখন তোমার কাছ থেকে এলো তখন তোমাকে সেই উত্তর ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার উপায় আমার ছিল না।

আর্নহোম ॥ আমি তা জানি। তুমি কেবল পারতে আমাকে তোমার বন্ধুর স্থান দিতে—।

এল-ইদা ॥ কিন্তু সেই সময় আমি যে আর একজনের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তা তো তুমি জানতে না ?

আর্নহোম ॥ সেই সময়েও ?

এল-ইদা ॥ অবিকল।

আর্নহোম ॥ কিন্তু এ হতেই পারে না—তুমি নিশ্চয় সময় ভুল করছো। আমি নিশ্চিত যে সে সময়ে তুমি ওয়াঙগেলকে চিনতে না।

এল-ইদা ॥ আমি ওয়াঙগেলের কথা বলছি না।

আর্নহোম ॥ বলছো না ? কিন্তু সে-সময়…শোলভিকে…সেখানে যে তুমি কারও সঙ্গে প্রেমে পড়তে পারো তা আমি ভাবতেই পারছি না।

এল-ইদা ॥ তুমি যে ভাবতে পারো না সেকথা আমিও জানি। সমস্তটাই আমার নিছক পাগলামো।

আর্নহোম ॥ আরও কিছু বলো।

এল-ইদা ॥ সে-সময়ে আমি স্বাধীন ছিলাম না একথাটা জানাই কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয় ? সেকথা এখন তুমি জানলে।

আর্নহোম ॥ আর যদি তুমি স্বাধীন থাকতে ?

এল-ইদা ॥ মানে ?

আর্নহোম ॥ তাহলে কি তোমার উত্তর আলাদা হতো ?

এল-ইদা ॥ তা আমি কেমন ক'রে বলবো ? ওয়াঙগেল যখন এলো তখন আমার উত্তর আলাদা হয়েছিল।

আর্নহোম ॥ তাহলে, তখন যে তুমি স্বাধীন ছিলে না সেকথা আমাকে বলে তোমার লাভ কী ?

এল-ইদা ॥ [কাঁপতে কাঁপতে উঠে, মনে হলো বেশ দুঃখের সঙ্গে] কারণ, কাউকে আমাকে বলতে হবে। না, না—উঠো না।

আর্নহোম ॥ তাহলে, তোমার স্বামী এসব কথা জানেন না ?

এল-ইদা ॥ তাকে গোড়াতেই আমি বলেছি যে একসময় আমি প্রেমে পড়েছিলাম। আর কোনোদিন সে কিছু জানতে চায় নি; আর তারপর থেকে আমরাও সেবিষয়ে আর কোনো উচ্চবাচ্য করি নি। যাই হোক, ওটা একটা সাময়িক পাগলামো ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর শীঘ্রই সেটা শেষ হয়ে গিয়েছে—একরকম—আর কিছু না হোক।

আর্নহোম ॥ [উঠে] মাত্র একরকম ? একেবারে নয় ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; একেবারেই ! হায় ভাগবান, তুমি যা ভাবছো আদৌ সেরকম নয়, প্রিয় আর্নহোম ! এটা এমন একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার যে কী বলবো তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। তুমি ভাবতে পারো তখন আমি অসুস্থ ছিলাম বা মানসিক বিকৃতি ঘটেছিল আমার।

আর্নহোম ॥ আমরা সবসময়েই পরস্পরের প্রিয় বন্ধু ছিলাম। এখন পুরো ঘটনাটা আমাকে বলতে হবে তোমার।

এল-ইদা ॥ চেষ্টা করবো। কিন্তু তোমার মতো শুকনো কাঠখোট্টা মানুষ এটা বুঝবে কেমন ক'রে ? কেমন ক'রে—[চারপাশে তাকিয়ে দেখে থেমে যান হঠাৎ] থামো—কেউ একজন আসছে।

[লিঙ্গসত্রানদ বাঁদিক থেকে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসে; বাগানের মধ্যে ঢুকে; তার হাতে সিল্কের ফিতে দিয়ে জড়ানো একটা বড় ফুলের তোড়া; কাগজে মোড়া। বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করে]

এল-ইদা ॥ [সেখান থেকেই] মিঃ লিঙ্গসত্রানদ, আপনি কি মেয়েদের খুঁজছেন ?

লিঙ্গস ॥ [ঘুরে] ওঃ - আপনি ! সুপ্রভাত, মিসেস ওয়াঙগেল। [মাথা নিচু ক'রে অভিবাদন জানিয়ে তাঁর কাছে যায়] না; তা নয়। মেয়েদের খুঁজছি না। আপনার সঙ্গেই আমি দেখা করতে এসেছি মিসেস ওয়াঙগেল। এখানে এসে আমি যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি সে অনুমতি আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।

এল-ইদা ॥ দিয়েছিলাম। আপনাকে দেখতে আমরা সব সময়েই খুসী।

লিঙ্গস ॥ ধন্যবাদ। আর আজ যে একটি বিশেষ দিন সেকথা জানাটাও আমার দিক থেকে ভাগ্যের কথা··

এল-ইদা ॥ সেকথা আপনি শুনেছেন ?

লিঙ্গস ॥ শুনেছি। সেইজন্যে এইগুলি আপনাকে উপহার দেওয়ার সৌভাগ্য কি আমার হবে ? [রীতিগতভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে তোড়াটা তাঁকে দেয়]

এল-ইদা ॥ [হেসে] কিন্তু প্রিয় মিঃ লিঙ্গসত্রানদ, আপনার এই সুন্দর ফুলগুলি নিজের হাতে মিঃ আর্নহোমকে দেওয়াটা কি আরও ভালো হতো না? আসলে, ব্যাপারটা তো ওঁরই সম্মানে···

লিঙ্গস ॥ [অনিশ্চিতভাবে দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে] ওঃ!—মানে ক্ষমা করবেন; কিন্তু এই ভদ্রলোককে আমি তো চিনি নে। আমি মানে—আমি এসেছি জন্মদিন উপলক্ষে, মিসেস ওয়াঙগেল।

এল-ইদা ॥ জন্মদিন! কিন্তু নিশ্চয় আপনার কোথাও ভুল হয়েছে। আজ তো এখানে কারও জন্মতিথির উৎসব হচ্ছে না।

লিঙ্গস ॥ [সবকিছু জানে এইরকম ভাবে হেসে] জানি, জানি। সব জানি আমি। কিন্তু এটা যে একটা গোপন ব্যাপার তা আমি বুঝতে পারি নি।

এল ইদা ॥ কিন্তু, কী জানেন বলুন তো!

লিঙ্গস ॥ যে এটা আপনার—আপনার জন্মতিথি, মিসেস ওয়াঙগেল।

এল-ইদা ॥ আমার?

আর্নহোম ॥ [তার দিকে একটা প্রশ্নাত্মক দৃষ্টিপাত ক'রে] আজ? না, নিশ্চয় না।

এল ইদা ॥ [লিঙ্গসত্রানদের দিকে তাকিয়ে] একথা আপনার মনে হলো কেন?

লিঙ্গস ॥ কেন? মিস হিলদাই তো একথা বলেছেন, আজ সকালের দিকে আমি একবার এখানে এসেছিলাম, দুজন তরুণী ফুল আর পতাকা দিয়ে জায়গাটাকে সাজাচ্ছিলেন। তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম; আর···

এল ইদা ॥ তারপর?

লিঙ্গস ॥ মিস হিলদা বললেন: 'আজ আমাদের মায়ের জন্মদিন'।

এল-ইদা ॥ মায়ের? ও-হো; বুঝেছি।

আর্নহোম ॥ ও—হো! [তিনি আর এল-ইদা পরস্পরের দিকে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন] শুনুন, মিসেস ওয়াঙগেল, আমার ধারণা, এই যুবকটি সবকিছু জানেন···

এল-ইদা ॥ [লিঙ্গসত্রানদকে] হ্যাঁ; হ্যাঁ,—এখন যখন আপনি জানতে পেরেছেন···

লিঙ্গস ॥ [ফুলের তোড়াটা আবার তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে] প্রার্থনা করি, এই সুখের দিনটি আপনার জীবনে অনেক অনেকবার ঘুরে ফিরে আসুক।

এল-ইদা ॥ [তোড়াটা নিয়ে] ধন্যবাদ; অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

[এল-ইদা, আর্নহোম আর লিঙ্গসত্রানদ তিনজনেই গাছের ছায়ার নিচে বসলেন]

এল-ইদা ॥ আমার এই জন্মদিনের ব্যাপারটা গোপন রাখার কথা ছিল, মিঃ আর্নহোম।

আর্নহোম ॥ তাইতো দেখছি···পরিবারের বাইরে কারও জানার কথা নয়।

এল-ইদা ॥ [টেবিলের ওপরে ফুলগুলি রেখে] ঠিক তাই···পরিবারের বাইরে কারও জানার কথা নয়।

লিঙ্গস ॥ প্রতিজ্ঞা করছি, একথা ঘুণাক্ষরে বাইরে কাউকে আমি বলবো না।

এল-ইদা ॥ না, না। ওভাবে কথাটা আমি বলিনি। কিন্তু আপনি কেমন আছেন? চেহারাটা আপনার আগের চেয়ে ভালো বলে' মনে হচ্ছে।

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। আমি খুব চমৎকার আছি এবং আগামী বছর আমি যদি দক্ষিণ দেশে যেতে পারি···

এল-ইদা ॥ নিশ্চয় যাবেন—মেয়েরা আমাকে সেই কথাই বলছিল।

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ; কারণ বার্গেনেতে আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। সে-ই আমার দেখাশোনা করে। সে কথা দিয়েছে পরের বছর সে আমাকে সাহায্য করবে।

এল-ইদা ॥ তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি করে?

লিঙ্গস ॥ সে একটা ভাগ্যের ব্যাপার বলতে পারেন। একবার তার জাহাজে চড়ে আমি সমুদ্রে গিয়েছিলাম।

এল-ইদা ॥ ওঃ! তাই বুঝি! তাহলে, তখন সমুদ্র আপনার খুব প্রিয় ছিল?

লিঙ্গস ॥ উঁহু। মোটেই নয়। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পরে বাবা চাননি আমি বাড়িতে বসে থাকি। তাই তিনি আমাকে সমুদ্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির দিকে ফেরার পথে ইংলিশ চ্যানেলে আমাদের জাহাজটা ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়—আর তাতেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো।

আর্নহোম ॥ কেমন ক'রে?

লিঙ্গস ॥ তারই ফলে আমার আঘাত লাগলো—এইখানে, এই বুকে—আমাকে তোলার আগে অনেকটা সময় আমি ঠাণ্ডা জলের মধ্যে পড়েছিলাম কিনা। সেইজন্যে সমুদ্রে যাওয়া আমাকে বন্ধ করতে হয়েছে। হ্যাঁ; এটা আমার ভাগ্য ছাড়া আর কী?

আর্নহোম ॥ তাই আপনার মনে হয়?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ; কারণ, আমার আঘাতটা আদৌ মারাত্মক নয়; এখন আমি ভাস্কর হতে পারি—মানে, ভাস্কর হওয়ার শখ সত্যিই আমার আছে। একবার ভেবে দেখুন! সেই সুন্দর কাদামাটি নিয়ে কাজ করা, আপনার আঙুলগুলির চাপে সেই কাদা থেকে মূর্তি গ'ড়ে ওঠে—তাকে অনুভব করা!

এল-ইদা ॥ কিন্তু আপনার মডেল কী হবে? মৎস্যকন্যা? অথবা, বৃদ্ধ সমুদ্র দস্যু?

লিঙ্গস ॥ ন,-না; ওসব কিছু নয়। সামর্থ্যে কুলোলে সত্যিই আমি বড়ো কিছু করতে চাই—এক 'দল' চিত্র।

এল-ইদা ॥ বেশ, বেশ! তা, এই দলটি কিসের হবে?

লিঙ্গস ॥ সেটা আমি ঠিক করবো নিজের অভিজ্ঞতার ওপরে নির্ভর করে।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ; ওইটাই সবসময় সবচেয়ে ভালো।

এল-ইদা ॥ কিন্তু জিনিসটা কী হবে?

লিঙ্গস ॥ ভেবেছিলাম সে হবে একটি যুবতী—কোনো নাবিকের স্ত্রী—সে ঘুমিয়ে থাকবে—হবে অদ্ভুতভাবে অস্থির। সে স্বপ্ন দেখবে। আমার ধারণা আমি এই-রকম কিছু একটা করতে পারবো—আপনারা দেখবেন, সে স্বপ্ন দেখছে···

আর্নহোম ॥ আর কিছু থাকবে না ?

লিঙ্গস ॥ থাকবে, আর একটি মূর্তি, আপনাদের মনে হবে নিছক একটা আকৃতি। সে হচ্ছে তার স্বামী। সে যখন সমুদ্রে গিয়েছিল সেই সময় তার স্ত্রীটি বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছিল। এখন তার স্বামী সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছে।

আর্নহোম ॥ অর্থাৎ আপনি বলছেন· ···· ?

এল ইদা ॥ সমুদ্রে ডুবে মারা গিয়েছে ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ ; সমুদ্রে জাহাজ ডুবে মরেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তা সত্ত্বেও সে বাড়ি ফিরে এসেছে। সময় তখন রাত্রি ; আর সে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিছানার ধারে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। সেইখানে সে দাঁড়িয়ে থাকবে ; গা দিয়ে টপ টপ ক'রে গড়িয়ে পড়বে জলের ফোঁটা, ঠিক যেমনভাবে তারা তার দেহটাকে সমুদ্র থেকে তুলে এনেছিল।

এল-ইদা ॥ [চেয়ারের পিঠে ঝুঁকে প'ড়ে] বা! কী চমৎকার ধারণা আপনার! [চোখ বন্ধ ক'রে] হ্যাঁ ; আমি সবকিছু চোখের ওপরে দেখতে পাচ্ছি।

আর্নহোম ॥ কিন্তু···কিন্তু এটা কেমন ক'রে সম্ভব হলো মিস্টা···র···? আপনি বললেন আপনার সেই মূর্তির মধ্যে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলবেন যা আপনি নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছেন।

লিঙ্গস ॥ কিন্তু আমি তা সত্যিই দেখেছি—একভাবে বলতে পারেন।

আর্নহোম ॥ আপনি একটা মরা মানুষকে দেখেছিলেন যে···?

লিঙ্গস ॥ আহা, লোকটিকে যে আমি সত্যি সত্যি দেখেছি সেকথা বলছি না—সত্যিকার দেখি নি, বুঝেছেন। কিন্তু তা হলেও······?

এল-ইদা ॥ [আগ্রহান্বিত এবং উত্তেজিত হয়ে] বলুন বলুন·· সব খুলে বলুন আমাকে। আমি সবকিছু শুনতে চাই।

আর্নহোম ॥ [হেসে] তা বটে। শুনতে ভালোই লাগবে তোমার— ·ুদ্রের নোনা স্বাদ যার ভেতরে রয়েছে !

এল-ইদা ॥ সব বলুন, মিঃ লিঙ্গসত্রানদ।

লিঙ্গস ॥ তাহলে শুনুন। হ্যালিফক্স থেকে বাড়ির দিকে আমাদের জাহাজ ছাড়ার যখন সময় হলো সেই সময় আমাদের সারেঙ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁকে সেখানে রেখে তাঁর জায়গায় আমরা একজন আমেরিকানের সারেঙের সঙ্গে চুক্তি করলাম। এখন এই নতুন······

এল-ইদা ॥ আমেরিকান ?

লিঙাস ॥ হ্যাঁ—একদিন তিনি ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এক বাণ্ডিল পুরানো খবরের কাগজ সংগ্রহ করলেন। সেই কাগজগুলোর ওপরে সব সময় তিনি মুখে গুঁজে পড়ে থাকতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন তিনি নরওয়ের ভাষা শিখতে চান।

এল-ইদা ॥ বলে যান।

লিঙ্গস ॥ তারপরে, আবহাওয়া খারাপ হয়ে এলো; সবাই ডেকের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালো; কেবল সারেঙ আর আমি ছাড়া। গোড়ালি মচকে যাওয়ার ফলে তিনি হাঁটাচলা করতে পারতেন না; আর আমার শরীরটাও ভালো ছিল; তাই আমিও শুয়েছিলাম আমার বাঙ্কে। তিনি নিজের জায়গায় বসে ··কখানা পুরানো কাগজ পড়েছিলেন।

এল-ইদা ॥ তারপরে?

লিঙ্গস ॥ হঠাৎ শুনলাম তিনি গোঙাচ্ছেন—অবশ্য সেইরকমই মনে হলো আমার। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখ একেবারে সাদা হয়ে গিয়েছে। তারপরে উঠে কাগজটাকে তিনি মুচড়ে হাতের মধ্যে তাল ক'রে ফেললেন। তারপরে, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললেন—নিঃশব্দে!

এল-ইদা ॥ তিনি কিছু বলেন নি? কোনো কথা না?

লিঙ্গস ॥ তখন, ·া। কিছুক্ষণ পরে, যেন নিজেকেই নিজে বললেন: 'বিয়ে করলো! আর একজনকে—যখন আমি অনেক দূরে!'

এল-ইদা ॥ [অনেকটা আত্মগতভাবে—চোখ বুজিয়ে] ওই কথা বললেন?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। আর জানেন কি,—একেবারে খাঁটি নরওয়ের ভাষায়? সত্যিকার প্রতিভাবান মানুষ—বিদেশী ভাষা শেখার পক্ষে।

এল-ইদা ॥ তারপরে? তারপরে কী হলো?

লিঙ্গস ॥ তারপরে—সেই অদ্ভুত কথাটা তিনি বললেন! বেঁচে থাকতে ওকথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না। তিনি বলে গেলেন—বেশ শান্তভাবেই—'কিন্তু সে আমার, সব সময়েই সে আমার থাকবে। সে আমার সঙ্গে আসবে; জলে ডুবে মারা গেলেও সমুদ্রের তলা থেকে উঠে তাকে যদি নিয়ে আসতে হয় তাহলেও আমি তাকে নিয়ে আসবো।'

এল-ইদা ॥ [তার হাত তখন কাঁপছিল। সেই হাতে এক গ্লাস জল ঢেলে] ওঃ! আজ কী গরমই না পড়েছে!

লিঙ্গস ॥ এবং কথাটা তিনি এমন জোর দিয়ে বললেন যে আমি ভাবলাম সে কাজ তিনি করতে পারবেন।

এল-ইদা ॥ তাঁর কী হলো তা কি আপনি জানেন?

লিঙ্গস ॥ কী হলো? তিনি নিশ্চয় এখন মৃত, মিসেস ওয়াঙগেল!

এল-ইদা ॥ [সঙ্গে সঙ্গে] একথা আপনার কেন মনে হচ্ছে?

লিঙ্গস ॥ কারণ, তারপরে ইংলিশ চ্যানেলে আমাদের জাহাজ ভেঙে যায়। ক্যাপ্টেন আর পাঁচজনের সঙ্গে একটা নৌকোতে চেপে আমরা ভাঙা জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলাম। কিন্তু জাহাজের 'মেট' সেই আমেরিকান আর একজনকে নিয়ে একটা পানসীতে··· ।

এল-ইদা ॥ এবং তারপরে, তাদের আর কোনো সন্ধান নেই?

লিঙ্গস ॥ উ'হ্ু! কোনো হদিসই নেই তাঁদের। সেদিন আমার বন্ধুটির একটি চিঠি পেয়েছিলাম। সে-ও সেই কথাই লিখেছে। সেইজন্যে, একটি দলের মূর্তি গড়ার জন্যে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি। সেই নাবিকের অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর চেহারাটা আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। সেইসঙ্গে দেখতে পাচ্ছি, অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে এসেছে যে—সেই ডুবন্ত মানুষটিকে—যে মরে গিয়েও সমুদ্র থেকে তার বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। দুজনকেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—একেবারে আমার চোখের ওপরে।

এল-ইদা ॥ আমিও দেখতে পাচ্ছি। [উঠে] চল, ভেতরে যাই। এখন গিয়ে আমরা ওয়াঙগেলের সঙ্গে যোগ দিই গে। এখানে এত গরম যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। [গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসে]

লিঙ্গস ॥ [সে-ও ওঠে প'ড়ে] আমাকে এবারে যেতে হবে। জন্মদিনে আপনাকে আমার অসংখ্য শুভেচ্ছা জানানোর জন্যেই আমি কেবল এখানে এসেছিলাম।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; যেতে যদি হয়ই। [হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে] বিদায়; ফুলের জন্যে ধন্যবাদ।

[মাথাটা নুইয়ে অভিবাদন ক'রে বেড়ার গেট দিয়ে বাঁদিকে চলে গেল]

আর্নহোম ॥ [উঠে, এল-ইদার কাছে গিয়ে] প্রিয় মিসেস ওয়াঙগেল, দেখে মনে হচ্ছে গল্পটা শুনে তুমি বেশ ঘাবড়িয়ে গিয়েছ।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; আমারও তাই মনে হচ্ছে—একরকম তা বলতে পারো—যদিও আমি…

আর্নহোম ॥ কিন্তু মনে মনে নিশ্চয় তুমি এটা আশা করেছিলে।

এল-ইদা ॥ [তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আশা করেছিলাম?

আর্নহোম ॥ আমার তাই ভাবা উচিত ছিল।

এল-ইদা ॥ একজন ফিরে আসবে আশা করেছিলাম—আর ওইভাবে ফিরে আসবে?

আর্নহোম ॥ তাজ্জব ব্যাপার নয় কি? ওই চিত্রকরটি আমাদের সঙ্গে কী রসিকতা করে গেল?…

এল-ইদা ॥ হয়ত, এটা আদৌ হাস্যকর নয়, প্রিয় আর্নহোম।

আর্নহোম ॥ এই মরা লোকটার গল্পই কি তোমাকে এইভাবে ঘাবড়িয়ে দিয়েছিল? আমি ভেবেছিলাম এটা একটা…

এল-ইদা ॥ কী ভেবেছিলে তুমি?

আর্নহোম ॥ আমি স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিলাম যে মনের আসল অবস্থাটাকে ঢাকা দেওয়ার জন্যেই তুমি এইরকম করছো। তোমার অজ্ঞাতসারে একটা বাৎসরিক স্মরণসভা হচ্ছে এটা জেনেই তুমি আঘাত পেয়েছিলে—ভেবেছিলে তোমার স্বামী আর তাঁর মেয়েরা এমন একজনের স্মৃতিচারণ করছে যার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই…

এল-ইদা ॥ না, না—ওতে আমার কোনো কষ্ট হয় নি। স্বামীকে কুক্ষিগত করার কোনো অধিকার আমার নেই।

আর্নহোম ॥ ভেবেছিলাম তোমার আছে।

এল-ইদা ॥ ভাবা হয়ত তোমার উচিত…কিন্তু আমার তা নেই। সেইটাই হচ্ছে কথা। আমার নিজস্ব একটা জীবন আছে; তাতে তাদেরও কোনো অংশ নেই।

আর্নহোম ॥ তুমি? তুমি কি তাহলে বলতে চাও যে তোমার স্বামীকে তুমি ভালোবাসো না?

এল-ইদা ॥ না, না—বাসি বাসি। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকে আমি ভালবেসেছি। সেইজন্যে এটা আমার কাছে এত ভয়ানক লাগছে—এমন একটা জিনিস যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না—যা একেবারে অভাবনীয়।

আর্নহোম ॥ এখন বিশ্বাস ক'রে সবকথা আমায় বলতে হবে, মিসেস ওয়াঙগেল; বলবে না?

এল-ইদা ॥ প্রিয় বন্ধু, না। অন্ততপক্ষে এখন নয়। পরে বলতে পারি।

[বোলেত্তা বারান্দার ওপরে বেরিয়ে আসে। তারপর নেমে আসে বাগানে]

বোলেত্তা ॥ বাবা, সার্জারী থেকে আসছেন। এখন কি আমরা সবাই মিলে বাগানঘরে বসবো?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই চল।

[পোশাক পরিবর্তন ক'রে ঘরের পেছন থেকে বাঁদিক দিয়ে হিলদাকে নিয়ে ওয়াঙগেল এসে হাজির হলেন]

ওয়াঙগেল ॥ এখন আমি নির্ঝঞ্ঝাট! এখন এক গ্লাস ঠাণ্ডা কিছু পেলে হতো।

এল-ইদা ॥ এক মিনিট…[ছায়ার নিচে গিয়ে ফুলের তোড়াটা নিয়ে ফিরে আসে]

হিলদা ॥ দেখো, দেখো—কী সুন্দর ফুল! এগুলো পেলে কোথায়?

এল-ইদা ॥ লিঙ্গসত্রানদ আমাকে দিয়ে গিয়েছেন, হিলদা।

হিলদা ॥ [অবাক হয়ে] লিঙ্গসত্রানদ?

বেলেত্তা ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] লিঙ্গসত্রানদ এখানে এসেছিলেন নাকি?

এল-ইদা ॥ [একটু হেসে] হ্যাঁ; এইগুলি নিয়ে এসেছিলেন—এই দিনটি আমার জীবনে যেন অনেকবার ফিরে আসে এই শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে।

বোলেত্তা ॥ [হিলদার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে] ওঃ!

হিলদা ॥ [বিড়বিড় ক'রে] গর্দভ কোথাকার!

ওয়াঙগেল ॥ [এল-ইদাকে বেশ অস্থির সঙ্গে] হুম্! হ্যাঁ, হ্যাঁ। শোনো এল-ইদা। প্রিয় এল-ইদা তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি…

এল-ইদা ॥ [বাধা দিয়ে] মেয়েরা, এসো আমার সঙ্গে। অন্য ফুলের সঙ্গে এগুলিকে আমরা জলে রেখে দিই।

[বারান্দায় উঠে যায়]

বোলেত্তা ॥ [হিলদাকে শান্তভাবে] সত্যিই ও'র মনটা বড়ো ভালো।

হিলদা ॥ [ফিসফিস ক'রে, ভীষণ চ'টে] দূর! দূর! বাবাকে খুশি করার জন্যেই ও এই রঙবাজি করছে।

ওয়াঙগেল ॥ [বারান্দায়, এল-ইদার একটা হাতে চাপ দিয়ে] ধন্যবাদ! আমার হৃদয়ের ভেতর থেকে···

এল-ইদা ॥ [ফুলগুলি সাজাতে সাজাতে] মায়ের জন্মদিনে আমি সকলের সঙ্গে যোগ দেব না কেন?

আর্নহোম ॥ হুম!

[ওয়াঙগেল আর এল-ইদার কাছে সে উঠে যায়। বোলেত্তা আর হিলদা বাগানে দাঁড়িয়ে থাকে]

দ্বিতীয় অংক

[শহরের পেছনে উঁচু জায়গা—চারপাশ তার বনে ঢাকা। আরও একটু পেছনে তিনকোণা একটা জায়গা। সেখানে এবড়ো-খেবড়ো একটা পাথরের স্তূপ। সেইখানে একটা বাতপতাকা খাড়া করা আছে। সেই বাতপতাকার চারপাশে আর সামনের দিকে বসার জন্যে পাতা আছে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই। পেছনদিকে বেশ কিছুটা দূরে অন্তরীপের বাইরের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে ছোটো দ্বীপগুলি, আর অন্তরীপের ভেতরে ঢুকে-পড়া কিছু কিছু ভূমিখণ্ডকে। খোলা সমুদ্রকে দেখা যাচ্ছে না। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাতাসে একটা লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আভা পাহাড়ের মাথার ওপর দিকে ছড়িয়ে পড়েছে দূর থেকে দূরান্তরে। নিচে থেকে পেছনে ভেসে আসছে এলোমেলো গানের সুর।

শহর থেকে যুবক যুবতীদের দল আর মেয়েপুরুষের দল জোড়ায় জোড়ায় বেড়াচ্ছে। ডানদিক থেকে এসে বাতপতাকা পেরিয়ে বাঁদিকে চলে যায় তারা। তার একটু পরে এসে দাঁড়ায় ব্যালেসতেদ; কয়েকজন বিদেশী পর্যটকদের পরিচায়ক হিসাবে সে কাজ করেছে। আগন্তুকদের শাল আর থলেগুলি সব তার কাঁধের ওপরে।]

ব্যালে ॥ [তার ছড়িটা দিয়ে দূরের দিকে নির্দেশ ক'রে] —ওই দেখুন স্যার, ওই দেখুন স্যার, ওইদিকে আর একটা পাহাড় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আসে; ওটার ওপরেও উঠতে হবে? তাহলে চলুন, আমরা নীচের দিকে নেমে যাই।

[ফরাসী ভাষাতেই সে কথা ব'লে যায়; কথা বলতে বলতে সবাইকে নিয়ে সে ডানদিকে বেরিয়ে যায়। ডানদিকের উৎরাই দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসে হিলদা। একটু থামে, পেছনদিকে তাকায়। একটু পরে সেই পথ দিয়ে উঠে আসে বোলেত্তা]

বোলেত্তা ॥ কিন্তু আমরা লিঙ্গস্ত্রানদের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে এলাম কেন?

হিলদা ॥ তার কারণ, পাহাড়ে ওপরে আমি আস্তে আস্তে চলতে পারি না। ওই দেখ, দেখ—একদম হামাগুড়ি দিয়ে আসছে।

বোলেত্তা ॥ আহা, বেচারা, উনি যে কত অসুস্থ তা তুই তো জানিস বাপু।

হিলদা ॥ তোমার কি ধারণা উনি সত্যিই অসুস্থ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়।

হিলদা ॥ আজ বিকেলে তো বাবাকে দেখাতে গিয়েছিলেন। বাবা কী বলেছেন কে জানে?

বোলেত্তা ॥ ওঁর দুটো ফুসফুসেই দাগ পড়েছে। বাবা সেকথা আমাকে বলেছেন। বাবা বলেন, উনি বেশিদিন বাঁচবেন না।

হিলদা ॥ তাই নাকি? ঠিক ওইকথাই আমি ভাবছিলাম।

বোলেত্তা ॥ যাই হোক; ভগবানের দোঁহাই; উনি যেন কিছু বুঝতে না পারেন।

হিলদা ॥ হুঃ! কিছু বলতে আমার বয়ে গিয়েছে! [গলা খাটো ক'রে] ওই! উঠেছে, উঠেছে! হ্যানস শেষ পর্যন্ত উঠেছে। সত্যিই 'হ্যানস'। শুধু একবার তাকিয়ে দেখ। তাই না? উনি যে হ্যানস সে-বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

বোলেত্তা ॥ [ফিসফিস ক'রে] বাঁদরামো করো না! সত্যি বলছি!

[ডানদিক থেকে লিঙ্গসত্রানদ উঠে আসে। হাতে তার ছোটো একটা ছাতা]

লিঙ্গস ॥ আপনাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারি নি বলে কিছু মনে করবেন না।

হিলদা ॥ ছোটো একখানা ছাতাও জোগাড় করেছেন দেখছি। অ্যাঁ?

লিঙ্গস ॥ এটা আপনার মা'র। তিনি বললেন এটাকে আমি ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি। আমি কোনো ছড়ি আনি নি কিনা।

বোলেত্তা ॥ বাবা আর অন্য সবাই কি এখনও নিচেই আছেন?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ; আপনার বাবা একটুর জন্যে রেস্তোরাঁতে ঢুকেছেন; বাকি সবাই বাইরে বসে বসে গান শুনছেন। কিন্তু আপনার মা বললেন তাঁরা সবাই এখনই আসছেন।

হিলদা ॥ [লিঙ্গসত্রানদের দিকে তাকিয়ে এতক্ষণ সে দাঁড়িয়েছিল] আমার ধারণা আপনি বর্তমানে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ; তাই একটু মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে ব'সে একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হতো।

[ডানদিকে সামনে একটা পাথরের ওপরে বসে]

হিলদা ॥ [তার সামনে দাঁড়িয়ে] ব্যান্‌ডস্ট্যাণ্ডে একটু পরেই যে নাচের আসর বসবে সেকথা আপনি বোধ হয় জানেন?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। শুনেছি।

হিলদা ॥ নাচ আপনার নিশ্চয় ভালো লাগে; তাই না?

বোলেত্তা ॥ [বুনো ফুল তুলতে তুলতে] ওঃ হিলদা! ওঁকে একটু জিরোতে দাও।

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ, মিস হিলদা, নাচ আমার ভালো লাগে—শুধু যদি নাচতে পারতাম।

হিলদা ॥ ওঃ! তাই বুঝি। তাহলে নাচ আপনি কোনোদিন শেখেন নি?

লিঙ্গস ॥ না সত্যিই শিখি নি; কিন্তু সেকথা আমি বলতে চাই নি—আমি বলতে চেয়েছিলাম যে বুকটার জন্যে আমি নাচতে পারি না।

হিলদা ॥ ওঃ ওই বুকের ইয়েটা?

লিঙ্গস ॥ ঠিক তাই।

হিলদা ॥ বুকের ওই ব্যাপারটার জন্যে সত্যিই আপনার খুব দুঃখ হয় না?

লিঙ্গস ॥ না—না ; নিশ্চয় না। আপনার বাবাও তেমন কিছু মনে করেন না ?

হিলদা ॥ আর বিদেশে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটা সেরে যাবে, তাই না ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। অবশ্যই সেরে যাবে।

বোলেত্তা ॥ [ফুল নিয়ে এসে] এই নিন, মিঃ লিঙ্গসত্রানদ ; আপনার কোটের বুকে গাঁথার জন্যে এই ফুলটা ধরুন।

লিঙ্গস ॥ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, মিস ওয়াঙগেল। আপনি বড়ো সুন্দর মেয়ে।

হিলদা ॥ [ডানদিকে দৃষ্টি নামিয়ে দিয়ে] ওই ওরা সব ওপরে উঠে আসছে।

বোলেত্তা ॥ [সেও সেইদিকে তাকিয়ে] আশা করি কোন্‌দিকে মোড় ঘুরতে হবে তা ওঁরা জানেন। না—না ! ওঁরা তো দেখছি ভুল পথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

লিঙ্গস ॥ [দাঁড়িয়ে উঠে] আমি বরং মোড়ের কাছে নেমে গিয়ে ওঁদের ডেকে আনি।

হিলদা ॥ সেক্ষেত্রে আপনাকে গলা ফাটাতে হবে।

বোলেত্তা ॥ আপনার গিয়ে কোনো লাভ হবে না। শুধু শুধু আবার ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

লিঙ্গস ॥ না—না। নিচের দিকে যাওয়া সহজ। [ডানদিকে বেরিয়ে যায়]

হিলদা ॥ নিচের দিকেই বটে ! [তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে] খোঁড়াচ্ছেন উনি। আবার যে উঠে আসতে হবে সে খেয়াল ওঁর নেই।

বোলেত্তা ॥ আহা ! বেচারা !

হিলদা ॥ লিঙ্গসত্রানদ যদি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে তাহলে তাকে তুমি বিয়ে করবে তো ?

বোলেত্তা ॥ তুই নিশ্চয় পাগল হয়ে গিয়েছিস।

হিলদা ॥ অবশ্য যদি ওর বুকের রোগটা আর ওই তাড়াতাড়ি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকতো। তাহলে ?

বোলেত্তা ॥ তার চেয়ে তুই-ই বিয়ে করগে যা না বাপু।

হিলদা ॥ হায়রে কপাল। ভাঁড়ে মা ভবানী ! ওর নিজেরই খাবার জোটে না তো আবার···।

বোলেত্তা ॥ তাহলে, সব সময় তুই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াস কেন ?

হিলদা ॥ ওর যে বুকের রোগ আছে।

বোলেত্তা ॥ ওঁর জন্যে তোর যে খুব একটা মায়া আছে তা তো তোকে দেখে মনে হয় না।

হিলদা ॥ না ; তা নেই। তবে রোগটা আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয়।*

বোলেত্তা ॥ কী বলছিস !

হিলদা ॥ ওকে লক্ষ্য করা—এবং ওকে দিয়ে বলানো যে ওটা কিছু নয় ; এবং ও

* এই সেই 'হিলদা' যে 'মহাস্থপতি'র (Master Builder) মিঃ সোলনেসকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল।

বিদেশে যাচ্ছে, আর একজন কলাশিল্পী হচ্ছে। ও সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করে; আর সেইকথা ভেবে ও এত খুশি যে ওকে দেখলে আমার হাসি পায়; কিন্তু তা হবে না; কোনোদিনই তা হবে না; কারণ, ওর আয়ু বেশিদিন নয়। এইটা ভাবতেই আমার বেশ মজা লাগে।

বোলেত্তা ॥ মজা লাগে!

হিলদা ॥ হ্যাঁ গো; ভা-রি মজা লাগে। সেকথা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই।

বোলেত্তা ॥ ওঃ! হিলদা! তুই একটা যাচ্ছেতাই মেয়ে!

হিলদা ॥ তাই আমি হতে চাই—শুধু আক্রোশের বসে। [নিচের দিকে তাকিয়ে] যাক! এতক্ষণ পরে! পাহাড়ে উঠতে আর্নহোমের খুব একটা ভালো লাগে না। [ঘুরে] খাবার সময় আর্নহোমের দিকে তাকিয়ে আমি কী দেখছিলাম বলতো?

বোলেত্তা ॥ কী?

হিলদা ॥ ভেবে দেখো—মাথায় টাক পড়ছে—ঠিক মাথার চাঁদিতে।

বোলেত্তা ॥ কী যা তা বকছিস? মোটেই না।

হিলদা ॥ আলবৎ। তাছাড়া, ওঁর বলি পড়েছে—চোখের চারপাশে। হায় ভগবান! উনি যখন এখানে তোমাকে পড়াতেন তখন তুমি ওঁর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলে! ভাবতেও কেমন লাগে।

বোলেত্তা ॥ [হেসে] তা বটে! একবার উনি বলেছিলেন আমার নামটা বাজে। তাই শুনে আমার সে কি কান্না!

হিলদা ॥ সত্যি? [আবার নিচের দিকে তাকিয়ে] ওই দেখ। 'সাগর থেকে ফেরা রমণী' এখন তাঁর সঙ্গে হেঁটে আসছেন—বাবার সঙ্গে নয়! আর কী বকবকই না করছে! দুজনে প্রেমে পড়লো নাকি?

বোলেত্তা ॥ তোর লজ্জা পাওয়া উচিত—সত্যি বলছি। সৎমার সম্বন্ধে তুই এভাবে কথা বলিস কি করে রে, অ্যাঁ! এখন আমরা বেশ মানিয়ে নিয়েছি না—

হিলদা ॥ তাই বুঝি! বালিকা, তুমি স্বপ্নলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছো! উঃ! ওর সঙ্গে কোনোদিন আমাদের মিলবে না। বাবা যে কেন ওকে ঘরে নিয়ে এলেন তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। ও আমাদের মতো নয়। আমরা নই ওর মতো। শিগ্‌গির ও যদি পাগলা হয়ে না যায় তো আমি কী বলেছি!

বোলেত্তা ॥ পাগলা! একথা তুই বলছিস কি করে?

হিলদা ॥ হ'লে, আমি মোটেই আশ্চর্য হবো না। ওর মা পাগল হয়ে গিয়েছিল। সে পাগল হয়েই মরেছিল। আমি জানি—কথাটা সত্যি।

বোলেত্তা ॥ তুই তো দেখি সব বিষয়েই নাক গলাতে যাস। এখন আর ওসব কথা নয়—অন্তত বাবার জন্যে। এখন লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যাও। বলি, আমার কথাটা কানে যাচ্ছে তো? নাকি?

[ওয়াঙগেল, এল-ইদা, আর্নহোম আর লিঙ্গসত্রানদ ডানদিক থেকে আসে]

এল-ইদা ॥ [পেছনদিকে নির্দেশ ক'রে] ওইদিকে, ওইদিকে।

আর্নহোম ॥ ও, নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাই হবে। হতেই হবে।

এল-ইদা ॥ ওইদিকেই সমুদ্র।

বোলেত্তা ॥ [আর্নহোমকে] আপনার কি মনে হয় না যে জায়গাটা বেশ উঁচু।

আর্নহোম ॥ অপরূপ! অপরূপ দৃশ্য!

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ; ঠিক তাই। এর আগে আর কোনোদিন এখানে আপনি আসেন নি?

আর্নহোম ॥ না। যে যুগে আমি এখানে থাকতাম সে যুগে কেউ যে এখানে আসার কথা ভাবতো তা আমার মনে হয় না।

ওয়াঙগেল ॥ আর তখন এখানে কোনো বাগানও ছিল না। গত কয়েক বছরেই এইসব হয়েছে।

বোলেত্তা ॥ এখান থেকে 'কাকের বাসা' পাহাড়টাকেও বেশ দেখা যাচ্ছে—আরো ভালোভাবে।

ওয়াঙগেল ॥ এল-ইদা, ওখানে যাবে? চল না!

এল-ইদা ॥ [ডানদিকে একটা পাথরের ওপরে ব'সে] না, ধন্যবাদ। আমার খুব একটা ইচ্ছে যাচ্ছে না। তোমরা বরং ঘুরে এসো। আমি এখানে একটু বসে থাকি তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত।

ওয়াঙগেল ॥ তাহলে আমি এখানে তোমার সঙ্গে থাকবো। মেয়েরা মিঃ আর্নহোমকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসুক।

বোলেত্তা ॥ মিঃ আর্নহোম, আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?

আর্নহোম ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়! ওখানে যাবার রাস্তাও আছে নাকি?

বোলেত্তা ॥ বেশ সুন্দর রাস্তা আছে।

হিলদা ॥ দুজনে হাত ধরাধরি করে বেশ চমৎকার যাওয়া যায়।

আর্নহোম ॥ [ঠাট্টা ক'রে] তাই নাকি, মিস হিলদা? [বোলেত্তাকে] মিস হিলদা ঠিক কথা বলছে কি না তা একবার আমরা দুজনে পরীক্ষা করে দেখবো নাকি?

বোলেত্তা ॥ [হাসি চেপে] বেশ তো!

[তারা দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে গেল]

হিলদা ॥ [লিঙ্গসত্রানদকে] আমরাও যাব নাকি?

লিঙ্গস ॥ হাত ধরাধরি ক'রে?

হিলদা ॥ কেন নয়? আমার কোনো আপত্তি নেই।

লিঙ্গস ॥ [খুশি হয়ে হেসে তার হাত ধ'রে] বেশ মজার হবে!

হিলদা ॥ মজার?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। লোকে ভাববে আমরা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা।

হিলদা ॥ মিঃ লিঙ্গস্ত্রানদ, আমি নিশ্চিত যে কোনো মহিলার হাত ধরে আর কখনো আপনি বেড়ান নি।

[বাঁদিক দিয়ে তারা বেরিয়ে যায়]

ওয়াঙগেল ॥ [বাতপতাকার পাশে দাঁড়িয়ে] যাক, এখন কিছুক্ষণ আমরা দুজনে একলা থাকতে পারবো।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। আমার কাছে এসে বসো।

ওয়াঙগেল ॥ [ব'সে] চারপাশটা কী শান্ত। এখন আমরা কথা বলতে পারি।

এল-ইদা ॥ কী বিষয়ে ?

ওয়াঙগেল ॥ তোমার বিষয়ে—এবং আমাদের দুজনের বিষয়ে। আমার মনে হচ্ছে এভাবে চলতে পারে না।

এল-ইদা ॥ তাহলে, আর কীভাবে আমাদের চলা উচিত ?

ওয়াঙগেল ॥ পরস্পরের ওপরে অটুট বিশ্বাস। যেভাবে আমরা জীবন কাটাতাম ঠিক সেইভাবে জীবন কাটানো।

এল-ইদা ॥ হায়রে, তা যদি পারতাম। কিন্তু তা একেবারে অসম্ভব।

ওয়াঙগেল ॥ মনে হচ্ছে, তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ ; মাঝে মাঝে তুমি যা কর তা থেকেই আমার এই ধারণা হয়েছে।

এল-ইদা ॥ [বেশ ক্ষিপ্ত হয়েই] তুমি আদৌ বুঝতে পারছো না। ওকথা বলো না ; আমার কথা বুঝতে পারা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু আমি পারি। তোমার প্রকৃতিটা বড়ো ভালো. কোনো কিছুই তুমি লুকিয়ে রাখতে পারো না—তাছাড়া. তোমার আনুগত্যও···

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; আমারও তাই ধারণা।

ওয়াঙগেল ॥ সেইজন্যে. মাঝামাঝি কোনো সম্পর্কে তোমার মন ভরে না—তুমি চাও পুরোপুরি. তার মধ্যে যেন কোনো ফাঁক না থাকে।

এল-ইদা ॥ [আগ্রহের সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে] মানে ? কী বলছো ?

ওয়াঙগেল ॥ কারো দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হওয়ার মতো মানসিকতা তোমার নেই।

এল-ইদা ॥ একথা তুমি এখন বলছো কেন ?

ওয়াঙগেল ॥ এইরকম একটা ধারণা মাঝে মাঝে আমার হয় ; কিন্তু আজ সেটা আমি স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পেরেছি। আজ মেয়েরা যে বার্ষিকীর ব্যবস্থা করেছিল তার ফলে তোমার মনে হয়েছে যে ওর সঙ্গে আমারও একটা যোগসাজস রয়েছে···তা, সত্যি কথা বলতে কি কোনো মানুষই তার স্মৃতিগুলিকে নিছক অবান্তর ব'লে মুছে ফেলতে পারে না—অন্তত আমি তা পারি না—আমি সেভাবে তৈরী হই নি।

এল-ইদা ॥ আমি তা জানি। আমি তা খুব ভালো, ভালোভাবেই জানি।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তাহলেও, তোমার ধারণা ভুল। তোমার কাছে মনে হচ্ছে, মেয়েদের মা বেঁচেই আছে—যেন এখনও সে আমাদের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে—অদৃশ্যভাবে। তোমার মনে হচ্ছে তার আর তোমার মধ্যে আমার হৃদয়টা দু'ভাগে

ভাগ হ'য়ে গিয়েছে ; আর এই চিন্তাটা তোমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে। তোমার মনে হচ্ছে আমাদের মধ্যে যে সম্পর্ক সেটা অবৈধ। সেইজন্যে, আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে তুমি পারছো না—চাইছো না।

এল-ইদা ॥ [উঠে] তুমি তা বুঝতে পেরেছ ? এত স্পষ্টভাবে ?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ। অবশেষে আজই আমি সেটা আবিষ্কার করলাম—একেবারে।

এল-ইদা ॥ 'একেবারে' ? উঁহু। ওকথা তুমি ভাবতে পারো না।

ওয়াঙগেল ॥ [উঠে] প্রিয় এল-ইদা, আমি ভালোভাবেই জানি যে এর পেছনে আরো কিছু কারণ আছে।

এল-ইদা ॥ [উৎকণ্ঠার সঙ্গে] জানো ?

ওয়াঙগেল ॥ জানি। এটা সত্য যে এই জায়গাটাকে তুমি সহ্য করতে পারছো না। তোমার মনে হচ্ছে এই উঁচু পাহাড়গুলোই তোমাকে চারপাশ থেকে বন্ধ ক'রে রেখেছে : আর তারই ফলে, তুমি এত মনমরা হয়ে পড়েছ। তোমার যতটা আলো দরকার ততটা আলো এখানে নেই। আমাদের দিগন্ত এখানে খুবই সংকুচিত ; হাওয়া-বাতাস খুবই সামান্য। তোমার তাতে মন ভরে না।

এল-ইদা ॥ এটা তুমি খাঁটি কথা বলেছ···রাত-দিন, গ্রীষ্ম-শীত সব সময়েই সমুদ্র আমাকে আকর্ষণ করছে—সেই আকর্ষণকে এড়িয়ে থাকার শক্তি আমার নেই।

ওয়াঙগেল ॥ তাও আমি জানি, প্রিয় এল-ইদা। [তার মাথার ওপরে হাত রেখে] সেইজন্যেই তো বলছি এই অসুস্থ বালিকাটি আবার ফিরে যাবে তার নিজের বাড়িতে।

এল-ইদা ॥ অর্থাৎ ?

ওয়াঙগেল ॥ সোজা কথা—আমরা এখান থেকে চলে যাব।

এল ইদা ॥ চলে যাব ?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ। খোলা সমুদ্রের ধারে কোথাও। এমন কোনো জায়গায় যেখানে তোমার মনোমত একটি নীড় বাঁধতে পারবে তুমি।

এল-ইদা ॥ না, না। ওকথা বলো না। সে অসম্ভব। এখানে ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও তুমি কখনো সুখী হ'তে পারবে না।

ওয়াঙগেল ॥ না, না—ও কিছু নয়। তাছাড়া, তুমি কি মনে কর তুমি কাছে না থাকলে এখানেও আমি সুখী হ'তে পারবো ?

এল-ইদা ॥ আমি এখানে আছি—আর নিশ্চয় থাকবো। আমাকে বাদ দিয়ে তুমি নও।

ওয়াঙগেল ॥ আমি নয়, এল-ইদা ?

এল-ইদা ॥ ওসব কথা থাক। যা কিছুর জন্যেই তুমি বেঁচে আছ সব আছে এখানে—যা কিছু তুমি পেতে চাও সবই এখানে—এক কথায়, তোমার জীবনের সব কাজই এখানে।

ওয়াঙগেল ॥ তোমাকে আমি আগেই বলেছি—ওসব কথা নিয়ে তোমার বিব্রত হওয়ার দরকার নেই। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি—সমুদ্রের ধারে কোথাও। এর আর নড়চড় নেই, এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ কিন্তু তাতেই যে তোমার সুবিধে হবে এটা তুমি ভাবলে কেমন ক'রে?

ওয়াঙগেল ॥ তোমার স্বাস্থ্য ফিরবে—ফিরে পাবে তোমার মনের শান্তি।

এল-ইদা ॥ আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু তোমার কী হবে? তোমার কথাটাও ভাবো—তোমার লাভ কী হবে?

ওয়াঙগেল ॥ তোমাকে ফিরে পাবো।

এল-ইদা ॥ পাবে না, উঁহু; কিছুতেই পাবে না; ওয়াঙগেল। একথাটা ভাবতেই এত খারাপ লাগছে—ভাবলেও, বুকটা ভেঙে যায়।

ওয়াঙগেল ॥ ফিরে পাই কিনা দেখা যাক। এখানে থাকলে যদি তোমার এইরকম ধারণা হয় তাহলে এখান থেকে আমাদের চলে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই—আর তা যতটা তাড়াতাড়ি হয়। যাক, সব ঠিক হয়ে গেল, কেমন?

এল-ইদা ॥ না! তোমাকে আমার হয়ত সব ঘটনাই বলা ভালো—ঠিক যা ঘটেছিল।

ওয়াঙগেল ॥ বেশ—বল।

এল-ইদা ॥ শোনো, আমার কথা ভেবে ভেবে তুমি দুঃখ পাও তা আমি চাই নে—বিশেষভাবে, এতে যখন আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি কথা দিয়েছ যে সব ঘটনাই তুমি আমাকে বলবে—যেমনভাবে ঘটেছিল।

এল-ইদা ॥ আমি বলবো—যতটা বলা আমার সাধ্যের মধ্যে; এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি কী ভাবছি—এটা আমাকে কিভাবে কাবু করে তুলেছে। এস, আমার পাশে বসো।

[একটা পাথরের ওপরে তাঁরা বসেন]

ওয়াঙগেল ॥ এবার বলো।

এল-ইদা ॥ যেদিন সেখানে গিয়ে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে—আমি তোমাকে বিয়ে করবো কিনা—সেদিন তোমার প্রথম বিয়ের কথা তুমি আমাকে পরিষ্কার করে আর অকপটভাবেই বলেছিলে। সেই বিয়ে করে তুমি যে সুখী হয়েছিলে সেকথা বলতেও আমার কাছে তুমি কোনো সংকোচ বোধ কর নি।

ওয়াঙগেল ॥ সত্যিকার সুখীই আমি হয়েছিলাম।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; আমিও তা বিশ্বাস করি। সেইজন্যেই এটা এখন আমি বললাম না। সেই সময় আমিও যে তোমার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে কথা বলেছিলাম সেইটাই আমি কেবল তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। সেদিন আমি তোমাকে অকপটভাবেই বলেছিলাম যে একসময় আর একজনকে আমি ভালোবাসতাম—এবং

এটাও বলা যায় যে পরস্পরকে আমরা বিয়ে করবো বলেও কথা দিয়েছিলাম—একরকম।

ওয়াঙগেল ॥ 'একরকম' মানে?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, একরকম। কিন্তু সেটা খুব কম সময়ই স্থায়ী হয়েছিল। সে চলে গেল দূরে; আর তারই সামান্য কিছু পরে, এই অধ্যায়টি আমি শেষ করেছিলাম। সে সব কথাই তোমাকে আমি বলেছি।

ওয়াঙগেল ॥ ওসব কথা এখন আবার কেন বলছো বলতো? ব্যাপারটা যাই হোক, ওতে সত্যিই আমার উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো কিছু নেই। সেই ভদ্রলোক যে কে সেকথা তোমাকে কোনোদিনই আমি জিজ্ঞাসা করি নি।

এল-ইদা ॥ তা কর নি। এদিক থেকে তুমি সব সময় সুবিবেচনার কাজ করেছ।

ওয়াঙগেল ॥ [হেসে] অবশ্য তা যদি বল, এটা একটা কথার কথা—তাঁর নামটা অনুমান করা আমার পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

এল-ইদা ॥ তার নাম?

ওয়াঙগেল ॥ সেখানে, শোলভিকের আশেপাশে ভালোবাসার মতো মানুষ খুব একটা বেশি ছিল না—অথবা, বলতে পারি, একজনই ছিল।

এল-ইদা ॥ তোমার ধারণা আর্নহোম?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ···আমার ধারণা কি ভুল?

এল-ইদা ॥ ভুল।

ওয়াঙগেল ॥ ভুল!! তাহলে আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না—

এল-ইদা ॥ সেই শরৎকালে বড়ো একটা আমেরিকান জাহাজ কিছু মেরামতি কাজের জন্যে শোলভিকে এসেছিল—সেকথা কি তোমার মনে রয়েছে?

ওয়াঙগেল ॥ নিশ্চয় মনে আছে। সেই জাহাজেই একদিন সকালে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার মৃতদেহের ময়না তদন্ত করতে হয়েছিল আমাকে।

এল-ইদা ॥ সেকথা সত্যি।

ওয়াঙগেল ॥ তাকে হত্যা করেছিল সহকারী ক্যাপ্টেন।

এল-ইদা ॥ একথা তুমি বলতে পারো না—তার প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি।

ওয়াঙগেল ॥ সে সম্বন্ধে খুব একটা সন্দেহ ছিল না। তা না হলে, ওইভাবে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ডুবে সে আত্মহত্যা করবে কেন?

এল-ইদা ॥ ডুবে সে আত্মহত্যা করে নি; উত্তরদিকে একটা জাহাজ যাচ্ছিল। লুকিয়ে তারই ওপরে সে চ'ড়ে বসেছিল।

ওয়াঙগেল ॥ [অবাক হয়ে] একথা তুমি জানলে কেমন ক'রে?

এল-ইদা ॥ [একটু কষ্ট ক'রে] শোনো ওয়াঙগেল, এই সহকারী ক্যাপ্টেনকেই বিয়ে করার কথা ছিল আমার।

ওয়াঙগেল ॥ [লাফিয়ে উঠে] কী! কিন্তু এ কেমন ক'রে সম্ভব!

এল-ইদা ॥ কথাটা সত্যি। আসল মানুষ সে-ই।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু এল-ইদা! এ কাজ তুমি করতে পারলে কি করে? ওইরকম একটা লোককে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তুমি—একেবারে অপরিচিত একজন মানুষকে? তার নাম কী ছিল?

এল-ইদা ॥ সেই সময় নিজেকে ডাকত সে ফ্রিম্যান ব'লে। পরে যে সব চিঠি সে লিখেছিল সেগুলিতে সে সই করেছিল অ্যালফ্রেড জনস্টন নামে।

ওয়াঙগেল ॥ তার দেশ কোথায় ছিল?

এল-ইদা ॥ ফিনমার্কে—সেই কথাই সে বলেছিল। কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল ফিনল্যাণ্ডে। শৈশবে সে ফিনল্যাণ্ডের সীমান্ত ছেড়ে চলে এসেছিল—মনে হয় তার বাবার সঙ্গে।

ওয়াঙগেল ॥ তাহলে সে একজন 'কেভিন'?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; ওদের ওই নামেই ডাকা হয়।

ওয়াঙগেল ॥ তার সম্বন্ধে তুমি আর কী জানো?

এল-ইদা ॥ যৌবনেই সে সমুদ্রে চাকরি নিয়েছিল। জাহাজে ক'রে সে ঘুরে বেড়াত দূর থেকে দূরান্তে। এইটুকু মাত্র।

ওয়াঙগেল ॥ ব্যস?

এল-ইদা ॥ ওইটুকুই। তাছাড়া—ওসব বিষয় নিয়ে আমরা কোনো আলোচনাও করতাম না।

ওয়াঙগেল ॥ তাহলে, কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে?

এল-ইদা ॥ বেশির ভাগ সময়েই সমুদ্র নিয়ে……

ওয়াঙগেল ॥ ও! সমুদ্র?

এল-ইদা ॥ সমুদ্রের ঝড় নিয়ে…শান্ত সমুদ্র নিয়ে…সমুদ্রের বুকে অন্ধকার রাত্রিগুলি নিয়ে; আর সূর্যের কিরণে ঝলমল করা সমুদ্রের তরঙ্গ নিয়ে। বেশির ভাগ সময়ে আমরা আলোচনা করতাম তিমি মাছ আর শুশুকদের কথা, আর দুপুরে পাথরের ওপরে শুয়ে রোদ-পোহানো সিলদের কথা। গাংচিল আর নানান রকমের সামুদ্রিক পাখিদের নিয়ে……আর সবচেয়ে অদ্ভুত কথাটা কী জানো? এইসব কথা বলতে বলতে মনে হতো ওইসব পাখি আর জন্তুদের সঙ্গে সে-ও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ওয়াঙগেল ॥ আর তুমি?

এল-ইদা ॥ আমি? মনে হতো আমিও তাদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছি।

ওয়াঙগেল ॥ বুঝেছি…আর সেইজন্যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলে তুমি?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। সে বলেছিল আমাকে বিয়ে করতেই হবে।

ওয়াঙগেল ॥ 'করতেই হবে'? তোমার নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব বা স্বাধীন ইচ্ছা তখন ছিল না?

এল-ইদা ॥ না। তার কাছে থাকার সময় সবকিছু আমি হারিয়ে ফেলতাম। পরে জিনিসটাকে ছেলেমানুষী ব'লে মনে হতো আমার।

ওয়াঙগেল ॥ তার সঙ্গে তুমি অনেকদিন ধ'রে মেলামেশা করেছিলে বুঝি?

এল-ইদা ॥ না, খুব বেশি একটা নয়। একদিন জাহাজ থেকে সে লাইটহাউস দেখতে এসেছিল। সেই সময়েই তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তারপরে, দু'একবার আমাদের দেখা হয়েছিল। তারপরে, ওই ক্যাপ্টেনকে খুন করার ঝামেলাটা বাঁধলো; ফলে, তাকে চলে যেতে হলো।

ওয়াঙগেল ॥ বুঝেছি। আরো কিছু বল।

এল-ইদা ॥ একদিন খুব সকালে, তখনও আলো ফুটে নি, তার ছোটো একটা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে ব্রাথাম্মারে আমাকে তক্ষুণি তার কাছে যেতে হবে। জায়গাটা কোথায় তা তুমি নিশ্চয় জানো—শোলভিক আর লাইটহাউসের মাঝামাঝি ব-দ্বীপে।

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ; আমি জানি।

এল-ইদা ॥ সে লিখলো—আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

ওয়াঙগেল ॥ আর তুমি অমনি চলে গেলে?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। না গিয়ে পারি নি···আর সেইখানেই সে আমাকে বললো যে ক্যাপ্টেনকে সে খুন করেছে সেই রাত্রে।

ওয়াঙগেল ॥ এই কথাই সে বলেছিল? স্বীকার করেছিল অকপটভাবে?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। কিন্তু সে আমাকে বলেছিল যা ন্যায়সঙ্গত আর উচিত কাজ তাই সে করেছে।

ওয়াঙগেল ॥ 'ন্যায়সঙ্গত আর উচিত'? তাহলে, কেন সে ক্যাপ্টেনকে খুন করেছিল?

এল-ইদা ॥ সেকথা সে আমাকে বলতে চায় নি; তার মতে সেকথা শোনা আমার উচিত নয়।

ওয়াঙগেল ॥ আর তুমি তা বিশ্বাস ক'রে নিয়েছিলে?

এল-ইদা ॥ তাকে যে বিশ্বাস করা উচিত নয় সেকথাটা তখন আমার মনে হয় নি। কিন্তু যাই হোক, তাকে চলে যেতে হয়েছিল। তারপরে, ঠিক বিদায় নেওয়ার আগের মুহূর্তে সে যে কাজটি করলো তা তুমি ভাবতেও পারবে না।

ওয়াঙগেল ॥ তাই বুঝি? তাহলে বলো।

এল-ইদা ॥ সে তার পকেট থেকে একটা হার বার করলো, তার হাতে একটা আংটি থাকতো। সেটাকে সে টেনে খুলে নিলে। আমার আঙুল থেকে খুলে নিলে আমার আংটিটা। দুটো আংটিকে সে সেই হারটা দিয়ে বাঁধলো। তারপরে বললো সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হতেই হবে।

ওয়াঙগেল ॥ বিয়ে···?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; ওইকথাই সে বললো। তারপরে হারে বাঁধা সেই দুটো আংটি সে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের মধ্যে যত জোরে পারে।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু এল-ইদা—তুমি রাজি হয়েছিলে ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। ব্যাপারটা কী জানো ? সেই সময়ে মনে হয়েছিল কাজটা ঠিকই হচ্ছে। এবং তারপরে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে চলে গেল।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তারপরে ?

এল ইদা ॥ তারপরেই আমি ধাতস্থ হলাম—সেবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমি বুঝতে পারলাম সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর—একটা উন্মত্ততা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তুমি চিঠির কথা বলছিলে। সুতরাং তারপরেও তুমি তার সংবাদ পেয়েছিলে ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। পেয়েছিলাম। প্রথম কয়েক ছত্র তার পেলাম আর্কেঞ্জেল থেকে। তাতে শুধু লেখা ছিল সে আমেরিকার দিকে যাচ্ছে। কোথায় তাকে চিঠি দেব সে ঠিকানাও সে আমাকে দিয়েছিল।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি চিঠি দিয়েছিলে ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য সেই চিঠিতে আমি লিখেছিলাম যে আমাদের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়েছে ; এবং আমার সম্বন্ধে সে যেন আর কিছু না ভাবে ; আমিও তার সম্বন্ধে আর আর কিছু ভাববো না।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তারপরেও সে চিঠি দিয়েছিল ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, আবার দিয়েছিল।

ওয়াঙগেল ॥ এবং তোমার ওই চিঠির সে কী উত্তর দিয়েছিল ?

এল-ইদা ॥ একটি কথাও না। পড়ে মনে হলো, তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ছিল তাতে এতটুকু চিড় খায় নি। যেন কোথাও কিছু হয়নি এইভাবে ঠাণ্ডা মাথায় শান্তভাবে সে লিখলো তার জন্য আমাকে প্রতীক্ষা করতে হবে। কখন তার সময় হবে সেকথা সে আমাকে লিখবে। আর চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে চলে যেতে হবে আমাকে।

ওয়াঙগেল ॥ সে তোমাকে ছাড়বে না ?

এল-ইদা ॥ না। সেইজন্যে, আবার তাকে আমি লিখলাম—সেই আগের কথাগুলিই—কোনো শব্দই বাদ না দিয়ে, বরং একটু বেশি কড়া করে।

ওয়াঙগেল ॥ এতে কাজ হয়েছিল ?

এল-ইদা ॥ না—না। আদৌ না। সেই আগের মতোই নিরুত্তাপ ভাষায় সে জবাব দিলে। তার মধ্যে আমি যে তার সঙ্গে কাট ছাঁট করে ফেলেছি সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই। সেইজন্যে আমি ভাবলাম তাকে চিঠি দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। তাই তাকে আর কোনো চিঠি আমি দিই নি।

ওয়াঙগেল ॥ এবং তার আর কোনো সংবাদও তুমি পাও নি ?

এল-ইদা ॥ পেয়েছি—তিনবার। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে একবার, চীন থেকে একবার ; শেষ চিঠিটা পেয়েছি অস্ট্রেলিয়া থেকে। শেষ চিঠিতে সে আমাকে লিখেছিল যে সে সোনার খনিতে যাচ্ছে। কিন্তু তার পর থেকে আর কোনো চিঠি আমি পাই নি।

ওয়াঙগেল ॥ তোমার ওপরে লোকটি যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা সত্যিই বিস্ময়কর।

এল-ইদা ॥ অবিকল……ভয়ঙ্কর !

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু এখন তার কথা আর তুমি কিছুতেই চিন্তা করতে পারবে না, প্রিয় এল-ইদা। আমাকে কথা দাও। এখন তোমাকে সুস্থ করার চেষ্ট আমাদের অবশ্যই করতে হবে। বিশুদ্ধ বাতাস—এই অন্তরীপের ওপরে যে বাতাস বইছে তার চেয়েও বিশুদ্ধ—নোনা, বিশুদ্ধ, সমুদ্রের বাতাস। কী বল ?

এল-ইদা ॥ না, না—ওরকম কথা বলো না। ওরকম কোনো চিন্তাও মনে স্থান দিয়ো না তুমি। ওতে আমার কোনো উপকার হবে না। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এটাকে আমি কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারবো না—না, সেখানেও না।

ওয়াঙগেল ॥ আচ্ছা, ব্যাপারটা কী বল তো ?

এল-ইদা ॥ আমি বলতে চাচ্ছি এই ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে। এই দুর্বোধ্য শক্তিটাকে—যেটা দিয়ে সে আমাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে !…

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু সেটাকে তো তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েছো—অনেকদিন আগেই। সেই যখন তুমি তার সঙ্গে কাটছাঁট করে ফেলেছিলে। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল।

এল-ইদা ॥ [চমকে] উহুঁ ! সেই কথাটা বলছি। একেবারে কাটছাঁট হয় নি।

ওয়াঙগেল ॥ হয় নি ?

এল-ইদা ॥ না, ওয়াঙগেল। একেবারে হয় নি। আমার ভয় হচ্ছে কোনোদিন হয়ত তা হবেও না—যতদিন আমি বাঁচবো।

ওয়াঙগেল ॥ [রুদ্ধকণ্ঠে] এই কথাই কি তুমি বলতে চাও কে তোমার মনের অন্তস্থল থেকে সেই অপরিচিত মানুষটিকে তুমি কোনোদিন ভুলতে পারবে না ?

এল-ইদা ॥ আমি তাকে ভুলে গিয়েছিলাম ; কিন্তু তারপরে, মনে হচ্ছে—সে যেন ফিরে এসেছিল।

ওয়াঙগেল। কখন ?

এল-ইদা ॥ আজ থেকে বছর তিনেক আগে। একটু আগেও হ'তে পারে। যখন আমি সন্তান-সম্ভবা হয়েছিলাম।

ওয়াঙগেল ॥ তখন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এল-ইদা ; এখন আমি ধীরে ধীরে অনেক কিছুই বুঝতে পারছি।

এল-ইদা ॥ তুমি ভুল করছো, প্রিয়তম। আমার কী হয়েছিল আমার ধারণা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কেউ তা বুঝতে পারবে না।

ওয়াঙগেল ॥ [ক্লিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] আর এই শেষ তিনটে বছর আর একজনকে তুমি ভালোবেসে এসেছ এটা ভাবতেও কেমন লাগছে। আমাকে মোটেই নয়—অন্য একজনকে !

এল-ইদা ॥ না, না—তুমি ভুল করছো ! তোমাকে ছাড়া কাউকেই আমি ভালো-বাসি না। •

ওয়াঙগেল ॥ [শান্তভাবে] তাহলে, এই ক'বছর আমার সঙ্গে তুমি আমার স্ত্রীর মতো বাস করছো না কেন ?

এল-ইদা ॥ কারণ—ভয়···সেই অপরিচিত লোকটির ভয়।

ওয়াঙগলে ॥ ভয়··· ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, ভয় ! সেই ভয়টা এত ভয়ংকর যে আমার মনে হচ্ছে সেটা কেবল সমুদ্র থেকে আসতে পারে। কারণ, ওয়াঙগেল. এখন তোমাকে আমি বলবো—

[শহরের যুবক যুবতীরা বাঁদিক থেকে ভেতরে এসে ঢুকলো, তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেল ডানদিক দিয়ে। তাদের সঙ্গে এলো আর্নহোম, বোলেত্তা, হিলদা আর লিঙ্গসত্রানদ ।]

বোলেত্তা ॥ [যেতে যেতে] এ কী ব্যাপার ! তোমরা এখনও এখানে বসে আছ ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; জায়গাটা বেশ সুন্দর আর ঠাণ্ডা।

আর্নহোম ॥ নাচার জন্যে আমরা নীচে যাচ্ছি।

ওয়াঙগেল ॥ চমৎকার ; আমরাও নামছি তাড়াতাড়ি।

হিলাদ ॥ বিদায়।

এল-ইদা ॥ মিঃ লিঙ্গসত্রানদ—এক মিনিট··

[লিঙ্গসত্রানদ অপেক্ষা করে। বাকি সবাই ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

এল-ইদা ॥ [লিঙ্গসত্রানদকে] আপনিও কি নাচতে যাচ্ছেন ?

লিঙ্গস ॥ না ; মিসেস ওয়াঙগেল। মনে হচ্ছে না নাচাই আমার পক্ষে ভালো।

এল-ইদা ॥ ঠিক কথা। আপনার সাবধানে থাকা উচিত। আপনার ওই বুকের জন্যে বলছি—ওটা এখনও সারে নি।

লিঙ্গস ॥ না ; একেবারে সারেনি।

এল-ইদা ॥ [একটু ইতস্তত ক'রে] কতদিন আগে আপনি সেই সমুদ্রে যাচ্ছিলেন ?

লিঙ্গস ॥ আমার বুকে ক্ষতটা কখন হয়েছিল ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। যে সমুদ্রযাত্রার কাহিনী আজ সকালে আমাদের আপনি বলছিলেন।

লিঙ্গস ॥ ও—এই ধরুন -দাঁড়ন, দাঁড়ান—হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে—তা বছর তিনেক হলো।

এলা-ইদা ॥ তিন বছর···

লিঙ্গস ॥ অথবা, সামান্য কিছু বেশি। ফেব্রুয়ারী মাসে আমরা আমেরিকা ছাড়লাম ; আর মার্চ মাসে আমাদের জাহাজ ডুবলো। ঝড়ে পড়লাম আমরা বসন্তকালে।

এল-ইদা ॥ [ওয়াঙগেলের দিকে তাকিয়ে] ঠিক ওই সময়েই যখন…

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু প্রিয় এল-ইদা—

এল-ইদা ॥ ঠিক আছে ; মিঃ লিঙ্গসত্রানদ, আপনার আর সময় নষ্ট করবো না। আপনি আসুন। কিন্তু নাচবেন না।

লিঙ্গস ॥ না। আমি কেবল দাঁড়িয়ে দেখবো। [বেরিয়ে যায়]

ওয়াঙগেল ॥ প্রিয় এল ইদা, তুমি ওঁকে সেই সমুদ্রযাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে কেন ?

এল-ইদা ॥ আমি নিশ্চিত যে সেই জাহাজে জনস্টন ছিল।

ওয়াঙগেল ॥ একথা তোমার মনে হলো কেন ?

এল-ইদা ॥ [তাঁর কথার উত্তর না দিয়ে] সমুদ্রযাত্রার সময় সে আবিষ্কার করেছিল যে তার অনুপস্থিতিতে আমি আর একজনকে বিয়ে করেছি। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই এটা আমাকে গ্রাস করেছে।

ওয়াঙলেন ॥ এই আতংক ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ। আমি তাকে হঠাৎ দেখতে পাই—ওই ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সশরীরে ; ঠিক আমার সামনে…অথবা, একটু এপাশে। সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখে না—শুধু দাঁড়িয়ে থাকে— ওইখানে।

ওয়াঙগেল ॥ কেমন দেখতে লোকটি ?

এল-ইদা ॥ শেষবার যখন তাকে আমি দেখেছিলাম সেইরকম।

ওয়াঙগেল ॥ দশ বছর আগে।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ— সেই ব্রাথাম্মারে। আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি তাঁর টাই বাঁধার পিনটাকে। তার ভেতরে একট দুধের মতো সাদা বড়ো মুক্তো। মনে হয় মরা মাছের মতো সেটা আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে থাকে।

ওয়াঙগেল ॥ হায় ঈশ্বর ! আমি যা ভেবেছিলাম এখন দেখছি তার চেয়ে তুমি অনেক বেশি অসুস্থ। কতটা, তা তুমি নিজেই বুঝতে পারছো না।

এল-ইদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারছি। সম্ভব হলে, তুমি আমাকে সাহায্য কর। মনে হচ্ছে একটু একটু করে ও আমাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে।

ওয়াঙগেল ॥ আর এইভাবে পুরো তিনটে বছর ধরে তুমি কষ্ট পাচ্ছে—একা একা সকলের অগোচরে। সেকথা আমাকে কোনোদিন তুমি বল নি ?

এল-ইদা ॥ বলতে পারি নি। কেবল এখনই তোমাকে বললাম—তোমার নিজের জন্যে। আগে বলতে হলে তোমাকে বলতে হতো—যা বলা যায় না…

ওয়াঙগেল ॥ যা বলা যায় না ?

এল-ইদা ॥ না, না—আমাকে কোনো প্রশ্ন করো না। আর একটা জিনিস ; আর এটাই শেষ। ওয়াঙগেল—শিশুটির চোখের রহস্যকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি ?

ওয়াঙগেল ॥ প্রিয়তমে, আমি তো সত্যি সত্যিই বলছি এটা তোমার কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। শিশুর চোখদুটি ছিল একেবারে স্বাভাবিক—অন্য যে কোনো শিশুর চোখের মতোই।

এল-ইদা ॥ না। সেরকম ছিল না। নিশ্চয় তুমি তা লক্ষ্য করেছ। সমুদ্রের রঙ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের রঙ-ও বদলাতো। অন্তরীপ যখন থাকতো শান্ত, আর রোদে ঝলোমলো তখন তার চোখ দুটিও হতো সেইরকম। কিন্তু সমুদ্রে যখন ঝড় উঠতো—উঃ! আমি দেখেছি—তুমি যদি দেখে না-ও থাকো।

ওয়াঙগেল ॥ [ঠাট্টা করে] বেশ, তাই না হয় হলো, তাতে কী হয়েছে?

এল-ইদা ॥ [শান্তভাবে, কাছে এগিয়ে এসে] ও চোখ আমি আগেও দেখেছি।

ওয়াঙগেল ॥ তাই বুঝি? কোথায়?

এল-ইদা ॥ ব্রাথাম্মারে, দশ বছর আগে।

ওয়াঙগেল ॥ [একটু নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে] কী বললে?

এল-ইদা ॥ [কাঁপতে কাঁপতে ফিসফিস ক'রে] ছেলেটা চোখ দুটো পেয়েছিল সেই অপরিচিত লোকটির।

ওয়াঙগেল ॥ [অজ্ঞাতসারেই একটু গোঙিয়ে] এল-ইদা···

এল-ইদা ॥ [মরিয়ার মতো নিজের হাত দুটো দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করতে করতে] এখন বুঝতে পারছো কেন আমি তোমার—তোমার সঙ্গে স্ত্রীর মতো বাস করতে সাহস পাইনে। [হঠাৎ ঘুরে ডানদিকের ঢাল দিয়ে দৌড়ে নিচের দিকে নেমে যায়]

ওয়াঙগেল ॥ [তার পিছু পিছু ডাকতে ডাকতে ছুটেন] এল-ইদা! বেচারা এল-ইদা!

তৃতীয় অংক

ডঃ ওয়াঙগেলের বাগানের একটি দূরবর্তী নির্জন অংশ। মাটি ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, জলাভূমি, পুরানো গাছে ভরা। ডানদিকে একটি অন্ধকার পুকুরের পাড় দেখা যাবে। বাগান আর পায়ে চলা রাস্তার মাঝখানে জংলী গাছের একটা বেড়া। পশ্চাৎপটে অন্তরীপ। সেই অন্তরীপের ওধারে অনেক দূরে পাহাড়ের খাদ আর চূড়াগুলিতে দেখা যাচ্ছে। শেষ অপরাহ্ন—প্রায় সন্ধ্যা।

[বাঁদিকে একটা পাথরের ওপরে ব'সে বোলেত্তা সেলাই করছে। পাশে তার কয়েকখানা বই। সেগুলির ওপরে একটা বাস্কেট। মাছধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে আছে হিলদা আর লিঙ্গসত্রানদ।]

হিলদা ॥ [লিঙ্গসত্রানদকে আকারে ইঙ্গিতে] নড়বেন না—আমি একটা বড়ো মাছ দেখতে পাচ্ছি।

লিঙ্গস ॥ [তাকিয়ে] কোথায় ?

হিলদা ॥ [আঙুল দিয়ে দেখিয়ে] দেখতে পাচ্ছেন না ? এইতো ওখানে। যা বাব্বা ; ওই আর একটা। [গাছগুলির ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে] কী বিপদ ! এখন উনি আসছেন ; আর মাছগুলো সব ভয়ে পালিয়ে যাবে !

বোলেত্তা ॥ [মুখ তুলে] কে ?

হিলদা ॥ তোমার হেডমাস্টার, বৎসে।

বোলেত্তা ॥ আমার ?

হিলদা ॥ আলবাৎ। আমার উনি কোনোদিন মাস্টার ছিলেন না।

আর্নহোম ॥ [ডানদিক থেকে, গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এসে] এই পুকুরে এখনও মাছ আছে নাকি ?

হিলদা ॥ আছে ; কতগুলো বড়ো পোনামাছ—অনেকদিনকার।

আর্নহোম ॥ সে কি। ওগুলো এখনও বেঁচে আছে ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ। ওরা হচ্ছে সত্যিকার প্রবীণ ; কিন্তু কয়েকটাকে পাকড়ানোর চেষ্টা করছি আমরা।

আর্নহোম ॥ খোলা সমুদ্রে গিয়ে ছিপ ফেললে ভালো করতে।

লিঙ্গস ॥ উঁহু ! পুকুরই ভালো। বলতে গেলে পুকুরেই বেশি রহস্য লুকানো আছে।

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; পুকুরের আকর্ষণটাই বেশি। আপনি কি এইমাত্র সমুদ্রে গিয়েছিলেন ?

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ ; আমি এইমাত্র স্নানের ঘাট থেকে আসছি।

হিলদা ॥ আশা করি আপনি নিশ্চয় জলের মধ্যেই বসেছিলেন ?

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ। আমি খুব ভালো সাঁতার জানি নে।

হিলদা ॥ আপনি পিঠ সাঁতার দিতে পারেন ?

আর্নহোম ॥ না।

হিলদা ॥ আমি পারি। [লিঙ্গসত্রানদকে] চলুন, ওদিকে দেখি।

[পাড় দিয়ে তারা ডানদিকে চলে যায়]

আর্নহোম ॥ [বোলেত্তার কাছে গিয়ে] বোলেত্তা, তুমি দেখছি একাই বসে আছ ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ। একাই সাধারণত আমি বসে থাকি।

আর্নহোম ॥ তোমার মা বাগানে নেই ?

বোলেত্তা ॥ না। বাবার সঙ্গে সম্ভবত তিনি বেড়াতে বেরিয়েছেন।

আর্নহোম ॥ এবেলা তিনি কেমন আছেন ?

বোলেত্তা ॥ আমি ঠিক জানি নে! জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছি।

আর্নহোম ॥ ওই বইগুলি কি ?

বোলেত্তা ॥ একটা গাছপালার ওপরে লেখা। আর একটা ভূগোল।

আর্নহোম ॥ এইসব বই পড়তে তোমার ভালো লাগে ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ। সময় পেলেই পড়ি। তবে অবশ্য ঘরসংসারের কাজ আগে।

আর্নহোম ॥ কিন্তু তোমার মা—মানে, সৎমা—সংসারের কাজে তোমাকে সাহায্য করেন না ?

বোলেত্তা ॥ না। ওটা আমার কাজ। বাবা যখন একা ছিলেন সেই দুটো বছর আমাকে ঘর সংসারের সব কাজ করতে হতো। সেকাজ এখনও আমাকে করতে হয়।

আর্নহোম ॥ কিন্তু আগের মতো এখনও তোমার পড়তে ভালো লাগে ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ; ভাল বই পেলেই আমি তা পড়ি। বাইরের জগতে কী ঘটেছে সে সব বিষয়ে কিছু জানার আমার বড়ে ইচ্ছে হয়। বাইরের জগৎ থেকে এখানে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি। মানে, একেবারে।

আর্নহোম ॥ একথা বলো না, প্রিয় বোলেত্তা।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু কথাটা সত্যি। ওই পুকুরের ভেতরে পোনামাছগুলো যেভাবে বেঁচে থাকে আমরাও এখানে সেইভাবেই বেঁচে রয়েছি। ওদের খুব কাছেই অন্তরীপ। সেখানে হাজার হাজার মাছ ঝাঁক বেঁধে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে, আবার খেয়ালখুশিমতো বেরিয়ে যায়: কিন্তু পোষা গৃহপালিত ওই বেচারা মাছগুলি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তাদের সঙ্গে ওরা কোনোদিনই যোগ দিতে পারে না।

আর্নহোম ॥ সমুদ্রে গিয়ে ওদের যে বিশেষ লাভ হবে না আমার মনে হয় না।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু এর চেয়ে খারাপ কিছু হবে না। তাই তো আমার ধারণা।

আর্নহোম ॥ তাছাড়া, তোমরা যে সত্যি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছ সে কথা তুমি বলতে পারো না ; অন্তত, গ্রীষ্মের সময়। সত্যি বলতে কি, জায়গাটা তো আজকাল দেখছি বাইরের জগতের সৌখীন মানুষদের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এত মানুষ এখানে আসা-যাওয়া করে যে এটা একটা জংশন হয়ে উঠেছে।

বোলেত্তা ॥ [হেসে] হ্যাঁ, তাই বটে! আপনারা সব কেবল আসা-যাওয়া করেন কি না তাইতো আমাদের দিয়ে আপনারা এত সহজে ঠাট্টা করতে পারেন।

আর্নহোম ॥ আমি? ঠাট্টা করি? একথা তোমার মনে হলো কেন?

বোলেত্তা ॥ এই যে বাইরের সৌখীন জগতের মিলনক্ষেত্র বললেন। বললেন, এটা যেন একটা জংশন! এসব কথা আপনি কেবল লোকের মুখে শুনেছেন— এখানে যারা আসে তাদের মুখে। তারা সব সময় এইরকম কথাই বলে।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ ; তা আমি শুনেছি- স্বীকার করছি।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু আপনি জানেন এটা সত্যি নয়—সারা বছর যারা এখানে থাকে সেই আমাদের কাছে। মধ্যরাত্রির সূর্যকে দেখার জন্যে বিরাট বিশ্বের মানুষ যদি এখান দিয়ে যাতায়াত করে তাতে আমাদের লাভটা কী? তাদের সেই আনন্দে আমরা যোগ দিতে পারি নে। আমাদের জন্যে নিশ্চয় কোনো মধ্যরাত্রির সূর্য নেই। উঁহু! আমাদের জীবন ওই ডোবার মধ্যে বেঁচে থাকা পোনামাছের জীবনের মতো।

আর্নহোম ॥ [তার পাশে ব'সে] বোলেত্তা, লক্ষ্মীটি বলতো, এখানে এমন কিছু —মানে, বিশেষ কিছু কি নেই—যার জন্যে তুমি এখানে বাড়িতে থাকতে চাও?

বোলেত্তা ॥ নিশ্চয় আছে—সম্ভবত আছে।

আর্নহোম ॥ সেটি কী? কোন্‌টা তুমি বিশেষভাবে পেতে চাও?

বোলেত্তা ॥ বিশেষভাবে চাই এখান থেকে চলে যেতে।

আর্নহোম ॥ এর চেয়ে বড়ো চাওয়া আর কিছু তোমার নেই?

বোলেত্তা ॥ আছে। বেরিয়ে গিয়ে আরও সামান্য কিছু জানা—সত্যি সবকিছুর কিছু কিছু।

আর্নহোম ॥ তোমাকে আমি যখন পড়াতাম তখন তোমার বাবা প্রায়ই বলতেন তোমাকে কলেজে পড়ানো উচিত।

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ ; বেচারা! ওরকম অনেক কথাই তিনি বলেন। কিন্তু আসল কাজের সময় এলে বাবার তখন নড়ে-বসার শক্তি থাকে না।

আর্নহোম ॥ না। আমারও তাই ধারণা। তাঁর কোনো শক্তি থাকে না। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কি তোমার সঙ্গে কোনো আলাপ করেন নি? সত্যি—সত্যি?

বোলেত্তা ॥ উঁহু! সত্যি সত্যি কোনো আলাপ আমা দর হয় নি।

আর্নহোম ॥ কিন্তু তোমার করা উচিত—খুব দেরি হওয়ার আগে। করো না কেন?

বোলেত্তা ॥ হয়ত, আমার নিজের দিক থেকেও বিশেষ একটা তাগিদ পাই নে। এদিক থেকে আমি বাবার মতোই।

আর্নহোম ॥ হুম ! এর ফলে, নিজের ওপরে তুমি কি অবিচার করছো না ?

বোলেত্তা ॥ দুর্ভাগ্যবশত, না। তাছাড়া, আমার সম্বন্ধে, আমার ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কিছু ভাবার সময় বাবারও নেই—খুব একটা ইচ্ছেও নেই। পারলে, এসব সমস্যা তিনি এড়িয়েই যান। এল-ইদাকে নিয়েই তাঁর সমস্ত সময়টা কেটে যায়।

আর্নহোম ॥ নিয়ে··· ? কেমন ক'রে ?

বোলেত্তা ॥ আমি বলছি বাবা আর সৎমা—[ভেঙে প'ড়ে] আপনি দেখতেই পাচ্ছেন বাবা আর মা তাঁদের নিজের জগতে বাস করেন।

আর্নহোম ॥ সেইজন্যই তো এখান থেকে তোমার সরে যাওয়া বেশি দরকার।

বোলেত্তা ॥ দরকার তো বুঝতে পাচ্ছি ; কিন্তু ওকাজ করার কোনো অধিকার আমার নেই—বাবাকে ছেড়ে যাওয়ার।

আর্নহোম ॥ কিন্তু প্রিয় বোলেত্তা, যাই বল না কেন, একসময় তাঁকে ছেড়ে তোমাকে চলে যেতেই হবে। সেইজন্যে আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি তুমি চলে যেতে পারো ততই তোমার মঙ্গল।

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ ; আমার ধারণা, ও ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। আমার নিজের কথাটাও ভাবতে হবে। যা হোক একটা চাকরি আমাকে খুঁজে নিতেই হবে। বাবা মারা গেলে নির্ভর করার মতো আর কেউ থাকবে না।··· কিন্তু বেচারা ! বাবাকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবলেই আমি কেমন যেন ভয় পেয়ে যাই।

আর্নহোম ॥ ভয় ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ ; তাঁরই জন্যে।

আর্নহোম ॥ কিন্তু হায় ভগবান ! একী বলছো তুমি ? তোমার তো সৎমা আছেন। তিনি তাঁর কাছে থাকবেন।

বোলেত্তা ॥ তা অবশ্য সত্যি ; তবে মা যে-সব কাজ ভালোভাবে করতেন সেগুলি তেমনভাবে করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি তাঁর নজরে পড়ে না—বা, হয়ত, নজর নিতে চান না।

আর্নহোম ॥ হুম·· মনে হচ্ছে, তোমার কথটা আমি বোধ হয় বুঝতে পারছি।

বোলেত্তা ॥ বেচারা বাবা ! কিছু কিছু ব্যাপারে তিনি খুবই দুর্বল—হয়ত আপনি তা লক্ষ্য করেছেন। সারাদিন যে ব্যস্ত থাকবেন সেরকম যথেষ্ট কাজ-ও তাঁর নেই। আর সৎমাও যে তাঁকে সাহায্য করবেন সে-সাধ্যও তাঁর একেবারে নেই,···যদিও এর জন্যে দায়ী একমাত্র বাবাই।

আর্নহোম ॥ অর্থাৎ ?

বোলেত্তা ॥ বাবা চান সবাই বেশ হাসিখুসি ঘুরে বেড়াবে। তিনি বলেন সংসারে থাকবে রোদের মতো ঝলমলে মুখ আর আনন্দ। সেইজন্যে মাকে প্রায় তিনি ওষুধ দেন ; তার ফলে, পরিশেষে তাঁর খারাপই হচ্ছে।

আর্নহোম ॥ সত্যিই ! তাই কি তোমার মনে হয় ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ ; এ ছাড়া অন্য কোনো ধারণা আমার হয় না। মাঝে মাঝে মা বেশ অদ্ভুত ব্যবহার করেন। [বেশ জোরে] কিন্তু বাড়িতে বাবাকে কেউ দেখার নেই বলে আমাকে এই ঘরে পড়ে থাকতে হবে এতে আমি কি নিজের প্রতি অবিচার করছি না ? নিজের ওপরেও আমার একটা কর্তব্য রয়েছে ; আর আমি তাই মনে করি।

আর্নহোম ॥ প্রিয় বোলেত্তা, এটা নিয়ে আমরা দুজনে কিছু কথা বলতে চাই।

বোলেত্তা ॥ কথা বলে আর কী হবে ? আমাকে এখানেই থাকতে হবে ওই পচা পুকুরে মাছের মতো।

আর্নহোম ॥ আদৌ না, তবে থাকা না-থাকা নির্ভর করছে তোমার ওপরে।

বোলেত্তা ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] তাই ?

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ, সত্যি বলছি সবটাই রয়েছে তোমার হাতের মধ্যে।

বোলেত্তা ॥ হায়রে, সত্যি যদি তাই হতো ? আপনি কি বাবাকে আমার সম্বন্ধে কিছু বলবেন ?

আর্নহোম ॥ অবশ্যই বলবো। কিন্তু প্রিয় বোলেত্তা, তার আগে তোমার সঙ্গে আমি খোলাখুলিভাবে কিছু কথা বলতে চাই। [বাঁদিকে তাকিয়ে] শ-স্-স। কিছু বলো না। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আলাপ করবো।

[বাঁদিক থেকে এল-ইদা হাজির হয়। তার মাথায় কোনো টুপী নেই, মাথা আর কাঁধ দুটোর ওপরে একটা শাল জড়ানো]

এল-ইদা ॥ [একটা অস্থির উদ্দীপনায় সঙ্গে] ওঃ ! কী সুন্দর জায়গাটা – সত্যিই বড়ো সুন্দর।

আর্নহোম ॥ [উঠে] বেড়াতে বেরিয়েছিলেন বুঝি ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; ওয়াঙগেলের সঙ্গে চমৎকার বেড়িয়ে এসেছি, এখন আমরা সমুদ্রে যাব।

বোলেত্তা ॥ বসবে না ?

এল-ইদা ॥ না, ধন্যবাদ। বসবো না।

বোলেত্তা ॥ [একপাশে সরে] এখানে অনেক জায়গা আছে।

এল-ইদা ॥ [পায়চারি করতে করতে] না, না—বসতে পারবো না ; সত্যিই পারবো না।

আর্নহোম ॥ বেড়াতে গিয়ে বেশ ভালোই হয়েছে—বেশ হাসিখুসি দেখাচ্ছে।

এল-ইদা ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমার খুব ভালো লাগছে—আমি খুব খুশি—খুব নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে আমার ! [বাঁদিকে তাকিয়ে] ওই বড়ো জাহাজটা কী, ওই যে আসছে ?

বোলেত্তা ॥ [দেখার জন্যে উঠে] এটা নিশ্চয় বড়ো ইংলিশ জাহাজ।

আর্নহোম ॥ নোঙর ফেলার জন্যে দাঁড়াচ্ছে। ওটা কি সাধারণত এখানে থাকে না ?

বোলেত্তা ॥ আধঘণ্টাটাক থাকে, তারপরে অন্তরীপের ওধারে চলে যায়।

এল-ইদা ॥ তাহলে কালই আবার সে ছেড়ে যাবে—পড়বে গিয়ে খোলা সাগরের বুকে —অনেক দূরে চলে যাবে। ওতে চেপে গেলে কী মজাই না হয়। হায়রে যদি যেতে পারতাম⋯যদি পারতাম !

আর্নহোম ॥ মিসেস ওয়াঙগেল, আপনি কি কোনোদিন জাহাজে চেপে অনেকদূরে যান নি ?

এল-ইদা ॥ কোনোদিন না। শুধু অন্তরীপের মধ্যে একটু এদিক-ওদিকে।

বোলেত্তা ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] না। আমাদের এই শুকনো মাটিতেই পড়ে থাকতে হয়।

আর্নহোম ॥ এইটাই তো আমাদের থাকার জায়গা।

এল-ইদা ॥ ওকথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি নে।

আর্নহোম ॥ কী বিশ্বাস করেন না, শুকনো ডাঙার কথা ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ আমি তা বিশ্বাস করি নে। প্রথম থেকেই মানুষে যদি সমুদ্রের ওপরে বাস করত—অথবা এমন কি, সমুদ্রের নীচেও, তাহলে যে মানসিক সমতা আমরা অর্জন করতে পারতাম তা এখনকারের চেয়ে অনেক ভালো—তার ফলে, আমরা অনেক [illegible] সুখে শান্তিতে বাস করতে পারতাম।

আর্নহোম ॥ আপনি কি সত্যিই তা বিশ্বাস করেন ?

এল-ইদা ॥ করি। সত্যি বলে কেন করবো না ? ওয়াঙগেলকে একথা আমি আগেই বলেছি⋯

আর্নহোম ॥ তিনি কী বলেন ?

এল-ইদা ॥ আমার কথাই হয়তো সত্যি।

আর্নহোম ॥ [ঠাট্টা করে] হবেও বা ; কে জানে ? কিন্তু যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আমরা যে ভুল পথটাকে বেছে নিয়েছি সেই পথ থেকে ফিরে আসার উপায় নেই আর। সমুদ্রের জন্তু না হয়ে আমরা হয়েছি ডাঙার জন্তু। সবকিছু ভেবেই বলতে হয় সেই অন্যায়কে আর ঠিক করা যাবে না।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; দুর্ভাগ্যের কথা—কথাটা সত্যি, আর আমার বিশ্বাস মানুষ তা জানে ; গোপন একটা ব্যথার মতো এটা আমাদের মনের মধ্যে টনটন করে। আমার ধারণা, মানুষের সমস্ত দুঃখের মূলীভূত কারণ হচ্ছে এই অভাববোধ। সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

আর্নহোম ॥ কিন্তু প্রিয় মিসেস ওয়াঙগেল, মানুষ যে এত দুঃখী তা তো আমার চোখে পড়ে নি। আমার তো মনে হয় মানুষ বেশ আনন্দেই রয়েছে, সুখে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে—জীবনের স্বতস্ফূর্ত আনন্দে তারা টইটম্বুর—বেশির ভাগ মানুষই।

এল-ইদা ॥ না—না ; কক্ষনো না। এ হতেই পা... না। আমাদের আনন্দ কিরকম জানেন ? গ্রীষ্মকালের বিলম্বিত দিনগুলিতে আলো দেখে আমরা যে আনন্দ পাই সেইরকম ; এর অর্থ হচ্ছে, 'অন্ধকার এলো বলে'—আর সেই সম্ভাবনাটি মানুষের সমস্ত আনন্দের ওপরে ছড়িয়ে দেয় বিষন্নতার ছায়া—ঠিক যেমন চলমান মেঘের ছায়া

পড়ে অন্তরীপের ওপরে। মনে হয়, সেই আলো কতই না ঝলোমলো, কতই না সুন্দর কিন্তু তারপরেই—

বোলেত্তা ॥ থাক, থাক, এইভাবে চিন্তা করলে আবার তুমি দুঃখ পাবে। এতক্ষণ তুমি বেশ আনন্দেই ছিলে।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; তা ছিলাম। সত্যিই, বোকার মতো কী সব বলে যাচ্ছি! [অস্থির-ভাবে চারপাশে তাকিয়ে] শুধু ওয়াঙগেল যদি এসে পড়তো। আসবে বলে সে আমাকে কথা দিয়েছিল; তবু এখনও সে এলো না। সে নিশ্চয় ভুলে গিয়েছে; তাকে খুঁজে পাও কি না একবার ঘুরে দেখবে, প্রিয় আর্নহোম?

আর্নহোম ॥ নিশ্চয় দেখবো।

এল-ইদা ॥ তাহলে তাকে এক্ষুণি চলে আসতে বলো; কারণ, এখন আর তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি নে···

আর্নহোম ॥ তাকে দেখতে পাচ্ছি নে···?

এল-ইদা ॥ তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছো না। সে যখন আমার কাছে না থাকে তখন প্রায়ই আমি তার চেহারাটা ভুলে যাই; তখন মনে হয় আমি তাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছি, আর সেই ভেবেই আমি ভয়ে মরে যাই। তাড়াতাড়ি। [এই বলে পুকুরের পাড়ে পায়চারি করতে থাকে]

বোলেত্তা ॥ [আর্নহোমকে] আমি আপনার সঙ্গে যাব। বাবা কোথায়·· তা জানা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর্নহোম ॥ কিছু দুর্ভাবনা নেই। আমি ঠিক খুঁজে নেব।

বোলেত্তা ॥ [গলা খাটো করে] উঁহু! আমার চিন্তা হচ্ছে—আমার ভয় হচ্ছে তিনি হয়ত ওই জাহাজে গিয়েছেন।

আর্নহোম ॥ ভয়?

বোলেত্তা ॥ তাঁর পরিচিত কেউ আছেন কিনা তা দেখার জন্যে সাধারণত তিনি জাহাজের ওপরে উঠে যান; আর তার পরে 'বারে' গিয়ে বসেন···

আর্নহোম ॥ তাই বুঝি! তাহলে, এস। [বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় দুজনে]
[পুকুরের দিকে তাকিয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকে এল-ইদা; মাঝে-মাঝে, নিজের মনে মনে কিছু বিড়বিড় করে। বাগানের বেড়ার বাইরে রাস্তার ওপরে একজন অপরিচিত লোককে দেখা গেল। পরনে তার পর্যটকদের পোশাক। বাঁদিক থেকে বেরিয়ে এল সে। লালচে চুলে তার মাথাটা বোঝাই; দাড়িতে তার মুখ ভরাট আর লালচে। মাথার ওপরে তার স্কটিশ ক্যাপ, আর কাঁধ থেকে দড়ি দিয়ে ঝোলানো ছোটো একটা ব্যাগ।]

আগন্তুক ॥ [ধীরে ধীরে বেড়ার ধার দিয়ে হাঁটে; বাগানের ভেতরে তাকায়। এল-ইদাকে দেখেই সে থেমে যায়; একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বেশ নরম সুরে ডাকে] কেমন আছে, এল-ইদা!

এল-ইদা ॥ [ঘরে দাঁড়িয়ে] উঃ ! অবশেষে তুমি এলে !* আচ্ছা, মানুষ বটে !
আগন্তুক ॥ হ্যাঁ ; অবশেষে !
এল-ইদা ॥ [তার দিকে অবাক বিস্ময়ে সে তাকালো। বোঝা গেল আগন্তুককে দেখে সে বেশ ভয় পেয়েছে] তুমি—আপনি কে ? আপনি কি কাউকে খুঁজছেন ?
আগন্তুক ॥ প্রিয়তমে, তুমি জানো—আমি কে !
এল-ইদা ॥ [অবাক হয়ে] কী বললেন ? আমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছেন ? সাহস তো আপনার কম নয় ! আপনি কাকে খুঁজছেন ?
আগন্তুক ॥ তোমাকে।
এল-ইদা ॥ [হঠাৎ আতংকিত হয়ে] ওঃ !…! [আগন্তুকের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে পেছনদিকে ঢলে পড়ে ; তারপরে গোঙিয়ে ওঠে] তোমার চোখ দুটো ! সেই দুটো চোখ !
আগন্তুক ॥ মনে হচ্ছে, অবশেষে তুমি আমাকে চিনতে পারছো, প্রিয়তমে ! তাই না ? তোমাকে কিন্তু আমি দেখেই চিনেছি, এল-ইদা !
এল-ইদা ॥ তোমার চোখ দুটো ! ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না। আমি লোক ডাকবো।
আগন্তুক ॥ শান্ত হও ! শান্ত হও ! ভয় পেয়ো না। তোমার কোনো ক্ষতি আমি করবো না।
এল-ইদা ॥ [হাত দিয়ে নিজের চোখ দুটো ঢেকে] আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না।
আগন্তুক ॥ [বেড়ার ওপরে দেহটাকে হেলিয়ে দিয়ে] ওই ইংলিশ জাহাজে আমি এসেছি।
এল-ইদা ॥ [তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে] আমার সঙ্গে তোমার কী দরকার ?
আগন্তুক ॥ আমি তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ফিরে আসবো।
এল-ইদা ॥ তুমি চলে যাও—আবার চলে যাও ! আর কোনোদিন—কোনোদিন এখানে তুমি এসো না ! চিঠি দিয়ে তোমাকে আমি জানিয়েছিলাম যে আমাদের মধ্যে আর কিছু সম্পর্ক নেই—যা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে—চিরদিনের জন্যে। তুমি তা জানো।
আগন্তুক ॥ [কোনোরকম বিচলিত না হয়ে, সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে] প্রিয়তমে, অনেক আগেই আমার আসার কথা ছিল ; কিন্তু পারি নি। অবশেষে তা সম্ভব হয়েছে ; শেষ পর্যন্ত এখানে আমি এসেছি, এল-ইদা।
এল-ইদা ॥ আমার সঙ্গে তোমার কী দরকার ? কী ভাবছো তুমি ? এখানে তুমি এসেছ কেন ?
আগন্তুক ॥ কেন এসেছি তা তুমি জানো। এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে।

* তার হাবভাব আর অন্তরঙ্গতার সুর শুনে মনে হবে, আগন্তুককে ভুল ক'রে সে ভেবেছিল ওয়াঙগেল ব'লে। কিন্তু তারপরেই তার ভুল ভেঙে গিয়েছিল।

এল-ইদা ॥ [আতংকে পিছিয়ে এসে] আমাকে নিয়ে যেতে ? সেইজন্যেই এখানে তুমি এসেছ ?

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ ; সেইজন্যে ।

এল-ইদা ॥ কিন্তু আমি যে বিবাহিতা তা তুমি অবশ্যই জানো ।

আগন্তুক ॥ জানি ।

এল-ইদা ॥ আর তা সত্ত্বেও ; —তা সত্ত্বেও, তুমি এসেছ—আমাকে নিয়ে যেতে ?

আগন্তুক ॥ অবিকল ।

এল-ইদা ॥ [দুটো হাত দিয়ে মাথাটাকে চেপে] উঃ ! কী ভয়ানক···কী বিরক্তিকর···

আগন্তুক ॥ প্রিয়তমে, তুমি কি আমার সঙ্গে আসতে চাও না ?

এল-ইদা ॥ [পাগলের মতো] আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না !

আগন্তুক ॥ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—আমার সঙ্গে তুমি কি আসতে চাও না ?

এল-ইদা ॥ না – না—না ! যাব না—কিছুতেই, কোনো লোভেই না । তোমাকে সাফ কথা আমি জানিয়ে দিচ্ছি । যাবার মতো ক্ষমতা বা ইচ্ছা—কোনোটাই আমার নেই । [আস্তে] আমার সাহাস নেই ।

আগন্তু ॥ [বেড়া ডিঙিয়ে বাগানে ঢুকে] ঠিক আছে, এল-ইদা । কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমাকে আমি বলতে চাই ।

এল-ইদা ॥ [সেখান থেকে পালিয়ে যা ার চেষ্টা করে ; কিন্তু পারে না । আতংকে তার শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে যায় । পুকুরের পাশে একটা বড়ো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়] আমাকে ছুঁয়ো না । আমার কাছে এস না । যেখানে আছ সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকো । আমি বলছি, আমাকে স্পর্শ করো না ।

আগন্তুক ॥ [সতর্কভাবে দু' এক পা তার দিকে এগিয়ে] আমাকে তোমার ভয় করার দরকার নেই, এল-ইদা !

এল-ইদা ॥ [চোখ দুটো হাত দিয়ে বন্ধ ক'রে] ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না !

আগন্তুক ॥ ভয় পেয়ো না ; ভয় পেয়ো না ।

[বাঁদিক থেকে ডঃ ওয়াঙগেল বাগানের ভেতরে ঢুকে এলেন]

ওয়াঙগেল ॥ [তখনও গাছ-গাছালির ভেতরে] আমি খুবই দুঃখিত যে এতক্ষণ ধরে তোমাকে এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছে ।

এল-ইদা ॥ [ছুটে গিয়ে তাঁকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে চিৎকার ক'রে] ওঃ ! ওয়াঙগেল, ওয়াঙগেল ! আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও – যদি পারো ।

ওয়াঙগেল ॥ ব্যাপার কী এল-ইদা ?

এল-ইদা ॥ [আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে] ওই লোকটা ? [তার দিকে এগিয়ে গিয়ে] আপনার পরিচয় কী জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ? আর এই বাগানেই বা আপনি কী করছেন ?

আগন্তুক ॥ [মাথাটা নাড়িয়ে এল-ইদাকে দেখিয়ে দিয়ে] ওর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই ।

ওয়াঙগেল ॥ তাই বুঝি ? তাহলে তাহলে আপনিই সেই মানুষ ? [এল-ইদাকে] বাড়িতে শুনলাম একজন আগন্তুক তোমাকে খুঁজছে।

আগন্তুক ॥ হ্যাঁ। আমিই সেই লোক।

ওয়াঙগেল ॥ আমার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার দরকারটা কী ? [ঘুরে] তুমি এঁকে চেনো এল-ইদা ?

এল-ইদা ॥ [নিচু গলায়, নিজের হাত দুটো মোচড়াতে মোচড়াতে] জানি ? উঃ। নিশ্চয় জানি, জানি,

ওয়াঙগেল ॥ [সঙ্গে-সঙ্গে] জানো ?

এল-ইদা ॥ এই সে-ই লোক, ওয়াঙগেল ! এর কথাই তোমাকে আমি বলেছিলাম।

ওয়াঙগেল ॥ কী ! তুমি বলতে চাও···? [ঘুরে] তুমিই সেই জনস্টন যে একসময়···?

আগন্তুক ॥ আপনি আমাকে ও-নামে ডাকতে পারেন, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ওই নামে নিজের পরিচয় আমি দিই না।

ওয়াঙগেল ॥ দাও না ?

আগন্তুক ॥ না—আর দিই না।

ওয়াঙগেল ॥ আর আমার স্ত্রী সঙ্গে তোমার কী দরকার ? লাইটহাউসের কর্মচারীর মেয়ের যে অনেকদিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে তা নিশ্চয় তুমি জানো ; আর কাকে সে বিয়ে করেছে তাও আমার বিশ্বাস তোমার অজানা নেই ?

আগন্তুক ॥ সেই সংবাদ তিন বছরের ওপরে আমি পেয়েছি।

এল-ইদা ॥ [বেশ উত্তেজিত হয়ে] কী করে পেলে ?

আগন্তুক ॥ আমি তখন বাড়ি ফিরছিলাম তোমার কাছে আমার জন্যে। এমন সময় পুরানো একটা খবরের কাগজ আমার হাতে এসে পড়লো। কাগজ এই অঞ্চল থেকেই বেরিয়েছিল। তাতেই এই বিয়ের খবর ছাপা হয়েছিল।

এল-ইদা ॥ [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে] আমার বিয়ে···ওঃ ! এই জন্যই······

আগন্তুক ॥ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে। কারণ, আমরা যখন নিজেদের আংটি একসঙ্গে করেছিলাম এল-ইদা তখন সেটাও আমাদের বিয়ে।

এল-ইদা ॥ [হাত দুটো দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে] আ !

ওয়াঙগেল ॥ তোমার খুব সাহস তো··· ?

আগন্তুক ॥ তুমি কি তা ভুলে গিয়েছ ?

এল-ইদা ॥ [চিৎকার ক'রে, আগন্তুকের চোখ দুটোর সম্বন্ধে সজাগ হয়ে] ওখানে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ে থেকো না !

ওয়াঙগেল ॥ [দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে] আমার সঙ্গে কথা বলো ; ওর সঙ্গে নয়। কথাটা একটু রুক্ষ্ম বটে—কিন্তু তাহলেও জিজ্ঞাসা করছি ; এসব কথা জানার পরেও, এখানে তুমি এসেছ কেন ? আমার স্ত্রীর খোঁজে তুমি কেন এসেছ ?

আগন্তুক ॥ এল-ইদাকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে যত তাড়াতাড়ি পারি আমি ওর কাছে ফিরে আসবো।

ওয়াঙগেল ॥ দয়া করে ওকে এল-ইদা বলে ডেকো না।

আগন্তুক ॥ আর এল-ইদা কথা দিয়েছিল যে আমার জন্যে সে অপেক্ষা করবে।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি আমার স্ত্রীর নাম ধরে ডাকছো। এখানে ওভাবে কোনো বিবাহিতা মহিলাকে আমরা ডাকি নে।

আগন্তুক ॥ তা আমি জানি। কিন্তু যেহেতু এর ওপরে আমার অধিকারই প্রথম…

ওয়াঙগেল ॥ তুমি ? কিন্তু—

এল-ইদা ॥ [তাঁর পেছনে লুকিয়ে] ওঃ ! ও আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি বলতে চাও যে এল-ইদা তোমার ?

আগন্তুক ॥ ও কি আপনাকে দুটি আংটির কাহিনী বলেছে—এল-ইদার আর আমার ?

ওয়াঙগেল ॥ বলেছে। কিন্তু তাতে কী হয়েছে ? ও ব্যাপাটা সে অনেকদিনই ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। তার চিঠিগুলি তোমার কাছে আছে। সেইগুলি থেকেই তুমি তা বুঝতে পেরেছো।

আগন্তুক ॥ ওই দুটি আংটিক একসঙ্গে করার অর্থই হচ্ছে আমাদের বিয়ে হওয়া—সর্বদিক থেকে। এল-ইদা আর আমি এবিষয়ে একমত ছিলাম।

এল-ইদা ॥ কিন্তু আমি হতে দেব না। এবিষয়ে তোমার আর কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না ! আমি এই বিয়ের কথায় রাজি নই। বুঝলে ?

ওয়াঙগেল ॥ তুমি যদি মনে করে থাকো যে মুর্খতার্জনিত এইরকম একটা ছ্যাবলামিকে ভিত্তি ক'রে, তুমি এখানে এস ওর ওপরে দাবী জাহির করতে পারো তাহলে তুমি উন্মাদ ছাড়া আর কিছু নও।

আগন্তুক ॥ কথাটা সত্যি ; আপনি যে অর্থে কথাটাকে ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে আমার কোনো দাবী নেই।

ওয়াঙগেল ॥ তাহলে, তুমি কী করবে ? তুমি নিশ্চয় ভাবছো না যে ওকে আমার কাছ থেকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে ?

আগন্তুক ॥ না। তাতে আর লাভ কী ? এল-ইদা যদি আমার সঙ্গে আসতে চায় তাহলে তাকে স্বেচ্ছাতেই আসতে হবে।

এল-ইদা ॥ [চমকে উঠে, এবং চেঁচিয়ে কেঁদে] স্বেচ্ছায় ?

ওয়াঙগেল ॥ তুমি কি সত্যিই ভাবো যে… ?

এল-ইদা ॥ [নিজেকে] আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছে…

ওয়াঙগেল ॥ তোমার মাথাটা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গিয়েছে ! এখন থেকে চলে যাও—আমাদের আর কিছু বলার নেই !

আগন্তুক ॥ [নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] আমাকে শীঘ্রই জাহাজে ফিরে যেতে হবে। [এক পা এগিয়ে এসে] তাহলে এল-ইদা… ? আমার যা করার ছিল তা আমি করেছি। [আর একটু এগিয়ে] তোমাকে যে কথা দিয়েছিলাম সেকথা আমি রেখেছি।

এল-ইদা ॥ [অনুনয় ক'রে, পেছনে হ'টে] দোহাই তোমার ! আমাকে ছুঁয়ো না !

আগন্তুক ॥ কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত সময় আছে। ভালো ক'রে ভেবে দেখো।

ওয়াঙগেল ॥ আর ভাবাভাবির কিছু নেই। এবার তুমি কেটে পড়।

আগন্তুক ॥ [তবুও এল-ইদাকে] স্টীমারে করে অন্তরীপের ওপর দিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু কাল রাত্রিতে আমি ফিরে আসবো। আবার তোমার সঙ্গে দেখা করবো। এই বাগানে আমার জন্যে অবশ্যই তুমি অপেক্ষা করবে। একা তোমার সঙ্গেই ব্যাপারটার ফয়সালা করবো আমি। বুঝেছ ?

এল-ইদা ॥ [নিচু গলায় কাঁপতে কাঁপতে] ওঃ ! ওয়াঙগেল। শুনলে··· ?

ওয়াঙগেল ॥ শান্ত হও। ওর আসা বন্ধ করার একটা উপায় খুঁজে বার করবো আমি।

আগন্তুক ॥ চললাম, এল-ইদা। আবার আগামীকাল রাত্রিতে।

এল-ইদা ॥ [অনুরোধ করার সুরে] ওঃ—না—না। কাল রাত্রিতে এস না। আর কোনোদিনই এস না।

আগন্তুক ॥ আর তার মধ্যে যদি তোমার মনে হয় আমার সঙ্গে সমুদ্রের উপর দিয়ে···

এল-ইদা ॥ উঃ ! ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ো না !

আগন্তুক ॥ আমি কেবল বলতে চাই, যদি তোমার ইচ্ছে যায় তাহলে অবশ্যই তুমি তৈরি হয়ে থাকবে।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি ঘরের ভেতরে চলে যাও এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ পারছি না। আমাকে ধর, আমাকে বাঁচাও, ওয়াঙগেল।

আগন্তুক ॥ কারণ, মনে রেখো—কাল যদি আমার সঙ্গে তুমি না আস তাহলে আমাদের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে।—চিরকালের জন্যে।

এল-ইদা ॥ [তার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে] স-ব শে-ষ ! চিরকালের জন্যে !

আগন্তুক ॥ [ঘাড় নেড়ে] এই ব্যবস্থার আর পরিবর্তন হবে না, এল-ইদা। এদেশে আর আমি ফিরে আসবো না। তুমি আর কোনোদিন আমার কোনো সংবাদ পাবে না। মনে হবে তোমার কাছে আমি মৃত, চিরকালের জন্যে তোমার কাছে আমি হারিয়ে গিয়েছি।

এল-ইদা ॥ [নিঃশ্বাস বন্ধ করে] ওঃ··· !

আগন্তুক ॥ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাই ভালোভাবে চিন্তা করে দেখো। বিদায়। [বেড়ার ওপরে আবার উঠে বসে, তারপরে বলার জন্যে থামে] হ্যাঁ ; এল-ইদা ; আমার সঙ্গে আসার জন্যে কাল রাত্রিতে তৈরি হয়ে থেকো ; কারণ, তখন তোমাকে আমি সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।

[শান্তভাবে সে চলে যায় ; এবং বেশ সহজভাবে রাস্তা দিয়ে হেঁটে অদৃশ্য হয়ে যায় ডানদিকে]

এল-ইদা ॥ [একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে] আমার স্বাধীন ইচ্ছায়—সে বললো।

বুঝতে পারলে? ও বললে আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত।

ওয়াঙগেল ॥ ধীরে, এল-ইদা, ধীরে। সে চলে গিয়েছে, আর কোনোদিন তাকে তুমি দেখতে পাবে না।

এল-ইদা ॥ ওঃ! একথা তুমি বলছো কেমন ক'রে? কাল রাত্রিতে সে আসবে।

ওয়াঙগেল ॥ আসুক। যাই ঘটুক, ওর সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে হবে না।

এল-ইদা ॥ [মাথা নেড়ে] ওঃ! ওয়াঙগেল; ভেব না যে ওর আসা তুমি বন্ধ করতে পারবে।

ওয়াঙগেল ॥ ঠিক আছে প্রিয়তমে, ব্যাপারটাকে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও।

এল-ইদা ॥ [চিন্তাগ্রস্তভাবে, তাঁর কথায় কান না দিয়ে] কাল রাত্রিতে সে যখন এখানে আসবে··· ? আর যখন জাহাজে চেপে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে যাবে··· ?

ওয়াঙগেল ॥ কী বলছো সব?

এল-ইদা ॥ ও কি আর কোনোদিনই ফিরে আসবে না?—কোনোদিনই না?

ওয়াঙগেল ॥ না, এল-ইদা। সেবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতো পারো। এরপরে আর সে এখানে কী করতে আসবে? তোমার নিজের মুখ থেকেই তো সে শুনে গেল যে তার সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। সব ব্যাপারটাই চুকে বুকে গিয়েছে।

এল-ইদা ॥ [নিজেকেই] কাল, তাহলে···অথবা কোনোদিনই নয়।

ওয়াঙগেল ॥ এবং সে যদি আবার কোনোদিন এখানে আসতে মনস্থ করে···

এল-ন্দা ॥ তাহলে, কী?

ওয়াঙগেল ॥ তাহলে, তার ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো।

এল-ইদা ॥ ও বিষয়ে তুমি অতো নিশ্চিন্ত হয়ো না।

ওয়াঙগেল ॥ পারবো। কী করবো তোমাকে আমি বলছি। তার হাত থেকে তোমাকে আমি মুক্ত করার যদি অন্য কোনো উপায় না দেখি তাহলে ক্যাপ্টেনকে হত্যা করার কৈফিয়ৎ তাকে দিতে হবে।

এল-ইদা ॥ [জোর করে প্রতিবাদ ক'রে] না—না—না। ও কাজ তুমি করতে পারো না। ক্যাপ্টেনকে হত্যা করার বিষয়ে আমরা কিছুই জানি নে। কিছুই না।

ওয়াঙগেল ॥ কিছুই না? এ কী বলছো? তোমার কাছে ও স্বীকার করেছে।

এল-ইদা ॥ উঁহু! এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানি নে। তুমি যদি কিছু বল আমি তা অস্বীকার করবো। ওকে কয়েদে আটকে রাখা চলবে না। ও হচ্ছে সমুদ্রের সম্পত্তি—মুক্ত সমুদ্র। ও সেখানকার!

ওয়াঙগেল ॥ [ধীরে ধীরে, তার দিকে চেয়ে] ওঃ! এল-ইদা, এল-ইদা!

এল-ইদা ॥ [তাঁকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধ'রে] ওঃ। প্রিয়তম! আমাকে তুমি সত্যিই ভালোবাসো। ওই লোকটার হাত থেকে আমাকে তুমি বাঁচাও।

ওয়াঙ্গেল ॥ [ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে] এস—আমার সঙ্গে এস ।

[লিঙ্গসত্রানদ আর হিলদা মাছধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে পুকুরের পাড় ঘুরে ডানদিক দিয়ে আসে]

লিঙ্গস ॥ [তাড়াতাড়ি এল-ইদার কাছে গিয়ে] শুনুন, শুনুন, মিসেস ওয়াঙগেল, আপনাকে একটা অদ্ভুত সংবাদ দেওয়ার আছে ।

এল-ইদা ॥ কী সংবাদ ?

লিঙ্গস ॥ সেই আমেরিকানটিকে আমরা দেখেছি । ভেবে দেখুন একবার ।

ওয়াঙগেল ॥ সেই আমেরিকান ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; আমিও দেখেছি ।

লিঙ্গস ॥ বাগানের পেছন দিয়ে সে চলে গেল ; এখন সে ওই বড়ো ইংলিশ জাহাজে গিয়ে উঠেছে ।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তাকে আপনি চিনলেন কেমন ক'রে ?

লিঙ্গস ॥ ওর সঙ্গে একবার আমি জাহাজে চড়ে আসছিলাম । ও যে ডুবে মারা গিয়েছে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম । কিন্তু এখন দেখছি ও একেবারে তাজা জীবন্ত মানুষ !

ওয়াঙগেল ॥ ওর সম্বন্ধে আর কিছু কি আপনি জানেন ?

লিঙ্গস ॥ না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর ওপরে সে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল ।

ওয়াঙগেল ॥ অর্থাৎ ?

হিলদা ॥ লিঙ্গসত্রানদ ওকে ও'র ছবির মডেল করতে চান ।

ওয়াঙগেল ॥ কী সব আবোলতাবোল বকছো ?

এল-ইদা ॥ তোমাকে পরে আমি সব বুঝিয়ে বলবো ।

[আর্নহোম আর বোলেত্তা বাগানের বেড়ার বাইরে থেকে বাঁদিক দিয়ে আসে]

বোলেত্তা ॥ [বাগানের ভেতরে সকলকে ডেকে] এস, এস--দেখ, ইংলিশ জাহাজটা অন্তরীপের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ।

[দেখা গেল দূরে একটা বড়ো জাহাজ ভেসে যাচ্ছে]

লিঙ্গস ॥ [ফটকের কাছে, হিলদাকে] ও নিশ্চয় আজ রাত্রিতে তাকে খুঁজে বার করবে ।

হিলদা ॥ [ঘাড় নেড়ে] অবিশ্বাসিনী স্ত্রীকে—হ্যাঁ ।

লিঙ্গস ॥ ঠিক মাঝরাতে—ভেবে দেখ একবার ।

হিলদা ॥ উঃ ! কি মজাই না হবে !

এল-ইদা ॥ [জাহাজটাকে লক্ষ্য ক'রে] কা-ল···

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তার পরে আর নয় ।

এল-ইদা ॥ [ধীরে-ধীরে, কে'পে]: ওঃ ! ওয়াঙগেল—আমার নিজের কাছ থেকে তুমি আমাকে বাঁচাও।

ওয়াঙগেল ॥ [উদ্বিগ্নের মতো তার দিকে তাকিয়ে] এল-ইদা···আমার ধারণা···তুমি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোচ্ছো।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ···মোহিনীশক্তি···

ওয়াঙগেল ॥ মোহিনীশক্তি ?

এল-ইদা ॥ ওর মোহিনীশক্তি হচ্ছে সমুদ্রের মতো।

[বাগান পেরিয়ে ধীরে ধীরে চিন্তাগ্রস্তের মতো সে হে'টে যায় ; তারপরে বেরিয়ে যায় বাঁদিকে, তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ওয়াঙগেল তার পাশে পাশে হাঁটেন অস্বস্তি নিয়ে]

চতুর্থ অংক

ডঃ ওয়াঙগেলের বাগানের একটি ঘর। বাঁ আর ডানদিকে দুটো দরজা; পেছনে দুটি জানালার মাঝখানে একটা খোলা ফ্রেঞ্চ জানালা—সেখান দিয়ে বারান্দায় যাওয়া যায়; সেখান থেকে নিচে ডানদিকে বাগানের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকে একটা সোফা; সোফার সামনে একটা টেবিল; ডানদিকে একটা পিয়ানো; পিয়ানো থেকে কিছুটা দূরে গাছ লাগানোর বেশ বড়ো একটা জায়গা। মেঝের মাঝখানে একটা গোল টেবিল। তার চারপাশে চেয়ার; টেবিলের ওপরে একগুচ্ছ গোলাপ গাছ; সেগুলিতে ফুল ফুটে রয়েছে। গাছের আরও কয়েকটি টব ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। সময়—সকাল।

ঘরের মধ্যে বোলেত্তা। বাঁদিকে টেবিলের ধারে সোফার ওপরে বসে রয়েছে সে। বসে-বসে সে ছুঁচের কাজ করছে।

টেবিলের আর একদিকে বসে আছে লিঙ্গসত্রানদ। ব্যালেসতেদ বাগানে রঙ করছে একটু দূরে। আর হিলদা তার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে।]

লিঙ্গস ॥ [টেবিলের ওপরে কনুইটা চেপে চুপচাপ কয়েক সেকেণ্ড বোলেত্তার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তারপরে] মিস ওয়াঙগেল, এইভাবে পাড় সেলাই করা খুবই কষ্টকর; তাই না?

বোলেত্তা ॥ তা ঠিক নয়; যতক্ষণ না আর ঘর গোনা ভুলে যান।

লিঙ্গস ॥ কী বললেন? গোনা? আপনাকে গুণতেও হয় নাকি?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ; সেলাই-এর ঘর গুণতে হয় না? এই রকম করে।

লিঙ্গস ॥ বটে! বটে! তাইতো দেখতে পাচ্ছি। বা! বা! সত্যিই একটি কলা-শিল্প! নক্সাগুলো কি আপনার নিজেরই?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ; অন্য লোকের নক্সা থেকে কিছু তুলেও নিয়েছি। তবে আমারই।

লিঙ্গস ॥ অন্য লোকের ছাঁচ নয়?

বোলেত্তা ॥ না।

লিঙ্গস ॥ তাহলে, এটাকে ঠিক কলাশিল্প বলা যায় না। তাই নয়?

বোলেত্তা ॥ না। এটা হচ্ছে একরকমের হস্তশিল্প।

লিঙ্গস ॥ তবু আমার মনে হয় আপনি কলাশিল্পটা শিখলে পারতেন।

বোলেত্তা ॥ সেরকম কোনো প্রতিভা আমার না থাকা সত্ত্বেও?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ, তবুও; যদি আপনি সব সময় সত্যিকার চিত্রকরের পাশে পাশে থাকতে পারতেন।

বোলেত্তা ॥ আপনার কি মনে হয় তার কাছ থেকে আমি শিখতে পারবো?

লিঙ্গস ॥ ঠিক 'শিখতে' যে পারবেন, তা নয় – মোটামুটি একরকম আর কি। ধীরে ধীরে শিখবেন—এটা একরকম একটা যাদু, মিসেস ওয়াঙগেল—যাকে আমরা বলি ম্যাজিক।

বোলেত্তা ॥ বা! বা! চমৎকার হবে তাহলে!

লিঙ্গস ॥ [একটু বিরতির পরে] আপনি কি—মানে, আপনি কি সত্যিই কোনোদিন বিয়ের কথা ভেবেছেন, মিস ওয়াঙগেল?

বোলেত্তা ॥ [তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে] কিসের কথা··· ? না।

লিঙ্গস ॥ আমি ভেবেছি।

বোলেত্তা ॥ সত্যি?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ, এইরকম কথা আমি প্রায় চিন্তা করি—বিশেষ ক'রে, বিয়ের কথা ; আর বিয়ের ব্যাপার নিয়ে লেখা অনেক বই আমি পড়েছি। আমার ধারণা, বিয়েটা একটা অলৌকিক ঘটনার মতো ; প্রায় কাছাকাছি। এই বিয়ের মধ্যে দিয়েই মহিলাদের ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটে ; শেষ পর্যন্ত তারা স্বামীর দ্বিতীয় সত্তায় পরিণত হয়।

বোলেত্তা ॥ অর্থাৎ, স্বামীর ভালো লাগা, না-লাগার শরিক হয় তারা। এই বলতে চাইছেন?

লিঙ্গস ॥ ঠিক ঠিক।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু স্বামীর দক্ষতা—তার প্রতিভার?

লিঙ্গস ॥ সম্ভবত, সেগুলিরও।

বোলেত্তা ॥ আপনার কি মনে হয়, পুরুষ মানুষ যা কিছু পড়েছে—বা, নিজের সম্বন্ধে ভেবে রেখেছে—সে সব কিছু ওইভাবে তার স্ত্রীর মধ্যে চালান ক'রে দেওয়া যায়?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। তাই আমার মনে হয়। খুব ধীরে ধীরে। ঠিক ম্যাজিকের মতো। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সত্যিকার বিয়ে হলেই এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। যে বিয়ের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা রয়েছে, যে বিয়ে সত্যিকার সুখের।

বোলেত্তা ॥ সেই একইভাবে স্ত্রীও যে তার স্বামীকে পালটে দিতে পারে সেকথা কি আপনার কোনোদিন মনে হয়েছে? আমি বলতে চাই স্ত্রীর মত সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে?

লিঙ্গস ॥ পুরুষ মানুষ? না তো—ওকথা আমার মনে হয় নি।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু স্ত্রী যদি হয় তাহলে, স্বামী হবে না কেন?

লিঙ্গস ॥ হবে না তার কারণ হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্যে পুরুষ মানুষের কাজ আছে—সেই কাজই মানুষকে দৃঢ়তা দেয়, মিস ওয়াঙগেল। পুরুষ মানুষের আছে পেশা।

বোলেত্তা ॥ সব পুরুষের?

লিঙ্গস ॥ তা অবশ্য নয়। চিত্রকরদের কথাই আমি বিশেষভাবে বলছি।

বোলেত্তা ॥ আপনার কি মনে হয় কোনো চিত্রকরকে বিয়ে করা ঠিক হবে?

লিঙ্গস ॥ আমার তাই মনে হয়,—যদি সে কোনো মহিলাকে সত্যিকার ভালোবাসতে পারে। তাহলে—

বোলেত্তা ॥ তাহলেও আমার ধারণা, চিত্রকলার জন্যেই তার বেঁচে থাকা উচিত।

লিঙ্গস ॥ অবশ্যই, অবশ্যই। কিন্তু বিয়ে করেও সেকাজটা সে ভালোভাবেই করতে পারে।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু মেয়েটির তাহলে কী হবে ?

লিঙ্গস ॥ মেয়েটির ? কোন্ মেয়েটির ?

বোলেত্তা ॥ যাকে সে বিয়ে করবে। সে কী নিয়ে বেঁচে থাকবে ?

লিঙ্গস ॥ তার স্বামীর চিত্রকলা নিয়ে। আমার বিশ্বাস তাতেই স্ত্রীটি সত্যিকার সুখী হবে।

বোলেত্তা ॥ অতটা বিশ্বাস আমার নেই···

লিঙ্গস ॥ থাকবে, থাকবে, মিস ওয়াঙগেল ! আমাকে বিশ্বাস করুন। তার স্ত্রী হওয়ার সম্মান আর গৌরবেরই সে যে অধিকারিণী হবে তা নয়—সত্যি কথা বলতে কি—ওটা খুবই তুচ্ছ—সে তার স্বামীকে সৃষ্টি করার কাজে সাহায্য করতে পারবে ; তার কাজকে সহজ করে তুলবে, তার পাশে থেকে, তার যত্ন নিয়ে, তার জীবনকে করে তুলবে সত্যিকার আরামের। আমার ধারণা, যে-কোনো নারী এতেই আনন্দ পাবে অনেক—অনেক।

বোলেত্তা ॥ আপনি যে কত স্বার্থপরের মতো কথা বলছেন তা আপনি নিজেই জানেন না।

লিঙ্গস ॥ কী বললেন ! আমি ! স্বার্থপর ? হায় ভগবান ! হায়রে, আপনি যদি আমাকে আর একটু ভালোভাবে জানতেন···[তার দিকে একটু বেশি ক'রে ঝুঁকে] মিস ওয়াঙগেল, একটু পরেই আমি যখন এখান থেকে চলে যাব···

বোলেত্তা ॥ [সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে] এখন ওসব কথা থাক, থাক ! ···মন খারাপ···

লিঙ্গস ॥ এর মধ্যে মন খারাপের কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি নে।

বোলেত্তা ॥ আচ্ছা, আচ্ছা—বলুন। তাহলে···?

লিঙ্গস ॥ মাসখানেকের মধ্যেই আমি চলে যাচ্ছি। প্রথমে আমি যাব বাড়িতে ; তারপরে, দক্ষিণে।

বোলেত্তা ॥ বুঝেছি, বুঝেছি !

লিঙ্গস ॥ তখন কি মাঝে মাঝে আমার কথা আপনার মনে পড়বে ?

বোলেত্তা ॥ নিশ্চয় পড়বে, নিশ্চয় পড়বে।

লিঙ্গস ॥ [খুশি হয়ে] কথা দিচ্ছেন ?

বোলেত্তা ॥ কথা দিচ্ছি।

লিঙ্গস ॥ সত্যিকার কথা, মিস ওয়াঙগেল ?

বোলেত্তা ॥ সত্যিকার কথা। [স্বর পরিবর্তন ক'রে] কিন্তু তাতে আর আপনার লাভ কী হবে? কোনো লাভই হবে না।

লিঙ্গস ॥ একথা আপনি বলছেন কেমন ক'রে? আপনি যে এখানে ঘরে বসে আমার কথা চিন্তা করছেন তা ভাবতেও আমার খুব ভাল লাগবে।

বোলেত্তা ॥ ব্যস!

লিঙ্গস ॥ কথাটা কী জানেন? ব্যাপারটা নিয়ে সত্যিই আমি বেশি ভাবনা-চিন্তা করি নি—

বোলেত্তা ॥ আমিও না। এভাবে চিন্তা করার অসুবিধে আছে আমার দিক থেকে—সর্বদিক থেকেই।

লিঙ্গস ॥ হয়ত কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে—অতি সহজেই; কপাল ফিরে যেতে পারে, অথবা, অন্য কিছু ঘটতে পারে। আমার স্থির বিশ্বাস যে আমি সৌভাগ্যবান।

বোলেত্তা ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] তা সত্যি···আপনি তা বিশ্বাস করেন?

লিঙ্গস ॥ নিশ্চয়—সর্বান্তঃকরণে। তারপরে দু'এক বছরের মধ্যে আমি যখন একজন বিখ্যাত ভাস্কর হয়ে ফিরে আসবো—অনেক টাকা নিয়ে, আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে—

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ; অবশ্যই ফিরে আসবেন। আমরাও তা আশা করি।

লিঙ্গস ॥ সেদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। বিশেষভাবে আমি যখন দক্ষিণ দেশে ঘুরে বেড়াবো সেই সময় আপনি যদি আপনার কথা রাখেন, আর আমার কথা হৃদ্যতার সঙ্গে স্মরণ করেন। আর তা করার কথা আপনি দিয়েছেন।

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ, তা আমি জানি। [ঘাড় নেড়ে] কিন্তু যাই করি তাতে কোনো লাভ হবে না।

লিঙ্গস ॥ হবে, হবে, মিস বোলেত্তা। অন্তত এটুকু হবে যে এই ভেবে আরও সহজে আর তাড়াতাড়ি আমার কাজ আমি করে যেতে পারবো।

বোলেত্তা ॥ আপনার তাই মনে হচ্ছে?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ; সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর এটাও আমার মনে হচ্ছে যে সৃষ্টির কাজে আপনি আমাকে সাহায্য করছেন এই ভেবে শহর থেকে দূরে এই একান্ত নিরালায় বেঁচে থাকার উৎসাহ আর উদ্দীপনা আপনিও যথেষ্ট পাবেন।

বোলেত্তা ॥ [তার দিকে চেয়ে] কিন্তু আপনি? আপনি কী করবেন?

লিঙ্গস ॥ আমি··· ?

বোলেত্তা ॥ [বাগানের দিকে তাকিয়ে] চু-পু—চুপ! এখন অন্য কথা বলা যাক। ওই হেডমাস্টার আসছেন।

[বাঁদিকে বাগানের মধ্যে আর্নহোমকে দেখা গেল। ব্যালেসতেদ আর হিলদার সঙ্গে কথা বলার জন্যে সে দাঁড়ালো]

লিঙ্গস ॥ মিস বোলেত্তা, আপনার পুরানো গৃহশিক্ষককে আপনার বেশ ভালো লাগে, তাই না?

বোলেত্তা ॥ ভালো লাগে ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ ; আমার ধারণা, ও'কে আপনি খুব পছন্দ করেন। কী বলেন ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ ; করি। উনি বন্ধুর মতো। প্রয়োজন হলেই ও'র কাছে আমি উপদেশ চাই ; আর সব সময়েই উনি আমাকে সাহায্য করেন—ও'র পক্ষে যতটা সম্ভব।

লিঙ্গস ॥ উনি এখনও বিয়ে করেননি। ব্যাপারটা বিশ্রী নয় ?

বোলেত্তা ॥ বিশ্রী বলেই আপনার মনে হচ্ছে বুঝি ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ। কারণ, ও'র যে বেশ টাকাপয়সা আছে সেকথা আমি শুনেছি।

বোলেত্তা ॥ আমারও তাই বিশ্বাস। কিন্তু আমার ধারণা বিয়ে করার মতো কোনো পাত্রী তিনি খুঁজে পান নি।

লিঙ্গস ॥ কেন পান নি ?

বোলেত্তা ॥ কারণ যে সব মেয়েদের সঙ্গে তাঁর আলাপ আছে তারা সবাই তাঁর ছাত্রী—এই কথাই তিনি বলেন।

লিঙ্গস ॥ তাতে অসুবিধেটা কী ?

বোলেত্তা ॥ হায় ঈশ্বর ! শিক্ষককে কোনো মেয়ে বিয়ে করে না ! করে ?

লিঙ্গস ॥ কোনো যুবতী তার শিক্ষককে ভালোবাসতে পারে একথা কি আপনার মনে হয় না ?

বোলেত্তা ॥ সত্যিকার বড়ো হওয়ার আগে নিশ্চয় নয় ;

লিঙ্গস ॥ একখানা কথা বললেন বটে !

বোলেত্তা ॥ [সতর্ক করে দিয়ে] চুপ, চুপ।

[আঁকার জিনিসপত্র নিয়ে ব্যালেসতাদ বাগানের ডানদিকে চলে গেল ; সঙ্গে হিলদা। বারান্দা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো আর্নহোম]

আর্নহোম ॥ গুড মর্নিং প্রিয় বোলেত্তা···গুড মর্নিং মিঃ···

[বিরক্তির সঙ্গে তাকিয়ে লিঙ্গসত্রানদকে অভিবাদন জানায়। সে উঠে প্রতি-অভিবাদন জানালো তাকে মাথাটা একটু নুইয়ে]

বোলেত্তা ॥ [উঠে, আর্নহোমের কাছে গিয়ে] গুড মর্নিং, মিঃ আর্নহোম !

আর্নহোম ॥ খবর সব ভালো তো ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ, ভালো।

আর্নহোম ॥ তোমার সৎমা স্নান করতে সমুদ্রে গিয়েছেন ?

বোলেত্তা ॥ না। তিনি তাঁর ঘরে বসে আছেন।

আর্নহোম ॥ তাঁর শরীরটা কি ভাল নেই ?

বোলেত্তা ॥ তা আমি জানি নে। দরজায় খিল দিয়ে বসে আছেন তিনি।

আর্নহোম ॥ তাই বুঝি ?

লিঙ্গস ॥ গতকাল সেই আমেরিকানকে দেখে মিসেস ওয়াঙগেল কেমন যেন হয়ে গিয়েছেন।

আর্নহোম ॥ ব্যাপারটার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন ?

লিঙ্গস ॥ আমি মিসেস ওয়াঙগেলকে বলেছিলাম যে লোকটিকে সশরীরে আমি বাগানের বাইরে দেখেছি।

আর্নহোম ॥ তাই বুঝি ?

বোলেত্তা ॥ [আর্নহোমকে] বাবার সঙ্গে গতকাল আপনি অনেক রাত পর্যন্ত বসেবসে গল্প করছিলেন।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ। আমাদের কিছু আলোচনা করার ছিল—মানে, যাকে বলে সত্যিকার কাজের আলোচনা।

বোলেত্তা ॥ আমার বিষয়ে কিছু কথা বলার সুযোগ হয়েছিল নাকি ?

আর্নহোম ॥ উঁহু—হয় নি। তিনি তখন অন্য কিছু ভাবছিলেন।

বোলেত্তা ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] বুঝেছি। সব সময়েই তিনি অন্য কিছু ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।

আর্নহোম ॥ [অর্থবহ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] কিন্তু আজ পরে আর এক প্রস্থ আলোচনা আমাদের হবে। তোমার বাবা এখন কোথায় ? বেরিয়ে গিয়েছেন নাকি ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ। তিনি এখন ডাক্তারখানায়। তাঁকে ডেকে আনছি আমি।

আর্নহোম ॥ না, না—ডেকে আনতে হবে না। আমি বরং নিজেই তাঁর কাছে যাচ্ছি।

বোলেত্তা ॥ [বাঁদিকে কান পেতে শুনে] এক মিনিট, মিঃ আর্নহোম। মনে হচ্ছে, বাবা, সিঁড়ির ওপরে। মাকে দেখার জন্যে নিশ্চয় তিনি ওপরে গিয়েছিলেন।

[বাঁদিকে দরজা দিয়ে ডঃ ওয়াঙগেল এসে উপস্থিত হলেন]

ওয়াঙগেল ॥ [আর্নহোমের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে] এই যে প্রিয় আর্নহোম ! এরই মধ্যে এসে পড়েছেন ? ভালোই হয়েছে। আপনার সঙ্গে আরো অনেক কিছু আমার আলোচনা করার রয়েছে।

বোলেত্তা ॥ [লিঙ্গসন্ত্রানদকে] চলুন ; আমরা বাগানে গিয়ে হিলদার সঙ্গে গল্প করি গে।

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ, তাই চলুন, মিস ওয়াঙ্গেল !

[দুজনে বাগানে নেমে গাছের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যায়]

আর্নহোম ॥ [তাদের দিকে তাকিয়ে, তারপরে ডঃ ওয়াঙ্গেলের দিকে ঘুরে] ওই যুবকটিকে কি আপনি ভালো ক'রে চেনেন ?

ওয়াঙ্গেল ॥ না—না। ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি নে।

আর্নহোম ॥ মেয়েদের সঙ্গে ও মেলামেশা করছে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে না ?

ওয়াঙগেল ॥ করছে বুঝি ? আমি তো তা লক্ষ্য করি নি।

আর্নহোম ॥ আমার ধারণা, এই ব্যাপারে আপনার লক্ষ্য রাখা উচিত।

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ; তা ঠিকই বলেছেন আপনি। কিন্তু ছেলেটা সত্যিই বড়ো বোকা! মেয়েরা নিজেদের নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তারা কারও কথাতেই কান দেয় না; না আমার, না এল-ইদার।

আর্নহোম ॥ তাঁর কথাতেও না?

ওয়াঙগেল ॥ না।—আর তা ছাড়া, এসব ব্যাপারে এল-ইদা যে নজর দেবে তার কাছ থেকে সে-আশাও আমি করি না—তার ক্ষমতাও নেই··· হঠাৎ কথার সুর পরিবর্তন ক'রে] কিন্তু আপনাকে আমি যা বলেছি সেবিষয়ে আপনি কিছু ভেবেছেন?

আর্নহোম ॥ গতকাল আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরে অন্য কিছুই আমি ভাবি নি।

ওয়াঙগেল ॥ কী ভেবেছেন? কী করা উচিত?

আর্নহোম ॥ আমার মনে হয়, ডাক্তার হিসাবে আপনি নিজেই আমার চেয়ে ভালো বুঝবেন—এ সব ব্যাপারে।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু যে রোগীকে ডাক্তার নিজেই ভালোবাসে তার সম্বন্ধে কোনো একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসা যে কত কঠিন সে কথাটা আপনি বুঝতে পারছেন না। আর, তাছাড়া, আর দশটার মতো সাধারণ অসুখ এটা নয়। সাধারণ ডাক্তার বা সাধারণ ওষুধ দিয়ে এই অসুখটাকে সারানো যাবে না।

আর্নহোম ॥ আজকে তিনি কেমন আছেন?

ওয়াঙগেল। তাকে দেখার জন্যে এইমাত্র তার কাছে আমি গিয়েছিলাম। মনে হলো এখন যে একেবারে শান্ত। কিন্তু তার মনের ভেতরে কী একটা যেন রয়েছে, আমি তা বুঝতে পারছি নে; কিছু যেন একটা চাপা; মাঝে মাঝে সেটা মাথা নাড়া দিলেই ও হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে, মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলে। তখন আর ওকে ধরে রাখা যায় না।

আর্নহোম ॥ মনের দিক থেকে উনি বিষণ্ণ থাকেন। এটা সেই বিষণ্ণতারই বিষময় ফল।

ওয়াঙগেল ॥ এটা ঠিক তা নয়। ওর প্রকৃতির মূলও ওই ধাতু দিয়েই গড়া। সমুদ্রচারীদের বংশে ওর জন্ম। আসল বিপদটা সেইখানে।

আর্নহোম ॥ আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, ডক্টর ওয়াঙগেল?

ওয়াঙগেল ॥ যারা খোলা সমুদ্রের ধারে বাস করে তারা যে আমাদের মতো মানুষের কাছ থেকে স্বতন্ত্র এটা কি কোনোদিন আপনি লক্ষ্য করেন নি? মনে হয়, সমুদ্রই তাদের জীবনের একটি অংশ। সমুদ্রে প্রচণ্ড তরঙ্গ ওঠে; হ্যাঁ জোয়ার-ভাটাও সেখানে খেলে। তাদের চিন্তার মধ্যেও সেই একই ব্যাপার ঘটে। সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুতেই তারা থাকতে পারে না। উঃ! একথাটা আমার আগে ভাবা উচিত ছিল। সেখান থেকে সরিয়ে এখানে এল-ইদাকে নিয়ে আসাটা সত্যি আমার অপরাধ হয়েছে।

আর্নহোম ॥ আপনি সত্যিই কি সে কথা মনে করেন?

ওয়াঙগেল ॥ দিন দিন বেশি ক'রে তাই আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু গোড়াতেই এটা আমার জানা উচিত ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, তখনই আমি তা জানতাম; কিন্তু নিজে সেকথা আমি স্বীকার করতাম না, আমি তাকে এত ভালোবেসেছিলাম যে সেই সময় আমার নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথাই ভাবতে পারি নি। সত্যিই আমি স্বার্থপরের মতো কাজ করেছি। তার আর ক্ষমা নেই।

আর্নহোম ॥ হুঁম! ওইরকম ক্ষেত্রে, সব মানুষই কিছুটা স্বার্থপর হয়ে ওঠে। যাই হোক, ওরকম কোনো পাপ আপনার মধ্যে আমি দেখতে পাই নি, ডক্টর।

ওয়াঙগেল ॥ [অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে] কথাটা সত্যি—আর বেশি কী—সারাজীবনই আমি এইভাবেই কাটিয়েছি। ওর চেয়ে আমার বয়স অনেক বেশি—সেদিক থেকে আমি ওর বাবার বয়সী। ওকে পরিচালনা করা উচিত ছিল আমারই, ওকে শিক্ষা দেওয়া, ওর মনকে উন্নত করার চেষ্টা আমারই করা উচিত ছিল। কিন্তু ওর জন্যে সম্ভবত আমি কিছুই করতে পারি নি। সে-চেষ্টাও আমি করি নি; কারণ বুঝতেই পারছেন আমি চেয়েছিলাম ও যা আছে তাই থাক। তারই ফলে দিন দিন ওর অবস্থা খারাপ হ'তে লাগলো। এখন আমি পড়েছি অগাধ জলে। কী যে করি? [স্বর নিচু করে] তাই এখানে আসার জন্যে মরিয়া হয়ে আপনাকে আমি চিঠি দিয়েছিলাম।

আর্নহোম ॥ [তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে] কী বললেন? সেইজন্যেই আমাকে আপনি চিঠি দিয়েছিলেন?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ; —কিন্তু একথা কেউ যেন না জানে।

আর্নহোম ॥ কিন্তু কেন বলুন? প্রিয় ডক্টর; আমাকে দিয়ে আপনার কী উপকার হবে বলে ভেবেছিলেন?

ওয়াঙগেল ॥ অবশ্য আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমি ভুল বুঝেছিলাম। এলিদা এক সময় আপনাকে ভালোবাসতো; এবং এখনও সে হয়ত গোপনে আপনাকে ভালোবাসে। তাই ভেবেছিলাম, আপনার সঙ্গে ওর আবার দেখা হলে, এবং সেই দিনের, যখন ও ওর বাবার বাড়িতে থাকতো, কথা আলোচনা করলে হয়ত ওর মন কিছুটা ভালোই হবে।

আর্নহোম ॥ তাহলে আপনি যখন লিখেছিলেন এখানে আমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে আছে, আর আমাকে সে দেখতে চায় তখন আপনি আপনার স্ত্রীর কথা ভেবেই লিখেছিলেন?

ওয়াঙগেল ॥ সেকথা ঠিক। আর কার কথা ভাববো?

আর্নহোম ॥ [সঙ্গে সঙ্গে] না, না—আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমিই ভুল বুঝেছিলাম।

ওয়াঙগেল ॥ খুবই স্বাভাবিক। আমিই ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিলাম।

আর্নহোম ॥ আর সেইজন্যে নিজেকে আপনি বলছেন স্বার্থপর।

ওয়াঙগেল ॥ ব্যাপারটা কী জানেন? ওর ওপরে আমি অনেক অবিচার করেছি। সেইজন্যে ও যাতে একটু শান্তি পায় সেই উদ্দেশ্যে কিছু না করে আমি পারি নি।

আর্নহোম ॥ সেই আগন্তুকটি যে ওর ওপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তার কারণটা আপনার কী বলে মনে হচ্ছে?

ওয়াঙগেল ॥ হায়, বন্ধু, এর মধ্যে এমন কিছু দিক রয়েছে যেগুলিকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

আর্নহোম ॥ অর্থাৎ বলতে চান, ব্যাপারটা এমনিতেই দুর্বোধ্য? একেবারে ব্যাখ্যার অতীত?

ওয়াঙগেল ॥ আমাদের জ্ঞান যতটুকু অন্তত তার ওপরে নির্ভর করে।

আর্নহোম ॥ এইরকম ব্যাপার কি আপনি বিশ্বাস করেন?

ওয়াঙগেল ॥ বিশ্বাস, বা, অবিশ্বাস আমি কিছুই করি নে। আমি এব্যাপারে কিছুই জানি নে। সেইজন্যে ও নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাই নে।

আর্নহোম ॥ তবুও, আপনি আমাকে একটা কথা বলুন। সে যে সেই অদ্ভুতভাবে জোর দিয়ে একটা বিশ্রী কথা বলছিল যে ছেলেটার চোখগুলি—

ওয়াঙগেল ॥ [একটু ক্ষিপ্ত হয়েই] ও কথার বিন্দুবিসর্গও আমি বিশ্বাস করি নে। ওরকম কোনো জিনিসই আমি বিশ্বাস করি নে। ওটা ওর মনে হয়েছিল—এই যা।

আর্নহোম ॥ লোকটিকে সঙ্গে যখন কাল আপনার দেখা হয়েছিল তখন তার চোখ দুটি কি আপনি লক্ষ্য করেছিলেন?

ওয়াঙগেল ॥ করেছিলাম।

আর্নহোম ॥ কোনো সাদৃশ্য আপনার চোখে পড়েছিল কি?

ওয়াঙগেল ॥ [উত্তরটা এড়িয়ে] মানে···হায় ঈশ্বর···এর উত্তর আমি কী দেব? সে-সময় ভালো ক'রে দেখার মতো যথেষ্ট আলো ছিল না···আর তাছাড়া, এই সাদৃশ্যের সম্বন্ধে তার আগে এল-ইদা আমাকে এত বলেছিল যে আমার ধারণা আগন্তুকটিকে আমি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারি নি।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ···বুঝেছি। কিন্তু এখানে আরো একটা কথা ভাবার রয়েছে। যখন শোনা গেল যে আগন্তুকটি তার বাড়ির পথে রওনা হয়েছে ঠিক সেই সময়েই ওর যত ভয় আর অস্বস্তি দেখা দিল।

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ; তা···ওইরকম একটা কথা হয়ত সে ভেবেছিল; বা নিজেকে বুঝিয়েছিল—গতকালের আগের দিন থেকে। এখন সে যে ঘটনার কথা ভাবছে সেটা হয়ত সে হঠাৎ ভাবতে শুরু করে নি; স্বতস্ফূর্তভাবে চিন্তা করে নি। কিন্তু যখন সে এই যুবক লিঙ্গস্ত্রানদের কাছ থেকে শুনলো যে জনস্টন—অথবা যে নামেই নিজেকে এখন সে ডাকুক না কেন—তিন বছর আগে মার্চ মাসে তার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল, এল-ইদার বিশ্বাস তার মানসিক অস্থিরতা সেই সময় থেকেই শুরু হয়েছে।

আর্নহোম ॥ কিন্তু সে কথাটা কি সত্যি নয়?

ওয়াঙগেল ॥ মোটেই নয়। তার এই অস্থিরতার চিহ্ন অনেক আগে থেকেই ফুটে উঠেছিল। কথাটা সত্যি যে ঠিক তিন বছর আগে মার্চ মাসে তার এই মানসিক রোগটা হঠাৎ একবার বেশ বেড়ে গিয়েছিল।

আর্নহোম ॥ তাই বুঝি? তাহলে……

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তখন সে যে অবস্থার মধ্যে ছিল সেই অবস্থায় ওরকম অসুখের একটা কারণ সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

আর্নহোম ॥ যেভাবেই হোক এটাকে আপনি নিতে পারেন।

ওয়াঙগেল ॥ [উদ্বেগে নিজের হাতদুটোকে মুচড়ে] কিন্তু তাকে তো আমি কোনো সাহায্য করতে পারছি না! তাকে যে আমি কী উপদেশ দেব তাও আমার মাথায় ঢুকছে না! কী যে করবো…তাও…! কী বিপদের মধ্যেই না আমি পড়েছি।…

আর্নহোম ॥ ধরুন, এমন যদি হয় যে এমন কোনো জায়গায় আপনি চলে যাওয়ার মনস্থ করলেন…করলেন না…চলেই গেলেন যেখানের পরিবেশে সে কিছুটা শান্তিতে বাস করতে পারবে। তাহলে?

ওয়াঙগেল ॥ হুঁ! আপনার কি ধারণা সেরকম কোনো ইঙ্গিত তাকে আমি দিই নি? শোলভোক-এ যাওয়ার কথা তাকে আমি বলেছিলাম। কিন্তু সে যাবে না।

আর্নহোম ॥ তাও না?

ওয়াঙগেল ॥ না। তাতে যে কোনো লাভ হবে তা সে বিশ্বাস করে না—আর সে হয়তো সত্যি কথাই বলেছে।

আর্নহোম ॥ হুম্…আপনারও কি তাই মনে হয়?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ। তাছাড়া, আরও একটা কথা রয়েছে। কথাটা এখনই আমার মনে হয়েছে। কিন্তু সে-ব্যবস্থাটা যে আমি কি করে করবো তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার ধারণা, এইরকম পাণ্ডববর্জিত দেশে মেয়েদের আসা মোটেই ভালো নয়। তাদের এমন একটা জায়গায় থাকা উচিত যেখানে অন্তত তারা বিয়ে করার একটা সুযোগ পায়—একদিন না একদিন।

আর্নহোম ॥ বিয়ে? একথা কি আপনি আগেই চিন্তা করেছেন?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। সেকথাটাও আমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে। কিন্তু আবার…আমি যখন বেচারা এল-ইদার দুঃখের কথা ভাবি…উঃ! প্রিয় আর্নহোম, অনেকদিন থেকেই আমি বড় বিব্রত হয়ে উঠেছি!

আর্নহোম ॥ বোলেত্তার সম্বন্ধে সম্ভবত আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।… [কথার মোড় ঘুরিয়ে] বোলেত্তা— ওরা যে সব কোথায় গেল! [খোলা দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দেয়]

ওয়াঙগেল ॥ [পিয়ানোর কাছে গিয়ে] ওদের জন্যে, ওদের তিনজনের জন্যে—আমি সবকিছু ত্যাগ করতে পারি—যদি জানতাম ওদের সুখী করার জন্যে আমাকে কি…

[বাঁদিকের দরজা দিয়ে এল-ইদা এসে হাজির হলো]

এল-ইদা ॥ [তাড়াতাড়ি, ওয়াঙগেলকে] আজ সকালে তুমি বাইরে যাচ্ছো না তো?

ওয়াঙগেল ॥ উঁহু! আবশ্যই না। তোমার সঙ্গে আমি বাড়িতে থাকবো। [আর্নহোম এগিয়ে আসে। তাকে লক্ষ্য ক'রে] কিন্তু তুমি আমাদের বন্ধুকে সুপ্রভাত জানালে না ?

এল ইদা ॥ [ঘুরে] কিছু মনে করবেন না, মিঃ আর্নহোম। আপনাকে আমি দেখতে পাই নি। [হাত বাড়িয়ে দিয়ে] সুপ্রভাত।

আর্নহোম ॥ সুপ্রভাত, মিসেস ওয়াঙেগল। তাহলে, আজ আর আপনি রোজকার মতো সমুদ্রে স্নান করতে যান নি ?

এল-ইদা ॥ উঁহু। আজ তো সে-প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আপনি একটু বসবেন না ?

আর্নহোম ॥ না ; এখন বসবো না। [ওয়াঙগেলের দিকে তাকিয়ে] মেয়েদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে আমি বাগানে যাব বলে তাদের কথা দিয়েছিলাম।

এল-ইদা ॥ তাদের কি বাগানে আপনি খুঁজে পাবেন ? তারা যে কোথায় যায় তা আমি জানি নে।

ওয়াঙগেল ॥ তারা সম্ভবত পুকুরের দিকে গিয়ে থাকবে।

আর্নহোম ॥ আমাকে তাদের খুঁজে বার করতেই হবে। [বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বারান্দা পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে ডানদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়]

এল-ইদা ॥ কটা বাজলো, ওয়াঙগেল ?

ওয়াঙগেল ॥ [হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে] এগারটা—দু' এক মিনিট হয়েছে।

এল-ইদা ॥ এগারটা বেজে দু' এক মিনিট হয়েছে। আজ রাত্রিতে এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যে স্টীমার এখানে আসবে। উঃ! সব ঝঞ্ঝাট যদি মিটে যেতো !

ওয়াঙগেল ॥ [কাছে গিয়ে] শোনো এল-ইদা, একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই।

এল-ইদা ॥ কী কথা ?

ওয়াঙগেল ॥ গত রাত্রির আগের রাত্রিতে তুমি ওখানে আমাকে বলেছিলে যে গত তিন বছর ধ'রে তুমি তাকে স্পষ্টই দেখে আসছো—দিনের আলোর মতো—ঠিক তোমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

এল-ইদা ॥ আবকল ! আমি যা বলেছি তা সত্যি—অক্ষরে অক্ষরে।

ওয়াঙগেল ॥ কেমন ক'রে ? মানে কিভাবে ?

এল-ইদা ॥ কিভাবে ?

ওয়াঙগেল ॥ অর্থাৎ, লোকটি কেমন দেখতে—যখন তোমার মনে হয়েছিল যে তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ—সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

এল-ইদা ॥ একথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন ? সে যে কেমন দেখতে তা তো তুমি নিজেই দেখেছ।

ওয়াঙগেল ॥ এবং কল্পনায় তাকে তুমি ঠিক সেইরকমই দেখেছিলে ?

এল-ইদা ॥ ঠিক সেইরকমই।

ওয়াঙগেল ॥ গত রাত্রিতে তাকে যেমন তুমি দেখেছিলে ঠিক সেইরকম—অবিকল ?

এল-ইদা ॥ ঠিক সেইরকম—অবিকল।

ওয়াঙগেল ॥ তাহলে, দেখামাত্রই তাকে তুমি চিনতে পারলে না কেন ?

এল-ইদা ॥ [চমকে উঠে] তাই নাকি ? পারি নি ?

ওয়াঙগেল ॥ না। পরে তুমি আমাকে বলেছিলে, অদ্ভুত মানুষটি যে কে তা তুমি প্রথমে বুঝতে পারো নি।

এল-ইদা ॥ [অভিভূত হয়ে] আমার সত্যি মনে হচ্ছে তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ব্যাপারটা কি সত্যিই অদ্ভুত লাগছে না ওয়াঙগেল—যে আমি তাকে দেখামাত্রই চিনতে পারি নি ?

ওয়াগেল ॥ তুমি বলেছিলে, কেবল তার চোখ দুটি দেখেই···

এল-ইদা ॥ ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ ! তার চোখ দুটি···তার চোখ দুটি !

ওয়াঙগেল ॥ তা ছাড়া, সেদিন তুমি আরও একটা কথা আমাকে বলেছিলে। দশ বছর আগে তোমরা দুজনে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় সে যেরকম দেখতে ছিল সেদিনও তাকে তুমি সেইরকমই দেখেছিলে।

এল-ইদা ॥ বলেছিলাম নাকি ?

ওয়াঙগেল ॥ বলেছিলে।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, ঠিক সেইরকমই, তার চেহারা পাল্টায় নি।

ওয়াঙগেল ॥ উঁহু। গত রাত্রির আগের রাত্রিতে ঘরে ফেরার পথে তার চেহারার তুমি অন্য বর্ণনা দিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে, দশ বছর আগে তার গাল দুটো ছিল একেবারে চাঁছাপোছা ; তার গায়ে পোষাকও ছিল অন্যরকম। তার গলার বন্ধনীতে ছিল একটা· আলপিন ; তাতে ছিল একটা মুক্তো বসানো। গতকাল যাকে আমরা দেখলাম তার তো সেরকম কিছু ছিল না।

এল-ইদা ॥ না—তা ছিল না···

ওয়াঙগেল ॥ [তার হাবভাব বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য ক'রে] এখন, প্রিয় এল-ইদা, একটু ভালোভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা কর দেখি। তার চেহারাটা ঠিক তোমার মনে নেই—ব্রাথাম্মারের চড়ায় দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকার সময় যে-চেহারাটা তুমি দেখেছিলে।

এল-ইদা ॥ [বেশ চিন্তা ক'রে, একটু চোখ বন্ধ ক'রে] ঠিক মনে নেই। কিন্তু এটা কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার নয় ? আজ তো তার চেহারাটা আমি মনে করতেই পারছি না।

ওয়াঙগেল ॥ এটা সত্যিই কোনো অদ্ভুত ব্যাপার নয়। সামনে একটি জীবন্ত দেহকে দেখার পরে—সেই পুরানো চেহারাটা তোমার স্মৃতি থেকে এমনভাবে মুছে গিয়েছে যে সেটা আর তোমার চোখে পড়ছে না।

এল-ইদা ॥ তোমার কি তাই মনে হয় ?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ। তোমার সেই বিষণ্ন চিন্তার জগৎ থেকে সেটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেইজন্যে, এটা তোমার পক্ষে ভালোই হয়েছে—তুমি বাস্তব জিনিসটিকে দেখতে পেয়েছ।

এল-ইদা ॥ ভালো ? তুমি একে ভালো বলছো ?

ওয়াঙগেল ॥ বলছি। যা ঘটেছে তার ফলে তোমার অসুখটা সেরে যেতে পারে।

এল-ইদা ॥ [সোফার উপরে ব'সে] ওয়াঙগেল, তুমি আমার কাছে এসে বসো। আমি কী ভাবছি তা তো তোমাকে খুলে বলতেই হবে।

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই বলো। [টেবিলের একটি প্রান্তে একটা চেয়ারের ওপরে বসলেন]

এল-ইদা ॥ তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়াটা সত্যিকারের দুর্ভাগ্যজনক—তোমার আর আমার দুজনের কাছেই।

ওয়াঙগেল ॥ কী বলছ তুমি ?

এল-ইদা। ঠিক কথাই বলছি। দুর্ভাগ্যজনক ছাড়া আর কিছুই এটাকে বলা যেতো না। হ'তে বাধ্য। এইরকম বিয়ে দুঃখের ছাড়া আর কিছুই হ'তে পারে না—যেভাবে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

ওয়াঙগেল ॥ 'যে ভাবে' কথাটার অর্থ···

এল-ইদা ॥ শোনো ওয়াঙগেল—আমাদের মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই—।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তাই কি আমরা বলছি ? তুমি একথা বলছো কেন ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; আমরা মিথ্যে কথা বলছি। অথবা, যাই হোক, আমরা যে সত্যি কথা বলছি না সেটা আমরা স্বীকার করছি না। কারণ সত্যি কথাটা হচ্ছে—সহজ সত্যি কথা—এই যে তুমি সেখানে গিয়েছিলে, আর—নিয়ে এসেছিলে আমকে।

ওয়াঙগেল ॥ 'নিয়ে এসেছিলে··· ?' 'নিয়ে এসেছিলে'—বলছো ?

এল-ইদা ॥ অবশ্য আমিও একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা ছিলাম না। আমিও তাতে রাজি হয়েছিলাম—তোমার কাছে নিজেকে বিক্রী ক'রে দিয়েছিলাম আমি।

ওয়াঙগেল ॥ [আহত দৃষ্টি দিয়ে] এল-ইদা !—একথা তুমি বলতে পারলে ?

এল-ইদা ॥ কিন্তু এ ছাড়া আর কী কথা আমি বলবো ? তোমার এই শূন্য ঘর তুমি সহ্য করতে পারছিলে না—সেইজন্য নতুন স্ত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছিলে তুমি··

ওয়াঙগেল ॥ আর আমার বাচ্চাদের জন্যে নতুন একজন মা, এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; হয়ত তা-ও ; অন্য সবকিছুর সঙ্গে। সেই পদ গ্রহণ করার যোগ্যতা আমার রয়েছে কিনা সে বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র ধারণা ছিল না ! তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—কথা হয়েছিল মাত্র দু'একবার—পরিচয় অতি সামান্যই। কিন্তু আমাকে তোমার ভালো লেগেছিল—সেইজন্যে—

ওয়াঙগেল ॥ তাই যদি তুমি বলতে চাও তো বলতে পারো।

এল-ইদা ॥ আর আমার কথা যদি ধরো তো সে সময় আমি ছিলাম অসহায়, বিভ্রান্ত,

আর একেবারে নিঃসঙ্গ। সেই সময় তুমি গিয়ে আমার বাকি জীবনের দায়-দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিলে। স্বভাবতই আমি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম।

ওয়াঙগেল ॥ শোনো এল-ইদা, তোমার 'দায়দায়িত্ব' নেবার কথা তখন সত্যিই আমি চিন্তা করি নি। তখন তোমাকে খোলাখুলিভাবেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমার সামান্য যা কিছু রয়েছে আর আমাদের মেয়েদের দায়িত্ব আমার সঙ্গে তুমি ভাগ করে নিতে পারবে কিনা।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; ঠিকই বলছো। কিন্তু তাহলেও, কোনো শর্তেই তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার উচিত হয় নি,—কোনো মূল্যেই আমার উচিত হয় নি তোমার কাছে নিজেকে বিক্রী করে দেওয়া। সবচেয়ে জঘন্য কাজও, চরম দারিদ্র্যও এর চেয়ে অনেক ভালো ছিল; তার মধ্যে থাকতো আমার নিজের সিদ্ধান্ত—আমার স্বাধীন ইচ্ছা।

ওয়াঙগেল ॥ [উঠে] তাহলে, এই পাঁচ—না—ছ'বছর আমরা যে একসঙ্গে রয়েছি সেটা তোমার কাছে একেবারে কিছু নয়?

এল-ইদা ॥ না, না; ওকথা বলো না। তুমি আমাকে যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশী কিছু কারও আশা করা উচিত নয়। কিন্তু বিপদটা কোথায় জানো? বিপদটা হছে এই যে আমার স্বাধীন ইচ্ছায় তোমার সঙ্গে ঘর করার জন্যে আমি এখানে আসি নি।

ওয়াঙগেল ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] 'স্বাধীন ইচ্ছায়'…তুমি এখানে আসো নি?

এল-ইদা ॥ না, আসি নি।

ওয়াঙগেল ॥ [নিচু গলায়] হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ওই কথাটাই গতকাল তুমি বলেছিলে বটে।

এল-ইদা ॥ ওরই মধ্যে আমার সব কথা বলা হয়েছে। ওইটিই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। এখন সেটাকে আমি পরিষ্কার দেখতে পাছি!

ওয়াঙগেল। কী পাচ্ছো?

এল-ইদা ॥ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই বিয়ে সত্যিকার বিয়ে নয়।

ওয়াঙগেল ॥ [তিক্তভাবে] তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যে জীবন আমরা এখন যাপন করছি তা সত্যিকার বিবাহিত জীবন নয়।

এল-ইদা ॥ আগেও তা ছিল না; কোনোদিনই তা ছিল না। সেই প্রথম থেকে। [সামনের দিকে সোজা তাকিয়ে থেকে] আর সেইটা…আর সেইটাই আমাদের—আমাদের সত্যিকার বিয়ে হতে পারতো।

ওয়াঙগেল ॥ অর্থাৎ?—'সেইটা' মানে?

এল-ইদা ॥ আমার…আর তার।

ওয়াঙগেল ॥ [বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে] তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এল-ইদা ॥ ওঃ, ওয়াঙগেল ! নিজেদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলে আর লাভ নেই, অথবা, নিজেদের কাছে।

ওয়াঙগেল ॥ না ; অবশ্যই না। কিন্তু এর পরে ?

এল-ইদা ॥ তুমি বুঝতেই পাচ্ছো, স্বেচ্ছায় যে কথা দেওয়া হয় সেটা যে বিয়ের মতই বাধ্যতামূলক, এই বাস্তব সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তুমি কী বলতে…

এল-ইদা ॥ [উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে] তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি আমাকে তুমি দাও, ওয়াঙগেল।

ওয়াঙগেল ॥ এল ইদা ! এল-ইদা !…

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; আমাকে মুক্তি দাও। আমি তোমাকে বলছি এ ছাড়া অন্য কোনো পথ আমার কাছে খোলা নেই—যেভাবে আমরা দুজনে একসঙ্গে হয়েছি তার পরে।

ওয়াঙগেল ॥ [মনের যন্ত্রণাটা চেপে] আমাদের দুইজনের মধ্যে ব্যবধান কি এতই দুস্তর ?

এল-ইদা ॥ এ ব্যবধান থাকতেই হবে—এছাড়া অন্য কিছু ছিল না, থাকতে পারতো না।

ওয়াঙগেল ॥ বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] তাহলে, কোনোদিনই তোমাকে আমি জয় করতে পারি নি—কোনোদিনই তুমি আমার হতে পারো নি—এই যে এতগুলি বছর আমরা একসঙ্গে জীবন কাটালাম এর মধ্যে ?

এল-ইদা ॥ ওঃ ওয়াঙগেল, তোমাকে আমি কত খুশি হয়েই না ভালোবাসতে পারতাম ; কিন্তু তা যে হতে পারে না সেবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

ওয়াঙগেল ॥ তাহলে, বিবাহবিচ্ছেদ ? আইনসঙ্গত বিচ্ছেদ—এই কি তুমি চাও ?

এল-ইদা ॥ শোনো ওয়াঙগেল, তুমি আমার কথা একেবারে বুঝতে পারছো না। বাইরের আচার নিয়ে আমি মোটেই ব্যস্ত নই। সমাজের রীতি-নীতিটার মূল্য আমার কাছে কিছুই নেই। আমি চাই—নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছায় তুমি মুক্তি দেবে আমাকে, আমি মুক্তি দেব তোমাকে।

ওয়াঙগেল ॥ [তিক্তভাবে, ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে] আমাদের চুক্তি ভাঙতে…তাই তো দেখছি।

এল-ইদা ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] ঠিক তাই—আমাদের চুক্তি ভাঙতে।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু এল-ইদা, তার পরে ? আমাদের দুজনের কী হবে সেকথা কি তুমি ভেবেছ ? আমাদের জীবনের পরিণতি কী হবে ? তোমার, আর, আমার ?

এল-ইদা ॥ সেবিষয়ে চিন্তা করার দরকার আমাদের নেই। ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যৎ নিজেই ভাববে—যতটা পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা হচ্ছে, তোমার কাছে আমি যা ভিক্ষে চাইছি সেইটি আমাকে তুমি দাও—তুমি আমার কেবল এই

অনুরোধটি রাখো—আমাকে কেবল মুক্তি দাও, আমাকে ফিরিয়ে দাও আমার স্বাধীনতা—পুরোপুরি, অক্ষতভাবে।

ওয়াঙগেল ॥ এল-ইদা, আমার কাছে তুমি বড়ো ভয়ানক জিনিস চাইছো। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে আমাকে অন্তত একটু সময় দাও। সুযোগ দাও বিষয়টা নিয়ে আমাদের মধ্যে খুব ভালোভাবে আলোচনা করার—আর তুমি কী করতে যাচ্ছো তা যাতে ভালোভাবে বুঝতে পারো সেইজন্যে।

এল-ইদা ॥ কিন্তু সে-সময় আমাদের হাতে একেবারে নেই, আজকের মধ্যেই সে-স্বাধীনতা আমাকে পেতেই হবে।

ওয়াঙগেল ॥ বিশেষ করে আজকের মধ্যেই কেন ?

এল-ইদা ॥ কারণ, আজ রাত্রিতেই সে আসছে !

ওয়াঙগেল ॥ [চমকে] আসছে ? সে ? এর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ?

এল-ইদা ॥ তার সঙ্গে দেখা হবার সময় আমি একেবারে স্বাধীন হতে চাই।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু—তার পরে ?

এল-ইদা ॥ আমি যে অপরের স্ত্রী—আমার যে অন্য কোনো উপায় নেই—এই অজুহাত নিয়ে তার কাছে আমি দাঁড়াতে চাই নে। কারণ, তার মধ্যে কোনো সিদ্ধান্ত থাকবে না।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি সিদ্ধান্তের কথা বলছো, এল-ইদা ? সিদ্ধান্ত ? এরকম ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকা চাই, যাই আমি করি না কেন, নির্বাচন করার অধিকার আমার থাকা চাই। তাকে একা চলে যেতে দেওয়ার, অথবা তার সঙ্গে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমার থাকা চাই।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি যা বলছো তার অর্থ কী বোঝ ? তার সঙ্গে চলে যাবে ? তার হাতে তোমার সমস্ত জীবনটা ছেড়ে দেবে ?

এল-ইদা ॥ কিন্তু তোমার হাতে কি আমার সমস্ত জীবনকে ছেড়ে দিই নি ? কোনো-রকম দ্বিধা না করেই ?

ওয়াঙগেল ॥ সম্ভবত···কিন্তু সে···সে যে একেবারে অপরিচিত—যার সম্বন্ধে তুমি প্রায় কিছুই জানো না।

এল-ইদা ॥ সম্ভবত, তোমাকেও আরো কম আমি চিনতাম—কিন্তু তা সত্ত্বেও, তোমার সঙ্গে চলে আসতে আমি কোনোরকম ইতস্তত করি নি।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি কী ধরনের জীবনযাপন করতে যাচ্ছো সে বিষয়ে তোমার অন্তত কিছুটা ধারণা ছিল। কিন্তু এখন···কিন্তু ভেবে দেখো—এখন তুমি কী জানো ? একেবারে কিছু না ! সে যে কে সেটুকু পর্যন্ত না—অথবা, তার পেশা কী।

এল-ইদা ॥ [সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] সে কথা সত্যি। সেইটাই মারাত্মক জিনিস।

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ—তাই···মারাত্মক।

এল-ইদা ॥ সেইজন্যেই মনে হয় এ কাজ আমাকে করতেই হবে।

ওয়াঙগেল ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] কারণ, এটা তোমার কাছে একটা মারাত্মক জিনিস ?

এল-ইদা ॥ ঠিক তাই।

ওয়াঙগেল ॥ [আরো কাছে এগিয়ে এসে] এই মারাত্মক জিনিস বলতে তুমি সত্যি কী বোঝ আমাকে বলো তো এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ [ভেবে] মারাত্মক মারাত্মক···যে জিনিসটাকে আমি ভয় পাই, অথবা, যা আমাকে মুগ্ধ করে, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে আমাকে।

ওয়াঙগেল ॥ মুগ্ধ করে, আকর্ষণ করে···?

এল ইদা ॥ হ্যাঁ ; তাই আমার মনে হয়।

ওয়াঙগেল ॥ [ধীরে ধীরে] তুমি হচ্ছো সমুদ্রের মতো।

এল-ইদা ॥ সমুদ্রও মারাত্মক।

ওয়াঙগেল ॥ তোমার মধ্যে সমুদ্রের মতো কিছু একটি আছে। তোমাকে দেখে ভয় হয়, অথচ, তোমার আকর্ষণ দুর্নিবার ···

এল-ইদা ॥ তুমি কি তা বুঝতে পারো, ওয়াঙগেল ?

ওয়াঙগেল ॥ সব কথা ছেড়ে দিয়েও, তোমাকে আমি কোনোদিনই চিনতে পারি নি — বুঝতে পারি নি একেবারে। সেটা এখন আমি বুঝতে শুরু করেছি।

এল-ইদা ॥ বিশেষ করে সেইজন্যে আমাকে তোমার ছেড়ে দিতেই হবে—তোমার আর তোমার বলতে যা কিছু বোঝায় সেই সমস্ত কিছুর বন্ধন থেকে। আমাকে যা তুমি ভেবেছিলে সেরকম নারী আমি নই —তুমি নিজেই এখন তা বুঝতে পেরেছ। এখন আমরা বন্ধুর মতো বিদায় নিতে পারি—এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায়।

ওয়াঙগেল ॥ [বিষণ্ণভাবে] হ্যাঁ ; তাই ভালো আমাদের দুজনের পক্ষে। কিন্তু তা হলেও, আমি তা পারছি নে - আমার কাছে তুমি হচ্ছো একটি মারাত্মক জিনিসের মতো, তোমার মধ্যে এমন একটা বিস্ময়কর মাদকতা রয়েছে যার হাত এড়ানো যায় না।

এল-ইদা ॥ তাই কি ?

ওয়াঙগেল ॥ আজকের দিনটা আমাদের বেশ বুঝে-সুঝে কাটানো যাক এস—বেশ শান্তভাবে, আর বিবেচনা করে। আজ তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার সাহস হচ্ছে না, এল-ইদা, —কোনো অধিকার আমার নেই—তোমারই স্বার্থের খাতিরে। আমি মনে করি তোমাকে রক্ষা করার একটা কর্তব্য, একটা অধিকার আমার আছে।

এল-ইদা ॥ রক্ষা করার ? কিসের হাত থেকে আমাকে তুমি রক্ষা করবে ? এমন কী বস্তু রয়েছে ? বাইরে থেকে কিছু এসে তো আমাকে শাসাচ্ছে না ? এই মারাত্মক জিনিসটা আমার অন্তরের গভীরে বাসা বেঁধেছে, ওয়াঙগেল···আমার নিজের মনের মধ্যেই রয়েছে এই মারাত্মক যাদু—তার বিরুদ্ধে তুমি কী করবে ?

ওয়াঙগেল ॥ এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি, সাহস দিতে পারি তোমাকে।

এল-ইদা ॥ তা পারো…যদি আমি যুদ্ধ করতে চাই।

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু তুমি কি তা চাও না?

এল-ইদা ॥ বিপদ তো ওইখানেই। নিজের মনটাকেও আমি বুঝতে পারলাম না।

ওয়াঙগেল ॥ আজ রাত্রিতেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ [আবেগের সঙ্গে] হ্যাঁ—ভেবে দেখো! আমার জীবনের সংকটময় মুহূর্ত— এত কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

ওয়াঙগেল ॥ — এবং তারপরে আগামীকাল—

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, আগামীকাল…আমার সত্যিকার ভাগ্যকে হয়তো আমাকে অস্বীকার করতে হবে।

ওয়াঙগেল ॥ তোমার সত্যিকার… ?

এল-ইদা ॥ সারা জীবনের স্বাধীনতা আমার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমার জন্যে— এবং সম্ভবত, তার জন্যেও।

ওয়াঙগেল ॥ [শান্তভাবে, এল-ইদাকে হাত দিয়ে ধ'রে] এল-ইদা, তুমি কি এই অচেনা মানুষটিকে ভালোবাসো?

এল-ইদা ॥ তাকে ভালোবাসি? সেকথা আমি কী ক'রে বলবো? আমি কেবল এইটুকু জানি যে, আমার কাছে সে হচ্ছে একজন মারাত্মক মানুষ, আর…

ওয়াঙগেল ॥ আর?

এল-ইদা ॥ [হাত ছাড়িয়ে]—আর মনে হয় আমি তাই।

ওয়াঙগেল ॥ [মাথাটা নিচু ক'রে] আমি যেন একটু বুঝতে পারছি।

এল-ইদা ॥ তাহলে, এর বিরুদ্ধে দেওয়ার মতো কী সাহায্য তোমার আছে? কী উপদেশ তুমি আমাকে দিতে পারো?

ওয়াঙগেল ॥ [তার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আগামীকাল…সে চলে যাবে। বিপদ শেষ হবে। তারপরে, এল-ইদা, তোমাকে ছেড়ে দেব আমি—আমাদের চুক্তি ভাঙতে মত দেব।

এল-ইদা ॥ ওঃ, ওয়াঙগেল…আগামীকাল বড়ো দেরী হয়ে যাবে।

ওয়াঙগেল ॥ [বাগানের দিকে তাকিয়ে] মেয়েরা! অন্তত, ওদের বাঁচাতে হবে আমাদের—যে ভাবে যতটা পারি।

[আর্নহোম, বোলেত্তা, হিলদা, আর লিঙ্গসত্রানদ বাগানের দিক থেকে আসে। বিদায় নিয়ে লিঙ্গসত্রানদ বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাকি সবাই আসে ভেতরে]

আর্নহোম ॥ আমরা এতক্ষণ মতলব ভাঁজছিলাম!

হিলদা ॥ আজ রাত্রিতে আমরা অন্তরীপে যাচ্ছি ; এবং—

বোলেত্তা ॥ না, না—ভেঙে দিয়ো না !

ওয়াঙগেল ॥ আমরাও মতলব ভাঁজছি ।

আর্নহোম ॥ সত্যি ?

ওয়াঙগেল ॥ এল-ইদা আগামীকাল শোর্লভিকে যাচ্ছে—কিছুদিনের জন্যে ।

বোলেত্তা ॥ চলে যাচ্ছে ?

আর্নহোম ॥ চমৎকার পরিকল্পনা, মিসেস ওয়াঙগেল ।

ওয়াঙগেল ॥ ও বাড়ি যেতে চায়—সমুদ্রে ।

হিলদা ॥ [তার কাছে ছুটে গিয়ে] তুমি কি চলে যাচ্ছ—আমাদের ছেড়ে ?

এল-ইদা ॥ [অবাক হয়ে] কেন হিলদা, কী ব্যাপার ?

হিলদা ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে] ও, কিছু না, কিছু না । [দাঁতে দাঁত চিপে] যেতে চাও, যাবে !

বোলেত্তা ॥ [বিব্রত হয়ে] বাবা, তুমিও কি যাচ্ছ—শোর্লভিকে ? তাই আমার মনে হচ্ছে ।

ওয়াঙগেল ॥ না ; নিশ্চয় না । মাঝে মাঝে যেতে পারি ।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু আমাদের কাছে তুমি ফিরে আসবে তো ?

ওয়াঙগেল ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয় ।

বোলেত্তা ॥ মাঝে মাঝে—নিশ্চয় !

ওয়াঙগেল ॥ তা ছাড়া আর কোনো উপায় রয়েছে আমার মনে হচ্ছে না [মেঝের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যান]

আর্নহোম ॥ [ফিসফিস ক'রে] আমরা পরে কথাবার্তা বলবো, বোলেত্তা !

[এই বলে সে ওয়াঙগেলের কাছে যায় ; দরজার কাছে গিয়ে তারা শান্তভাবে কথাবার্তা বলে]

এল-ইদা ॥ [বোলেত্তাকে শান্তভাবে] হিলদার কী হলো ? সে বেশ মনমরা হয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে ।

বোলেত্তা ॥ এই কটি বছর ধরে হিলদা কী চাইছে তা কি কোনোদিন তুমি বুঝতে পারো নি ।

এল-ইদা ॥ চাইছে ?

বোলেত্ত ॥ যতদিন তুমি এ-বাড়িতে এসেছ ?

এল-ইদা ॥ না···কী ?

বোলেত্তা ॥ তোমার কাছ থেকে একটু স্নেহের বাক্য শুনতে ।

এল-ইদা ॥ হায় রে···! এখানে আমার যদি কোনো কর্তব্য থাকতো···

[মাথাকে দুটো হাত দিয়ে চেপে একদৃষ্টিতে সে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে । মনে হলো নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে । ওয়াঙগেল আর আর্নহোম ফিসফিস ক'রে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে সামনের

দিকে এগিয়ে আসেন। বোলেস্তা গিয়ে ডানদিকে পাশের ঘরের মধ্যে তাকায়; তারপরে, দরজাটা খুলে দেয়]

বোলেস্তা ॥ খেতে এসো বাবা, যদি অন্য কোনো কাজ না থাকে।

ওয়াঙগেল ॥ [জোর ক'রে প্রফুল্ল হয়ে] তাই নাকি? খুব ভালো, খুব ভালো। আর্নহোম, তুমি এগিয়ে যাও। তোমার পেছনে আমরা গিয়ে সাগর থেকে ফেরা রমণীকে বিদায় দেওয়ার জন্যে মদাপান করবো।

[সবাই দরজার ভেতর দিয়ে ডানদিকে চলে গেল]

পঞ্চম অংক

ডঃ ওয়াঙগেলের বাগানের একটি একান্তে, পুকুরের ধারে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা আগতপ্রায়।

[আর্নহোম, বোলেত্তা, লিঙ্গসগ্রানদ এবং হিলদা একটা নৌকার ওপরে। বাঁদিকে দিয়ে তীর ঘেঁষে নৌকা ঠেলতে ঠেলতে আসছিল তারা।]

হিলদা ॥ এইখান দিয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে লাফিয়ে পড়তে পারি।

আর্নহোম ॥ খবরদার! খবরদার!

লিঙ্গস ॥ মিস হিলদা, আমি কিন্তু ঝাঁপ দিতে পারি নে।

হিলদা ॥ আপনি মিঃ আর্নহোম? আপনিও পারেন না?

আর্নহোম ॥ পারি; কিন্তু দেবো না।

বোলেত্তা ॥ আমরা ঘাটে গিয়ে নামি চল।

[নৌকা নিয়ে তারা অন্যদিকে চলে গেল। ঠিক সেই সময় ব্যালেসতাদকে ডানদিকে ফুটপাতের ওপরে দেখা গেল, হাতে তার বাদ্যযন্ত্র আর একটা শিঙা। নৌকাবিহারীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের সঙ্গে সে কথা বলতে শুরু করে। তাদের কণ্ঠ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যায়]

ব্যালেসতাদ ॥ কী বললেন…? হ্যাঁ, অবশ্যই। 'ইংলিশ শিপে'র সম্মানেই এর আয়োজন হয়েছে। এ বছরে এই ওর শেষ আসা। গান যদি শুনতে চান, তাহলে বেশি দেরি করবেন না। [চেঁচিয়ে] কী বলছেন…? [জোরে] কী বলছেন বুঝতে পারছি নে।

[এল-ইদা ঢুকলো— বাঁদিক থেকে। মাথার ওপরে একটা শাল। পেছনে ডঃ ওয়াঙগেল]

ওয়াঙগেল ॥ কিন্তু এল-ইদা, এখনও অনেক সময় রয়েছে। আমার কথা শোনো।

এল-ইদা ॥ না, না—আর সময় নেই। যে-কোনো মুহূর্তেই এখানে সে উপস্থিত হ'তে পারে।

ব্যালেসতাদ ॥ [বেড়ার বাইরে থেকে] গুড ইভনিঙ, ডঃ ওয়াঙগেল। গুড ইভনিঙ, মিসেস ওয়াঙগেল।

ওয়াঙগেল ॥ [তাকে দেখে] আরে ব্যালেসতাদ যে! আজ রাত্রিতেও কি আবার গান-বাজনা বসবে নাকি?

ব্যালেসতাদ ॥ হ্যাঁ; তাই ইচ্ছে আছে। বছরের এই সময় নানারকম উৎসবের আয়োজন হচ্ছে। আজ রাত্রিতে উৎসব হবে ইংলিশ শিপের সম্মানে।

এল-ইদা ॥ ইংলিশ শিপ ! ওকে কি ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে ?

ব্যালেসতাদ ॥ এখনও যায় নি। কিন্তু দুটি দ্বীপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসছে—এই এসে পড়লো ব'লে।

এল-ইদা ॥ তাই বটে !

ওয়াঙগেল ॥ [কিছুটা এল-ইদাকে লক্ষ্য ক'রে] এইটাই হচ্ছে ওর শেষ আসা- আজ রাত্রির পরে আর ও এদিকে আসবে না।

ব্যালেসতাদ ॥ ঠিক তাই। ব্যাপারটা খুব দুঃখের ; তাই না, ডঃ ওয়াঙগেল ? সেই-জন্যে ওর সম্মানে আজ আমরা কিছু করতে চাই। হায়রে, গ্রীষ্মের সমুদ্রের দিনগুলি সব শেষ হয়ে আসছে। 'শীগগীরই বরফ এসে পথ রুদ্ধ ক'রে দেবে'—নাটকে কথাটাকে যে ভাবে বলা হয় আরকি !

এল-ইদা ॥ 'বরফ এসে পথ বন্ধ ক'রে দেবে'—হ্যাঁ, তাই।

ব্যালেসতাদ ॥ খুবই দুঃখের চিন্তা। গত কয়েকটি মাস আমরা কী সুখেই না কাটিয়েছি—গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ধারে জেলেদের ছেলেরা কী আনন্দেই না নেচে কুঁদে বেড়ায় ! দুঃখের দিনগুলির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা সত্যিই কী কষ্টকর ! প্রথমদিকে অন্তত···কারণ, সব সময়েই মানুষ নিজের অবস্থার সঙ্গে খাপ—খাপ খাইয়ে নেয় ; তাই না, মিসেস ওয়াঙগেল ! হ্যাঁ ; নিশ্চয় - মানুষ খাপ খাইয়ে নেয়। [মাথাটা নিচু ক'রে অভিবাদন জানিয়ে বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

এল-ইদা ॥ [অন্তরীপের দিকে তাকিয়ে] এইভাবে অপেক্ষা করে বসে থাকা ! উঃ ! কী ভয়ঙ্কর ! স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে এই শেষ অসহ্য মুহূর্তগুলি।

ওয়াঙগেল ॥ তার সঙ্গে নিজে কথা বলার জন্যে এখনও কি তুমি স্থির প্রতিজ্ঞা করে বসে রয়েছে ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ ; তার সঙ্গে আমাকে কথা বলতেই—নিজেকে, আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে স্বাধীনভাবে।

ওয়াঙগেল ॥ এবিষয়ে তোমার কোনো সিদ্ধান্ত থাকতে পারে না, এল-ইদা। সে-সিদ্ধান্ত আমি তোমাকে নিতে দেব না।

এল-ইদা ॥ সে কাজ করা থেকে কেউ আমাকে বিরত করতে পারবে না ; না তুমি, না অন্য কেউ। আমি যদি তার সঙ্গে যেতে চাই, বা, তার অনুসরণ করতে চাই তাতে তুমি বাধা দিতে পারো, আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে এখানে জোর করে ধরে রাখতে পারো তুমি। হ্যাঁ, সে-ক্ষমতা তোমার রয়েছে। কিন্তু মনে মনে সিদ্ধান্ত নিতে তুমি আমাকে বাধা দিতে পারো না—তোমার পরিবর্তে মনে মনে তাকে যদি আমি বেছে নিই—সেইটাই যদি আমার আসল সিদ্ধান্ত হয় তাহলে, তা থেকে আমাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই।

ওয়াঙগেল ॥ তুমি ঠিক কথাই বলেছ। বাধা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

এল-ইদা ॥ সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে কোনো বাধাও আমার নেই। এই বাড়িতে আমার এমন কিছুই নেই যার জন্যে এই সিদ্ধান্ত নিতে আমি পিছপাও হবো। ও! ওয়াঙগেল; তোমার এই বাড়িতে আমার কোনো মূল নেই. । মেয়েরা আমার নয়—তারা আমাকে মা বলে ভাবে না; অর্থাৎ, কোনোদিনই তা তারা ভাবে নি। আমি যখন চলে যাব—যদি আমি আগেই যাই—আজ রাত্রিতে তার সঙ্গেই হোক—অথবা, আগামীকাল শোলভিকেই হোক—বাক্স-প্যাটরার একটা চাবিও কারও হাতে আমাকে দিয়ে যেতে হবে না, কোনো বিষয়েই কিছু নির্দেশ দিতে হবেনা। তোমার গৃহস্থালীতে আমি একেবারে ছিন্নমূল। প্রথম থেকেই এখানে আমি বাইরের মানুষ।

ওয়াঙগেল ॥ তাইতো তুমি চেয়েছিলে।

এল-ইদা ॥ না, চাই নি। কোনোদিকেই আমার বেশ একটা ঝোঁক ছিল না। যেদিন আমি এখানে এসেছিলাম সেদিন এ-বাড়িতে যা ছিল, যেভাবে ছিল তার মধ্যে আমি আর মাথা গলাই নি। আর তুমিই তা চেয়েছিলে। আর কেউ না।

ওয়াঙগেল ॥ আমি ভেবেছিলাম সেইটাই তোমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো হবে।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; আমিও তা জানি; আর তারই জন্যে এই খেসারৎ আমাদের দিতে হবে। এ তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে ওয়াঙগেল। কারণ, এখন আমাকে বাধা দেওয়ার মতো এখানে কিছু নেই, সাহায্য করার মতও নেই কিছু। আমাকে যে একটু শক্তি দেবে এমন কিছুই নেই এখানে, আমাদের যা সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হতে পারতো তার সঙ্গে আমার কোনো বন্ধন নেই।

ওয়াঙগেল ॥ তোমার কথা এখন আমি সত্যিই বুঝতে পারছি, এল-ইদা। সেইজন্যে, কাল সকাল থেকেই তোমার স্বাধীনতা তুমি আবার ফিরে পাবে, তোমার নিজের জীবন যাপন করতে পারবে তুমি।

এল-ইদা ॥ এটাকে তুমি আমার নিজের জীবন বলছো! উঁহু! আমার জীবন যেদিন তোমার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলাম সেইদিনই আমার নিজের জীবন, আমার আসল জীবন সত্যিকার জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। [যন্ত্রণা আর উত্তেজনায় হাতে মোচড় দিয়ে] আর আজ এখন—এই রাত্রিতেই—আর আধঘণ্টার মধ্যে, যার কাছে কথা দিয়ে আমি কথা রাখতে পারি নি, সে আসবে, যে মানুষটির কাছে আমার হওয়া উচিত ছিল সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসিনী—ঠিক সে যেমন আমার প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিল। এবং এখন সে আসছে সত্যিকার জীবনযাপন করার জন্যে আমার আর একমাত্র শেষ সুযোগ দিতে—যে জীবন আমার কাছে ভীতিপ্রদ, অথচ যা আমাকে যাদু করেছে, মুগ্ধ করেছে আমাকে—আর যাকে আমি ছাড়তে পারছি না—আমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায়।

ওয়াঙগেল ॥ আর ঠিক সেই কারণেই তো তোমার স্বামীকে দরকার—এবং তোমার ডাক্তারকেও—তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে—তোমার হয়ে কাজ করার জন্যে।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, ওয়াঙগেল, আমি তা দেখতে পাচ্ছি। হায়রে, তোমার ওপরে ভর দিতে পারলে কত নির্বিঘ্নে আর শান্তিতেই না আমি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতম। এই কথাটা যে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় নি তা তুমি কিছুতেই ভেবো না, ওয়াঙগেল। —যে জীবন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে—অথচ চমৎকৃত করছে তাকে ছেড়ে আসতে পারলে…কিন্তু সেই জীবনটাকে আমি ছাড়তে পারছি না; না—না—কিছুতেই না।

ওয়াঙগেল ॥ শোনো এল-ইদা। আমরা দুজনে একটু হেঁটে আসি চল।

এল-ইদা ॥ সাধ থাকলেও সাধ্য নেই, আমার সাহস নেই—ওয়াঙগেল, সাধ্য নেই। সে বলছে এইখানে তার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।

ওয়াঙগেল ॥ এসো, এসো এখনও অনেক সময় আছে।

এল-ইদা ॥ তোমার কি তাই মনে হচ্ছে?

ওয়াঙগেল ॥ তার আসতে এখনও অনেক দেরি রয়েছে।

এল-ইদা ॥ তাহলে, চল—একটু ঘুরেই আসি।

[ডানদিকে চলে গেলেন তারা। ঠিক সেই সময়েই পুকুরের উঁচু পাড়ের ওপরে দেখা গেল আর্নহোম আর বোলেত্তাকে।]

বোলেত্তা ॥ [তাঁরা চলে যাচ্ছেন দেখে] ওই দেখ।

আর্নহোম ॥ [শান্তভাবে] শ-স্-স্। ওঁদের যেতে দাও।

বোলেত্তা ॥ এই কটা দিন ওঁদের মধ্যে ব্যাপারটা কী চলেছে সেটা কি কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন?

আর্নহোম ॥ তোমার চোখে কিছু পড়েছে?

বোলেত্তা ॥ নিশ্চয়।

আর্নহোম ॥ মানে, বিশেষ কিছু?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ, অনেক কিছু? আপনি?

আর্নহোম ॥ মানে, ব্যাপারটা ঠিক…

বোলেত্তা ॥ বুঝতে আপনি নিশ্চয় পেরেছেন; শুধু স্বীকার করবেন না।

আর্নহোম ॥ আমার ধারণা, কিছুদিনের জন্যে সমুদ্রে একটু ঘুরে এলে তোমার সৎমায়ের ভালোই হবে।

বোলেত্তা ॥ তাই কি?

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে একটু আধটু বাইরে ঘুরে এলে সকলের পক্ষেই তা ভালো হবে।

বোলেত্তা ॥ আগামীকাল তাঁর বাপের বাড়ি শোলাভিকে একবার গেলে আর তিনি কোনোদিন এ-বাড়িতে ফিরে আসবেন না।

আর্নহোম ॥ প্রিয় বোলেত্তা, একথা তুমি বলছো কি করে?

বোলেত্তা ॥ সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত, আপনি দেখবেন। একটু অপেক্ষা করুন আর তিনি ফিরে আসবেন না—অন্তত, যতদিন হিলদা আর আমি এ বাড়িতে থাকবো।

আর্নহোম ॥ হিল্দাও ?

বোলেত্তা ॥ অবশ্য, ওসব ব্যাপরে নিয়ে হিল্দা বড়ো একটা মাথা ঘামায় না - ও এখন বাচ্চা, আর আমার ধারণা মনে মনে তাঁকে ও খুবই প্রশংসা করে—ভালোবাসে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা ; বুঝতেই পাচ্ছেন, সৎমা হিসাবে তাঁর বয়স আমার চেয়ে এমন একটা কিছু বেশি নয়—

আর্নহোম ॥ প্রিয় বোলেত্তা, এ বাড়িতে তোমাকেও হয় তো বেশিদিন থাকতে হবে না ।

বোলেত্তা ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] তাই কি ? বাবার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে নাকি ?

আর্নহোম ॥ হয়েছে ।

বোলেত্তা ॥ কী বললেন বাবা ?

আর্নহোম ॥ ঠিক এই সময়ে তোমার বাবার অনেক কিছু চিন্তা করার আছে ।

বোলেত্তা ॥ বুঝেছি ! আপনাকে বলি নি সেকথা ?

আর্নহোম ॥ কিন্তু এটুকু আমি বুঝতে পেরেছি যে তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়ার আশা করাটা উচিত হবে না ।

বোলেত্তা ॥ হবে না ?

আর্নহোম ॥ বর্তমানে তাঁর অবস্থাটা কী সেকথা আমাকে তিনি বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন । তাঁর মনে হয় এই ধরনের কিছু করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ।

বোলেত্তা ॥ [তিরস্কার করার ভঙ্গীতে] আর তারপরেও ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি আমাকে উপহাস করতে পারছেন ?

আর্নহোম ॥ প্রিয় বোলেত্তা, আমি নিশ্চয় তোমাকে উপহাস করি নি । তুমি এখান থেকে চলে যাবে কি যাবে না তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে তোমার ওপরে ।

বোলেত্তা ॥ আমার কী করা উচিত ?

আর্নহোম ॥ তুমি বৃহৎ বিশ্বে বেরিয়ে আসতে চাও কি না—যে সব জিনিস জানার আগ্রহ তোমার রয়েছে সেগুলি সত্যিই তুমি জানতে চাও কি না—যে সব কাজে অংশগ্রহণ করার জন্যে এখানে বসে বসে তুমি ভাবছো সেই সব কাজে তুমি অংশগ্রহণ করতে চাও কি না······আরও ভালোভাবে আনন্দের সঙ্গে তুমি জীবনযাপন করতে চাও কি না···। এসব বিষয়ে, বোলেত্তা, তোমার মত কী ?

বোলেত্তা ॥ [নিজের দুটো হাত একসঙ্গে করে] চাই—নিশ্চয় চাই, কিন্তু হায় ভগবান ! বাবা যদি সে-বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে না পারেন, বা না চান, তাহলে বিশ্বে এমন আর একজন কেউ নেই যার কাছে সাহায্যের আবেদন নিয়ে আমি দাঁড়াতে পারি ।

আর্নহোম ॥ তুমি কি তোমার পুরানো—ভূতপূর্ব শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারো না ?

বোলেত্তা ॥ আপনার কাছ থেকে , মিঃ আর্নহোম ? আপনি কি সত্যিই···?

আর্নহোম ॥ তোমার পাশে দাঁড়াতে? হ্যাঁ; আনন্দের সঙ্গে—কাজে আর কথায়—তুমি আমার ওপরে নির্ভর করতে পারো। তুমি কি সে সাহায্য নেবে? মানে, সে-ইচ্ছা কি তোমার রয়েছে?

বোলেত্তা ॥ আমি রাজি কি না? এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিশ্বকে দেখতে, সত্যিকার জানার কিছু জানতে, বিশ্বের সমস্ত বিস্ময়কর জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হ'তে—যেগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল…

আর্নহোম ॥ এখন সে-সব সুযোগ তোমার হবে—যদি তুমি কেবল তা পেতে চাও।

বোলেত্তা ॥ এইরকম অবিশ্বাস্য সুখ পেতে আমাকে আপনি সাহায্য করবেন? না—না; একজন অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে এতটা আশা আমি করবো কেমন ক'রে?

আর্নহোম ॥ তা তুমি পারো, বোলেত্তা—আমার কাছ থেকে সবকিছুই তুমি প্রত্যাশা করতে পার।

বোলেত্তা ॥ [আর্নহোমের হাতদুটো ধ'রে] হ্যাঁ; মনে হচ্ছে, পারি। জিনিসটা কী তা আমি জানি নে—[আবেগের সঙ্গে] ওঃ! আনন্দের তোড়ে আমি হাসবো, না, কাঁদবো বুঝতে পারছি নে। আমি তাহলে শেষ পর্যন্ত সত্যিকার বাঁচার সুযোগ পাবো—আমার ভয় হচ্ছিল, জীবনটা বুঝি বা আমার নষ্ট হয়ে গেল।

আর্নহোম ॥ বোলেত্তা, সে ভয় তোমাকে করতে হবে না। কিন্তু আমাকে তুমি সত্যি করো বলো—এখানে তোমার কোনো বন্ধন আছে কিনা—কোনোরকম, কোনো-দিক থেকে?

বোলেত্তা ॥ বন্ধন? না, নেই।

আর্নহোম ॥ একটুও?

বোলেত্তা ॥ বিন্দুমাত্র নয়—যদিও অবশ্য বাবার বন্ধন কিছুটা রয়েছে—আর হিলদাও; কিন্তু…

আর্নহোম ॥ শোনো; আজ কিম্বা কাল, বাবাকে তোমার ছাড়তেই হবে; এবং একদিন হিলদাকেও। সেও চাইবে তার নিজের জীবনযাপন করতে। শুধু সময়ের হেরফের। তাছাড়া, এখানে তোমাকে বেঁধে রাখার মতো কিছু নেই। কোনো-রকম দায়িত্বও নেই তোমার—কারও ওপরে। আছে কি?

বোলেত্তা ॥ না, কিছুই না। সে-সবদিক থেকে যেখানে ইচ্ছে আমি যেতে পারি।

আর্নহোম ॥ তাই যদি হয় তাহলে প্রিয় বোলেত্তা, তুমি আমার সঙ্গে আসবে।

বোলেত্তা ॥ [হাত তালি দিয়ে] ওঃ! এ কথা ভাবতেও কী ভালো যে লাগছে!

আর্নহোম ॥ আশা করি আমার ওপরে তোমার বিশ্বাস আছে।

বোলেত্তা ॥ আছে, আছে।

আর্নহোম ॥ তোমাকে আর তোমার ভবিষ্যৎকে নিশ্চিন্তে তুমি আমার হাতে ছেড়ে দিতে পারো। না কি? সেদিক থেকে তোমার কোনো ভয় নেই তো?

বোলেত্তা ॥ কিন্তু অবশ্য· তা করবো না কেন ? সে বিষয়ে আপনার সন্দেহ হচ্ছে কেন ? আপনি হচ্ছে আমার পুরনো শিক্ষক—অনেকদিনের বলছি আর কি !

আর্নহোম ॥ কেবল সেজন্যই নয়। সেকথা আমি মোটেই ভাবছি নে। কিন্তু যেহেতু তুমি মুক্ত···কোনো বন্ধনই তোমার নেই—সেইজন্যে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি আমার সঙ্গে তোমার ভাগ্যকে তুমি জড়িয়ে দেবে কিনা—সারা জীবনের জন্যে ?

বোলেত্তা ॥ [ভয়ে পিছু হটে] ওঃ !—একি বলছেন ?

আর্নহোম ॥ সারা জীবনের জন্যে, বোলেত্তা। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে ?

বোলেত্তা ॥ [প্রায় নিজেকে নিজে] না—না ; আমি পারবো না ! একেবারে অসম্ভব।

আর্নহোম ॥ সত্যিই কি এটা এতটা অসম্ভব ?

বোলেত্তা ॥ কিন্তু মিঃ আর্নহোম, আপনি যা বলছেন তা আপনার মনের কথা নয়। [তরে দিকে চেয়ে] অথবা, আপনি সারাক্ষণই এই কথাই ভাবছিলেন ? যখন থেকে আপনি আমাকে পড়াচ্ছিলেন ?

আর্নহোম ॥ বোলেত্তা শোনো—একটু শোনো—আমার কথা শুনে তুমি বোধ হয় অবাক হয়ে গিয়েছ ?

বোলাত্তা ॥ কিন্তু না হয়ে উপায় কী ! এইরকম একটা প্রস্তাব আপনার কাছ থেকে আসছে।

আর্নহোম ॥ হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ। তুমি জানতে না—জানতে পারতে না—যে কেবল তোমার জন্যেই আমি এখানে এসেছি।

বোলেত্তা ॥ আমার জন্যেই ?

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ বোলেত্তা, তাই ! গত বসন্তে তোমার বাবার কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছিলাম। সেই চিঠির মধ্যে আমি এমন একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম যা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে তোমার পূর্বতন গৃহশিক্ষককে তুমি ভুলে যাও নি। আর সেই ভুলে না যাওয়ার পেছনে তোমার যে মনোভাব ছিল সেটা নিছক বন্ধুত্বের চেয়ে কিছু বেশি।

বোলেত্তা ॥ এরকম চিঠি বাবা লিখতে পারলেন কি ক'রে ?

আর্নহোম ॥ না, ঠিক সেকথা তিনি লেখেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার একটা ধারণা হয়েছিল যে আমার ফিরে আসার জন্যে একটি যুবতী প্রতীক্ষা ক'রে বসে রয়েছে—না, না—বোলেত্তা শেষ করতে দাও—আর বুঝতেই পারছো—আমার মতো মানুষ যার প্রথম যৌবন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে—সে যখন এই ধরনের কথা ভাবে, তখন—এটাকে তুমি আমার একটা ভ্রান্ত ধারণাও বলতে পারো, তখন সেই চিন্তাটা তার ওপরে প্রচণ্ড একটা চাপ সৃষ্টি করে। তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার অবশ্য কর্তব্য, তোমার এই মনোভাবটিকে আমি কিভাবে গ্রহণ করেছি সেকথাটাও তোমাকে আমার জানানো উচিত।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু এখন যখন আপনি বুঝতে পারলেন আপনি যা বুঝেছিলেন তা ঠিক নয়—সবটাই ভুল তখন—

আর্নহোম ॥ তাতে কিছু আসে যায় না, বোলেত্তা। তোমার যে ছবিটি আমার মনের মধ্যে গাঁথা আছে সেটি সব সময় রঙিন হয়ে উঠবে ; তোমার সম্বন্ধে সেই সময় আমি যা ভেবেছিলাম আমার সেই ভাবাটাই দিন দিন রূপে রঙে পুষ্ট হবে। তুমি যে আমার কথাটা বুঝতে পারবে সে আশা আমি করিনে ঃ কিন্তু কথাটা সত্যি।

বোলেত্তা। এরকম কোনো কিছু ঘটতে পারে সেকথা কোনোদিনই আমি ভাবতে পারি নি।

আর্নহোম ॥ কিন্তু এখন যখন তুমি তা বুঝতে পারলে···তখন তোমার মতটা কী, বোলেত্তা ? এবিষয়ে তুমি কি মন ঠিক ক'রে ফেলবে—অর্থাৎ আমার স্ত্রী হওয়ার জন্যে ?

বোলেত্তা ॥ কিন্তু মিঃ আর্নহোম, ব্যাপারটা সত্যিই একেবারে অসম্ভব। আপনি ছিলেন আমার গৃহশিক্ষক—আপনাকে অন্য কোনোভাবে দেখতে পারি নি আমি।

আর্নহোম ॥ ঠিক আছে···তা যদি পেরে নাও থাকো তাহলেও অবস্থার কোনো হেরফের হচ্ছে না, প্রিয় বোলেত্তা।

বোলেত্তা ॥ অর্থাৎ ?

আর্নহোম ॥ যে কথা আমি তোমাকে বলেছি তা আমি পালন করবো। তুমি যাতে এখান থেকে চলে যেতে পারো এবং বাইরের জগতে নিজের স্থান ক'রে নিতে পারো সে-ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করবো। যে সব জিনিস জানার তোমার আগ্রহ রয়েছে সেগুলি শিখবে তুমি, নিজের মতো করে জীবনযাপন করবে তুমি—নিরাপদে ; এবং তোমার ভবিষ্যৎ জীবন যাতে নিরাপদে কাটে তাও আমি দেখবো। আমাকে তুমি সব সময় একজন সৎ, পরীক্ষিত এবং বিশ্বাসী বন্ধু হিসাবে তোমার পাশে পাবে, বোলেত্তা। সেবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

বোলেত্তা ॥ কিন্তু, হায় ঈশ্বর, মিঃ আর্নহোম, এখন তা-ও যে একেবারে অসম্ভব।

আর্নহোম ॥ তা-ও অসম্ভব ?

বোলেতা ॥ হ্যাঁ। আপনি নিশ্চয় তা দেখতে পাচ্ছেন। আপনি আমাকে যে-সব কথা বলেছেন, এবং আমি যা উত্তর দিয়েছি···তারপরে···আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে আপনার কাছ থেকে অতটা গ্রহণ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়—অতটা কেন, কিছুই—এইমাত্র যা আলোচনা হলো তার পরে।

আর্নহোম ॥ তাহলে, তুমি এখানেই থাকবে, নষ্ট করবে তোমার জীবনকে ?

বোলেত্তা ॥ উঃ। সেকথা চিন্তা করতেও আমার কষ্ট হচ্ছে।

আর্নহোম ॥ বাইরের বিশ্বে কত দেখার আছে। সে-সব দেখার আশা কি তুমি পরিত্যাগ করবে ? যে-সব জিনিস করার আকাঙ্ক্ষা তুমি করেছিলে সেগুলিকে স্বেচ্ছায় বর্জন করবে তুমি ? তুমি কি জানো জীবনে তোমার অনেক কিছু পাওয়ার আছে ? সেই জীবনকে তুমি এইভাবে বর্জন করবে ? ভালোভাবে চিন্তা ক'রে দেখো, বোলেত্তা।

বোলেত্তা ॥ আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ আর্নহোম।

আর্নহোম ॥ আর তারপরে, তোমার বাবা যখন আর এখানে থাকবেন না তখন জগতে নিজেকে তোমার নিঃসঙ্গ আর সহায়হীনা বলে মনে হ'তে পারে। তখন এমন কাউকে তোমার বিয়ে করতে হ'তে পারে—যার সম্বন্ধে তোমার কোনো দরদও হয়তো থাকবে না।

বোলেত্তা ॥ ঠিক কথা···আমি সবই বুঝতে পারছি। আপনি যা বলতে চাইছেন তা খুবই সত্যি। কিন্তু তবু···কিন্তু তবু···

আর্নহোম ॥ [তাড়াতাড়ি] তবু ?

বোলেত্তা ॥ [মনস্থির করতে না পেরে, তার দিকে চেয়ে] সম্ভবত, এটা একেবারে অসম্ভব নয়।

আর্নহোম ॥ কোন্‌টা ?

বোলেত্তা ॥ যে, আমি হয়তো আপনার প্রস্তাবে রাজি হ'তে পারি।

আর্নহোম ॥ তুমি বলছো—'হয়তো'···? যে, বন্ধুর মতো তোমাকে সাহায্য করার আনন্দ অন্তত তুমি আমাকে দেবে ?

বোলেত্তা ॥ না, না। তা আমি কোনোদিনই পারবো না—সেটা এখন একেবারে অসম্ভব। না, মিঃ আর্নহোম, আমি বরং আপনার কাছে যাব—

আর্নহোম ॥ বোলেত্তা ? যাবে শেষ পর্যন্ত ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ।

আর্নহোম ॥ আমার স্ত্রী হবে ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ ; যদি এখনও আপনার মনে হয়—আমাকে যদি আপনি চান।

আর্নহোম ॥ যদি আমার মনে হয়···। [তার হাত ধরে] ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বোলেত্তা। তুমি আমাকে যা কিছু বলেছ, তোমার সমস্ত দ্বিধা আর দ্বন্দ্বে আমি ভয় পাই নি। আমাকে এখন তুমি যদি ভালোবাসতে নাও পারো তো ক্ষতি নেই। আমি তোমাকে জয় ক'রে নেব। বোলেত্তা, তাতে তোমার ভালো হবে।

বোলেত্তা ॥ আর আমি জগৎকে দেখতে পাব—বাস করতে পারব সেখানে ? তুমি আমাকে কথা দিয়েছ।

আর্নহোম ॥ আমার কথা আমি রাখবো।

বোলেত্তা ॥ এবং আমি যা যা শিখতে চাই স-ব শেখার সুযোগ পাব ?

আর্নহোম ॥ আমি নিজেই তোমাকে সব শেখাবো—যেমন আগে শেখাতাম। শেষ বছরটার কথা স্মরণ করো বোলেত্তা।···

বোলেত্তা ॥ [শান্তভাবে, নিজের ভাবনায় ডুবে গিয়ে] আমি মুক্ত বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা আমার আছে—একথা ভাবতেও কী ভালোই না লাগে ! আর ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে ভাবতে হবে না। ভাবতে হবে না নচ্ছার টাকাকড়ি নিয়ে···

আর্নহোম ॥ না, ওসব ব্যাপার নিয়ে তোমাকে বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা করতে হবে না। সেটাও বেশ ভালো জিনিস ; তাই না, বোলেত্তা ?

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয় ।

আর্নহোম ॥ [একটা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধ'রে] দেখবে, কী সুখ আর শান্তির জীবন আমরা দুজনে গড়ে তুলবো ! কী নিরাপদ হবে আমাদের জীবনযাত্রা— যার মধ্যে অসন্তোষের বাষ্পটুকুও থাকবে না !

বোলেত্তা ॥ হ্যাঁ, আমি তা বুঝতে পারছি—পারবো ব'লে আমার সত্যিই বিশ্বাস হচ্ছে। [ডানদিকে তাকায় ; তারপরে, তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়] আর এবিষয়ে কোনো আলোচনা করো না ।

আর্নহোম ॥ কেন ? কী হলো ?

বোলেত্তা ॥ ওই হতভাগ্য মানুষটি [আঙুল বাড়িয়ে] —ওই দেখো ।

আর্নহোম ॥ তোমার বাবা নয়— ?

বোলেত্তা ॥ না। সেই যুবক ভাস্কর। হিলদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

আর্নহোম ॥ ওঃ ! যুবক লিঙ্গসত্রানদের কথা বলছো ? ওর আবার কী হলো ?

বোলেত্তা ॥ ওর স্বাস্থ্য যে কত খারাপ তা তুমি জানো ।

আর্নহোম ॥ হ্যাঁ—যদি অবশ্য ওটা ওর মনের রোগ না হয় ।

বোলেত্তা ॥ না ; কথাটা সত্যি। ও বেশিদিন আর বাঁচবে না। যদিও অবশ্য সেইটাই ওর পক্ষে খুবই ভালো ।

আর্নহোম ॥ খুবই ভালো বলছো ?—কেন ?

বোলেত্তা ॥ কারণ, ও যা আশা করছে সে-প্রতিভা কোনোদিনই ওর প্রকাশ পাবে না । ওরা আসার আগেই এখান থেকে আমরা চলে যাই চল ।

আর্নহোম ॥ আমিও তাই চাই ।

[পুকুরের ধার থেকে হিলদা আর লিঙ্গসত্রানদ হাজির হলো]

হিলদা ॥ কী ব্যাপার ! তোমরাও কি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছো নাকি ! ভালো, ভালো ।

আর্নহোম ॥ আমরা বরং এগিয়ে যাই । [দুজনে বাঁদিকে চলে যায়]

লিঙ্গস ॥ [একটু হেসে] কী মজার ব্যাপার দেখুন। এখানে সবাই জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছে—একেবারে জোড়ায় জোড়ায় ।

হিলদা ॥ [তাদের দিকে তাকিয়ে] ভদ্রলোকটি যে ভদ্রমহিলার প্রেমে পড়েছেন সেবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ।

লিঙ্গস ॥ আপনার একথা মনে হলো কেন ?

হিলদা ॥ এটা তো স্পষ্টই বোঝা যায়। যার চোখ রয়েছে সে-ই দেখতে পাবে ।

লিঙ্গস ॥ কিন্তু বোলেত্তা নিশ্চয় ও'কে বিয়ে করবেন না—সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই ।

হিলদা ॥ আমারও। বোলেত্তা মনে করে ভদ্রলোক ভয়ংকর রকমের বুড়োটে মেরে গিয়েছেন। তাছাড়া, ভদ্রলোকের টাক পড়ছে—বোলেত্তার ধারণা তাই ।

লিঙ্গস ॥ না, না ; আমি কেবল সেই কথাই বলছি নে। মানে, যেমন ক'রেই হোক মিঃ আর্নহোমকে তিনি বিয়ে করবেন না।

হিলদা ॥ কি করে জানলেন ?

লিঙ্গস ॥ কি করে ? আর একজনের কথা মনে রাখতে তিনি কথা দিয়েছেন।

হিলদা ॥ কেবলমাত্র মনে রাখতে ?

লিঙ্গস ॥ যখন সে দূরে চলে যাবে—হ্যাঁ।

হিলদা ॥ তাহলে, সে-মানুষটি নিশ্চয় আপনি।

লিঙ্গস ॥ হ'তে পারে।

হিলদা ॥ কথা দিয়েছে ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ ! ভেবে দেখুন একবার ! আমাকে তিনি সেকথা দিয়েছেন। কিন্তু আপনি যে একথা জানেন তা যেন তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারেন।

হিলদা ॥ মা ভৈ। মুখ বুজে আমি থাকতে পারি—সমাধির মতো চুপচাপ !

লিঙ্গস ॥ আমার ধারণা, একথা বলে হৃদয়বত্তারই পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

হিলদা ॥ ফিরে এসে আপনি কি তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেবেন ? আপনি কি তাকে বিয়ে করবেন ?

লিঙ্গস ॥ উঁহু ! সেটা আদৌ ভালো কাজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। ব্যাপারটা কী জানেন ? আগামী দু'এক বছরের মধ্যে ওরকম কোনো চিন্তা করার সাহস আমার হবে না। তারপরে, বিয়ে করার মতো আমার অবস্থা যখন স্বচ্ছল হবে তখন তাঁর আর বিয়ের বয়স থাকবে না ; অন্তত আমার দিক থেকে।

হিলদা ॥ তবুও আপনি চান এই সময়টা সে আপনার কথা চিন্তা ক'রে যাবে ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ, চাই। আর্টিস্ট হিসাবে সেটা আমাকে খুবই সাহায্য করবে। আর এই কাজটাও তাঁর কাছে খুবই সহজ হবে ; কারণ, তাঁর অন্য কোনো কাজ নেই। কিন্তু তাহলেও, তাঁর হৃদয়বত্তারই পরিচয় পাওয়া যাবে।

হিলদা ॥ অর্থাৎ বোলেত্তা আপনার কথা ভাবছে এটা জানতে পারলে আপনি আপনার শ্রেষ্ঠ চিত্র আঁকার কাজে ভালোভাবে এগোতে পারবেন।

লিঙ্গস ॥ আমার তাই মনে হয়। বিশ্বের কোনো একটা জায়গায় ব'সে একটি রূপসী যে আপনার কথা ভাবছে একথা মনে মনে জানাটাও মানুষের কাছে—মানে, এই অনুভূতিটাকে যে আমি কীভাবে প্রকাশ করবো তা বুঝতে পারছি নে।

হিলদা ॥ আমার ধারণা আপনি বলতে চান 'উদ্দীপক'।

লিঙ্গস ॥ 'উদ্দীপক' ? হ্যাঁ ; তাই। ঠিক ওই কথাটিই আমি বলতে চেয়েছিলাম—অথবা ওইরকম একটা কিছু। [হিলদার দিকে একটু চেয়ে] মিস্ হিলদা, আপনার সত্যি কী বুদ্ধি ! আপনি সত্যিই বড়ো বুদ্ধিমতী। আবার যখন আমি ফিরে আসবো তখন আপনার বোনের এখন যা বয়স সেই বয়সেই আপনি এসে পেঁছিবেন। আপনার চেহারাটাও সম্ভবত সেইরকমই হবে। মনটাও হয়ত সেইরকমই হবে

আপনার। তখন আপনি আর তিনি একসঙ্গে জোট পাকিয়ে যাবেন—প্রবাদের ভাষায়।

হিলদা ॥ আমাকে সেইরকম দেখতে আপনার ভালো লাগবে ?

লিঙ্গস ॥ তা ঠিক আমি বলতে পারছি না…কিন্তু মনে হচ্ছে, লাগবে। তবে, বর্তমানে—এই গ্রীষ্ম ঋতুতে—আপনি যেমন ঠিক সেইরকমই ভালো লাগছে আমার। অবিকল যেরকম।

হিলদা ॥ আমাকে এইরকম দেখতেই আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে ?

লিঙ্গস ॥ অবিকল।

হিলদা ॥ হুঁম্…আচ্ছা, চিত্রকর হিসাবে আপনার কি মনে হয় এইরকম আকাশী নীল গ্রীষ্মের পোশাকে আমাকে ভালো মানায় ?

লিঙ্গস ॥ ঠিক বলেছেন।

হিলদা ॥ আপনি তাহলে মনে করেন হাল্‌কা নীলটাই আমাকে মানায় ?

লিঙ্গস ॥ হ্যাঁ ; আমার মতে ওইটাই আপনাকে চমৎকার দেখায়।

হিলদা ॥ কিন্তু কালোটা ? চিত্রকর হিসাবে আপনার কী মনে হয় ?

লিঙ্গস ॥ কালো ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ, সর্বাঙ্গে কালো ; কী মনে হয় আপনার ?

লিঙ্গস ॥ মানে, ওটা ঠিক আপনাকে মানায় না। কিন্তু ওকথা বাদ দিয়েও, আমার ধারণা কালোতেও আপনাকে বেশ সুন্দরী দেখায়—বিশেষভাবে, আপনার গড়ন যা।

হিলদা ॥ [আকাশের দিকে তাকিয়ে] এই গলা পর্যন্ত কালো চারপাশে কালো রঙের ঝালর, কালো দস্তানা, পিঠের ওপর লম্বা কালো একটা ওড়না।

লিঙ্গস ॥ আপনি যদি ওইরকম পোশাক পরেন, মিস হিলদা, তাহলে আমি চিত্রকর হবো ; কারণ সেক্ষেত্রে শোকবেশধারিণী একটি সুন্দরী যুবতী বিধবার প্রতিকৃতি আঁকার সুযোগ পাবো আমি।

হিলদা ॥ কিংবা, প্রেমিকের জন্যে শোকবিধুরা একটি যুবতীর ?

লিঙ্গস ॥ আরো ভালো। কিন্তু সেভাবে নিজেকে আপনি সাজাতে চান না ; তাই না ?

হিলদা ॥ অতশত আমি ভাবিনি। তবে আমার মনে সেটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক হবে।

লিঙ্গস ॥ উৎসাহব্যঞ্জক ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; এইরকম একটা চিন্তা করতে ভা-রি উৎসাহ হয়। [হঠাৎ বাঁদিকে আঙুল বাড়িয়ে ওই—দেখুন, দেখুন।

লিঙ্গস ॥ [সেইদিকে তাকিয়ে] ওই সে বিরাট 'ইংলিশ শিপ'—জাহাজ-ঘাটে এসে বেঁধেছে।

[পুকুরের পাড় দিয়ে ওয়াঙগেল আর এল-ঈদা প্রবেশ করেন]

ওয়াঙগেল ॥ না, এল-ঈদা, প্রিয়তমে, তুমি যে ভুল করছ সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। [ওদের দেখে] আরে, তোমরা দুজন যে। জাহাজটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না—তাই না, মিঃ লিঙ্গসত্রানদ ?

লিঙ্গস ॥ সেই বিরাট 'ইংলিশ শিপে'র কথা বলছেন ?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ।

লিঙ্গস ॥ [আঙুল বাড়িয়ে] ওই যে এসে পড়েছে, ডক্টর।

এল-ইদা ॥ এসেছে ? আমি তা জানতাম।

ওয়াঙগেল ॥ এরই মধ্যে এসে গিয়েছে ?

লিঙস ॥ রাত্রির অন্ধকারে চোরের মতো—বলতে পারেন আপনি—চুপি চুপি—কোনো শব্দ না ক'রে···

ওয়াঙগেল ॥ হিলদাকে আপনি জাহাজ-ঘাটে নিয়ে যান না কেন, তাড়াতাড়ি যান। ব্যাণ্ড শুনতে ওর নিশ্চয় ভালো লাগবে।

লিঙস ॥ হ্যাঁ, ডক্টর। আমরা এখনই যাচ্ছি।

ওয়াঙগেল ॥ আমরাও যাচ্ছি—এই এখনই !

হিলদা ॥ [ফিসফিস ক'রে লিঙসত্রানদকে] আর একজোড়া কপোত-কপোতী।

[বাগানের মধ্যে দিয়ে বাঁদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। পরবর্তী অংশে, অন্তরীপের দিক থেকে ব্যাণ্ড বাজার শব্দ শোনা যাবে দূর থেকে।]

এল-ইদা ॥ সে এসেছে ! হ্যাঁ, এসেছে ! আমি বুঝতে পারছি।

ওয়াঙগেল ॥ তোমার ভেতরে গেলেই ভালো হতো, এল-ইদা। তার সঙ্গে আমাকে একলা দেখা করতে দাও।

এল ইদা ॥ উঁহু ! সে অসম্ভব ! [চিৎকার ক'রে] ওই দেখ, সে এসে গিয়েছে।

[বাঁদিক থেকে অপরিচিত মানুষটি সামনে এগিয়ে আসে, এবং বেড়ার বাইরে ফুটপাতের ওপর থমকে দাঁড়ায়]

অপরিচিত ॥ গুড ইভনিং। আমি ফিরে এসেছি এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ···সময় হয়েছে।

অপরিচিত ॥ এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্যে তুমি প্রস্তুত, অথবা, না ?

ওয়াঙগেল ॥ নিজের চোখেই তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ও প্রস্তুত নয়।

অপরিচিত ॥ বিদেশে যাওয়ার পোশাক পরার কথা, অথবা, বাক্স প্যাটরা গোছানোর, বা ওইসব কথা আমি জিজ্ঞাসা করছি না। ওর যা কিছু দরকার সে-সব আমি জাহাজে ঠিক করে রেখেছি। ওর জন্যে আমি একখানা কেবিন নিয়েছি। [এল-ইদাকে] সেইজন্যেই তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি—আমার সঙ্গে আসার জন্যে তুমি কি প্রস্তুত—স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে আসার জন্যে।

এল-ইদা ॥ [অনুনয় করার ভঙ্গীতে] আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। দোহাই তোমাকে ! আমাকে প্রলুব্ধ করো না। [দূরে একটা জাহাজের সিটি শোনা গেল]

অপরিচিত ॥ জাহাজে ওঠার ওই প্রথম সিটি ! এখন তোমাকে বলতে হবে—হ্যাঁ, কিংবা না !

এল-ইদা ॥ [নিজের হাত দুটো মুচড়ে] আমি কিছু ঠিক করতে পারছি নে—সারা জীবনের মতো ! আর তো ফিরে আসা চলবে না।

অপরিচিত ॥ না। আর আধ ঘণ্টা মাত্র। তার মধ্যেই চরম সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাকে।

এল-ইদা ॥ [বেশ লজ্জিতভাবে, আর অনুসন্ধিৎসার চোখে] তোমার আকর্ষণ এত তীব্র কেন ?

অপরিচিত ॥ আমরা দুজন দুজনের—তুমিও কি তাই মনে কর না ?

এল-ইদা ॥ আমাদের সেই ব্রতের জন্যে—পরস্পর 'কথা দেওয়ার' কথা তুমি বলছো ?

অপরিচিত ॥ ব্রত বা কথা, নর অথবা নারী কাউকেই শক্ত ক'রে ধরে রাখতে পারে না। আমি যদি তোমাকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরে থাকি তার কারণ হচ্ছে আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এল-ইদা ॥ [নরম সুরে, কাঁপতে কাঁপতে] আগে এলে না কেন ?

ওয়াঙগেল ॥ এল-ইদা !

এল-ইদা ॥ [ক্ষিপ্তভাবে] উঃ ! কী প্রলোভন ! এ আমাকে অজানার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর শক্তি সমুদ্রের মতোই।

[অপরিচিত মানুষটি বেড়ার ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে বাগানের মধ্যে আসে]

এল-ইদা ॥ [পিছু হ'টে] কী—কী চাও তুমি ?

অপরিচিত ॥ আমি দেখতে পাচ্ছি ; তোমার স্বরে আমি তা শুনতে—আমি কী চাই তা তুমি জানো।

ওয়াঙগেল ॥ [তার দিকে এগিয়ে গিয়ে] আমার স্ত্রীর কাছে বেছে নেওয়ার কিছু নেই। তার কী করা উচিত সে-বিষয়ে তার হয়ে ঠিক করবো আমি ; তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। তুমি যদি এখন এ দেশ ছেড়ে চলে না যাও, এবং আর যদি কোনোদিন এদেশে ফিরে আসো তাহলে এখানে তোমার কী অবস্থা হবে তা কি তুমি ভাবতে পারছো ?

এল-ইদা ॥ ওঃ ! ওয়াঙগেল—না—না—না !

অপরিচিত ॥ কী করবেন আপনি ?

ওয়াঙগেল ॥ অপরাধী হিসাবে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করাবো—এখনই যদি তুমি জাহাজে ফিরে না যাও ! শোলভিকে যে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল সে-বিষয়ে আমি সব জানি।

এল-ইদা ॥ ওঃ ! ওয়াঙগেল, একথা তুমি বলছো কেমন ক'রে ?

অপরিচিত ॥ আমি তা আশা করেছিলাম ; সেইজন্যে [বুক পকেট থেকে একটা রিভলবার বার ক'রে] এটা আমি সঙ্গে রেখেছি।

এল-ইদা ॥ [ওয়াঙগেলের সামনে দাঁড়িয়ে] না, না। ওকে মেরো না। তার বদলে আমাকে মারো !

অপরিচিত ॥ ভয় পেয়ো না—তোমাদের কাউকেই আমি মারবো না। এটা কেবল আমার জন্যে। মুক্ত মানুষ হিসাবে আমি বেঁচে থাকতে আর মারা যেতে চাই।

এল-ইদা ॥ [উত্তেজিতভাবে উঠে] ওয়াঙগেল, একথাটা আমাকে বলতেই হবে—এবং আমি চাই সেই কথাটা সে শুনুক। আমি জানি যে তুমি এখানে আমাকে জোর ক'রে ধরে রাখতে পারো ; সে ক্ষমতা আর অধিকার তোমার রয়েছে ; আর সেগুলি নিঃসন্দেহে তুমি ব্যবহার করবে। কিন্তু আমারও মন রয়েছে, আছে চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা আর কামনা, যে অজানার জন্যে আমার সৃষ্টি হয়েছে, এবং যার কাছ থেকে আমাকে তুমি জোর ক'রে ধরে রেখেছ তাকে পাওয়ার জন্যে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি, উদ্দাম হয়ে উঠেছে আমার বাসনা কামনা।

ওয়াঙগেল ॥ [শান্তভাবে, দুঃখের সঙ্গে] আমি তা বুঝতে পেরেছি, এল-ইদা। এক পা এক পা ক'রে আমার কাছ থেকে তুমি সরে যাচ্ছ। সেই অনাদি—অনন্তের প্রতি তোমার আকর্ষণ, অপ্রাপ্যকে পাওয়ার বাসনা শেষ পর্যন্ত তোমার আত্মাকে নিক্ষেপ করবে অন্ধকারে।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; আমিও তা বুঝতে পারছি—কালো নিঃশব্দ ডানার ঝাপটার মতো আমার মাথার ওপর দিয়ে সেটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওয়াঙগেল ॥ না, তা হবে না। এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে তুমি পরিত্রাণ পাবে না ; অন্তত, আমার চোখে তা পড়ছে না।···সেইজন্যে···সেইজন্যে···আমাদের সমস্ত চুক্তি এখনই আর এইখানেই ভেঙে দেওয়া হলো। নিজের পথ বেছে নাও তুমি। মুক্ত তুমি। একেবারে স্বাধীন······

এল-ইদা ॥ [নির্বাক হয়ে কয়েক সেকেণ্ড তাঁর দিকে তাকিয়ে] সত্যি ? তুমি যা বললে তা কি সত্যি ? সত্যিই বলছো—তোমার মন থেকে, অকপটে ?

ওয়াঙগেল ॥ হ্যাঁ। আমার দুঃখ বিদীর্ণ হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে।

এল-ইদা ॥ কিন্তু তা তুমি পারবে ? পারবে মেনে নিতে ?

ওয়াঙগেল ॥ পারবো—পারবো—কারণ তোমাকে আমি ভালোবাসি।

এল-ইদা ॥ [নরম সুরে, কাঁপতে কাঁপতে] তোমার মনের এতটা অংশ কি আমি জুড়ে রয়েছি ?

ওয়াঙগেল ॥ বিবাহের এতগুলি বছরে···হ্যাঁ, তাই ঘটেছে।

এল-ইদা ॥ [নিজের হাত দুটো ধরে] তবুও এতদিন আমি তা দেখতে পাই নি !

ওয়াঙগেল ॥ তোমার চিন্তাগুলি ছিল অন্য জায়গায়···কিন্তু এখন—এখন তুমি একেবারে মুক্ত—আমার কাছ থেকে—আমার যা কিছু রয়েছে সে-সব কিছুর কাছ থেকে। এখন তোমার মন যে পথে চলতে চায় সেই পথে আবার চলতে পারবে ; কারণ, এখন তোমার নির্বাচন হবে স্বাধীন—এবং তার দায়িত্বও তোমারই, এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ [ওয়াঙগেলের দিকে তাকিয়ে, হাত দুটো নিজের মাথার ওপরে রেখে] মুক্ত—আর পুরো দায়িত্ব নিয়ে ! তাহলে, সবকিছুই অন্যরকম দাঁড়াবে !

[জাহাজ থেকে আবার সিটি শোনা গেল]

এল-ইদা ॥ [তার দিকে ঘুরে, তার মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে] এখন তোমার সঙ্গে আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।

অপরিচিত ॥ পারবে না ?

এল-ইদা ॥ [ওয়াঙগেলকে জড়িয়ে ধ'রে] ওঃ—ওয়াঙগেল ! এর পরে তোমাকে আর কোনদিন ছেড়ে যাব না ।

ওয়াঙগেল ॥ এল-ইদা ! এল-ইদা !

অপরিচিত ॥ তাহলে, সব শেষ হয়ে গেল তো ?

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ—চিরকালের জন্যে ।

অপরিচিত ॥ বুঝতে পারছি এখানে এমন একটা জিনিস আছে যা আমার ইচ্ছের চেয়েও জোরালো ।

এল-ইদা ॥ আমার কাছে তোমার ইচ্ছের জোর আর বিন্দুমাত্র নেই । আমার কাছে তুমি মৃত—সমুদ্র থেকে উঠে এসেছ তুমি ; ফিরে যাবে সেই সমুদ্রে । আর তোমাকে আমি ভয় করি নে ; তোমার ওপরে আমার আর কোনো মোহ নেই ।

অপরিচিত ॥ বিদায় । [বেড়ার ওপর দিয়ে আবার ওদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে] আজ থেকে তুমি আমার কাছে ডোবা জাহাজ ছাড়া আর কিছু নও—যেখান থেকে আমি নির্বিঘ্নে বেঁচে ফিরে এসেছি । [বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়]

ওয়াঙগেল ॥ [তার দিকে একটু তাকিয়ে] এল-ইদা, তোমার মনটা হচ্ছে সমুদ্রের মতো —তাতে জোয়ার-ভাটা খেলে, তোমার এই মন পরিবর্তনের কারণ কী ?

এল-ইদা ॥ দেখতে পেলে না ? পরিবর্তন হয়েছে—হতে বাধ্য—তার কারণ হচ্ছে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার সুযোগ আমি পেয়েছি ।

ওয়াঙগেল ॥ আর সেই অজানা ? সে আর এখন তোমাকে মোহগ্রস্ত করে না ?

এল-ইদা ॥ মোহও নয়, ভয়ও না । আমি তার মুখোমুখী দাঁড়াতে পারতাম, তার অংশ হতে পারতাম—সেরকম ইচ্ছে যদি আমার হতো । এখন বেছে নেওয়ার ক্ষমতা আমার হয়েছে ; তাই একে বর্জন করার ক্ষমতা আমার অধিগত ।

ওয়াঙগেল ॥ ধীরে ধীরে তোমাকে আমি বুঝতে শুরু করেছি । তুমি চিন্তা কর, যুক্তি দিয়ে আলোচনা কর ছবির ভেতর দিয়ে—তোমার চোখের ওপরে । তোমার এই আকাঙ্ক্ষা, সমুদ্রের প্রতি এই ব্যাকুলতা, আর তোমার ওপরে সে—ওই অপরিচিত মানুষটি যে মোহ বিস্তার করেছিল সেগুলি আর কিছু নয়—স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে তোমার নিজের মধ্যে একটা নতুন আর ক্রমবর্ধমান আবেগমাত্র । এ ছাড়া আর কিছু নয়···

এল-ইদা ॥ তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি কী যে জবাব দেব তা আমি জানি নে···তুমি আমার ভালো চিকিৎসাই করেছ, আসল ওষুধটা কী তা খুঁজে বার করার ক্ষমতা আর সাহস তোমার হয়েছে·· একমাত্র যে ওষুধটা আমার কাজে এসেছে ।

ওয়াঙগেল ॥ রোগীর বিপজ্জনক অবস্থায় ডাক্তারকে সাহসী হতেই হয় । কিন্তু এখন এল-ইদা—তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে ?

এল-ইদা ॥ ও আমার বিশ্বাসী স্বামী, এখন আমি তোমার কাছে ফিরে আসবো । এখন আমি তা পারবো ; কারণ স্বাধীনভাবেই তোমার কাছে আমি ফিরে আসছি —স্বেচ্ছায়—আমার নিজের দায়িত্বে ।

ওয়াঙগেল ॥ [তার দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে] এল-ঈদা, এল-ঈদা, এখন আমরা দুজন দুজনের জন্যে বেঁচে থাকতে পারবো একথাটা ভাবতেও কী আনন্দই না লাগছে।

এল-ঈদা ॥ —আমাদের সব উদ্দেশ্যগুলিকে একসঙ্গে ক'রে—তোমার আর আমার।

ওয়াঙগেল ॥ সেকথা সত্যি প্রিয়তমে।

এল-ঈদা ॥ —আর আমাদের দুটি সন্তানের জন্যে।

ওয়াঙগেল ॥ তাদের তুমি 'আমাদের' বলছো ?

এল-ঈদা ॥ এখনও আমার হয় নি তারা, কিন্তু তাদের আমি আমার ক'রে নেব !

ওয়াঙগেল ॥ 'আমাদের' ! [আনন্দে তার হাতে চুমু খেয়ে] এই কথাটা বলার জন্যে আমি যে তোমার কাছে কতটা কৃতজ্ঞ সেকথা তোমাকে বলে আমি বোঝাতে পারবো না।

[হিলদা, ব্যালেসতাদ, লিঙ্গসত্রানদ, আর্নহোম আর বোলেত্তা বাঁদিক থেকে বাগানে এসে উপস্থিত হলো, একদল যুবক-যুবতী আর গ্রীষ্মকালীন পর্যটক ফুটপাত দিয়ে চলে গেল]

হিলদা ॥ [ফিসফিস করে লিঙ্গসত্রানদকে] দেখুন, দেখুন ঃ বাবা আর ওঁকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র ওদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে।

ব্যালেসতাদ ॥ [আড়ি পেতে শুনে] এটা হচ্ছে বসন্তকাল, মিস।

আর্নহোম ॥ [ওয়াঙগেল আর এল-ঈদার দিকে তাকিয়ে] 'ইংলিশ শিপ' চলে যাচ্ছে।

বোলেত্তা ॥ [বেড়ার ধারে গিয়ে] ওকে দেখার এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভালো।

লিঙ্গস ॥ এবছর এইটাই ওর শেষ আসা।

ব্যালেসতাদ ॥ 'শিগ্‌গিই বরফে ঢেকে যাবে রাস্তা'—কবির ভাষায় বলতে গেলে, মিসেস ওয়াঙগেল, কী দুঃখের ! এখন কিছুদিনের জন্যে আপনাকে আমাদের হারাতে হবে। শুনলাম আগামীকাল আপনি শোলভিকে যাচ্ছেন।

ওয়াঙগেল ॥ না। এখন যাচ্ছে না। এই সন্ধ্যায় আমরা মত পরিবর্তন করেছি—ও আর আমি।

আর্নহোম ॥ [দুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে] সত্যিই ?

বোলেত্তা ॥ [সামনে এগিয়ে এসে] বাবা—এ কি সত্যি ?

হিলদা ॥ [এল-ঈদার কাছে এগিয়ে] শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে তাহলে তুমি থাকবে ?

এল-ঈদা ॥ হ্যাঁ, হিলদা—যদি তুমি চাও।

হিলদা ॥ [কাঁদতে কাঁদতে হাসতে হাসতে] যদি আমি তোমাকে চাই ? নিশ্চয়, চাই।

আর্নহোম ॥ [এল-ঈদাকে] সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার।

এল-ঈদা ॥ [গম্ভীরভাবে একটু হেসে] বুঝেছেন মিঃ আর্নহোম, গতকাল আমাদের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিল সেকথা কি মনে রয়েছে ? একবার মাটির জন্তু হলে আর সাগরে ফেরা যায় না—অথবা সমুদ্র জীবনে।

ব্যালেসতাদ ॥ আরে, অ পনি যে আমার সেই জল অপ্সরীর মতো।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ, মোটামুটি।

ব্যালেসতেদ ॥ তবে যে জল অপ্সরী মারা গিয়েছে তার মতো নয়। আমি হচ্ছি মানুষ—যারা আবহাওয়ার মধ্যে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

এল-ইদা ॥ হ্যাঁ; মিঃ ব্যালেসতেদ, তারা যদি স্বাধীন হয়।

ওয়াঙগেল ॥ এবং পুরো দায়িত্ব পায়, প্রিয় এল-ইদা।

এল-ইদা ॥ তাড়াতাড়ি নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে। হ্যাঁ; গোপন রহস্যটা এইখানেই।

[প্রকাণ্ড 'ইংলিশ শিপ' অন্তরীপের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়। তীরের কাছাকাছি একটা জায়গা থেকে শোনো যায় ব্যাণ্ড বাজার সুর।]

মহাস্থপতি

THE MASTER BUILDER

।। ভূমিকা ।।

১৮৯২ সালের মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত ইবসেন তাঁর নতুন নাটকটি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ নাটকের মতো এক্ষেত্রেও তিনি যে সব প্রাথমিক টীকা-টিপ্পনী করেছিলেন সেগুলিকে পাওয়া যায় নি। সেইজন্যে ঠিক কোন্ তারিখে এই নাটকটি লিখতে তিনি শুরু করেছিলেন সেবিষয়ে নিশ্চয় ক'রে কিছু বলা সম্ভব নয়। প্রকাশক হেগেলকে ৩১এ মে তারিখে খ্রীশ্চিনিয়া থেকে তিনি যে চিঠিটি দিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় যে এই নাটকটির খসড়া করছেন তিনি ঃ...it "now occupies me completely and, as usual, takes all my time and all my thoughts." কিন্তু তবু তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে অনুমান করা যায় যে ৯ই আগস্টের আগে পাণ্ডুলিপিটির প্রথম পরিমার্জনার কাজে তিনি হাত দেন নি। সম্ভবত, নাটকটিকে আরও একবার পরিমার্জিত করেছিলেন তিনি ; এবং সেই কাজেই গোটা গ্রীষ্মকালটা তাঁর কেটেছিল। কিন্তু এই দুটি পাণ্ডুলিপিকেই তিনি নষ্ট করে ফেলেছিলেন। 'মহা-স্থপতি' (The Master Builder) নাটকের মধ্যে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি।

শেষ পাণ্ডুলিপির কাজটি তাঁর বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছিল। প্রথম অংকটি সময় নিয়েছিল ৯ই থেকে ২০শে আগস্ট ; দ্বিতীয় অংক, ২৩শে থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর, এবং তৃতীয় অংকটি, ৭ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর। সব শুদ্ধ ছ' সপ্তাহ। অক্টোবর মাসের শেষের দিকে পাণ্ডুলিপিটি তিনি তাঁর প্রকাশককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ১২ই ডিসেম্বর নাটকটি প্রকাশিত হলো খ্রীশ্চিনিয়াতে, এবং তার দু'দিন পরে কোপেনহেগেনে (দশ হাজার কপির সংস্করণ)।

মিথ্যা বলে লাভ নেই, নাটকটি সমালোচকদের কিছুটা বিভ্রান্ত ক'রেছিল ; কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কাগজগুলিতে সমাদৃত হয়েছিল যথেষ্ট। 'A Doll's House' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এত ভালো সমালোচনা তাঁর অন্য কোনো নাটকের হয় নি ব'লে অনেকেই মনে করেন। Brandes ভাইয়েরা এই নাটকটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রেছিলেন। 'Politiken'-এ Edvard লিখলেন ঃ "Only this man, already advanced in years and belonging to a small nation, could write

such a play, in which supreme craftmanship is allied to characteristic profundity...A work of genius'—এইরকম একটি নাটক লেখার ক্ষমতা একটি ক্ষুদ্রায়তন দেশের মানুষ বর্ষীয়ান ইবসেনের পক্ষেই সম্ভব, ভাষার যাদু আর গভীরতা এখানে চরম দক্ষতার তুঙ্গে। একমাত্র ইবসেনের পক্ষেই তা সম্ভব। একজন প্রতিভাবান নাট্যকারের অমর স্বাক্ষর। Georg আর একটি কাগজে ('Verdens Gang') লিখলেন: "নাটকটি পড়ার পরে অনেকক্ষণ ধ'রে পাঠকের মনে নাটকের সুরটি অনুরণিত হয়। একবার পড়ার পরে আবার পড়তে ইচ্ছে যায়; আর প্রত্যেকবারই নাটকের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয় পাঠক। আঙ্গিকের দিক থেকে নিখুঁৎ; প্রগাঢ় এর আবেদন, এবং প্রতীকতার দিক থেকে যথাযথ।" Brandes-এর একমাত্র দুঃখ হচ্ছে, আর মনে হয় ঠিকই, যে ইবসেন সোলনেসকে একজন শিল্পী হিসাবে তৈরী করেন নি: এবং সত্যিকার একজন প্রতিভাবান সৃজনশীল শিল্পী হিসাবে সৃষ্টি না ক'রে তাকে সৃষ্টি করেছেন একজন ক্ষমতাশালী পুঁজিপতি হিসাবে।

কিন্তু এই সোলনেস কে? এই সম্বন্ধে অনেকেই অনেক মন্তব্য করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন সোলনেস হচ্ছেন ইবসেন নিজে, কেউ বলেছেন Bjornson, কেউ মনে করেন কনসারভেটিভ পার্টি, কেউ বলেন লিবারেল পার্টি। আবার কেউ বলেন সোলনেস হচ্ছেন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী একজন মানবাত্মা। এই সম্বন্ধে ইবসেনকে প্রশ্ন করা হলে অনেক কথার মধ্যে তিনি বলেছেন: "Can't people just read what I write? I only write about people. I dont write symbolically. Just about people's inner life as I know it—psychology, if you like...I draw real, living peeple." ইবসেনের মতে সোলনেস এবং তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন সম্ভ্রান্ত মানুষ, সাধারণের মধ্যে কিছুটা অসাধারণ। কিন্তু বিবাহিত জীবনে তাঁরা সুখী হতে পারেন নি। পরস্পরের প্রতি প্রীতি, সৌহার্দ্য আর সহানুভূতি থাকা এবং সংসারে তাঁদের সত্যিকার কোনো দুঃখ না থাকা সত্ত্বেও, তাঁদের যা হওয়া উচিত ছিল তা তাঁরা হতে পারেন নি। অতীতের মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টায় পরস্পরকে অবনমিত করেছিলেন তাঁরা, সঙ্কুচিত করেছিলেন পরস্পরের সম্ভাবনা আর কর্মশক্তিকে। মনের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন স্বতন্ত্র; বদ্ধ হয়ে ছিলেন নিজের নিজের জগতে; কেউ কারও সঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করেন নি এতটুকু। এক কথায়, হাত ধরাধরি ক'রে চলার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। এদিক থেকে হিলদা অন্য প্রকৃতির। বুদ্ধ ঘরের মধ্যে সে যেন এক দমকা ঝড়ো বাতাস; সে সোলনেসের জীবনে এসেছিল অজানা দিগন্তের সংবাদ নিয়ে। মানুষ হিসাবে সে অসাধারণ ছিল না; কিন্তু সোলনেসের সঙ্গে মনের দিক থেকে তার একটা মিল ছিল। সেইজন্যেই পরস্পরের দিকে তাদের আকর্ষণ ছিল এত তীব্র। তারা ভেবেছিল (একজন প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করেছে, আর একজন যুবতী) দুজনের আত্মিক মিলন তাদের জীবনকে ফলে না হোক ভরিয়ে দেবে ফুলে। অন্যথায় দুজনের জীবনই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাদের আশা ছিল নতুন একটা সংসার গ'ড়ে তুলবে তারা। মিসেস

সোলনেস কোনোদিন সে-চেষ্টা করেন নি। তাই হিলদার প্রচণ্ড আশাবাদ পুনরুজ্জীবিত করেছিল সোলনেসকে। তারপরে, এলো সেই সংকটময় মুহূর্তটি যখন দুজনেরই মনে হলো জীবনে পরম সুখলাভ করার জন্যে এই পৃথিবীটা যথেষ্ট হবে না। এখানে যারা বাস করে প্রথা, সংস্কার, আর মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তির শৃঙ্খলে তারা জড়ত্বে পরিণত হয়েছে। তাই শূন্যে প্রাসাদ তৈরি করতে হবে তাঁদের যার প্রকোষ্ঠগুলি প্রভাত সূর্যের সোনালি কিরণে, আর অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিতে ঝলোমলো ক'রে উঠবে, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষুদ্রতা আর নীচতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, যার চারপাশ নির্মল, বিশুদ্ধ সজীব বাতাসে ভরপুর। সাধারণ মানুষের কাছে এটি একটি স্বপ্নসৌধ বলে মনে হতে পারে; কিন্তু জীবনের তূর্যনাদ যাদের কানে এসে ঢুকেছে তাদের কাছে এই সৌধ অলীক স্বপ্নময়তার প্রতীক নয়, অতীব বাস্তব। এই অতীব সুন্দর একটি স্বপ্নসৌধ গ'ড়ে তোলার জন্যে সোলনেস বিপন্ন করল তার পার্থিব জীবনকে, তুচ্ছ করল প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুকে।

কিন্তু এই মৃত্যু কি আর দশটা মানুষের মৃত্যু? সাধারণ মানুষ প্রতিদিন মরার জন্যে বেঁচে থাকে; তাদের বাঁচার আনন্দ তাই প্রতিক্ষণে মৃত্যুর যন্ত্রণায় বিষাক্ত। সোলনেস চেয়েছিল যে আনন্দ জীবনে সে কোনোদিনই পায় নি সেই আনন্দকে অক্ষয় করে রাখতে। এ মৃত্যু মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার নতুন জীবনে উত্তরণ। জরাকে পরাজিত ক'রে যৌবনের জয়ধ্বনি। যে যৌবনকে সোলনেস একদিন ভয়ে দূরে সরিয়ে রেখে-ছিল কে জানতো সেই যৌবনের পরশমণির ছোঁয়াতে সে নতুন জীবনের রস আস্বাদন করবে? হিলদার যৌবন তাকে দিয়েছিল সেই অমৃতের স্বাদ; সেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর গৌরবোজ্জ্বল সমাপ্তির তুঙ্গে।

হিলদা: আমার কাছ থেকে তুমি কী চাও?

সোলনেস: তোমার যৌবন, হিলদা।

হিলদা: যৌবন? - যে যৌবনকে তুমি এত ভয় কর?

সোলনেস: [ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে] হুঁ! আর যে জিনিসটিকে আমি এতদিন আকাঙ্ক্ষা ক'রে এসেছি। 'ওপরে! ওপরে! আরো ওপরে! যাকে পাওয়া যায় না তাকেই পাওয়ার আশায়!'

হলভার্ড সোলনেস এই মানুষ প্রৌঢ়ত্বের সীমা ডিঙিয়ে যে যৌবনের জয়গান গেয়েছিল। পাঁচমিশালি মানুষদের কাছ থেকে তার পার্থক্য এইখানে—মানুষের চির আকাঙ্ক্ষার প্রতীক সে। 'মহাস্থপতি'র (The Master Builder) চরিত্র তাই নাট্যকারের একটি উদ্ভট সৃষ্টির প্রয়াস নয়, পার্থিব সংসারের হাজার জটিলতার বন্ধনে আবদ্ধ চিরমুক্ত মানবাত্মার প্রকৃত মুক্তির সন্ধানে অভিযান।

সুনীলকুমার ঘোষ

॥ নাটকের চরিত্র ॥

হলভার্ড সোলনেস ॥

এলিন সোলনেস ॥ স্ত্রী

ডাক্তার হেরদাল ॥ গৃহ-চিকিৎসক

নুট ব্রোভিক ॥ ভূতপূর্ব স্থপতি, বর্তমানে সোলনেসের অফিসে চাকরি করেন

রাজনার ব্রোভিক ॥ পুত্র ; ড্রাফ্‌টসম্যান

কেয়া ফস্‌লি ॥ সম্পর্কে ব্রোভিকের বোন, হিসাব পরীক্ষক

*মিস হিলদা ওয়াঙ্‌গেল

কয়েকজন মহিলা

রাস্তায় একদল লোক

হলভার্ড সোলনেসের বাড়িতে আর তার আশপাশে ঘটনাগুলি ঘটেছে।

* এই হিলদা হচ্ছে 'সাগর থেকে ফেরা' [The Lady From The Sea নাটকের ডঃ ওয়ার্ডগলের কনিষ্ঠ কন্যা।

প্রথম অংক

হলভার্ড সোলনেসের বাড়ির একটি অফিস ঘর; সাদাসিদেভাবে সাজানো। বাঁদিকে ভাঁজ করা দরজা। সেগুলির ভেতর দিয়ে হলঘরে যাওয়া যায়। ডানদিকের দরজা দিয়ে যাওয়া যায় অন্দরমহলের দিকে, পেছনে একটা খোলা দরজা, সেটা দিয়ে ঢোকা যায় ড্রাফ্‌টসম্যানের অফিসে। সামনে, বাঁদিকে একটা ঢালু টেবিল। তার ওপরে রয়েছে বই, কাগজপত্র, আর লেখার সাজ-সরঞ্জাম। ভাঁজ করা দরজা থেকে কিছু দূরে পেছনে একটা স্টোভ। ডান-দিকের কোণে একটা সোফা, একটা টেবিল, একটা, দুটো চেয়ার। টেবিলের ওপরে একটা জলের বোতল, একটা গ্লাস। একটা ছোটো টেবিল, দোলনো চেয়ার, হাতলওয়ালা চেয়ার—ডানদিকে, সামনে। ড্রাফ্‌টসম্যানের টেবিলের ওপরে কোণের দিকে, আর ঢালু টেবিলের ওপরে ঢাকনা-দেওয়া অনেকগুলি বাতি জ্বলছে।

নানান নক্‌সা আর মাপজোক করার কাগজপত্র নিয়ে ড্রাফ্‌টসম্যানের অফিসে বসে আছেন নুট ব্রোভিক আর তাঁর পুত্র রাজনার। কাজের কথায় ব্যস্ত তাঁরা। বাইরের অফিসে ঢালু টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কেয়া হিসাব লিখছে। তাঁর গায়ে পাতলা একটা ছেঁড়া বুরুশ-করা কালো কোট। চোখে চশমা, বৃদ্ধ, রোগাটে, সাদা চুল আর দাড়ি। রাজনার ব্রোভিক – তিনের কোঠায় বয়স; চমৎকার পোশাক-পরা, পাতলা চুল, সামনের দিকে সামান্য একটু ঝোঁকা। কেয়ার চেহারা রোগাটে; বয়স কুড়ির সামান্য একটু বেশি, পরিপাটি পোশাক, দেখতে দুর্বল। চোখের ওপরে সবুজ একটা ঢাকনা। তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ কাজ করে যায়।

নুট ॥ [টেবিল থেকে হঠাৎ উঠে পড়েন; মনে হবে খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর। জোরে জোরে কষ্ট ক'রে নিঃশ্বাস নিতে নিতে দরজার কাছে এগিয়ে আসেন] না, আর আমি সহ্য করতে পারছি নে।

কেয়া ॥ [তাঁর কাছে গিয়ে] আজ সন্ধ্যায় শরীরটা খুব খারাপ লাগছে; তাই না কাকা?

নুট ॥ উঃ! দিন দিন খারাপ হচ্ছে আমার শরীর।

রাজনার ॥ [উঠে এগিয়ে এসে] তোমার এখন বাড়ি চলে যাওয়া উচিত বাবা। একটু ঘুমানোর চেষ্টা করা—

নুট ॥ [অস্থিরভাবে] ঘুমোতে যেতে বলছো? তুমি কি চাও দম বন্ধ হয়ে আমি মারা যাব?

কেয়া ॥ তাহলে, একটু ঘুরে এসো।

রাজনার ॥ হ্যাঁ; তাই যাও। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

নুট ॥ [বিরক্ত হয়ে] তিনি না আসা পর্যন্ত আমি কিছুতেই যাব না! আমি ঠিক করে ফেলেছি, আজ রাত্রেই এর একটা হেস্তনেস্ত আমি ক'রে ফেলবো। [চাপা তিক্ত স্বরে]—তাঁর সঙ্গে—কর্তার সঙ্গে।

কেয়া ॥ [ভয় পেয়ে] না, না—কাকা। সে কাজ পরে হবে। আর একটু পরে।

রাজনার ॥ হ্যাঁ ; বাবা, একটু অপেক্ষা কর।

নুট ॥ [কষ্ট ক'রে নিঃশ্বাস টানতে টানতে] হা—হা! অপেক্ষা করার মতো বেশি সময় আমার আর নেই।

কেয়া ॥ [কান পেতে] চুপ! সিঁড়ির ওপরে তাঁর পায়ের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। [তিনজনেই যে যাঁর কাজের টেবিলের ধারে ফিরে যান। সামান্য বিরতি]

[হলঘরের দরজা দিয়ে হলভার্ড সোলনেস ঘরে এসে ঢোকেন। বয়সের দিক থেকে তিনি আর যুবক নন ; স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী, ছোটো ছোটো ক'রে ছাঁটা কোঁকড়ানো চুল, কালো গোঁফজোড়া ; কালো চুলে-ভরা জমাটি ভ্রূযুগল। গায়ে ছাই আর হলদে রঙে মেশানো একটা জ্যাকেট ; উঁচু কলার, আর কোটের বুকের দু'ধারে চওড়া ভাঁজ। মাথার ওপরে নরম ছাই-রঙা ফেলট হ্যাট ; বগলে দু একটা ফাইল।]

হলভার্ড ॥ [দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, ড্রাফ্‌টসম্যানের অফিসের দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে] ওরা কি সব চলে গিয়েছে ?

কেয়া ॥ [আস্তে আস্তে, ঘাড় নেড়ে] না।

[চোখের ওপর থেকে ঢাকনিটা খুলে দেয়। ঘরটা পেরিয়ে এসে হলভার্ড একটা চেয়ারের ওপরে টুপিটা রাখেন, সোফার পাশে টেবিলের ওপরে রাখেন তাঁর ফাইলগুলি ; তারপর ঢালু টেবিলের দিকে আবার এগিয়ে যান। মনে হয় একটু যেন দুর্বল আর অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি।]

হলভার্ড ॥ [চেঁচিয়ে] কিসের হিসাব লিখছেন, মিস ফসলি ?

কেয়া ॥ [চমকে উঠে] ওই—

হলভার্ড ॥ দেখি, মিস ফসলি। [তার ওপরে ঝুঁকে পড়েন ; হিসাবের খাতা দেখছেন এইরকম একটা ভান করেন, তারপরে ফিসফস ক'রে] কেয়া!

কেয়া ॥ [লিখতে লিখতে নরম সুরে] কী!

হলভার্ড ॥ আমি এলেই সব সময় তোমার চোখের ওই ঢাকনিটা সরিয়ে নাও কেন ?

কেয়া ॥ [আগের মতোই কাজ করতে করতে] এটা পরে থাকলে আমাকে খুবই কুৎসিৎ দেখায়।

হলভার্ড ॥ [হেসে] তাহলে, নিজেকে তুমি কুৎসিৎ দেখাতে চাও না ?

কেয়া ॥ [তাঁর দিকে কিছুটা তীর্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে] উঁহু! তার বদলে বিশ্ব পেলেও, আপনার কাছে নয়।

হলভার্ড ॥ [কেয়ার মাথার চুলগুলির ওপরে আলতোভাবে চাপড় মেরে] হায়…হায়… কেয়া !

কেয়া ॥ [মাথাটা নিচু করে] চুপ ! ওঁরা শুনতে পাবেন।

[হলভার্ড ধীরে ধীরে ডানদিকে চলে যান ; তারপরে ঘুরে ড্রাফ্‌টসম্যানের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ান]

হলভার্ড ॥ কেউ কি এখানে আমাকে খুঁজতে এসেছিল ?

রাজনার ॥ [দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ ; একজন যুবক আর একজন যুবতী এসেছিলেন। লভ্‌-সট্রান্দে তাঁরা একটা বাড়ি তৈরি করাতে চান।

হলভার্ড ॥ [রাগে গজগজ করে] ওঃ ! সেই দুজন ! অপেক্ষা করতে হবে তাদের। বাড়ির নক্সাগুলি এখনও আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি !

রাজনার ॥ [এগিয়ে গিয়ে, কিছুটা দ্বিধার সঙ্গে] নক্সাগুলি এখনই পাওয়ার জন্যে তাঁরা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

হলভার্ড ॥ তা বটে, তা বটে। সবাই তাই হয়। [আগের সুরে]

নুট ॥ [মুখ তুলে] তাঁরা বলছেন নিজেদের একটা বাড়ি করার জন্যে তাঁরা বেশ অস্থির !

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওসব কথা আমরা সবাই বুঝি ! সুতরাং যেমন তেমন একটা বাড়ি হলেই তারা খুশি। মাথার ওপরে একটা ছাদ - একটা ঠিকানা—ব্যস ! বাড়ি বলতে কিছু নয়। না, ধন্যবাদ। সেক্ষেত্রে তারা আর কারও কাছে যাক। এরপরে যেদিন তাঁরা আসবেন সেদিন তাঁদের এই কথাটা বলে দেবেন।

নুট ॥ [চশমাটা কপালের ওপরে ঠেলে দিয়ে, তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] অন্য কারও কাছে ? আপনি কি কমিশনটা ছেড়ে দিতে রাজি আছেন ?

হলভার্ড ॥ [বিরক্ত হয়ে, অস্থিরভাবে] হ্যাঁ—হ্যাঁ ! জাহান্নামে যাক কমিশন ! যদি এইভাবেই আমাকে কাজ করতে হয়—যেমন-তেমন ক'রে একটা বাড়ি খাড়া ক'রে দেওয়ার চেয়ে সে-ও ভালো। [প্রবলভাবে] তাছাড়া, ওদের সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমি বিশেষ কিছু জানি নে।

নুট ॥ মানুষ হিসাবে ওঁদের সঙ্গে কাজ করা নিরাপদ। রাজনার ওঁদের চেনে। ওঁদের পরিবারের বন্ধু ও। একেবারে নির্ভরযোগ্য মানুষ। আমাদের ঝঞ্ঝাটের পড়ার কোনো কারণ নেই।

হলভার্ড ॥ নির্ভরযোগ্য ! ঝঞ্ঝাটে পড়ার কোনো কারণ নেই ! ওসব কথা আমি একেবারেই ভাবছি নে। হায় ঈশ্বর ! আমার কথাটা কি আপনি বুঝতে পারছেন না ? [রেগে] এইসব অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে আমি কোনো কারবার করতে রাজি নই। তাঁরা অন্য কারও কাছে যান—সাফ কথা !

নুট ॥ [উঠে] আপনি কি সত্যি সত্যি তাই বলছেন ?

হলভার্ড ॥ [অপ্রসন্নভাবে] হ্যাঁ ! অন্তত একবার—বলতে পারেন। [এগিয়ে আসেন]

[রাজনারের সঙ্গে নুটের একটা দৃষ্টি বিনিময় হয়। রাজনারের দৃষ্টিতে একটু সতর্ক করে দেওয়ার ইঙ্গিত। তারপরে নুট সামনের ঘরে বেরিয়ে আসেন]

নুট ॥ আপনাকে কয়েকটা কথা আমি বলতে পারি ?

হলভার্ড ॥ স্বচ্ছন্দে।

নুট ॥ [কেয়াকে] কেয়া, ওঘরে একটু যাও তো !

কেয়া ॥ [অস্বস্তিত সঙ্গে] ও ! কিন্তু কাকা—

নুট ॥ যা বলছি তাই করো বাছা ! ওঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ো।

[অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেয়া ড্রাফ্‌টসম্যানের ঘরে যায়, উদ্বিগ্নভাবে হলভার্ডের দিকে মিনতিপূর্ণভাবে একবার তাকিয়েই বন্ধ করে দেয় দরজাটা]

নুট ॥ [স্বরটা একটু নামিয়ে] আমি যে কত অসুস্থ সেকথা বেচারা ছেলেমেয়েদের আমি জানতে দিতে চাই নে।

হলভার্ড ॥ তাইতো দেখছি ; সম্প্রতি আপনার চেহারাটা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে।

নুট ॥ শীঘ্রিই আমার দিন ফুরিয়ে আসবে। আমার শক্তি কমে আসছে—দিন দিন।

হলভার্ড ॥ বসবেন না ?

নুট ॥ ধন্যবাদ। বসবো ?

হলভার্ড ॥ [হাতলওয়ালা চেয়ারটাকে আরো ভালোভাবে টেনে] এখানে, —এখানে বসুন। এবারে বলুন।

নুট ॥ [কষ্ট ক'রে বসে] কথাটা হচ্ছে রাজনারের সম্বন্ধে। ওরই কথা ভেবে আমি বেশ দুশ্চিন্তায় আছি। ওর ভবিষ্যৎ কী হবে ?

হলভার্ড ॥ সে আমার সঙ্গেই থাকবে—অবশ্য যতদিন তার থাকতে ইচ্ছে যাবে।

নুট ॥ কিন্তু ওইটাই ও চায় না। ওর ধারণা, এখানে আর সে থাকতে পারছে না।

হলভার্ড ॥ কেন ? এখানে তো মাইনেপত্র সে ভালোই পাচ্ছে। কিন্তু যদি সে আরো টাকা চায় তাহলেও আমি তা দিতে অস্বীকার করবো না—

নুট ॥ না, না ! সেকথা নয়। [অস্থিরভাবে] কিন্তু আজই হোক, আর কালই হোক, নিজের কিছু করার সুযোগ তার পাওয়া উচিত।

হলভার্ড ॥ [অন্যদিকে তাকিয়ে] একা কিছু করার মতো বুদ্ধি বা ক্ষমতা ওর রয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন ?

নুট ॥ না। সেইটাই তো হচ্ছে সবচেয়ে মর্মান্তিক ব্যাপার। ছেলেটার সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। কারণ, তার সম্বন্ধে আপনি একদিনও একটা উৎসাহজনক কথা বলেন নি। কিন্তু তবু আমার মনে হয় তার মধ্যে উৎসাহ পাওয়ার মতো নিশ্চয় কিছু আছে —তার একেবারে কিছু নেই এটা হতে পারে না।

হলভার্ড ॥ মানে...কিন্তু সে কিছুই শেখে নি—মানে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ; অবশ্য একমাত্র আঁকা ছাড়া।

নুট ॥ [একটা চাপা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে মোটা গলায়] আপনি যখন

আমার কাছে চাকরি করতেন তখন ব্যবসার সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আপনার ছিল না। কিন্তু নিজে ব্যবসা শুরু করার পরে সেটা কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে নি—[কষ্ট করে শ্বাস টেনে]—এবং নিজের রাস্তা পরিষ্কার করতে—আমার ব্যবসাটাকে নষ্ট করে নিতে—আমার, আর অন্য অনেকের।

হলভার্ড ॥ কথাটা সত্যি ; কিন্তু ব্যাপারটা জী জানেন—পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলিই আমাকে তখন সাহায্য করেছিল।

নুট ॥ সেকথা আপনি ঠিকই বলেছেন। সবকিছুই আপনাকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাহলে, রাজনার কোন্ কাজের উপযুক্ত সেটা চোখে দেখার আগে কী ক'রে আপনি আমাকে কবরের দিকে এগিয়ে যেতে দিচ্ছেন ? তাছাড়া, ওরা বিয়ে করেছে সেটা দেখার জন্যেও আমার উৎকণ্ঠা কম নেই—আমি চলে যাওয়ার আগে।

হলভার্ড ॥ [তীক্ষ্ণভাবে] কেয়াই কি এটা চায় ?

নুট ॥ যতটা রাজনার চায়, কেয়া ততটা চায় না। রাজনার রোজই বিয়ের কথা বলে। [আবেদনের সুরে] তাকে স্বাধীন কিছু একটা করার জন্যে আপনাকে সাহায্য করতেই হবে—এখনই। ছেলেটা কিছু করছে সেটা অবশ্যই আমাকে দেখে যেতে হবে। শুনতে পাচ্ছেন ?

হলভার্ড ॥ [রাগত কণ্ঠে] ছাড়ুন, ছাড়ুন মশাই। তার জন্যে চাঁদ থেকে আমি কমিশন ছিনিয়ে নিয়ে আসবো এটা নিশ্চয় আপনি আমার কাছ থেকে আশা করেন না।

নুট ॥ এখনই সে একটা ভালো কমিশনের সুযোগ পেতে পারে। একটা বড়ো কাজ।

হলভার্ড ॥ [অবাক হয়ে, অস্বস্তির সঙ্গে] পারে ?

নুট ॥ আপনি যদি মত দেন।

হলভার্ড ॥ কী ধরনের কাজ ?

নুট ॥ [একটু ইতস্তত ক'রে] লভসত্রান্দে, ওই বাড়িটা।

হলভার্ড ॥ ওটা ! কিন্তু ওটা তো আমি নিজেই তৈরি করতে যাচ্ছি !

নুট ॥ কিন্তু ওটা তৈরি করার জন্যে আপনার তো খুব একটা আগ্রহ নেই।

হলভার্ড ॥ [রেগে,] নেই ! আমার ? কে একথা বলেছে ?

নুট ॥ আপনি নিজেই—এখনই।

হলভার্ড ॥ ও কিছু নয়, কিছু নয়। ওরা কি ওই বাড়ি তৈরি করার ভার রাজনারকে দেবে ?

নুট ॥ দেবে। ও তাদের বাড়ির সবাইকে চেনে। আর তাছাড়া, ও তাদের বাড়ির একটা নক্সা এঁকেছে—এমনি আর কি ! তৈরি করতে কত খরচ পড়বে তাও খাড়া একটা হিসাব করেছে—সেই সঙ্গে—

হলভার্ড ॥ সেই নক্সাগুলি দেখে তারা খুশি হয়েছে ? সেই বাড়িতে যারা বাস করবে তারা ?

নুট ॥ হ্যাঁ, কেবল আপনি যদি সেগুলির ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সেটি ঠিক হয়েছে বলেন।

হলভার্ড ॥ তাহলে, রাজনারের ওপরেই বাড়ি তৈরি করার দায়িত্ব তারা ছেড়ে দেবে?

নুট ॥ ওর নক্সা দেখে তাঁরা খুবই খুশি হয়েছেন। তাঁদের মত, নক্সাগুলি একেবারে নতুন ধরনের।

হলভার্ড ॥ বটে, বটে! একেবারে নতুন ধরনের! আমি যেমন পুরানো ধরনের বাড়ি তৈরি করি সেরকম নয়?

নুট ॥ এই নক্সাগুলি তাঁদের কাছে পৃথক্ ধরনের ব'লে মনে হয়েছে।

হলভার্ড ॥ [চাপা বিরক্তির সঙ্গে] সুতরাং রাজনারের সঙ্গে দেখা করতেই তারা এসেছিল—আমি যখন ছিলাম না!

নুট ॥ তাঁরা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন—এবং সেই সঙ্গে আপনি অবসর নেবেন কিনা জানতে।

হলভার্ড ॥ [রেগে] অবসর নেব? আমি?

নুট ॥ যদি আপনি ভাবেন যে রাজনারের নক্সাগুলি—

হলভার্ড ॥ আমি অবসর নেব আপনার ছেলের জন্যে!

নুট ॥ অর্থাৎ চুক্তি থেকে—তাই তাঁরা বলতে চেয়েছিলেন।

হলভার্ড ॥ ব্যাপারটা একই দাঁড়ালো! [রেগে হাসতে হাসতে] তাহলে, ব্যাপারটা হচ্ছে এই! হলভার্ড সোলনেসকে এবার অবসর গ্রহণ করার পথ দেখতে হবে! যুবকদের জায়গা ক'রে দেওয়ার জন্যে! সবচেয়ে কম বয়সী কারও জন্যে, সম্ভবত! জায়গা তাকে ছেড়ে দিতেই হবে! জায়গা! জায়গা!

নুট ॥ হায় ঈশ্বর! বিশেষ একজনের জন্যে নিশ্চয় বিশ্বে অনেক বেশি জায়গা রয়েছে—

হলভার্ড ॥ উঁহু! ছেড়ে দেওয়ার মতো খুব বেশি একটা জায়গা নেই। কিন্তু সেকথা থাক;—অবসর আমি কিছুতেই নেব না! কারও কাছে আমি মাথা নোয়াবো না! স্বেচ্ছায় কখনো না। এই বিশ্বে কোনোদিনই তা করবো না!

নুট ॥ [কষ্টের সঙ্গে উঠে] তাহলে, ওর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়েই আমাকে এই জীবন ছেড়ে চলে যেতে হবে? এতটুকু সুখের মুখ না দেখেই। রাজনারের ওপরে কোনো আস্থা বা বিশ্বাস না নিয়েই? তার নিজের হাতে করা কোনো কাজ চোখে না দেখেই? আমার কপালে কি এই লেখা ছিল?

হলভার্ড ॥ [আধখানা ঘুরে, বিড় বিড় করে] হুঁম্—ঠিক এখনই আর কোনো প্রশ্ন আমাকে আপনি করবেন না।

নুট ॥ এই একটি প্রশ্নের উত্তর আমাকে পেতেই হবে। এইরকম নিঃস্ব হয়ে আমাকে কি এ-জীবন থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে?

হলভার্ড ॥ [মনে হলো, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তিনি। অবশেষে নিচু অথচ দৃঢ় স্বরে] যতটা ভালোভাবে পারেন।

নুট ॥ তাহলে, তাই হোক। [মেঝের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যান]

হলভার্ড ॥ [অনুসরণ, কিছুটা মরিয়া হয়ে] এ ছাড়া অন্য কোনো পথ যে আমার কাছে খোলা নেই তা কি আপনি বুঝতে পারছেন না ? আমি যা তাই ; এবং আমার চরিত্রকে আমি পাল্‌টাতে পারি নে।

নুট ॥ না, না। আমিও তাই মনে করি। [পা টলে যায় ; একটা সোফাকে আঁকড়ে ধরেন] এক গ্লাস জল পেতে পারি ?

হলভার্ড ॥ নিশ্চয় ! নিশ্চয় ! [একটা গ্লাসে জল ভর্তি ক'রে তাঁর হাতে দেন]

নুট ॥ ধন্যবাদ !

[জল খেয়ে গ্লাসটা আবার নামিয়ে রাখেন। হলভার্ড এগিয়ে গিয়ে ড্রাফ্‌টসম্যানের অফিসের দরজাটা খুলে দেন]

হলভার্ড ॥ রাজনার : এখানে এসো ; তোমার বাবাকে বাড়ি নিয়ে যাও।

[রাজনার তাড়াতাড়ি উঠে আসে, সে আর কেয়া ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ায়]

রাজনার ॥ কী হয়েছে, বাবা ?

নুট ॥ আমার হাত ধর। এখন চল।

রাজনার ॥ বেশ। তুমিও জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, কেয়া।

হলভার্ড ॥ মিস ফসলি থেকে যান—সামান্য একটু। একটা চিঠি লিখতে হবে।

নুট ॥ [হলভার্ড সোলনেসের দিকে তাকিয়ে] শুভরাত্রি।

[নুট ব্রোভিক আর রাজনার হলঘর দিয়ে বেরিয়ে যান। কেয়া যায় তার টেবিলের দিকে। ডানদিকে হাতলওয়ালা চেয়ারের পাশে মাথাটা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন হলভার্ড সোলনেস]

কেয়া ॥ [সন্দিগ্ধভাবে] কোনো চিঠি— ?

হলভার্ড ॥ [একটু রুক্ষভাবে] না, অবশ্যই না। [কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] কেয়া !

কেয়া ॥ [উদ্বিগ্নভাবে, নীচু স্বরে] কী !

হলভার্ড ॥ [মেঝের ওপরে একটা জায়গার দিকে নির্দেশ ক'রে হুকুম দেওয়ার ভঙ্গীতে] এখানে এস। এখনই !

কেয়া ॥ [ইতস্তত ক'রে] আসছি।

হলভার্ড ॥ [আগের মতো] আরও কাছে !

কেয়া ॥ [এসে] কী চাই ?

হলভার্ড ॥ [তার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে] এইসব ব্যাপারের জন্যে তোমাকেই আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। নাকি ?

কেয়া ॥ না, না। সেকথা মনে করো না !

হলভার্ড ॥ কিন্তু এখন বল—তুমি বিয়ে করতে চাও ?

কেয়া ॥ [আস্তে আস্তে] রাজনার আর আমার মধ্যে বিয়ের ঠিক হয়েছে—চার পাঁচ বছর আগে থেকে ; আর সেইজন্যে—

হলভার্ড ॥ আর সেইজন্যে তুমি ভেবেছ এবার এটার শেষ হয়ে যাক। তাই নয় ?

কেয়া ॥ রাজনার আর কাকা—দুজনেরই ইচ্ছে তাই আমি করি। সেইজন্যে আমাকে রাজি হ'তে হয়েছে।

হলভার্ড ॥ [আরো শান্তভাবে] কেয়া, রাজনারের জন্যে তুমিও কিছু চিন্তা কর—তাই না ?

কেয়া ॥ এখানে আসার আগে রাজনারের বিষয়ে আমি খুবই চিন্তা করতাম।

হলভার্ড ॥ কিন্তু এখন তা কর না ? একটুও না ?

কেয়া ॥ [উচ্ছ্বাসে ; নিজের হাতদুটোকে একসঙ্গে ঝাপটে ধ'রে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে] উঃ! তুমি ভালোই জানো যে এখন পৃথিবীতে কেবল একজনের কথাই আমি ভাবি! কেবলমাত্র একজন, একজন—এই বিশ্বে! আর কারো কথা জীবনে আমি আর ভাববো না।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; তাই বলো। আর তা সত্ত্বেও, তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ—সবকিছু আমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমাকে একলা ফেলে রেখে।

কেয়া ॥ কিন্তু আমি কি তোমার সঙ্গে থাকতে পারতাম—রাজনারের সঙ্গে যদি নাও—?

হলভার্ড ॥ [উহ্য কথাটাকে বাতিল করে দিয়ে] না, না! সে অসম্ভব! রাজনার যদি এখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেই ব্যবসা ফাঁদে তাহলে অবশ্য তোমাকে তার নিজেরই প্রয়োজন হবে।

কেয়া ॥ [নিজের হাত দুটো মুচড়ে] উঃ! আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই থাকতে পারবো না। অসম্ভব, অসম্ভব।

হলভার্ড ॥ তাহলে, রাজনারের মাথায় যে পাগলামি চেপেছে সেটা যাতে তাকে ছেড়ে যায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হও। তোমার যত খুশি ইচ্ছে তাকে বিয়ে কর—[স্বরটা পাল্‌টিয়ে]—অর্থাৎ—আমার কাছে সে যে ভালো চাকরি করছে সেটাকে যেন সে ছেড়ে না দেয়। কারণ, তাহলে, প্রিয় কেয়া, তোমাকেও আমি এখানে রাখতে পারবো।

কেয়া ॥ ঠিক বলেছ। খুবই ভালো হবে, চমৎকার হবে—তা যদি করা সম্ভব হয়।

হলভার্ড ॥ [কেয়ার হাত নিজের দুটো হাতের মধ্যে ধ'রে ফিসফিস ক'রে] কারণ, বুঝতেই পারছো, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। প্রতিটি দিন তোমাকে আমার পাশে থাকতে হবে।

কেয়া ॥ আনন্দে আত্মহারার মতো হয়ে] ঈশ্বর! ঈশ্বর!

হলভার্ড ॥ [কেয়ার মাথায় চুমু খেয়ে] কেয়া - কেয়া!

কেয়া ॥ [তাঁর পায়ের কাছে ভেঙে প'ড়ে] ওঃ! তুমি কত ভালো—কত ভালো!

হলভার্ড ॥ [রাগত স্বরে] ওঠো, ওঠো! উঠে পড়ো। মনে হচ্ছে কে আসছে।

[কেয়াকে ধ'রে তুলে দেন তিনি। টলতে টলতে সে তার টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। ডানদিকে দরজা দিয়ে মিসেস সোলনেস ঘরে এসে ঢোকেন। পাতলা চেহারা ; দুঃখের ছাপ সর্বাঙ্গে, কিন্তু অতীতে একদিন তিনি যে সুন্দরী ছিলেন তা তাঁকে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। মাথার চুলগুলি সোনালি, কোঁকড়ানো। সাজসজ্জায় সুরুচিপূর্ণ ; পোশাক কালো। কিছুটা ধীরে ধীরে কথা বলেন ; সুরটা তাঁর করুণ।]

মিসেস সোলনেস ॥ [চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে] হলভার্ড !

হলভার্ড ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] ও ! তুমি—?

মিসেস সোলনেস ॥ [কেয়ার দিকে চকিতে তাকিয়ে] মনে হচ্ছে, তোমাদের আমি বিরক্ত করছি।

হলভার্ড ॥ মোটেই না, মোটেই না। একটা ছোটো চিঠি লিখতে বাকি আছে মিস ফসলির।

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ : তাই দেখছি।

হলভার্ড ॥ আমার সঙ্গে তোমার কিছু দরকার আছে এলিন ?

মিসেস সোলনেস ॥ আমি তোমাকে বলতে এসেছিলাম যে ডাক্তার হেরদাল ড্রয়িংরুমে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে তুমি দেখা করবে না ?

হলভার্ড ॥ [স্ত্রীর দিকে সন্দেহজনকভাবে তাকিয়ে] হুম ! আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ডাক্তার কি খুবই উদ্বিগ্ন ?

মিসেস সোলনেস ॥ না, তা ঠিক নয়। তিনি আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার সঙ্গেও ওই একটু কথা বলতে চান আর কি। জরুরী কোনো কিছু ব্যাপার নয়।

হলভার্ড ॥ [নিজের মনেই হেসে] হ্যাঁ ; সে কথা ঠিক। ঠিক আছে একটু অপেক্ষা করতে বলো।

মিসেস সোলনেস ॥ তাহলে, তুমি শিগ্‌গিরই আসছো তো ?

হলভার্ড ॥ সম্ভবত। এখনই, এখনই প্রিয়তমে। এই একটু পরে।

মিসেস সোলনেস ॥ কেয়ার দিকে আর একবার তাকিয়ে] ঠিক আছে ; ভুলে যেয়ো না হলভার্ড।

[চলে যান ; যাওয়ার সময় ভেজিয়ে দেন দরজাটা]

কেয়া ॥ [চাপা স্বরে] হায়, হায় ! আমি নিশ্চিত যে মিসেস্ সোলনেস আমার সম্বন্ধে একরকম খারাপ ধারণা করছেন !

হলভার্ড ॥ না ; মোটেই না। সাধারণের বাইরে কিছু নয়, করেও যদি কিছু থাকে। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি এখন বরং বাড়ি যাও, কেয়া।

কেয়া ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন আমাকে যেতেই হবে।

হলভার্ড ॥ [কঠোরভাবে] এবং মনে রেখো, আমার জন্যে ব্যাপারটার একটা মীমাংসা তুমি করবে। শুনছো ?

কেয়া ॥ ব্যাপারটা যদি কেবল আমার ওপরে নির্ভর করতো –

হলভার্ড ॥ আমি বলছি, এর একটা মীমাংসা আমাকে করতেই হবে। আর কালকেই —একদিনও দেরি নয়।

কেয়া ॥ [ভয় পেয়ে] যদি এটাকে অন্য কোনোভাবে করা সম্ভব না হয় তাহলে আমি স্বেচ্ছায় এই বিয়ের ব্যবস্থাটাকে ভেঙে দেব।

হলভার্ড ॥ [রেগে] ভেঙে দেব ? তুমি কি পাগল হলে ? সেই কথা তুমি ভাবছো নাকি ?

কেয়া ॥ [বিভ্রান্ত হয়ে] হ্যাঁ ; প্রয়োজন হলে। কারণ, আমাকে —আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতেই হবে। তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারবো না। সেটা অসম্ভব, একেবারে অসম্ভব !

হলভার্ড ॥ [হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে] কিন্তু জাহান্নামে যাক ! তাহলে রাজনারের ব্যাপারটা কী হবে ? রাজনারকেই –

কেয়া ॥ [ভয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে] প্রধানত রাজনারের ব্যাপারেই—তুমি—তুমি –

হলভার্ড ॥ [নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে] না, না ; তা অবশ্য নয় ! তুমি আমাকে বুঝতে পারছো না। [ধীরে ধীরে, মিষ্টি করে] আসল কথাটা হচ্ছে, তোমাকেই আমি রাখতে চাই, কেয়া। কিন্তু সেই কারণেই, রাজনার যাতে এখানকার চাকরিটা ছেড়ে চলে না যায় তার জন্যে তুমি চেষ্টা করবে। বুঝেছ—এবার বাড়ি যাও।

কেয়া ॥ বুঝেছি, বুঝেছি ! তাহলে, আজ আসি।

হলভার্ড ॥ এস। [সে যখন চলে যাচ্ছিল] শোনো, শোনো। রাজনারের নক্সাগুলো কি এখানে আছে ?

কেয়া ॥ সেগুলি তাকে নিয়ে যেতে আমি দেখি নি।

হলভার্ড ॥ তাহলে, ওঘর থেকে খুঁজে এনে দাও দেখি। আমি তাহলে সেগুলির ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি।

কেয়া ॥ [খুশি হয়ে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুলিয়ে নাও।

হলভার্ড ॥ তোমাকে খুশি করার জন্যে, প্রিয় কেয়া। যাও ; এখনি নিয়ে এস।

[ড্রাফটসম্যানের ঘরে কেয়া তাড়াতাড়ি ঢুকে যায় ; টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে সেগুলিকে খোঁজে, একটা ফাইল দেখতে পেয়ে সেটাকে নিয়ে আসে]

কেয়া ॥ এর মধ্যে সব নক্সা আছে।

হলভার্ড ॥ ভালো, ভালো। টেবিলের ওপরে রেখে যাও।

কেয়া ॥ [টেবিলের ওপরে রেখে] তাহলে চলি। [অনুরোধ করার সুরে] এবং দয়া করে আমাকে একটু মনে রেখো।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তা আমি সব সময় রাখি। গুড নাইট। প্রিয় কেয়া।
[ডানদিকে তাকিয়ে] এখন, এসো।

[মিসেস সোলনেস এবং ডাক্তার হেরদাল ডানদিকের দরজা দিয়ে ঢোকেন। ডাক্তারের চেহারা বেশ শক্তসমর্থ ; বয়সে প্রৌঢ় ; গোলগাল মুখ, প্রফুল্ল : সোনার ফ্রেমে বাঁধানো চশমা]

মিসেস সোলনেস ॥ [তখনও চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে] হলভার্ড, ডাক্তারকে আর বসিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

হলভার্ড ॥ তাহলে, এখানে এস।

মিসেস সোলনেস ॥ [কেয়াকে ; কেয়া তখন ডেস্কের আলো নিবিয়ে দিচ্ছিল] মিস ফসলি, চিঠিটা আপনার শেষ হয়েছে।

কেয়া ॥ [গোলমালে প'ড়ে] চিঠি—?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; ছোটো চিঠি।

মিসেস সোলনেস ॥ নিশ্চয় খুব ছোটো।

হলভার্ড ॥ আপনি এবার যেতে পারেন, মিস ফসলি। কাল সকালে ঠিক সময়ে আসবেন।

কেয়া ॥ নিশ্চয়, নিশ্চয়। গুড নাইট, মিসেস সোলনেস।

[হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়]

মিসেস সোলনেস ॥ হলভার্ড, এটি তোমার সত্যিই একটি চমৎকার সংগ্রহ,—এই মিস ফসলি।

হলভার্ড ॥ ঠিক বলেছ ! নানান দিক দিয়ে মেয়েটি খুব কাজের।

মিসেস সোলনেস ॥ দেখে তাই মনে হয়।

ডাক্তার হেরদাল ॥ হিসেবপত্রও ভালো রাখতে পারে ?

হলভার্ড ॥ নিশ্চয়। এই দু'বছরে হিসেব অনেক লিখেছে। তাছাড়া, মেয়েটি বড়ো ভালো ; কাজ দিলে ও 'না' বলতে জানে না।

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ ; বেশ আনন্দের কথা।

হলভার্ড ॥ তাই। বিশেষ ক'রে ও কাজটা করতে ও খুব অভ্যস্ত ছিল না।

মিসেস সোলনেস ॥ [মৃদু প্রতিবাদের সুরে] হলভার্ড, সেকথা কি তুমি বলতে পারো ?

হলভার্ড ॥ না, না—প্রিয় এলিন। সেকথা বলতে পারি নে।

মিসেস সোলনেস ॥ বলার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে ডাক্তার, পরে ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে এক কাপ চা খাবেন। খেয়ে যাবেন তো ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ একটিমাত্র রোগী দেখতে আমার বাকি রয়েছে। তারপরেই, আমি ফিরে আসবো।

মিসেস সোলনেস ॥ ধন্যবাদ। [ডানদিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান]

হলভার্ড ॥ ডাক্তারের কি তাড়া আছে ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ আদৌ না।

হলভার্ড ॥ তাহলে, আসুন একটু গল্প করা যাক।

ডাক্তার হেরদাল ॥ বেশ ! বেশ !
হলভার্ড ॥ আসুন, বসি আমরা। [দোলানো চেয়ারের ওপরে বসার জন্যে ডাক্তারকে ইঙ্গিত করে হাতলওয়ালা চেয়ারটায় নিজে বসলেন। চেয়ে রইলেন ডাক্তারের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে] এলিনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ্য করেছেন ?
ডাক্তার হেরদাল ॥ অর্থাৎ, ঠিক এখন ?—যখন তিনি এখানে ছিলেন ?
হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; আমার সঙ্গে তার ব্যবহারে। কিছু লক্ষ্য করেছেন কি ?
ডাক্তার হেরদাল ॥ [হেসে] অবশ্য স্বীকার করছি - কেউ লক্ষ্য না করে পারবে না যে আপনার স্ত্রী—
হলভার্ড ॥ বলুন—?
ডাক্তার হেরদাল ॥ -- যে এই মিস ফসলিকে আপনার স্ত্রী খুব একটা পছন্দ করেন না।
হলভার্ড ॥ ব্যস ! সেটা আমি নিজেই লক্ষ্য করেছি।
ডাক্তার হেরদাল ॥ এবং আমাকে বলতে হবে যে তাতে আমি মোটেই আশ্চর্য হই নি।
হলভার্ড ॥ কিসে ?
ডাক্তার হেরদাল ॥ যে সারাদিন আর প্রতিদিন আপনি যে অন্য একটি মহিলাকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন সেটাকে ঠিক তিনি সমর্থন করতে পারছেন না।
হলভার্ড ॥ না, না। আমার ধারণা আপনি ঠিক বলেছেন—এবং এলিনও এ বিষয়ে ঠিক। কিন্তু এর কোনো পরিবর্তন করা অসম্ভব।
ডাক্তার হেরদাল ॥ অন্য কোনো কেরাণী রাখতে পারেন না ?
হলভার্ড ॥ একটা লোককে ধরে এনে বসিয়ে দেব ? না। ধন্যবাদ। তাকে নিয়ে আমার চলবে না।
ডাক্তার হেরদাল ॥ কিন্তু ধরুন, আপনার স্ত্রী যদি—? ধরুন, তাঁর এই রুগ্ন শরীরে, এই-সব সহ্য করা খুবই কষ্টকর যদি হয় ?
হলভার্ড ॥ সেক্ষেত্রেও—আমি একরকম জোর করেই বলতে পারি যে—আমার দিক থেকে কোনো হেরফের হবে না। কেয়া ফসলিকে আমার রাখতেই হবে। তার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে হবে না।
ডাক্তার হেরদাল ॥ আর কাউকে দিয়ে নয় ?
হলভার্ড ॥ [সংক্ষেপে] না ; কাউকে দিয়ে নয়।
ডাক্তার হেরদাল ॥ [তার চেয়ারটাকে আরো কাছে টেনে এনে] প্রিয় মিঃ সোলনেস, এখন আমার কথা শুনুন। আপনাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি—মানে, আলোচনাটা আমাদের মধ্যে একেবারে গোপনীয়। কেমন ?
হলভার্ড ॥ নিশ্চয় ; নিশ্চয় !
ডাক্তার হেরদাল ॥ বুঝতে পারছেন—কতগুলি ব্যাপারে—মেয়েদের কেমন যেন একটা সহজাত অনুভূতি থাকে—আর গোল্লায় যাক · সেটি বেশ তীক্ষ্ণ—
হলভার্ড ॥ সত্যিই তা আছে। সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু— ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ বেশ কথা। তাহলে, এখন আমাকে বলুন তো। আপনার স্ত্রী যদি এই কেয়া ফসলিকে সহ্য করতে না পারেন— ?

হলভার্ড ॥ তাহলে ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ —তাহলে, তাহলে—এই যে প্রবৃত্তিজাত অপ্রীতির মধ্যে তাঁর কোনো—মানে সামান্যতম কারণ কি নেই ? এই মিস ফসলির ব্যাপারে।

হলভার্ড ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে উঠে পড়েন] ও - হো।

ডাক্তার হেরদাল ॥ রাগ করবেন না—কিন্তু তাঁর কি নেই ?

হলভার্ড ॥ [শংকিত, রুক্ষভাবে] না ; নেই ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ কোনো রকম ?

হলভার্ড ॥ নিজের সন্দিগ্ধ প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই।

ডাক্তার হেরদাল ॥ আমি জানি, জীবনে আপনি অনেক নারীর সংস্পর্শে এসেছেন।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; এসেছি।

ডাক্তার হেরদাল ॥ এবং তাদের কয়েকজনের সঙ্গে আপনার দহরম মহরমও ছিল।

হলভার্ড ॥ সেকথা আমি অস্বীকার করি না।

ডাক্তার হেরদাল ॥ কিন্তু মিস ফসলির সম্বন্ধে? এই ব্যাপারে সেরকম কিছু নেই ?

হলভার্ড ॥ না। কিছুই নেই – আমার দিক থেকে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ তাঁর দিক থেকে ?

হলভার্ড ॥ আমার ধারণা, সে-প্রশ্ন করার অধিকার আপনার নেই, ডাক্তার।

ডাক্তার হেরদাল ॥ মানে, আপনি জানেন, আমরা আপনার স্ত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত বা স্বভাবজাত অনুভূতি নিয়ে আলোচনা করছি।

হলভার্ড ॥ তা করছি। আর সেইজন্যে,—[স্বরটা নিচু ক'রে] এলিনের সহজাত প্রবৃত্তি—যা আপনি বলছেন—এক অর্থে—সেটা খুব একটা বিপথগামী হয় নি।

ডাক্তার হেরদাল ॥ ঠিক, ঠিক। এতক্ষণে আমরা আসল জায়গায় এসে পৌঁচেছি।

হলভার্ড ॥ [ব'সে] ডাক্তার, আপনাকে আমি একটা অদ্ভুত গল্প বলতে যাচ্ছি—শুনবেন কি ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ অদ্ভুত গল্প শুনতে আমার বেশ ভালো লাগে।

হলভার্ড ॥ ভালো কথা। তাহলে শুনুন। আমি জোর করেই বলতে পারি, নুট ব্রোভিক আর তাঁর ছেলেকে আমার ব্যবসায় আমি যে চাকরি দিয়েছিলেম তা আপনার মনে আছে ; বৃদ্ধটির ব্যবসা ডকে ওঠার পরেই।

ডাক্তার হেরদাল ॥ হ্যাঁ ; তাই আমি জানতাম।

হলভার্ড ॥ তাঁরা, বাবা আর ছেলে, দুজনেই খুব চালাক চতুর। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কাজে বেশ একটা প্রতিভা আছে। কিন্তু তার পরে, বিয়ে করার জন্যে ছেলেটি একটি মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করার ব্যবস্থা করে ফেললো। তার

পরের ঘটনা হচ্ছে সে বিয়ে করতে চাইলো। আর সেইজন্যে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার চেষ্টা করলো। এইভাবে সব যুবকরা কাজ করে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ [হেসে] হ্যাঁ ; বিয়ে করার খারাপ অভ্যাস তাদের একটা আছে।

হলভার্ড ॥ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু অবশ্য তার ফলে, আমার পরিকল্পনার অসুবিধে হচ্ছিল। কারণ, রাজনারকে আমার নিজেরই দরকার ছিল।—আর বৃদ্ধটিকেও। নানান ধরনের জটিল হিসাবপত্র করতে তিনি খুবই দক্ষ।—আর সেই সঙ্গে ওইসব যাচ্ছেতাই কাজগুলো।

ডাক্তার হেরদাল ॥ হ্যাঁ ; হ্যাঁ—ওইসব কাজ যেগুলি না ক'রে উপায় নেই।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; ওইসব কাজ। কিন্তু নিজের স্বাধীন ব্যবসা ফাঁদার জন্যে রাজনার একেবারে উঠে প'ড়ে লেগেছে। আর কিছু সে শুনবে না।

ডাক্তার হেরদাল ॥ কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে আপনার কাছেই আছে।

হলভার্ড ॥ আছে। সেটা কি ক'রে সম্ভব হলো সেই কথা আপনাকে আমি বলছি। একদিন, এই মেয়েটি, কেয়া ফসলি কোনো একটা কাজের জন্যে ওদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। তার আগে সে আর কোনোদিন এখানে আসে নি। এবং যখন আমি দেখলাম যে পরস্পরের প্রতি তারা খুবই আসক্ত হয়ে উঠেছে তখন একটা চিন্তা আমার মাথায় এলো। তাকে যদি কোনোরকমে আমি অফিসে ঢোকাতে পারি তাহলে রাজনারও এখানে থেকে যাবে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ আদৌ খারাপ পরিকল্পনা নয়।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনের কথাটা ঘুণাক্ষরেও তখন আমি বাইরে প্রকাশ করি নি। আমি কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে দেখেছিলাম ; আর গভীরভাবে ভাবছিলাম তাকে যদি আমার এখানে রাখার কোনো ব্যবস্থা করতে পারতাম! তারপরে, বন্ধুর মতো তার সঙ্গে সাধারণভাবে দু'চারটে কথা আমি বলেছিলাম, এবং তার পরে, সে চলে গিয়েছিল।

ডাক্তার হেরদাল ॥ তারপরে?

হলভার্ড ॥ তারপরে, পরের দিন সন্ধ্যেবেলা, বেশ একটু দেরি ক'রে সে এখানে এসে হাজির হলো ; তখন বৃদ্ধ ব্রোভিক আর রাজনার বাড়ি চলে গিয়েছে। এসেই সে এমন একটা হাবভাব দেখালো যে মনে হবে তাকে এখানে বিশেষ কোনো কাজে আসার জন্যে আমিই ব্যবস্থা করেছি।

ডাক্তার হেরদাল ॥ ব্যবস্থা? কিসের ব্যবস্থা?

হলভার্ড ॥ যে কাজটা করার জন্যে মনে মনে আমি স্থির করে ফেলেছিলাম। কিন্তু যেবিষয়ে একটি কথাও আমি বলি নি।

ডাক্তার হেরদাল ॥ অদ্ভুত ব্যাপার তো!

হলভার্ড ॥ অদ্ভুত ব্যাপার নয়? এবং সে এখন জানতে চাইলো, এখানে তাকে কী কী

কাজ করতে হবে—পরের দিন সকাল থেকেই সে কাজ করতে শুরু করবে কিনা—ইত্যাদি।

ডাক্তার হেরদাল ॥ আপনার কি মনে হয় নি যে প্রেমিকের সঙ্গে থাকার জন্যে সে এ কাজ করেছিল ?

হলভার্ড ॥ প্রথমে সেইরকম একটা ধারণাই আমার হয়েছিল। কিন্তু না, তা নয়। একবার আমার কাছে আসার পরে আমার মনে হলো তার কাছ থেকে সে যেন অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ আপনার দিকে সরে এসেছে তাহলে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, একেবারে। আমার দিকে পেছন ক'রে দাঁড়ালেও আমি যে তার দিকে চেয়ে আছি তা সে বুঝতে পারতো—একথা আপনাকে আমি বলতে পারি। তার কাছে আমি আসামাত্র সে কেঁপে কেঁপে ওঠে। এবিষয়ে আপনার মন্তব্যটা কী ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ হুঁম। কিছু বলা খুবই কঠিন।

হলভার্ড ॥ বুঝলাম ; কিন্তু অন্য ব্যাপারটার সম্বন্ধে কী ? যে কথাটা আমার মনের মধ্যে একান্তে ছিল, গোপনে ছিল, যা আমি করবো বলে কেবল ইচ্ছা করেছিলাম সেটা তাকে আমি বলেছি বলে সে বিশ্বাস করেছিল। এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন, ডক্টর হেরদাল ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ উহুঁ ! তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না।

হলভার্ড ॥ সেবিষয়ে আমিও নিশ্চিত। আর সেইজন্যে, এখনও পর্যন্ত সেবিষয়ে কারও সঙ্গে আমি কোনো আলোচনা করি নি। কিন্তু বুঝতে পারছেন, শেষ পর্যন্ত এটা নিয়ে আমি একটা ঝামেলায় পড়বো। এখানে দিনের পর দিন আমাকে ভান করতে হবে যে—। আর বেচারা ! তার সঙ্গে এইরকম একটা ব্যবহার করাও লজ্জাজনক ব্যাপার। [ক্ষিপ্ত হয়ে, কিছুটা জোর ক'রে] কিন্তু এছাড়া আর কিছু আমি করতে পারি নে। ও যদি পালিয়ে যায় তাহলে রাজনারকেও এখানে ধরে রাখা যাবে না।

ডাক্তার হেরদাল ॥ আর এই কাহিনীটি যে সত্যি সেকথা আপনার স্ত্রীকে আপনি বলেছেন ?

হলভার্ড ॥ না।

ডাক্তার হেরদাল ॥ কেন বলেন নি ?

হলভার্ড ॥ [তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে, চাপা স্বরে] কারণ, আমার ধারণা—আমার প্রতি অবিচার করার সুযোগ এলিনকে দিলে আত্মনিগ্রহের মধ্যে দিয়ে আমার চিত্তশুদ্ধি হবে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ [মাথা নেড়ে] আপনি যে কী বলতে চাচ্ছেন তার বিন্দুবিসর্গও আমার মাথায় ঢুকছে না।

হলভার্ড ॥ মানে, বিরাট, অপরিমিত ঋণের সামান্য কিছুটা পরিশোধ করার মতো আর কি—

ডাক্তার হেরদাল ॥ আপনার স্ত্রীর কাছে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। তার ফলে, মনের বোঝা একটু হাল্‌কা করতে মানুষ সব সময় সুযোগ পায়। একটুর জন্যে, মানুষ সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। বুঝেছেন ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ না ; ঈশ্বর জানেন ; কিছুই আমি বুঝতে পারছি নে।

হলভার্ড ॥ [আলোচনা শেষ ক'রে, আবার দাঁড়িয়ে] ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে— এ নিয়ে আমরা আর আলোচনা করবো না। [মেঝের ওপরে পায়চারি করেন, ফিরে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়ান। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে একটা চতুর হাসি হাসেন] ডক্টর, আমার ধারণা, আমাকে আপনি বেশ সুন্দরভাবে বাইরে টেনে এনেছেন। তাই না ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ [কিছুটা বিরক্তির ভাব দেখিয়ে] আপনাকে টেনে এনেছি ! বাইরে ! আবার বলছি, মিঃ সোলনেস, আপনার কথা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছি নে।

হলভার্ড ॥ পেরেছেন, পেরেছেন ; ভালোভাবেই পেরেছেন ; আর আমি তা দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার হেরদাল ॥ কী দেখতে পাচ্ছেন ?

হলভার্ড ॥ [নিচু স্বরে, ধীরে ধীরে] যে আপনি নিঃশব্দে আমার গতিবিধির ওপরে লক্ষ্য রেখেছেন।

ডাক্তার হেরদাল ॥ আমি ! লক্ষ্য রেখেছি ! কিন্তু কিসের জন্যে আমি তা করতে যাবো ?

হলভার্ড ॥ কারণ, আপনি মনে করেন যে আমি—[ভাবের আবেগে]। জাহান্নামে যাক সেকথা ! এলিন আমার সম্বন্ধে যা ভাবে আপনিও তাই ভাবেন।

ডাক্তার হেরদাল ॥ এবং তিনি আপনার সম্বন্ধে কী ভাবেন ?

হলভার্ড ॥ [আত্মসংযমকে ফিরিয়ে এনে] সে ভাবতে শুরু করেছে যে আমি—আমি — অসুস্থ।

ডাক্তার হেরদাল ॥ অসুস্থ ! আপনি ! এরকম কোনো ইঙ্গিত তিনি আমাকে দেন নি— কখনো। কী বলছেন ? আপনার কী হয়েছে বলে তিনি মনে করতে পারেন ?

হলভার্ড ॥ [চেয়ারের পেছন থেকে কিছুটা ফিসফিস করে] এলিন ঠিক ক'রে ফেলেছে যে আমি উন্মাদ। তাই সে মনে করে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ [উঠে প'ড়ে] কী যে বলেন—

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; আমার দিব্যি। আমার সম্বন্ধে তার ধারণা এই। আমি আপনাকে বলছি, এইটাই সত্যি। আর সেকথা বিশ্বাস করতে আপনাকেও সে প্ররোচিত করেছে। আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আপনার মুখ দেখে তা আমি বুঝতে পারছি—একেবারে পরিষ্কার ঝরঝরে। আমার চোখকে অত সহজে আপনি ফাঁকি দিতে পারবেন না।

ডাক্তার হেরদেল ॥ [তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] কোনোদিনই, মিঃ সোলনেস—কোনোদিনই ওরকম একটা চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঢোকে নি।

হলভার্ড ॥ [অবিশ্বাসের হাসি হেসে] সত্যি? ঢোকে নি?

ডাক্তার হেরদাল ॥ না; কোনোদিন না! আপনার স্ত্রীর মনেও না। সেদিক থেকে আমি নিশ্চিত। এর জন্যে আমি দিব্যি করতে পারি।

হলভার্ড ॥ না, না। দিব্যি করতে হবে না। কারণ, একদিক থেকে—বুঝতে পারছেন—হয়তো—হয়তো—এইরকম একটা চিন্তা করাটা তার দিক থেকে খুব একটা অন্যায়ও নয়।

ডাক্তার হেরদাল ॥ শুনুন, শুনুন—

হলভার্ড ॥ [বৃত্তাকারে হাতটাকে ঘুরিয়ে, কথায় বাধা দিয়ে]থাক, থাক ডাক্তার: এবিষয়ে আর আমাদের আলোচনা করার দরকার নেই। আমরা যে একমত নই সেটা আমাদের স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো। [স্বরটাকে আমোদের ঢঙে পরিবর্তন ক'রে/ কিন্তু এখন শুনুন ডাক্তার—হুম—

ডাক্তার হেরদাল ॥ কী শুনবো?

হলভার্ড ॥ যেহেতু আপনি বিশ্বাস করেন না যে আমি—অসুস্থ—এবং বিকৃতমস্তিষ্ক—এবং উন্মাদ—এবং ইত্যাদি, ইত্যাদি—

ডাক্তার হেরদাল ॥ তাহলে কী?

হলভার্ড ॥ তাহলে, আপনি নিশ্চয় ভাবছেন যে আমার মতো সুখী মানুষ পৃথিবীতে আর একটাও নেই।

ডাক্তার হেরদাল ॥ সেটা ভাবা কি অন্যায়?

হলভার্ড ॥ না, না—অবশ্যই না। ঈশ্বর না করুন। কেবল ভাবুন—মহাস্থপতি সোলনেস হওয়াটা কী জিনিস! হলভার্ড সোলনেস! এর চেয়ে আর কি আনন্দের বিষয় রয়েছে?

ডাক্তার হেরদাল ॥ হ্যাঁ; এদিক থেকে আপনার কপাল যে খুব—মানে—বিস্ময়করভাবে ভালো সেকথা মনে হয়, আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

হলভার্ড ॥ [বিষণ্ণ একটা হাসি চেপে] হ্যাঁ: তাই। এদিক থেকে আমার অভিযোগ করার কিছু নেই।

ডাক্তার হেরদাল ॥ সবার প্রথমে সেই কুৎসিৎ পুরানো ডাকাতদের দুর্গটা আপনার জন্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আর সেটা নিশ্চয় আপনার কাছে একটুকরো সৌভাগ্যের মতো।

হলভার্ড ॥ [গুরুত্ব দিয়ে] ওটা ছিল এলিনের বাপের বাড়ি! মনে রাখবেন।

ডাক্তার হেরদাল ॥ হ্যাঁ; এর জন্যে নিশ্চয় তাঁর খুব দুঃখ হয়।

হলভার্ড ॥ সে-দুঃখ সে আজও ভুলতে পারে নি—এই বারো-তেরো বছরের মধ্যেও।

ডাক্তার হেরদাল ॥ তা বটে; কিন্তু তারপরে যা ঘটেছে সেইটাই তাঁকে আঘাত করেছে খুব বেশি।

হলভার্ড ॥ দুটো জিনিস—একসঙ্গে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ কিন্তু আপনি—আপনি নিজে উঠলেন সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে। গ্রাম থেকে এসেছিলেন আপনি—শুরু করেছিলেন দরিদ্র বালকের মতো ; এখন আপনি আপনার পেশার একেবারে শিখরে। হুঁ্যা, মিঃ সোলনেস, ভাগ্য যে আপনার কপালে জয়তিলক এঁকে দিয়েছে সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হলভার্ড ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে তাঁর দিকে তাকিয়ে] হুঁ্যা ; কিন্তু সেইটাই আমাকে এত ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

ডাক্তার হেলদার ॥ ভয় ? সৌভাগ্যের বরপুত্র ব'লে ?

হলভার্ড ॥ সেই সৌভাগ্যই আমাকে ভয় দেখাচ্ছে—আমার প্রতিটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে ; কারণ, আজ হোক, অথবা, কাল হোক—ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে। দেখে নেবেন।

ডাক্তার হেলদার ॥ কী যে আবোল-তাবোল বকছেন ? ভাগ্যের চাকাটাকে ঘোরাবে কে ?

হলভার্ড ॥ [দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে] যুবক সম্প্রদায়।

ডাক্তার হেরদাল ॥ দূর, দূর ! যুবক সম্প্রদায় ! আশা করি, কোণঠাসা হয়ে বসে থাকার মতো আপনার এখনও সময় আসে নি। না, না। আগের চেয়ে, আপনার অবস্থা সম্ভবত এখন অনেক বেশি মজবুত।

হলভার্ড ॥ ভাগ্যের চাকা ঘুরবেই। আমি তা জানি—বুঝতে পারছি সেই দিনটি এগিয়ে আসছে। একজন না হয় আর একজন বলতে শুরু করবে ঃ আমাকে সুযোগ দাও ! এবং তারপরেই বাকি সবাই হাত মুঠো করে দল বেঁধে চিৎকার করতে করতে আমার সামনে এসে হুমকি দেবে ঃ সরে যাও, সরে যাও ! আমাদের জন্যে রাস্তা ছেড়ে দাও ! আমি ঠিকই বলছি, ডাক্তার! যুবকরা এখনই আসবে আমার দরজায় ধাক্কা দিতে—

ডাক্তার হেরদাল ॥ [হেসে] বেশ তো আসুক। তাতে কী হবে ?

হলভার্ড ॥ কী হবে ? হলভার্ড সোলনেসের ঘনিয়ে আসবে অন্তিম অবস্থা।

[বাঁদিকের দরজায় একটা টোকা পড়লো]

হলভার্ড ॥ [চমকে উঠে] কিসের শব্দ ? একটা শব্দ শুনলেন না ?

ডাক্তার হেরদাল ॥ কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে।

হলভার্ড ॥ [চেঁচিয়ে] ভেতরে আসুন।

[হলঘরের দরজা দিয়ে হিলদা ওয়াঙ্গেল ঘরে ঢুকলো। উচ্চতায় মাঝারি ধরণের, চটপটে, রোগাটে। কিছুটা রোদে-পোড়া। গায়ে পর্যটকের পোশাক, ছোটো স্কার্ট, নাবিকের মতো ক'রে পরা জামার কলারটা গলার কাছে ফাঁক করা ; মাথার ওপরে নাবিকের ছোটো একটা টুপী ; বন্ধনী দিয়ে পিঠে ঝোলানো একটা ব্যাগ ; হাতে পাহাড়ে ওঠার জন্যে লোহা দিয়ে বাঁধানো একটা ছড়ি]

হিলদা ॥ [সোজা হলভার্ড সোলনেসের সামনে এগিয়ে, আনন্দে চোখ দুটো তার জলজল ক'রে ওঠে] গুড ইভনিং।

হলভার্ড ॥ [সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে] গুড ইভনিং—
হিলদা ॥ [হেসে] আমি প্রায় ধরে নিয়েছি যে আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি।
হলভার্ড ॥ না ; আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে—ঠিক এখন—
ডাক্তার হেরদাল ॥ [এগিয়ে এসে] কিন্তু আমি আপনাকে পেরেছি —
হিলদা ॥ [খুশি হয়ে] ওঃ! আপনি—
ডাক্তার হেরদাল ॥ অবশ্যই। [হলভার্ডকে] এই গ্রীষ্মে একটা পার্বত্য স্টেশনে আমাদের দেখা হয়েছিল। [হিলদাকে] অন্য সব মহিলাদের খবর কী ?
হিলদা ॥ তারা পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছে।
ডাক্তার হেরদাল ॥ সন্ধ্যের সময় আমরা যে আমোদ-আহ্লাদ করতাম সেগুলি তাঁদের ভালো লাগতো না।
হিলদা ॥ আমারও তাই মনে হয়।
ডাক্তার হেরদাল ॥ [একটা আঙ্গুল তার দিকে উঁচিয়ে ধ'রে] আর এটা অস্বীকার করা যাবে না যে আপনি আমাদের সঙ্গে একটু নাটুকেপনা করতেন।
হিলদা ॥ ওইসব বুড়ীদের মতো মোজা সেলাই করার চেয়ে একটু হৈ-হল্লোড় করা ভালো।
ডাক্তার হেরদাল ॥ [হেসে] এবিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি একেবারে একমত।
হলভার্ড ॥ এই সন্ধ্যাতেই আপনি শহরে এসেছেন ?
হিলদা ॥ হ্যাঁ ; এইমাত্র।
ডাক্তার হেরদাল ॥ মিস ওয়াঙ্গেল, একেবারে একা এসেছেন ?
হিলদা ॥ নিশ্চয় !
হলভার্ড ॥ ওয়াঙগেল ? ওইটাই কি আপনার নাম ?
হিলদা ॥ [তাঁর দিকে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে] হ্যাঁ, তাই।
হলভার্ড ॥ তাহলে আপনি নিশ্চয় লায়সাঙ্গারের স্থানীয় ডাক্তারবাবুর একটি মেয়ে ?
হিলদা ॥ [আগের মতো] হ্যাঁ। আর কার মেয়ে হবো ?
হলভার্ড ॥ তাহলে মনে হয় আমাদের সেখানে দেখা হয়েছিল। সেই গ্রীষ্মকালে সেখানে পুরানো একটি গীর্জার ওপরে তখন আমি একটা গম্বুজ তৈরী করছিলাম।
হিলদা ॥ [কৌতুকমিশ্রিত স্বরটাকে পরিবর্তন করে] হ্যাঁ ; সেইখানেই আমাদের দেখা হয়েছিল।
হলভার্ড ॥ সে অনেকদিন আগে।
হিলদা ॥ [একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে] ঠিক দশ বছর আগে।
হলভার্ড ॥ তখন মনে হয় আপনি একেবারে শিশু ছিলেন।
হিলদা ॥ [কথাটাকে বিশেষ আমল না দিয়ে] বারো-তেরো বছরের।
ডাক্তার হেরদাল ॥ মিস ওয়াঙগেল, শহরে এই কি আপনি প্রথম এলেন ?
হিলদা ॥ হ্যাঁ। সত্যি সত্যি।

হলভার্ড ॥ এবং এখানে আর কারও সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই ?
হিলদা ॥ আপনি ছাড়া ; এবং অবশ্য আপনার স্ত্রী।
হলভার্ড ॥ তাকেও আপনি জানেন ?
হিলদা ॥ সামান্যই। স্বাস্থ্যনিবাসে আমরা একসঙ্গে কয়েকটা দিন ছিলাম।
হলভার্ড ॥ ওখানে—পাহাড়ে ?

হিলদা ॥ তিনি বলেছিলেন শহরে কোনোদিন গেলে তাঁর বাড়িতে আমি যেন একবার যাই। [হেসে] যেতে যে হবেই এমন কোনো মাথার দিব্যি তাঁর ছিল না।
হলভার্ড ॥ তাই বুঝি ? আমার স্ত্রী তো কোনোদিনই সেকথা বলেন নি—

[স্টোভের পাশে হিলদা তার ছড়িটা নামিয়ে রাখলো। ঝোলাটা রাখলো সোফার ওপরে। ডাক্তার হেরদাল সাহায্য করলেন তাকে। হলভার্ড সোলনেস হিলদার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।]

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে] আজ রাত্রিতে আমি কিন্তু এখানে থাকবো।
হলভার্ড ॥ তাতে নিশ্চয় কোনো অসুবিধে হবে না।

হিলদা ॥ কারণ, যেগুলি আমি পরে আছি সেগুলি ছাড়া আমার আর কোনো বস্ত্র নেই ; সামান্য যা কিছু আছে সব এই ব্যাগের মধ্যে। আর সেগুলিও খুব ময়লা হয়ে গিয়েছে ; কাচতে হবে।
হলভার্ড ॥ না, না—সেসব ব্যবস্থা হবে। এখন আমার স্ত্রীকে কেবল ডাকি—
ডাক্তার হেরদাল ॥ ইতিমধ্যে আমার রোগীটাকে দেখে আসি।
হলভার্ড ॥ যান ; আবার আসবেন কিন্তু পরে।
ডাক্তার হেরদাল ॥ [ঠাট্টার সুরে] ও—নিশ্চয়, নিশ্চয় ! [হাসেন] মিঃ সোলনেস, তাহলে ভবিষ্যদ্বাণী আপনার পূর্ণ হলো !
হলভার্ড ॥ কি করে ?
ডাক্তার হেরদাল ॥ যুবক সম্প্রদায় আপনার দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে !
হলভার্ড ॥ [স্ফূর্তির মেজাজে] হ্যাঁ ; কিন্তু আমি যে অর্থে বলেছিলাম সে অর্থে নয়।
ডাক্তার হেরদাল ॥ অন্য অর্থে—হ্যাঁ। সেকথা অনস্বীকার্য।

[হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান ডাক্তার হেরদাল। হলভার্ড ডানদিকের দরজা খুলে ভেতরের ঘরের দিকে চেয়ে কথা বলেন]

হলভার্ড ॥ এলিন ! তুমি একবার আসবে ? তোমার একজন বান্ধবী এসেছেন—মিস ওয়াঙগেল।

মিসেস সোলনেস ॥ [দরজার কাছে দাঁড়িয়ে] কে এসেছে বললে ? [হিলদাকে দেখে] আরে, মিস ওয়াঙগেল ! [তার কাছে এগিয়ে এসে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দেন] শেষ পর্যন্ত তুমি শহরে এসে পৌঁচেছেন ?
হলভার্ড ॥ মিস ওয়াঙগেল এইমাত্র এসে পৌঁচেছেন। রাত্রিটা এখানে থাকতে চান।

মিসেস সোলনেস ॥ আমাদের সঙ্গে? নিশ্চয়, নিশ্চয়।
হলভার্ড ॥ জিনিসপত্রগুলি গুছিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত।
মিসেস সোলনেস ॥ আপনার জন্যে যতটা সম্ভব আমি করবো। এটা আমার কর্তব্যও। বাক্সটা পরে আসছে বোধ হয়।
হিলদা ॥ আমার কোনো বাক্স নেই।
মিসেস সোলনেস ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার জন্যে ভালো একখানা ঘর ঠিক করি। ততক্ষণ আমার স্বামীর কাছে একটু বসুন – কেমন?
হলভার্ড ॥ আমাদের একটা নার্সারী ঘর ওঁকে দেওয়া যায় না? ঘরগুলো তো পরিষ্কারই আছে।
মিসেস সোলনেস ॥ ঠিক আছে। সেখানে আমাদের ফাঁকা ঘর আছে। [হিলদাকে] এখন বসুন, একটু বিশ্রাম করুন। [ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যান]

[পেছনে হাত রেখে হিলদা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে; দেখতে থাকে নানারকম জিনিসপত্র। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন হলভার্ড। তাঁরও হাতদুটো পেছনে মোড়া। চোখ দুটো তাঁর হিলদাকে অনুসরণ করে]

হিলদা ॥ [থেমে, তাঁর দিকে তাকিয়ে] আপনার অনেক নার্সারী ঘর আছে বুঝি?
হলভার্ড ॥ তিনটে।
হিলদা ॥ তাইতো অনেক। তাহলে, আশা করি, অনেকগুলি সন্তান আপনার?
হলভার্ড ॥ না। আমাদের কোনো সন্তান নেই। কিন্তু সাময়িকভাবে আপনি তা হতে পারবেন।
হিলদা ॥ আজকের রাত্রির মতো, হ্যাঁ। আমি কান্নাকাটি করবো না। পাথরের মতো নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ার বাসনা আছে আমার।
হলভার্ড ॥ আপনি নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।
হিলদা ॥ না, না—তা নয়। তবে কথাটা একই। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।
হলভার্ড ॥ রাত্রিতে খুব স্বপ্ন দেখেন বুঝি?
হিলদা ॥ হাঁ; প্রায় প্রতি রাত্রিতেই।
হলভার্ড ॥ কোন্ জাতীয় স্বপ্ন আপনি খুব বেশি দেখেন?
হিলদা ॥ আজকে আর সেকথা বলবো না; সম্ভবত অন্য সময়ে।

[হিলদা মেঝের উপরে আবার পায়চারি করতে থাকে; ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়ে বইপত্তরগুলির পাতা উল্টাতে থাকে]

হলভার্ড ॥ [এগিয়ে এসে] আপনি কি কিছু খুঁজছেন?
হিলদা ॥ না। এমনি। [ঘুরে] হয়ত আমার উচিত হচ্ছে না।
হলভার্ড ॥ না, না, নিশ্চয় দেখবেন।
হিলদা ॥ এই বড়ো লেজারে কি আপনি নিজেই লেখেন?

হলভার্ড ॥ না। আমার লোক আছে।

হিলদা ॥ মেয়েছেলে?

হলভার্ড ॥ [হেসে] হাঁ।

হিলদা ॥ আপনার অফিসে সে কাজ করে?

হলভার্ড ॥ হাঁ।

হিলদা ॥ বিবাহিতা?

হলভার্ড ॥ না।

হিলদা ॥ তাই বুঝি!

হলভার্ড ॥ কিন্তু আমার বিশ্বাস শীঘ্রিই সে বিয়ে করতে যাচ্ছে।

হিলদা ॥ তাতে তার ভালোই হবে।

হলভার্ড ॥ কিন্তু আমার তাতে খুব একটা ভালো হবে না। কারণ তাহলে আমাকে সাহায্য করায় কেউ থাকবে না।

হিলদা ॥ এই কাজ করবে এমন কাউকে জোগাড় করতে পারবেন না?

হলভার্ড ॥ আপনি এই লেজার লিখতে পারবেন বোধ হয়?

হিলদা ॥ [চোখ দিয়ে মেপে] হাঁ। তা পারি। না, ধন্যবাদ—এসব কাজ আমার দরকার নেই।

[আবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে; তারপর দোলানো চেয়ারে বসে। হলভার্ডও তাঁর টেবিলের কাছে ফিরে যান]

হিলদা ॥ [বলতে থাকে] এখানে নিশ্চয় আরও অনেক কিছু করার রয়েছে। [তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসে] তাই না?

হলভার্ড ॥ অবশ্যই আছে। সবার প্রথমে, আমার ধারণা, দোকানে দোকানে ঘুরে কেনা কাটা করবেন; তারপরে যাকে বলে কেতাবদুরস্ত, তাই হবেন আপনি।

হিলদা ॥ [কৌতুক করে] না! ভাবছি, ওসব দিকে যাবো না।

হলভার্ড ॥ সত্যি?

হিলদা ॥ কারণ, আমার যা টাকা ছিল সে সব আমি খরচ করে ফেলেছি।

হলভার্ড ॥ [হেসে] তাহলে ট্রাঙ্ক আর টাকা—কিছুই নেই।

হিলদা ॥ কিছুই নেই, কিন্তু সেজন্যে কিছু ভাববেন না—এখন আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

হলভার্ড ॥ এইজন্যেই তোমাকে আমার ভালো লাগে।

হিলদা ॥ কেবল এইজন্যে?

হলভার্ড ॥ আরও অনেক জিনিসের মধ্যে এটা একটা। [চেয়ারে ব'সে] তোমার বাবা কি এখনও জীবিত আছেন?

হিলদা ॥ হাঁ, আছেন।

হলভার্ড ॥ এখানে পড়াশুনা করার কথা হয়ত তুমি ভাবছো?

হিলদা ॥ পড়াশুনার কথা আমার মনে হয় নি।

হলভার্ড ॥ কিন্তু তুমি বোধ হয় এখানে এখন কয়েকটা দিন থাকতে চাও?

হিলদা ॥ দেখি—কী হয়।

[দোলানো চেয়ারে বসে একটু দোল খায়; দোল খেতে খেতে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে—কিছুটা গম্ভীরভাবে, কিছুটা চাপা হাসির সঙ্গে। তার পরে টুপীটা খুলে নিয়ে সামনের টেবিলের ওপরে সেটা রেখে দেয়]

হিলদা ॥ মিঃ সোলনেস!

হলভার্ড ॥ কী?

হিলদা ॥ স্মৃতিশক্তিটা আপনার খুবই খারাপ নাকি?

হলভার্ড ॥ খারাপ স্মৃতিশক্তি? কই, সেরকম তো কিছু আমার মনে হচ্ছে না।

হিলদা ॥ তাহলে সেই পাহাড়ের ওপরে যা ঘটেছিল সে বিষয়ে আমাকে কি আপনার কিছুই বলার নেই?

হলভার্ড ॥ [সাময়িকভাবে অবাক হয়ে] লায়সাঙ্গারে? [কথাটাকে আমল না দিয়ে] আমার ধারণা, বলার মতো সেখানে কী আর এমন ঘটেছিল!

হিলদা ॥ [তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকিয়ে] ওখানে ব'সে এরকম কথা আপনি বলছেন কেমন ক'রে?

হলভার্ড ॥ বেশ তো; তাহলে, তুমিই বলো।

হিলদা ॥ গম্বুজটা শেষ হওয়ার পরে শহরে আমরা বেশ বড়ো একটা উৎসবের আয়োজন করেছিলাম।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেদিনের কথা সহজে আমি ভুলে যাই নি।

হিলদা ॥ [হেসে] যান নি? আপনার মুখ থেকে কথাটা শুনতে আমার ভালোই লাগছে।

হলভার্ড ॥ ভালো লাগছে?

হিলদা ॥ গীর্জার উঠানে গান চলছিল—কয়েক শ মানুষ জড়ো হয়েছিল সেখানে। আমাদের মতো স্কুলের মেয়েরা সব সাদা পোশাক পরেছিল। আমাদের সকলের হাতে ছিল সাদা পতাকা।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে সব।

হিলদা ॥ তারপরে আপনি সেই গম্বুজটার ওপরে উঠে গেলেন—একেবারে চূড়ায়। আপনার হাতে ছিল প্রকাণ্ড একটা মালা। আর যেখানে বায়ু-নিশান বসানো আছে সেইখানে উঠে তার গলায় সেই মালাটা ঝুলিয়ে দিলেন আপনি।

হলভার্ড ॥ [থামিয়ে দিয়ে] সেকালে ওরকম কাজ আমি সব সময় করতাম। ওটা ছিল একটা প্রাচীন প্রথা।

হিলদা ॥ নিচে দাঁড়িয়ে ওপরে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে তখন আমাদের শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। উঃ! একবার যদি তিনি পড়ে যেতেন! তিনি—যিনি নিজে ওই অতবড় গম্বুজটা তৈরি করেছিলেন!

হলভার্ড ॥ [আলোচনা থেকে যেন তাকে সরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে-সম্ভাবনা ছিলই। সাদা ফ্রক-পরা একটা ক্ষুদে শয়তান এমনভাবে চিৎকার ক'রে উঠেছিল যে হয়ত—

হিলদা ॥ [আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার]—'হুররে! মহাস্থপতি সোলনেস'!—এই চিৎকার! হ্যাঁ, হ্যাঁ!

হলভার্ড ॥ —আর সেই সঙ্গে তার পতাকাটা এত জোরে নাড়তে শুরু করেছিল যে—সেইদিকে তাকিয়ে আমার মাথাটা একেবারে ঘুরে গিয়েছিল আর কি—

হিলদা ॥ [নিচু গলায়, গম্ভীরভাবে] সেই ক্ষুদে শয়তান হচ্ছে—আমি!

হলভার্ড ॥ [তার ওপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে] এখন আমি বুঝতে পারছি। নিশ্চয় তুমি।

হিলদা ॥ [আবার মুখর হয়ে] উঃ! কী উত্তেজনা! কী ভয়ংকর উত্তেজনা! ওরকম অতিকায় একটা গম্বুজ গড়ার শক্তি রাখে বিশ্বে এমন কোনো মানুষ আছে বলে আমি বিশ্বাস করতাম না। তারপরে, আপনি নিজে দাঁড়িয়েছিলেন তার একেবারে মাথার ওপরে—জীবন্ত, তাজা একজন মানুষ। আর একটুও মাথা টলে নি আপনার। আর কিছু না হোক—ওটার কথা ভাবলেই তো মানুষের মাথা ঘুরে যায়।

হলভার্ড ॥ তুমি কেমন ক'রে বুঝতে পারলে যে আমার—

হিলদা ॥ [কথাটাকে আমল না দিয়ে] ওসব কথা ছাড়ুন তো! মন থেকেই আমি সেকথা বুঝতে পেরেছিলাম। মোটেই মাথা ঘোরেনি। কারণ, তা যদি ঘুরতো তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি কখনো গান গাইতে পারতেন না।

হলভার্ড ॥ [তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] গান গেয়েছিলাম! তাই নাকি?

হিলদা ॥ হ্যাঁ; তাই আমার মনে হয়।

হলভার্ড ॥ [ঘাড় নেড়ে] জীবনে কোনোদিন গানের একটা কলি-ও আমি গাই নি।

হিলদা ॥ নিশ্চয় গেয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল আকাশে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে।

হলভার্ড ॥ [চিন্তাগ্রস্তের মতো] বড়ই অদ্ভুত তো!

হিলদা ॥ [মনে মনে নিঃশব্দে হেসে, তাঁর দিকে তাকিয়ে, নিচু গলায়] কিন্তু তার পরে—ওই ঘটনার পরে—আসল ঘটনাটা ঘটলো।

হলভার্ড ॥ আসল ঘটনা?

হিলদা ॥ [উচ্ছলভাবে] হ্যাঁ, নিশ্চয়! সে কথা নিশ্চয় আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না।

হলভার্ড ॥ একটু মনে করিয়েই দাও না!

হিলদা ॥ আপনার সম্মানে ক্লাবে যে বিরাট একটা ভোজ দেওয়া হয়েছিল সেকথা কি আপনার মনে নেই?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ; মনে আছে। নিশ্চয় সেইদিন বিকালে; কারণ, পরের দিন সকালেই আমি চলে এসেছিলাম।

হিলদা ॥ আর ক্লাব থেকে সেদিন রাত্রিতে আমাদের বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল আপনার।

হলভার্ড ॥ ঠিক, ঠিক—মিস ওয়াঙগেল! এইসব তুচ্ছ ঘটনাগুলো কেমন ক'রে তোমার মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে তা ভাবতেই আমার অবাক লাগে!

হিলদা ॥ তুচ্ছ! ভালো, ভালো। আপনি—তু-মি—যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিলে তখন ঘরে যে আমি একলা ছিলাম সেটাও বোধ হয় তুচ্ছ ঘটনা?

হলভার্ড ॥ তুমি একলা ছিলে বুঝি?

হিলদা ॥ [সেকথার উত্তর না দিয়ে] তখন তুমি আমাকে ক্ষুদে শয়তান বলে মনে মনে ডাকো নি?

হলভার্ড ॥ না; তাই তো মনে হচ্ছে।

হিলদা ॥ তুমি বলেছিলে সাদা পোশাকে আমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে; আর আমাকে মনে হচ্ছে রাজকুমারী।

হলভার্ড ॥ সেবিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আর তা ছাড়া, সেদিন আমার মনটা যেন হাওয়ায় উড়ছিল; মনে হচ্ছিল ভার অনেকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে—

হিলদা ॥ তারপরে তুমি বলেছিলে বড়ো হলে আমি হবো তোমার রাজকুমারী।

হলভার্ড ॥ [একটু হেসে] বল কী? তাও বলেছিলাম না'কি?

হিলদা ॥ হ্যাঁ, বলেছিলে! এবং যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কতদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, তখন তুমি বলেছিলে ঠিক দশ বছর পরে তুমি আবার আসবে-- ট্রোলের মতো—আমাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে স্পেন কিংবা অন্য কোনো দেশে। আমাকে একটা রাজত্ব কিনে দেবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তুমি।

হলভার্ড ॥ [আগের মতো] হ্যাঁ, ভূরিভোজনের পরে কেউ আর ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু সত্যিই কি আমি ওসব নিয়ে কথা বলেছিলাম?

হিলদা ॥ [নিজের মনে হেসে] হ্যাঁ। আমার রাজ্যের নামটা কী হবে তাও বলেছিলে তুমি।

হলভার্ড ॥ কী নাম হবে?

হিলদা ॥ বলেছিলে, নামটা হবে 'অরেনাজিয়া'।

হলভার্ড ॥ কী চমৎকার নাম! শুনলেই ক্ষিদে পেয়ে যায়।

হিলদা ॥ না! ওটা আমার মোটেই পছন্দ হয় নি। মনে হয়েছিল তুমি আমাকে নিয়ে খেলা করছো।

হলভার্ড ॥ না, না—ওরকম কোনো ইচ্ছে তখন যে আমার ছিল না সেকথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো।

হিলদা ॥ না, আশা করি তা ছিল না—কারণ, তারপরে তুমি যা করেছিলে—

হলভার্ড ॥ কী—কী করেছিলাম—তারপরে?

হিলদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই কথা শোনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম—সেটাও তুমি

ভুলে গিয়েছ ! আমি ভেবেছিলাম এরকম ঘটনা জীবনে কেউ কোনোদিন ভুলতে পারে না ।

হলভার্ড ।। বুঝেছি, বুঝেছি । কেবল একটা ইঙ্গিত দাও—তাহলেই—মানে--

হিলদা ।। [তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] তুমি আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে চুমু খেয়েছিল, মিঃ সোলনেস ।

সোলনেস ।। [অবাক হ'য়ে, হাঁ ক'রে, চেয়ার থেকে উঠে] বল কী ! খেয়েছিলাম !

হিলদা ।। হ্যাঁ, নিশ্চয় খেয়েছিলে । আমাকে দু'হাতে তুমি জড়িয়ে ধরেছিলে, আমার মাথাটাকে পেছনে বাঁকিয়েছিলে, তারপরে খেয়েছিলে চুমু—অনেকবার ।

হলভার্ড ।। এবারে কিন্তু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলছো —মিস ওয়াঙগেল — !

হিলদা ।। [উঠে] এটাকে নিশ্চয় তুমি অস্বীকার করতে পারো না ?

হলভার্ড ।। হ্যাঁ ; করি । একেবারে অস্বীকার করি !

হিলদা ।। [ঘৃণিত দৃষ্টি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে] কর !

[ঘুরে ধীরে ধীরে স্টোভের কাছে যায় ; সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ ; মুখটাকে সে তাঁর মুখের দিক থেকে সরিয়ে রাখে অন্য পাশে ; হাত দুটোকে রাখে পেছনের দিকে]

হলভার্ড ।। [সন্তর্পণে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ান] মিস ওয়াঙগেল—!

হিলদা ।। [চুপচাপ ; একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে]

হলভার্ড ।। পাথরের মূর্তির মতো ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না । এসব জিনিস নিশ্চয় তুমি স্বপ্নে দেখেছ । [তার হাতের ওপরে একটা হাত রাখেন] এখন শোনো—

হিলদা ।। [হাতটাকে ছাড়িয়ে নেয়]

হলভার্ড ।। [হঠাৎ একটা চিন্তা ক'রে] অথবা—! দাঁড়াও, দাঁড়াও ! এর ভেতরে নিশ্চয় কিছু একটা আছে ।

হিলদা ।। [চুপচাপ]

হলভার্ড ।। [আস্তে আস্তে কিন্তু জোর দিয়ে] ওই কাজ করার জন্যে নিশ্চয় আমি ভেবেছিলাম—নিশ্চয় আমার ইচ্ছে হয়েছিল—প্রবল ইচ্ছে ; করতে চেয়েছিলাম । এবং তারপরে—। এইটাই কি তুমি বলতে চাও নি ?

হিলদা ।। [তবুও চুপচাপ]

হলভার্ড ।। [অস্থিরভাবে] ঠিক আছে, ঠিক আছে—গোল্লায় যাক । মনে হচ্ছে, আমি করেছিলাম ।

হিলদা ।। [ঘাড়টা একটু সরিয়ে, কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়ে] তাহলে, এখন তুমি স্বীকার করছো ?

হলভার্ড ।। হ্যাঁ—যা তুমি মনে কর ।

হিলদা ।। আমার কাছে এসে তুমি দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে ?

হলভার্ড ।। হ্যাঁ, হ্যাঁ ।

হিলদা ।। ঘাড়টা আমার বাঁকিয়ে ধরেছিলে ?

হলভার্ড ॥ অনেকটা।

হিলদা ॥ আমাকে চুমু খেয়েছিলে ?

হলভার্ড ॥ সেকথা ঠিক।

হিলদা ॥ অনেকবার ?

হলভার্ড ॥ যতবার তোমার ইচ্ছে হয়েছিল।

হিলদা ॥ [তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়ায় ; চোখ দুটো আবার তার জলজ্বল ক'রে ওঠে আনন্দে] দেখলে তো, শেষ পর্যন্ত সব কথা তোমার মুখ দিয়ে বার করলাম — শেষ পর্যন্ত !

হলভার্ড ॥ [মৃদু হেসে] হ্যাঁ, তাহলেই বোঝো— এইরকম একটা জিনিসকেও আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম—তাজ্জব ব্যাপার !

হিলদা ॥ [আবার একটু মুখ ভারী ক'রে তাঁর কাছ থেকে সরে যায়] জীবনে তুমি অনেক মেয়েকে চুমু খেয়েছ তাই না ?

হলভার্ড ॥ না, না। আমার সম্বন্ধে এইরকম একটা ধারণা হওয়া নিশ্চয়ই তোমার উচিত নয়। [হিলদা হাতল-দেওয়া চেয়ারের ওপরে বসে। হলভার্ড দোলানো চেয়ারের পিঠে ঝুঁকে দাঁড়ান ; তার দিকে তাকিয়ে থাকেন বেশ একটা অনুসন্ধিৎসার চোখে] মিস ওয়াঙগেল !

হিলদা ॥ কি !

হলভার্ড ॥ তারপরে কী হলো ? আমাদের মধ্যে আর কী কী ঘটেছিল ?

হিলদা ॥ আর কিছুই ঘটে নি। তুমি সেকথা ভালোই জানো। কারণ, ঠিক সেই সময়ে অন্য অতিথিরা এসে পড়লেন —ব্যস !

হলভার্ড ॥ ঠিক, ঠিক। অন্যেরা এসে পড়লেন। ছিঃ, ছিঃ। তাও আমি ভুলে গিয়েছি। বোঝো একবার ব্যাপারটা !

হিলদা ॥ না, না — কিছুই ভোলো নি তুমি। একটু লজ্জা পেয়েছ— মাত্র। ঐরকম একটা ঘটনা মানুষ যে ভুলে যায় না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

হলভার্ড ॥ ঠিক কথা। ভুলে যাওয়া উচিত নয়—কারও।

হিলদা ॥ [তার মধ্যে আবার চাঞ্চল্য ফিরে আসে ; তাঁর দিকে তাকিয়ে] সেই বিশেষ দিনটার কথা'ও নিশ্চয় তুমি ভুলে গিয়েছ ?

হলভার্ড ॥ কোন্ দিনটার -- ?

হিলদা ॥ কবে গম্বুজের গলায় তুমি মালাটা ঝুলিয়ে দিয়েছিলে বল তো ! চটপট বলো !

হলভার্ড ॥ হুম্—সেই বিশেষ দিনটার কথা আমি একেবারে ভুলে গিয়েছি ! আমি শুধু এইটুকু জানি যে বছর দশেক আগে। শরৎকালের কোনো একটা দিনই হবে।

হিলদা ॥ [মাথাটা কয়েকবার ধীরে ধীরে নামিয়ে] দশ বছর আগে—১৯শে সেপ্টেম্বর।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ; নিশ্চয় ওইদিনের কাছাকাছিই হবে। সেকথাও তোমার মনে রয়েছে ? তাজ্জব ব্যাপার ! [থেমে] থামো থামো — ! হ্যাঁ, আজই হচ্ছে ১৯শে সেপ্টেম্বর।

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; তাই ! দশ বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু তুমি আসো নি—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করো নি তুমি।

হলভার্ড ॥ তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ? ভয় দেখিয়েছিলাম বল।

হিলদা ॥ না, না। তার মধ্যে কোনো ভয় দেখানোর ভাব ছিল ব'লে আমার মনে হয় না।

হলভার্ড ॥ তাহলে ? একটু ঠাট্টা — একটু পরিহাস ?

হিলদা ॥ ওঃ ! তাই বুঝি তুমি চেয়েছিলে—আমার সঙ্গে পরিহাস করতে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; তা ..বা একটু ঠাট্টাও বলতে পার। সত্যি বলছি, কিছুই আমার মনে নেই। কিন্তু নিশ্চয় ওইরকম কিছু হবে ; কারণ, তখন তো তুমি বাচ্চা ছিলে।

হিলদা ॥ অথবা, হয়ত আমি ঠিক তখন বাচ্চা ছিলাম না — যতটা তুমি ভাবছো ঠিক ততটা।

হলভার্ড ॥ [অনুসন্ধিৎসার চোখে চেয়ে] আমি যে ফিরে যাব সেটা কি সত্যিই তুমি আশা করেছিলে ?

হিলদা ॥ [কিছুটা চটানোর জন্যে হাসি চেপে] নিশ্চয় ! আশা করেছিলাম !

হলভার্ড ॥ যে আমি তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমাকে নিয়ে পালিয়ে আসবো ?

হিলদা ॥ ট্রোলের মতো—হ্যাঁ।

হলভার্ড ॥ আর তোমাকে রাজকুমারী বানিয়ে দেব ?

হিলদা ॥ তাই তুমি প্রতিজ্ঞা করেছিলে।

হলভার্ড ॥ আর সেই সঙ্গে তোমাকে একটা রাজ্য দেব ?

হিলদা ॥ [ছাদের দিকে চেয়ে] কেন নয় ? অবশ্য সত্যিকার রাজ্য বলতে যা বোঝা যায় তা নয় !

হলভার্ড ॥ কিন্তু ওইরকমই অন্য কিছু ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; ওইরকমই অন্য কিছু। [তাঁর দিকে একটু তাকিয়ে থাকে] আমি ভেবেছিলাম, যে মানুষ বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু গীর্জার চূড়াগুলি তৈরি করতে পারে তার কাছে একটা সাম্রাজ্য বা ওইরকম কিছু একটা তৈরি করা নিশ্চয় খুব সহজ কাজ হবে।

হলভার্ড ॥ [মাথা নেড়ে] তোমার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে, মিস ওয়াঙ্গেল।

হিলদা ॥ বুঝতে পারছো না ? আমার কাছে এর অর্থ তো খুবই সোজা।

হলভার্ড ॥ মানে, তুমি যে সব কথা বলছো তা সত্যি মনে করেই বলছো, না, ঠাট্টা করছো তা আমি বুঝতে পারছি নে।

হিলদা ॥ [হাসে] তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি ? আমি—ও ?

হলভার্ড ॥ অবিকল ! ঠাট্টা করছি—দুজনেই দুজনের সঙ্গে। [তার দিকে তাকিয়ে] আমি যে তখন বিবাহিত ছিলাম সেটা তুমি অনেকদিন পরে জানতে পেরেছিলে বুঝি ?

হিলদা ॥ সব সময়েই আমি তা জানতাম। একথা জিজ্ঞাসা করছো কেন ?

হলভার্ড ॥ না, এমনি হঠাৎ মনে হলো আমার। [তার দিকে বেশ আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে নিচু স্বরে] তুমি এখানে এসেছ কেন ?

হিলদা ॥ আমার রাজ্য নিতে। সময় উত্তীর্ণ হয়েছে।

হলভার্ড ॥ [অজ্ঞাতসারেই হেসে] মেয়ে বটে একখানা !

হিলদা ॥ [স্ফূর্তি করে] আমার রাজ্য দিয়ে দাও, মিঃ সোলনেস ! [টেবিলের ওপরে আঙুল দিয়ে ঠোক্কর মেরে] এই টেবিলের ওপরে রাখো।

হলভার্ড ॥ [দোলানা চেয়ারটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে, ব'সে] এখন সত্যি বল তো, এখানে তুমি এসেছ কেন ? এখানে সত্যিই কী কাজ তোমার রয়েছে ?

হিলদা ॥ আমার প্রথম কাজ হচ্ছে চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখা - তোমার সৃষ্টিগুলিকে।

হলভার্ড ॥ সে-সব দেখতে গেলে তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে।

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; আমি জানি - তোমার সৃষ্টি অনেক — অনেক।

হলভার্ড ॥ সে কথা সত্যি—বিশেষ ক'রে সাম্প্রতিক কালে অনেক কিছু তৈরি করেছি আমি।

হিলদা ॥ সেগুলির মধ্যে গীর্জার গম্বুজও অনেক আছে ? খুব খুব উঁচু—আকাশ ছোঁওয়া ?

হলভার্ড ॥ না, আজকাল আর আমি গীর্জার গম্বুজ তৈরি করি না ; গীর্জাও না।

হিলদা ॥ তাহলে, কী তৈরি করো ?

হলভার্ড ॥ ঘর-বাড়ি - মানুষদের থাকার জন্যে।

হিলদা ॥ [আত্মগত হয়ে চিন্তা ক'রে] ওইসব বাড়ির মাথায় গীর্জার গম্বুজের মতো ছোটো-খাটো কিছু তৈরি করতে পারো না ?

হলভার্ড ॥ [অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে] মানে ?

হিলদা ॥ মানে—এমন কিছু—যেটা মুক্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে - অনেক দূরে —যেদিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করবে ?

হলভার্ড ॥ [একটু চিন্তা ক'রে] অদ্ভুত কথা বললে তো ! কারণ ওইরকম কিছু একটা করার জন্যেই আমি বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছি।

হিলদা ॥ [অস্থিরভাবে] তাহলে, কর না কেন ?

হলভার্ড ॥ [মাথা নেড়ে] লোকে তা চায় না।

হিলদা ॥ বল কী ! চায় না !

হলভার্ড ॥ [আরও হাল্‌কাভাবে] কিন্তু এখন আমি নিজের জন্যে একটা বাড়ি করছি—ঠিক এর উল্টোদিকে।

হিলদা ॥ তোমার নিজের জন্যে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর তার ওপরে রয়েছে একটা গম্বুজ।

হিলদা ॥ খুব উঁচু গম্বুজ ?

হলভার্ড ॥ খুব উঁচু গম্বুজ।

হিলদা ॥ খু-ব উঁচু ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; লোকে তাই বলবে। বসতবাটির পক্ষে খুব উঁচুই।

হিলদা ॥ কাল সকালে গিয়ে প্রথমেই সেটা আমি দেখে আসবো।

হলভার্ড ॥ [হাতের ওপরে গালটা রেখে তার দিকে তাকিয়ে] মিস ওয়াঙগেল, তোমার নামটা কী আমাকে বল তো। মানে, তোমার আসল নাম ?

হিলদা ॥ কেন ? হিলদা।

হলভার্ড ॥ [আগের মতো] হিলদা ! তাই বুঝি ?

হিলদা ॥ মনে নেই তোমার ? তুমি নিজে আমাকে ওই নামে ডেকেছিলে—যেদিন তুমি উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছিলে।

হলভার্ড ॥ সত্যিই কি করেছিলাম ?

হিলদা ॥ তখন তুমি আমাকে ডেকেছিলে—'বাচ্চা হিলদা' বলে। কিন্তু ও নামটা আমার তখন পছন্দ হয় নি।

হলভার্ড ॥ তাই বুঝি ?

হিলদা ॥ না। ঠিক সেই সময়ে নয়। 'রাজকুমারী হিলদা' বললেই ভালো শোনাতো তখন।

হলভার্ড ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাজকুমারী হিলদা—রাজ্যটার নাম কী হবে ?

হিলদা ॥ পুঃ ! ওইরকম বোঁকা-বোকা নামের রাজ্য আমার দরকার নেই। অন্যরকম রাজ্য পাওয়ার জন্যে আমি স্থিরসংকল্প হয়েছি।

হলভার্ড ॥ [চেয়ারে হেলান দিয়ে, তখনও তার দিকে তাকিয়ে] সত্যিই কি এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়— ? এখন যতই আমি চিন্তা করি ততই আমার মনে হয় এই কটা বছর নিজের ওপরে হয়ত আমি অত্যাচার ক'রে চলেছি এইকথা ভেবে যে—

হিলদার ॥ কী কথা ভেবে ?

হলভার্ড ॥ একটা কিছু ফিরে পেতে—একটা অভিজ্ঞতা—যেটাকে মনে হয় আমি একেবারে ভুলে গিয়েছি। কিন্তু সেটা যে কী তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছি নে।

হিলদা ॥ রুমালে তোমার একটা গিঁট দিয়ে রাখা উচিত ছিল।

হলভার্ড ॥ তা ছিল। কিন্তু তাহলেও, গিঁটটা কেন দিয়েছি সেটা বার করতেও আমার কালঘাম ছুটে যেতো।

হিলদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; শুনেছি। জগতে ওই ধরনের যক্ষদানোও আছে।

হলভার্ড ॥ [ধীরে ধীরে উঠে] তুমি যে এখন এখানে এসে পৌঁচেছো তাতে কী ভালোই না হয়েছে ?

হিলদা ॥ [তাঁর চোখের দিকে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে] আসাটা ভালো হয়েছে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। কারণ, এখানে আমি বড়ই নিঃসঙ্গ—একেবারে একা। আমি হতাশভাবে তাকিয়ে রয়েছি সেইদিকে। [নিচু স্বরে] তোমাকে একথা বলতে হবে যে—আমি বড় ভয় পেয়ে গিয়েছি—ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছি—এই যুবক সম্প্রদায়ের কাছে।

হিলদা ॥ [ঘৃণার স্বরে] পুঃ! যুবক সম্প্রদায়ের কাছে ভয় পাবার কিছু আবার আছে নাকি ?

হলভার্ড ॥ না, সত্যি। আর সেইজন্যেই নিজেকে আমি একটা ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রেখেছি। [রহস্যজনকভাবে] যুবক সম্প্রদায় একদিন এসে যে আমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গর্জন করবে সে কথা তোমাকে আমি বলে রাখছি। আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা।

হিলদা ॥ তাই যদি হয় তাহলে তোমার উচিত হবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাদের জন্যে তোমার ঘরের দরজা খুলে দেওয়া।

হলভার্ড ॥ দরজা খুলে দেওয়া ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ। তাদের বন্ধুভাবে আসতে দাও।

হলভার্ড ॥ উহু! যুবক সম্প্রদায়—তারা আসবে প্রতিশোধ নিতে। নতুন যে পতাকা নিয়ে তারা আসবে সেটি হচ্ছে ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের পূর্বাভাস।

হিলদা ॥ [ওঠে, তাঁর দিকে তাকায়, ঠোঁট কাঁপাতে কাঁপাতে] মিঃ সোলনেস, তোমার কোনো কাজে কি আমি লাগতে পারি ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, পারো। সত্যিই পারো। কারণ, মনে হয়, তুমি এসেছ একটা নতুন পতাকা নিয়ে। যৌবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে—!

[হলঘরের দরজা দিয়ে ডাক্তার হেরদাল প্রবেশ করেন]

ডাক্তার হেরদাল ॥ কী ব্যাপার! আপনারা দুজনে এখনো বসে আছেন ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। কথাবার্তার আর শেষ নেই আমাদের।

হিলদা ॥ পুরানো আর নতুন—দুই-ই।

ডাক্তার হেরদাল ॥ সত্যিই ?

হিলদা ॥ ওঃ! কী মজা! কারণ, মিঃ সোলনেসের স্মৃতিশক্তি সত্যিই কী অদ্ভুত! ছোটখাটো ঘটনাগুলি পর্যন্ত স্মরণ করতে তাঁর বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট হয় না।

[ডানদিকের দরজা দিয়ে মিসেস সোলনেস প্রবেশ করেন]

মিসেস সোলনেস ॥ মিস ওয়াঙগেল, আপনার ঘর তৈরি।

হিলদা ॥ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!

হলভার্ড ॥ [মিসেস সোলনেসকে] নার্সারীতে ?

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ, মাঝখানের ঘরে। কিন্তু প্রথমে আমাদের খেয়ে নেওয়া যাক।

হলভার্ড ॥ [হিলদার দিকে ঘাড় নেড়ে] হিলদা নার্সারীতে ঘুমাবে—নিশ্চয়।

মিসেস সোলনেস ॥ [তাঁর দিকে চেয়ে] হিলদা ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, মিস ওয়াঙগেলের নাম হিলদা। ও যখন বাচ্চা ছিল তখন থেকেই ওকে আমি চিনি।

মিসেস সোলনেস ॥ সত্যিই হলভার্ড ? ঠিক আছে ! এখন আসবে কি ? খাবার তৈরী।

[ডাক্তার হেরদালের হাত ধরে তিনি চলে যান— ডানদিক দিয়ে। ইতিমধ্যে হিলদা তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়]

হিলদা ॥ [আস্তে আস্তে, তাড়াতাড়ি হলভার্ডকে] তুমি যা বললে তা কি সত্যি ? আমি তোমার কাজে লাগতে পারি ?

হলভার্ড ॥ [তার কাছ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে] তোমাকেই আমার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

হিলদা ॥ [আনন্দে তাঁর দিকে তাকিয়ে, অবাক দৃষ্টিতে হাততালি দিয়ে] কিন্তু তাহলে—হায় ভগবান— !

হলভার্ড ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] কী— ?

হিলদা ॥ তাহলে, আমার রাজ্য আমি পেয়ে যাব !

হলভার্ড ॥ [অজ্ঞাতসারে] হিলদা— !

হিলদা ॥ [আবার ঠোঁট কাঁপাতে কাঁপাতে] প্রায়—আমি বলতে যাচ্ছিলাম।

[ডানদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় ; পেছনে যান হলভার্ড সোলনেস]

দ্বিতীয় অংক

[সোলনেসের বাড়ি। সুন্দর ক'রে সাজানো ছোটো একটা বসার ঘর। পেছন দিকে একটা কাচের দরজা। তার ভেতর দিয়ে বারান্দা, আর বাগানে যাওয়া যায়। ডানদিকের একটা কোণ অর্ধচন্দ্রের মতো কাটা। সেখানে গাছের টব; আর বড় একটা জানালা। বাঁদিকের একটা কোণও সেই একইভাবে কাটা। এখানে ছোটো একটা দরজা। সেটা দেওয়াল ঢাকার কাগজ দিয়ে মোড়া। দুটি পাশের দেওয়ালেই একটি সাধারণ দরজা। স্টেজের নিচের দিকে ডান-পাশে একটা টেবিল; তার সঙ্গে বড় একটা আয়না সাঁটা রয়েছে। প্রচুর ফুল আর গাছ। স্টেজের নিচের দিকে বাঁ পাশে একটা সোফা, একটা টেবিল আর কিছু চেয়ার। আরও পেছনে একটা বুককেস। ঘরের মধ্যে, কোণের সামনে একটা ছোটো টেবিল, আর কয়েকটা চেয়ার। খুব সকাল।

সোলনেস টেবিলের পাশে ব'সে আছেন। রাজনার ব্রোভিকের ফাইল আর নক্সাগুলি তাঁর সামনে টেবিলের ওপরে পাতা। নক্সাগুলি তিনি ওল্টাচ্ছেন; কয়েকটি নিয়ে পরীক্ষা করছেন ভালোভাবে। মিসেস সোলনেস জলের ঝারি নিয়ে নিঃশব্দে গাছে জল দিচ্ছেন। আগের মতই তাঁর পরনে কালো পোশাক। তাঁর টুপী, বাইরে বেরোনোর কোট, আর ছাতা আয়নার পাশে চেয়ারের ওপরে রাখা। মাঝে মাঝে হলভার্ড সোলনেস চোখ দিয়ে তাঁকে দেখছেন; কিন্তু ঠিক দেখার জন্যে বা মতো দেখছেন না। কেউ কোনো কথা বলছেন না। বাঁদিকে দরজা দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকলো কেয়া।

হলভার্ড ॥ [মাথাটা ঘুরিয়ে, বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দিয়েই] ও! তুমি?

কেয়া ॥ আমি শুধু আপনাকে জানাতে এসেছিলাম যে আমি এসেছি।

হলভার্ড ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। রাজনারও আসে নি?

কেয়া ॥ না : এখনও আসেনি। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাকে একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কিন্তু সে এখনই এসে পড়বে, শুনতে—

হলভার্ড ॥ বৃদ্ধটি আজ কেমন আছেন?

কেয়া ॥ ভালো নয়। তাঁকে আজ ছুটি দেবার জন্যে আপনার কাছে তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। আজ আর বিছানা ছেড়ে তিনি উঠতে পারবেন না।

হলভার্ড ॥ তাতে কী হয়েছে? তিনি বিশ্রাম নিন। কিন্তু এখন কাজে যাও।

কেয়া ॥ যাচ্ছি। [দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়ে] রাজনার এলে তার সঙ্গে আপনি কি কথা বলতে চান?

হলভার্ড ॥ না। বিশেষ কিছু বলার আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

[বাঁ দিক দিয়ে আবার কেয়া বেরিয়ে যায়। হলভার্ড সোলনেস চুপচাপ ব'সে থাকেন ; নক্সাগুলি ওলটাতে থাকেন]

মিসেস সোলনেস ॥ [গাছগুলির পাশ থেকে] তিনিও এবার মারা যাবেন কিনা তাই আমি অবাক হয়ে ভাবছি।

হলভার্ড ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] কে ? 'তিনিও' কে ?

মিসেস সোলনেস ॥ [কোনো উত্তর না দিয়ে] ঠিকই বলছি ; আমার কথা বিশ্বাস কর হলভার্ড। বৃদ্ধ ব্রোভিক মারাও যাবেন। দেখবে।

হলভার্ড ॥ প্রিয় এলিন ; এখন একটু বাইরে ঘুরে এলে ভালো হতো না ?

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ : আমারও তাই মনে হচ্ছে।

[গাছে যেমন জল দিচ্ছিলেন তেমনি জল দিতে থাকেন]

হলভার্ড ॥ [নক্সাগুলির ওপরে ঝুঁকে] সে কি এখনও ঘুমোচ্ছে ?

মিসেস সোলনেস ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] ওখানে বসে বসে মিস ওয়াঙগেলের কথা চিন্তা করছো নাকি ?

হলভার্ড ॥ [নিরুৎসুকভাবে] হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেল।

মিসেস সোলনেস ॥ মিস ওয়াঙগেল অনেকক্ষণ উঠেছেন।

হলভার্ড ॥ তাই বুঝি ?

মিসেস সোলনেস ॥ তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি জিনিসপত্র গোছাচ্ছেন।

[আয়নার কাছে গিয়ে টুপীটা পরতে থাকেন]

হলভার্ড ॥ [সামান্য একটু বিরতির পরে] এলিন, শেষ পর্যন্ত আমাদের নার্সারীর একটা ঘর তাহলে কাজে লাগলো।

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ ; লাগলো।

হলভার্ড ॥ সব ঘরগুলোকে ফাঁকা রাখার চেয়ে একটা ভালোই হয়েছে।

মিসেস সোলনেস ॥ এই ফাঁকাটা ভয়ংকর। তুমি ঠিকই বলেছ।

হলভার্ড ॥ [ফাইলপত্র বন্ধ ক'রে, উঠে, তাঁর কাছে যান] তুমি দেখবে এলিন, এর পরে আমরা অনেক ভালো থাকবো। অনেক বেশি আরামে। জীবন হবে আরও সহজ—বিশেষ ক'রে তোমার কাছে।

মিসেস সোলনেস ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] এরপরে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; আমাকে বিশ্বাস কর, এলিন—

মিসেস সোলনেস ॥ তোমার কি ধারণা—উনি এখানে এসেছেন ব'লে ?

হলভার্ড ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে] আমি অবশ্য বলছি—একবার যখন আমরা নতুন বাড়িতে উঠে যাব।

মিসেস সোলনেস ॥ [ঢিলে জামাটা তুলে নিয়ে] তাই বুঝি তোমার মনে হচ্ছে হলভার্ড ? তখন ভালো হবে ?

হলভার্ড ॥ এ ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতে পারি নে। আর তুমিও নিশ্চয় তা-ই মনে করো।

মিসেস সোলনেস ॥ নতুন বাড়িটার সম্বন্ধে কিছুই আমার মনে হয় না।

হলভার্ড ॥ [মুষড়ে প'ড়ে] তুমি যখন ওই কথা বল তখন আমার খুবই কষ্ট হয়। কারণ, তুমি জানো যে বিশেষ ক'রে তোমার জন্যেই বাড়িটা আমি তৈরি করেছি।

[ঢিলে জামাটা পরতে সাহায্য করেন তাঁকে]

মিসেস সোলনেস ॥ [এড়িয়ে] আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, আমার জন্যে তুমি খুব বেশি করছ।

হলভার্ড ॥ [বেশ জোরে] উঁহু ! ওকথা কিছুতেই তুমি বলো না, এলিন ! তোমার ওইসব কথা আমার সহ্য হয় না।

মিসেস সোলনেস ॥ ঠিক আছে হলভার্ড। তাহলে, আর বলবো না।

হলভার্ড ॥ কিন্তু আমি যা বলেছি তা এখনও বলছি। নতুন জায়গায় থাকা তোমার পক্ষে যে এর চেয়ে ভালো হবে তা তুমি দেখতে পাবে।

মিসেস সোলনেস ॥ হায় ভগবান ! আমার কাছে আরো ভালো— !

হলভার্ড ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] হ্যাঁ : নিশ্চয়। সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো ! কারণ সেখানে এমন অনেক অনেক জিনিস থাকবে যেগুলি তোমাকে তোমার নিজের বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেবে। দেখে নিয়ো।

মিসেস সোলনেস ॥ যে বাড়ি আমার বাবার আর মায়ের ছিল—আর যে বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে—

হলভার্ড ॥ [নিচু স্বরে] হ্যাঁ, হ্যাঁ ; বেচারা এলিন ! এই ব্যাপারটা তোমাকে বড় আঘাতই দিয়েছে।

মিসেস সোলনেস ॥ [কান্নায় ভেঙে প'ড়ে] তুমি যত ইচ্ছে বাড়ি তৈরি করতে পারো হলভার্ড—কিন্তু আমার জন্যে সত্যিকার ঘর তুমি তৈরি করতে পারবে না !

হলভার্ড ॥ [মেঝেটা অতিক্রম ক'রে] ঈশ্বরের দোহাই, ও বিষয় নিয়ে তাহলে আর আমাদের আলোচনা না করাই ভালো।

মিসেস সোলনেস ॥ ঠিকই বলেছ হলভার্ড ! তোমার কথা আমি খুব ভালোই বুঝতে পারছি। আমাকে কিছু না জানানোর জন্যে তুমি খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছো—আর আমার মন আর স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে—যতটা সম্ভব।

হলভার্ড ॥ [চোখের ওপরে তাঁর বিস্ময় ফুটে ওঠে] তুমি ! তুমি—একথা বলছো এলিন ?

মিসেস সোলনেস ॥ বলছি। আমি ছাড়া একথা আর কে বলবে ?

হলভার্ড ॥ [অজ্ঞাতসারে নিজেকেই] একথাও !

মিসেস সোলনেস ॥ আর পুরানো বাড়ির কথা যদি বল তো সে সম্বন্ধে আমি আর কিছু ভাবি নে। একবার দুর্ভাগ্য দেখা দিলে—

হলভার্ড ॥ এদিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছ। দুর্ভাগ্য তার নিজের খেয়ালে চলে—প্রবাদ এই কথাই বলে।

মিসেস সোলনেস ॥ কিন্তু আগুন লাগার পরে যা ঘটলো—কী ভয়ঙ্কর—! সেইটাই আসল কথা! সেইটা! সেইটা! সেইটা!

হলভার্ড ॥ [জোর ক'রে] সেসব কথা ভেবো না, এলিন!

মিসেস সোলনেস ॥ অথচ, সেই কথাটাই না ভেবে আমি পারছি নে। আর এখন, অবশেষে সেকথা আমাকে বলতেই হবে; কারণ, এটা আর আমি সহ্য করতে পারছি নে। আর তাছাড়া, কোনোদিন নিজেকে আমি ক্ষমা করতেও পারবো না—

হলভার্ড ॥ [চিৎকার ক'রে] তোমাকে—!

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ। কারণ, দুদিকেই আমার কর্তব্য ছিল—তোমার দিকে আর বাচ্চাদের দিকে। আমার শক্ত হওয়া উচিত ছিল—ভয়ে এতটা আচ্ছন্ন হওয়া উচিত ছিল না আমার—অথবা, আমার পুরানো বাড়ি পুড়ে যাওয়ার জন্যে উচিত ছিল না দুঃখ করারও। [নিজের হাতে মোচড় দেয়] হায় হলভার্ড, আমার যদি শক্তিটা কেবল থাকতো!

হলভার্ড ॥ [মিষ্টি ক'রে, বেশ অভিভূত হয়ে, সামনে এগিয়ে এসে] এলিন, এসব চিন্তাকে কোনোদিন তুমি যে আমল দেবে না তা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কথা দাও।

মিসেস সোলনেস ॥ ও—কথা, কথা, কথা! কথা তো যে-কোনো লোকই দিতে পারে।

হলভার্ড ॥ [হাতদুটো মোচড় দিয়ে মেঝে পেরিয়ে যান] উঃ! উঃ! না, কোনো আশা নেই, আশা নেই। এতটুকু আলো নেই! আমাদের ঘরের অন্ধকার দূর করার জন্যে এতটুকু আলো কোথাও নেই।

মিসেস সোলনেস ॥ আমাদের কোনো ঘর নেই, হলভার্ড; বাড়ি বলতে কিছু নেই।

হলভার্ড ॥ তা নেই, সেকথা তুমি বলতেই পারো। [বিষণ্ণভাবে] আর নতুন বাড়িতে আমরা আরো ভালোভাবে থাকতে পারবো না একথা তুমি যে বললে তা সত্যি কিনা একমাত্র ঈশ্বরই জানে।

মিসেস সোলনেস ॥ কোনোদিক থেকেই এর চেয়ে ভালো হবে না। এ বাড়িটা যেমন শূন্য—খাঁ খাঁ করছে সেটাও তেমনি খাঁ খাঁ করবে।

হলভার্ড ॥ [ক্ষিপ্ত হয়ে] তাহলে, চুলোর ছাই, ওটা আমরা তৈরী করলাম কেন? সে কথা বলতে পার?

মিসেস সোলনেস ॥ না, তার উত্তর তোমাকেই দিতে হবে।

হলভার্ড ॥ [সন্দিগ্ধভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে] এ কথার অর্থ কী এলিন?

মিসেস সোলনেস ॥ অর্থ কী?

হলভার্ড। হ্যাঁ! কথাটাকে এমনভাবে বললে যাতে মনে হচ্ছে ওর মধ্যে আর একটা অর্থ আছে।

মিসেস সোলনেস ॥ না– নেই। সেদিক থেকে তোমাকে আমি নিশ্চিন্ত করতে—

হলভার্ড ॥ [আরো কাছে এগিয়ে এসে] শোনো শোনো—আমি যা জানি তা জানি। চোখ আর কান, দুটোই আমার সজাগ আছে, এলিন। সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

মিসেস সোলনেস ॥ এ আবার কী বলছো ? ব্যাপারটা কী ?

হলভার্ড ॥ [তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে] যে কথাটা আমি খুব নির্দোষভাবেই বলেছি তার মধ্যে যে একটা কোনো গোপন অর্থ আছে তাই তুমি ভাবছো না ব'লে তুমি কি মনে কর ?

মিসেস সোলনেস ॥ আমি ? তাই তুমি বলছো ? তাই আমি ভাবছি ?

হলভার্ড ॥ [হেসে] হো-হো-হো ! খুবই স্বাভাবিক এলিন। তোমার কাঁধের উপর যখন একটা অসুস্থ মানুষ ভর দিয়ে—

মিসেস সোলনেস ॥ [উদ্বিগ্নভাবে] অসুস্থ ! তুমি কি অসুস্থ, হলভার্ড ?

হলভার্ড ॥ [উত্তেজিতভাবে] তাহলে, অর্ধোন্মাদ। পাগল ! একবগ্‌গা ! যা ইচ্ছে হয় বলতে পার !

মিসেস সোলনেস ॥ [যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন না এইভাবে হাতড়ে হাতড়ে চেয়ার ধরে ব'সে] হলভার্ড, ঈশ্বরের দোহাই—

হলভার্ড ॥ কিন্তু তুমি ভুল করছো—তুমি আর ডাক্তার। তোমরা যা ভাবছো আমি তা নই।

[ঘরের মধ্যে তিনি পায়চারি করতে থাকেন। উদ্বিগ্ন চোখে মিসেস সোলনেস তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মিসেস সোলনেসের কাছে যান]

হলভার্ড ॥ [শান্তভাবে] সত্যি বলতে কি আমার কোনো অসুখ নেই।

মিসেস সোলনেস ॥ না সেই। তাহলে তুমি অস্থির হচ্ছো কেন ?

হলভার্ড ॥ একটা কারণে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ভয়ংকর একটা দেনার ভারে আমি ডুবে যাচ্ছি।

মিসেস সোলনেস। দেনার কথা বলছো ? কিন্তু কারও কাছে তোমার তো কোনো দেনা নেই, হলভার্ড।

হলভাড ॥ [আস্তে আস্তে আবেগের সঙ্গে] তোমার কাছে আমার দেনা—যার সীমা নেই—তোমার কাছে—তোমার কাছে- এলিন।

মিসেস সোলনেস ॥ [ধীরে ধীরে উঠে] ভেতরের ব্যাপারটা কী বলতো ? এক্ষুণি বলতে হবে তোমাকে।

হলভার্ড ॥ এর মধ্যে ভেতর বলতে কিছুই নেই। তোমার প্রতি কোনোদিন আমি কোনো অন্যায় করি নি—জেনে, বা, না জেনে কিন্তু তবু, তবু আমার মনে হয় একটা দেনার চাপে আমি গুঁড়িয়ে যাচ্ছি—সেটা পাষাণের মতো ভারি হয়ে চেপে রয়েছে আমার বুকের ওপরে।

মিসেস সোলনেস ॥ আমার কাছে দেনা ?

হলভার্ড ॥ বিশেষভাবে।

মিসেস সোলনেস ॥ তাহলে তুমি অসুস্থ—সত্যিই অসুস্থ, হলভার্ড।

হলভার্ড ॥ [বিষণ্নভাবে] তাহলে নিশ্চয় অসুস্থ—অথবা, অসুস্থ হতে আর বিশেষ বাকি নেই।

[ডানপাশে দরজার দিকে তাকান। ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজাটা খুলে যায়]

আঃ! আলো দেখা দিয়েছে এবার। বেশি আলো।

[হিলদা ওয়াঙগেল ভেতরে ঢুকে আসে। পোশাকে কিছু পরিবর্তন দেখা যায় তার ; পরণে লম্বা স্কার্ট]

হিলদা ॥ সুপ্রভাত, মিঃ সোলনেস!

হলভার্ড ॥ [ঘাড় নেড়ে] ঘুম ভালো হয়েছিল তো ?

হিলদা ॥ চমৎকার! একটা বাচ্চা যেমন দোলায় শুয়ে আরামে ঘুমোয়—সেইরকমভাবে হাত পা ছড়িয়ে আমি শুয়েছিলাম—রাজকুমারীর মতো।

হলভার্ড ॥ [একটু হাসেন] তাহলে, কোনোরকম অসুবিধে হয় নি ?

হিলদা ॥ তাই আমার মনে হয়।

হলভার্ড ॥ আশা করি স্বপ্নও দেখেছিলে ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ, দেখেছিলাম! উঃ। কী ভয়ংকর।

হলভার্ড ॥ তাই বুঝি ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ। স্বপ্ন দেখলাম আমি একটা ভয়ংকর খাড়াই উঁচু জায়গা থেকে প'ড়ে যাচ্ছি। এইরকম স্বপ্ন আপনি কোনোদিন দেখেন নি ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ : তা দেখি বই কি—মাঝে সাজে—

হিলদা ॥ উঃ! কী অদ্ভুৎ রোমাঞ্চকর! যখন মানুষ হু-হু ক'রে পড়ে—পড়ে পড়ে—!

হলভার্ড ॥ মনে হয় দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

হিলদা ॥ ওপর থেকে পড়ার সময় আপনার পা দুটোকে কি আপনি গুটিয়ে নেন ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ : যতটা সম্ভব।

হিলদা ॥ আমিও তাই করি।

মিসেস সোলনেস ॥ [ছাতাটি নিয়ে] হলভার্ড, আমাকে একবার শহরে যেতে হবে। [হিলদাকে] আপনার যদি কিছু জিনিসের দরকার থাকে তাহলে আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি।

হিলদা ॥ [তাঁর গলাটা জড়িয়ে ধরার মতো ক'রে হাত দুটো ছড়িয়ে দিয়ে] ও—ও—মিসেস সোলনেস! আমার ওপরে দয়ার আর শেষ নেই আপনার। উঃ! ভীষণ, ভীষণ…

মিসেস সোলনেস ॥ [খুব একটা আমল না দিয়ে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে] না, না—

ও কিছু নয়। এটা আমার কর্তব্য। সেইজন্যেই এটা আমি খুশি হয়েই করবো।

হিলদা ॥ [কিঞ্চিৎ অপমানিত বোধ ক'রে, ঠোঁট ফুঁলিয়ে] আমার পোশাকগুলি ঠিক-ঠাক হয়ে গিয়েছে। এখন আমার মনে হয় স্বচ্ছন্দে আমি বাইরে বেরোতে পারি। নাকি ?

মিসেস সোলনেস ॥ সত্যি কথা বলতে কি, রাস্তায় বেরোলে মানুষে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

হিলদা ॥ [নাক সিটকিয়ে] পুঃ ! তাকিয়ে থাকগে ? তাতে আমার আমোদই লাগে।

হলভার্ড ॥ [চাপা অস্বস্তিতে] তা লাগুক। কিন্তু লোকে ভাববে যে তুমি একটি উন্মাদ। বুঝেছ ?

হিলদা ॥ উন্মাদ ! এই শহরে তাহলে অনেক উন্মাদ মানুষ রয়েছে বুঝি ?

হলভার্ড ॥ [নিজের কপালের দিকে ইঙ্গিত ক'রে] এখানে একজন—যেমন ক'রেই হোক।

হিলদা ॥ আপনি—মিঃ সোলনেস !

মিসেস সোলনেস ॥ প্রিয় হলভার্ড, ওভাবে কথা বলো না।

হলভার্ড ॥ সেটা তুমি এখনও লক্ষ্য করো নি বুঝি ?

হিলদা ॥ না ; নিশ্চয় না। [চিন্তা ক'রে একটু হেসে] তবে হাঁ—সম্ভবত একটা ব্যাপারে।

হলভার্ড ॥ এলিন, শুনলে ?

মিসেস সোলনেস ॥ সেই একটা জিনিস কী, মিস ওয়াঙ্গেল ?

হিলদা ॥ উঁহুঁ ; বলবো না।

হলভার্ড ॥ বল—বল !

হিলদা ॥ না ; ধন্যবাদ : আমি অতটা উন্মাদ নেই।

মিসেস সোলনেস ॥ তুমি আর মিস ওয়াঙগেল যখন একলা থাবে তখন নিশ্চয় উনি সেই কথাটা বলবেন।

হলভার্ড ॥ তাই তুমি মনে কর ?

মিসেস সোলনেস ॥ নিশ্চয়। কারণ, অনেকদিন থেকেই ওঁকে তুমি চেনো—ওঁর সেই ছেলেবেলা থেকে—তাই তুমি আমাকে বলেছ।

[বাঁদিকে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান]

হিলদা ॥ [কিছুটা পরে] তোমার স্ত্রী কি আমাকে খুব বেশি অপছন্দ করেন ?

হলভার্ড ॥ ওরকম কিছু লক্ষ্য করেছ ব'লে তোমার মনে হয়েছে নাকি ?

হিলদা ॥ তুমি নিজে লক্ষ্য করো নি ?

হলভার্ড ॥ [প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে] সাম্প্রতিক কালে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে এলিন কেমন যেন মিশতে পারছে না।

হিলদা ॥ সত্যি ?

হলভাড ॥ তুমি যদি ওর মনটা দেখতে পেতে—! সত্যিই ও বড়ো ভালো—মনটা ওর খুবই পরিষ্কার—

হিলদা ॥ [অস্থির হয়ে] তাই যদি হবে তাহলে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে ওইসব কথা তিনি বলবেন কেন ?

হলভার্ড ॥ তাঁর কর্তব্য ?

হিলদা ॥ তিনি বললেন বাইরে গিয়ে আমার জন্যে তিনি কিছু কিনে আনবেন—কারণ, এটা তাঁর কর্তব্য। উঃ! ওই বিশ্রী, নোংরা কথাটা আমি সহ্য করতে পারি নে!

হলভার্ড ॥ কেন পারো না ?

হিলদা ॥ কথাটার মধ্যে একটা ঔদাসীনতার দুর্গন্ধ রয়েছে, রয়েছে একটা খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা। কর্তব্য—কর্তব্য- কর্তব্য! তোমারও তাই মনে হয় না ? মনে হয় না যে হুল ফোটাচ্ছে ?

হলভার্ড ॥ হুম! ওটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করি নি আমি।

হিলদা ॥ হ্যাঁ; হুলই ফোটায়। আর তিনি যদি এত ভালোই হন—যা তুমি বলছো—তাহলে তিনি ওভাবে কথা বললেন কেন ?

হলভার্ড ॥ হায় ভগবান! কিন্তু তিনি আর কিভাবে কথা বলবেন ব'লে তুমি ভেবেছিলে ?

হিলদা ॥ তাঁর বলা উচিত ছিল আমাকে খুব পছন্দ করেন বলেই এটা তিনি করবেন। ওই ধরনের কিছু বলা উচিত ছিল তাঁর—যার মধ্যে সত্যিকার কোনো আন্তরিকতা আর অন্তরঙ্গতা রয়েছে—না কি!

হলভার্ড ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] ওইভাবে কথা বললে তুমি খুশি হ'তে ?

হিলদা ॥ অবিকল। [ঘরের মধ্যে পায়চারি করে, বুককেসের কাছে দাঁড়ায়, বইগুলির দিকে তাকায়] কতো বই তোমার আছে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ; অনেক বই আছে আমার।

হিলদা ॥ সব বই তুমি পড়ো ?

হলভার্ড ॥ পড়তে চেষ্টা করতাম। তুমি বেশি পড়ো নাকি ?

হিলদা ॥ উঁহু! কখনো না। সে অভ্যাস আমি ছেড়ে দিয়েছি। কারণ, মনে হয়, বই পড়ার কোনো মানে হয় না।

হলভার্ড ॥ আমারও ঠিক তাই মনে হয়।

[হিলদা একটু এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, ছোটো টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ফাইলটাকে খোলে, কাগজপত্রগুলি ওল্টাতে থাকে]

হিলদা ॥ এইসব নক্সা কি তোমার ?

হলভার্ড ॥ না। আমার এখানে একজন চাকরি করে। এগুলি তার।

হিলদা ॥ তাঁকে তুমি এইসব শিখিয়েছ ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। কারও কাছ থেকে নিশ্চয় সে কিছু শিখেছে।

হিলদা ॥ [বসে পড়ে] খুব চালাক চতুর তো ! [নক্সাগুলির দিকে চেয়ে] তাই নয় ?

হলভার্ড ॥ না, বোধ হয়। আমার কাজের জন্যে –

হিলদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয় খুব চালাক — আমার তাই মনে হয়।

হলভার্ড ॥ এই নক্সাগুলো দেখে তাই তোমার মনে হচ্ছে বুঝি ?

হিলদা ॥ ধুত্তোর ! এই হিজিবিজিগুলো দেখে ! কিন্তু সে যদি এই সব আঁকতে তোমার কাছ থেকে শিখে থাকে

হলভার্ড ॥ অবশ্য তা যদি বলো তাহলে অনেকেই আমার কাছ থেকে শিখেছে — কিন্তু কিছুই শেখে নি।

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ে] উঁহুঁ ! তুমি যে এত বোকা কী ক'রে হতে পারো তা আমি বুঝতে পারি নে।

হলভার্ড ॥ বোকা ! তোমার কি মনে হয় আমি খুব বোকা ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; তাই মনে হয়। এখানে এইসব মানুষদের শিক্ষা দিয়ে যদি তুমি সন্তুষ্ট হয়ে থাক—

হলভার্ড ॥ [একটু চমকে] মানে, কেন সন্তুষ্ট হবো না ?

হিলদা ॥ [উঠে পড়ে। কিছুটা গম্ভীরভাবে, কিছুটা হেসে] না, মিঃ সোলনেস, সত্যি কথাই বলছি ! এতে লাভ কী হ'তে পারে ? তুমি ছাড়া বাড়ি তৈরী করতে আর কাউকে দেওয়া উচিত নয়। তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে একা, আলাদা। এখন আমার কথাটা বুঝতে পারছো ?

হলভার্ড ॥ [অজ্ঞাতসারে] হিলদা—

হিলদা ॥ কী !

হলভার্ড ॥ তোমার মাথায় এরকম চিন্তা এলো কেমন ক'রে ?

হিলদা ॥ আমি খুব ভুল করেছি ব'লে কি তোমার মনে হচ্ছে ?

হলভার্ড ॥ না ; সেকথা আমি বলছি না। কিন্তু এখন তোমাকে আমি কিছু বলবো।

হিলদা ॥ কী কথা ?

হলভার্ড ॥ রাতদিন—নিঃশব্দে একা অবিরাম ওই চিন্তাটায় আমি বিভোর হয়ে থাকি।

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; খুবই স্বাভাবিক।

হলভার্ড ॥ [তার মুখ থেকে কিছুটা আন্দাজ করার চেষ্টায়] সম্ভবত, তুমি তা আগেই লক্ষ্য করেছ ?

হিলদা ॥ না ; সত্যিই আমি তা ভাবি নি।

হলভার্ড ॥ কিন্তু এখন —যখন তুমি বললে যে তুমি ভেবেছিলে, আমি—আমি কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছি ? একটা বিষয়ে, তুমি বলেছিলে—

হিলদা ॥ না ; আমি অন্য কিছু ভেবেছিলাম।

হলভার্ড ॥ কী ভেবেছিলে ?

হিলদা ॥ তা আমি তোমাকে বলবো না।

হলভার্ড ॥ [মেঝে পেরিয়ে] ঠিক আছে—যা তোমার মনে হয়। [বাঁকানো জানালার কাছে দাঁড়িয়ে] এখানে এস ; ঠিক আছে ; তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাবো।

হিলদা ॥ [এগিয়ে এসে] কী ?

হলভার্ড ॥ দেখতে পাচ্ছো – ওইখানে বাগানে— ?

হিলদা ॥ বলে যাও।

হলভার্ড ॥ [আঙ্গুল বাড়িয়ে] ওই বড়ো পাথর খাদের ওপর ?

হিলদা ॥ ওই নতুন বাড়িটার কথা বলছো ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; ওই যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

হিলদা ॥ ওর একটা খুব উঁচু গম্বুজ আছে না ?

হলভার্ড ॥ ভারা বাঁধার খুঁটিটা আরও উঁচু।

হিলদা ॥ ওইটাই কি তোমার নতুন বাড়ি ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ।

হিলদা ॥ ওই বাড়িতেই তোমরা উঠে যাচ্ছো ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ।

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে] ওই বাড়িতেও কি বাচ্চাদের জন্যে ছোটো ছোটো নার্সারী ঘর আছে নাকি ?

হলভার্ড ॥ তিনটে আছে, এখানকার মতো।

হিলদা ॥ এবং তুমি সন্তানহীন !

হলভার্ড ॥ এবং কোনোদিন সন্তান হবে না।

হিলদা ॥ [একটু হেসে] ঠিক ওই কথাই কি আমি বলি নি যে—?

হলভার্ড ॥ যে— ?

হিলদা ॥ যে তুমি একটু—একটু উন্মাদ—

হলভার্ড ॥ ওই কথাটাই কি তুমি ভাবছিলে ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; আজ পর্যন্ত এত ফাঁকা ঘরে আমি ঘুমোই নি।

হলভার্ড ॥ [গলার স্বর নামিয়ে] আমাদের কোনো সন্তান নেই—এলিন আর আমার।

হিলদা ॥ [আগ্রহ ভরে তাঁর দিকে তাকিয়ে] তোমাদের কি—

হলভার্ড ॥ দুটি শিশু। একই বয়স ছিল তাদের।

হিলদা ॥ যমজ, তাহলে।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; যমজ। আজ থেকে এগারো কি বারো বছর আগে।

হিলদা ॥ [সতর্কভাবে] এবং তাদের দুজনেই— ? তোমরা তাহলে তাদের হারিয়েছে ?

হলভার্ড ॥ [শান্ত অথচ আবেগভরে] মাত্র তিন সপ্তাহ তাদের আমরা কাছে রাখতে পেরেছিলাম ; অথবা, তাও না। [হঠাৎ ভেঙ্গে প'ড়ে] ও হিলদা, তুমি এখানে এসে পড়ায় আমার যে কী ভালো হয়েছে তা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

কারণ, এখন এমন একজনকে আমি পেয়েছি যার কাছে আমি মনের কথা খুলে বলতে পারি।

হিলদা ॥ তাঁর—কাছেও বলতে পারো না ?

হলভার্ড ॥ না, এ বিষয়ে নয়। ঠিক যেভাবে আমি বলতে চাই এবং বলা দরকার সেভাবে নয়। [বিষণ্ণভাবে] আর অন্যান্য অনেক বিষয়েও।

হিলদা ॥ [একটু বিষণ্ণ সুরে] মাত্র এইজন্যেই কি আমাকে তোমার প্রয়োজন হয়েছিল ?

হলভার্ড ॥ বিশেষ করে সেইটাই আমি বলতে চেয়েছিলাম মোটের ওপর—গতকাল। কারণ, আজ আর সে সম্বন্ধে আমি অতটা নিশ্চিত নই । [ভেঙে প'ড়ে] হিলদা, এখানে এসো। আমরা দুজনে বসি। বাগানের দিকে যাতে তুমি চেয়ে থাকতে পারো সেইজন্যে এখানে তুমি বসো। [কোণের দিকে একটা সোফার ওপরে হিলদা নিজেই বসে পড়ে। হলভার্ড সোলনেস নিজেই তাঁর চেয়ারটাকে কাছে টেনে আনেন] এ সম্বন্ধে কিছু শুনতে চাও ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ, বসে বসে তোমার কথা শুনতে আমার ভালো লাগে।

হলভার্ড ॥ [বসে] তাহলে এই বিষয়ে সবকিছু তোমাকে আমি বলবো।

হিলদা ॥ এখন মিঃ সোলনেস, তোমার বাগান আর তুমি দুজনকেই আমি দেখতে পাচ্ছি। এবার তাহলে শুরু কর তোমার কাহিনী।

হলভার্ড ॥ [বাঁকানো জানলার দিকে আঙুল বাড়িয়ে] ওখানে—উঁচু মাটির ওপরে—যেখানে নতুন বাড়িটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছো—

হিলদা ॥ বল।

হলভার্ড ॥ আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর এলিন আর আমি ওখানে থাকতাম, ওখানে এক সময় একটা পুরানো বাড়ি ছিল; সেই বাড়িটা ছিল তার মায়ের। সেটা উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা পেয়েছিলাম, আর সেই সঙ্গে বড়ো বাগানের সবটা।

হিলদা ॥ সেই বাড়িটার ওপরে একটা গম্বুজ-ও ছিল নাকি ?

হলভার্ড ॥ না ; ওরকম কিছু ছিল না। বাইরে থেকে সেটাকে দেখলে মনে হতো একটা বড়ো, অন্ধকার, কুৎসিৎ কাঠের বাক্স। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ভেতরটা ছিল বেশ আঁটসাট, পরিচ্ছন্ন, আর আরামের।

হিলদা ॥ তারপরে সেই পুরানো বাড়িটাকে তুমি ভেঙে ফেললে ?

হলভার্ড ॥ না। সেটা পুড়ে গেল।

হিলদা ॥ গোটা বাড়িটা ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; গোটাটা।

হিলদা ॥ সেটা কি তোমার কাছে খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব'লে মনে হয়েছিল ?

হলভার্ড ॥ সেটা নির্ভর করছে কিভাবে তুমি দেখো তার ওপরে। মহাস্থপতি হিসাবে ওই আগুনটাই আমাকে দাঁড় করিয়েছিল –

হিলদা ॥ কিন্তু— ?

হলভাড ॥ ওই ঘটনাটা ঘটেছিল আমার দুটি ছেলের জন্মের ঠিক পরেই—

হিলদা ॥ বেচারা !

হলভার্ড ॥ বেশ স্বাস্থ্য নিয়েই এ জগতে তারা এসেছিল ; তারা বাড়ছিলও বেশ—দিন দিন তাদের বাড় তুমি স্পষ্ট দেখতে পেতে।

হিলদা ॥ শিশুরা প্রথমদিকে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে।

হলভার্ড ॥ এলিন যখন তাদের নিয়ে শুয়ে থাকতো তখন তাকে খুবই সুন্দর দেখাতো — কিন্তু তারপরে এলো সেই রাত্রির আগুন—

হিলদা ॥ [উত্তেজিত ভাবে] কী হলো তারপর— ? আমাকে বলো ! তাদের মধ্যে কেউ পুড়ে গিয়েছিল ?

হলভাড ॥ না ; তা নয়। তাদের দুজনকে নিরাপদে বার ক'রে নিয়ে আসা হয়েছিল।

হিলদা ॥ বেশ ; তারপরে— ?

হলভার্ড ॥ সেই ভয়টা এলিনের শরীরটাকে ভীষণভাবে জখম ক'রে দিয়েছিল। বিপদ-সংকেত—নিরাপদে সবাইকে বার করে আনার ঝঞ্ঝাট—আর যৎপরোনাস্তি তাড়িঘাড়ি—আর সেই সঙ্গে, বরফের মতো ঠাণ্ডা রাত্রির বাতাস—কারণ যেমনভাবে তারা শুয়েছিল তেমনিভাবেই তাদের বার করে আনতে হয়েছিল—তাকে আর বাচ্চাদের।

হিলদা ॥ এই হৈ চৈ হট্টগোলের ধাক্কাট' সহ্য করতে পারে নি তারা ?

হলভার্ড ॥ না—না। সহ্য তারা ঠিকই করেছিল। কিন্তু এলিন জ্বরে পড়লো। তার দুধ গেল কমে। তবু এলিন নিজেই তাদের লালনপালন করতে লাগলো ; কারণ সে বললো —এটা নাকি তার কর্তব্য। আর আমাদের দুটো বাচ্চা শিশু. তারা —[নিজের হাত দুটো মুচড়ে]—তারা—ওহো !

হিলদা ॥ তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগলো ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, তাতে তাদের স্বাস্থ্য খারাপ হতে লাগলো। এইভাবেই তাদের আমরা হারালাম।

হিলদা ॥ এই ধাক্কা সহ্য করা তোমাদের পক্ষে নিশ্চয় খুব কঠিন হয়েছে ?

হলভার্ড ॥ আমার পক্ষে তো বটেই ; কিন্তু এলিনের পক্ষে হয়েছিল দশগুণ বেশি। [চাপা রাগে নিজের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ ক'রে] ও ! এই পৃথিবীতে এইরকম কাজ কাউকে করতে দেওয়া যে কতো বিপজ্জনক ! [সংক্ষিপ্ত আর দৃঢ়ভাবে] যেদিন থেকে তাদের আমি হারিয়েছি সেদিন থেকে গীর্জা তৈরি করার মন আর আমার নেই।

হিলদা ॥ আমাদের শহরের গীর্জার গম্বুজটা কি তোমার ভালো লাগে নি ?

হলভার্ড ॥ না। গম্বুজের কাজটা শেষ হওয়ার পরে আমি যে কতো আরামে নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম তা আমি জানি।

হিলদা ॥ আমিও।

হলভার্ড ॥ এবং এখন আমি কিছুতেই আর ওরকম জিনিস তৈরি করবো না। গীর্জাও নয়, গীর্জার গম্বুজও নয়।

হিলদা ॥ [ধীরে ধীরে, ঘাড় নেড়ে] বাস করার জন্যে মানুষের বাড়ি ছাড়া অন্য কিছু তুমি তৈরি করছ না ?

হলভার্ড ॥ সত্যিকার মানুষের জন্যে, হিলদা।

হিলদা ॥ কিন্তু তার ওপরে থাকবে উঁচু গম্বুজ আর মিনার।

হলভার্ড ॥ যদি তা সম্ভব হয়। [হাল্কা সুরে] কিন্তু যা বলছিলাম, সেই আগুনই আমাকে ক'রে তুলেছে—অর্থাৎ বাড়ি তৈরির মহা কারিগর।

হিলদা ॥ নিজেকে তুমি স্থপতি ব'লে প্রচার কর না কেন—অন্য সবাইকার মতো ?

হলভার্ড ॥ রীতিগতভাবে সেরকম শিক্ষা আমি লাভ করি নি ব'লে। যেটুকু শিক্ষা আমি লাভ করেছি তা নিজেরই চেষ্টায়।

হিলদা ॥ কিন্তু তা সত্ত্বেও, সবই তুমি শিখেছ।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; সেই আগুনেরই দৌলতে। ছোটো ছোটো বাড়ির জন্যে সমস্ত বাগানটাকে আমি টুকরো টুকরো করেছি। আর সেখানেই নিজের ইচ্ছেমতো আমি বাড়ি তৈরি করেছি। তারপর থেকেই, বসতবাড়ি তৈরি করার দিকে এগিয়ে গিয়েছি আমি।

হিলদা। [তাঁর দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে] এই কাজে তুমি যে সুনাম অর্জন করেছ তার জন্যে নিশ্চয় তুমি খুব সুখী।

হলভার্ড ॥ [বিষণ্নভাবে] সুখী ? তুমিও একথা বলছো - অন্য সবাই যা বলে ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ : তোমার হওয়া উচিত : তাই আমি বলবো। যদি তুমি কেবল দুটি ছোটো শিশুর কথা চিন্তা করা বন্ধ কর—

হলভার্ড ॥ [ধীরে ধীরে] ওই দুটি ছোটো শিশু— ওদের ভুলে যাওয়া এত সহজ নয়, হিলদা।

হিলদা ॥ [কিছুটা অনিশ্চিতভাবে] এখনও তাদের ক্ষতি তুমি ভুলতে পারো নি— এত বছর পরে ?

হলভার্ড ॥ [তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে, সেকথার কোনো জবাব না দিয়ে] তুমি বলেছ একজন সুখী মানুষ—

হিলদা ॥ আচ্ছা, এখন কি তুমি সুখী নও—অন্য সব বিষয়ে ?

হলভার্ড ॥ [তার দিকে তাকিয়ে থাকেন] আগুনের কথা তোমাকে বলার পরেও— হুম্—

হিলদা ॥ মানে ?

হলভার্ড ॥ এ ব্যাপারে তোমার মনে কিছু বিশেষ চিন্তার উদয় হচ্ছে না ?

হিলদা ॥ [কোনো কিছু বুঝতে না পেরে] না, আর কী চিন্তা হবে ?

হলভার্ড ॥ [চাপা স্বরে, জোর দিয়ে] সেই আগুনই কেবল মানুষদের জন্যে ঘর তৈরি করতে আমাকে সক্ষম করেছে। বেশ আরামে, আয়েসে, মানুষরা যাতে বাস করতে পারে এমন হাসিতে ভরা বাড়ি, যেখানে বাপ, মা আর তাদের সমস্ত ছেলেমেয়েরা

নিরাপদে আর আনন্দে জীবন কাটাতে পারবে—পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যে কতো আনন্দের তা বুঝতে পারবে তারা এবং ছোটো, বড়ো সব ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে গড়ে তুলবে স্নেহপ্রীতিভরা সংসার।

হিলদা ॥ [আবেগের সঙ্গে] ভালো কথা ; এইরকম সুন্দর বাড়ি যে তুমি তৈরি করতে পেরেছ এটা কি তোমার কাছে খুব একটা সুখের বিষয় নয় ?

হলভার্ড ॥ কিন্তু মূল্য, হিলদা—এই সুযোগ পাওয়ার জন্যে আমাকে কী ভয়ংকর মূল্য দিতে হয়েছে তা কি তুমি বুঝতে পারছো না ?

হিলদা ॥ কিন্তু সেটা কি কোনোদিন তুমি ভুলতে পারবে না ?

হলভার্ড ॥ না, একথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না যে অন্যদের জন্যে বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে, যেটা আমার নিজের বাড়ি হতে পারতো সেটা থেকে আমাকে চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত হ'তে হয়েছে। অর্থাৎ এমন একটা ঘরের কথা আমি বলছি যেখানে ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ ক'রে বেড়াবে—আর সেই সঙ্গে তাদের বাবা আর মায়েরাও।

হিলদা ॥ [সাবধানে] কিন্তু সেটা করার প্রয়োজনীয়তা কি সত্যিই তোমার ছিল ? চিরকালের জন্যে, যা তুমি বলছো ?

হলভার্ড ॥ [ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে] লোকে যে আনন্দের কথা বলে তার দাম ছিল এইটি। [কষ্টে শ্বাস ফেলে] এই সুখ, এই আনন্দ—হুম্—এর চেয়ে কম দামে পাওয়া যায়নি—হিলদা !

হিলদা ॥ [আগের মতো] কিন্তু সেই দুঃখ কি এখনও তুমি ভুলে যাও নি ?

হলভার্ড ॥ না, না—কোনোদিন না—কোনদিন না। তা ছাড়া, এই আগুনের ফলে আর একটা ঘটনা ঘটেছে—পরে ; আর সেটা হচ্ছে এলিনের অসুস্থতা।

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে একটা অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থেকে] এবং তার পরেও তুমি শিশুদের জন্যে এইরকম সব ছোটো ছোটো ঘর তৈরি করছো ?

হলভার্ড ॥ [বেশ অর্থপূর্ণভাবে] কিন্তু অসম্ভব—হ্যাঁ, অসম্ভব জিনিসই যে মানুষকে যাদু করে, টেনে নিয়ে যায় তা কি কোনোদিন তুমি লক্ষ্য করনি, হিলদা ?

হিলদা ॥ [চিন্তা ক'রে] অসম্ভব ! [বেশ উদ্দীপ্ত হয়ে] ঠিক, ঠিক ! তুমিও কি তা-ই মনে করো ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; করি।

হিলদা ॥ তাহলে নিশ্চয় তোমার মনের মধ্যেও একটা কিছু ভূতুড়ে ব্যাপার রয়েছে।

হলভার্ড ॥ কেন ? ভুতুড়ে কেন ?

হিলদা ॥ এটাকে তাহলে তুমি কী বলবে ?

হলভার্ড ॥ [উঠে] বোধ হয়, বোধ হয়, তুমি ঠিকই বলেছ। [বেশ জোরে] কিন্তু সব সময়ে—প্রতিটি কাজেই যখন এইরকম একটা ছায়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তার শিকার না হয়ে আমার উপায় কী ?

হিলদা ॥ অর্থাৎ ?

হলভার্ড ॥ [ধীরে, ধীরে ; চাপা একটা আবেগের সঙ্গে] হিলদা, তোমাকে আমি যা বলছি তা ভালোভাবে শোনো। বাড়ি তৈরি করা বলো, সৃষ্টি করা বলো—সৌন্দর্য, নিরাপত্তা, আনন্দ, সুখ—আ! জাঁকজমক বলো—যা কিছু করতে আমি সফল হয়েছি—[মুষ্টিবদ্ধ ক'রে]—সে কথা ভাবাও কি ভয়ংকর নয় যে—।

হিলদা ॥ কোন্‌টা এমন ভয়ংকর ?

হলভার্ড। তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে যা কিছু আমাকে দিতে হয়েছে—টাকায় নয়—সবই ওই মানবিক সুখের মূল্যে। আর সে সুখ কেবল আমারই নয়—অন্য লোকেরও। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা কি তোমার চোখে পড়েছে, হিলদা ? শিল্পী হিসাবে সমাজে আমার আজ যে সুনাম তার জন্যে আমাকে এই দাম দিতে হয়েছে—আর অন্য মানুষদেরও। আর প্রতিটি দিন সেই মূল্য আমাকে দিতে হচ্ছে—নতুনভাবে। বার বার - দিন দিন—চিরকাল চিরকাল !

হিলদা ॥ [উঠে, তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] এখন আমি বুঝতে পারছি তুমি একথা বলছো— তোমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, বিশেষ ক'রে এলিনের কথা চিন্তা করেই। কারণ, এলিনের জীবনে একটা কাজ আছে—ঠিক আমারই মতো। [স্বর কাঁপতে থাকে] কিন্তু তার সেই কাজের আনন্দকে রুদ্ধ করতে হয়েছে, গুঁড়িয়ে ফেলতে হয়েছে, হয়েছে নির্মূল করতে —আমার জন্যে, আমার প্রতিষ্ঠাকে, আমার বিরাট জয়কে জোর ক'রে সফল করার উদ্দেশ্যে। কারণ, তোমারও অবশ্যই জানা উচিত যে তৈরি করার প্রতিভা এলিনেরও ছিল।

হিলদা ॥ তাঁর ! বাড়ি তৈরি করার ?

হলভার্ড ॥ [ঘাড় নেড়ে] বাড়ি নয়, গম্বুজ নয়—চূড়ার মাথা নয়—আমি যা করি তা নয়—

হিলদা ॥ তাহলে ?

হলভার্ড ॥ [ভাবের আবেগে] শিশুদের আত্মা তৈরি করার—হিলদা। শিশুদের আত্মাগুলিকে সুসমঞ্জস ক'রে, মহৎ আর সুন্দর ক'রে গঠন করার কাজে। তাদের শিরদাঁড়া শক্ত করিয়ে পুরো মানুষ করার কাজে। ওতেই ছিল এলিনের প্রতিভা। সেই প্রতিভা এখন—চিরকালের জন্যে অব্যবহৃত আর অব্যবহার্য হয়ে পড়ে রইলো —পৃথিবীর কারুরই কোনো কাজে আর যে লাগবে না ঠিক আগুনে পোড়া ছাই-এর মতো।

হিলদা ॥ বেশ কথা ; কিন্তু যদি তাই হয়—?

হলভার্ড ॥ তাই ! তাই ! আমি তা জানি !

হিলদা ॥ বেশ ! কিন্তু যাই হোক, তার জন্যে তুমি দায়ী নও।

হলভার্ড ॥ [তার দিকে চোখ নিবদ্ধ ক'রে এবং ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে] ওইটাই তো বড়ো ভয়ংকর প্রশ্ন। এই সন্দেহটাই আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে—দিন আর রাত।

হিলদা ॥ ওইটা ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। ধর, দোষটা আমার—একভাবে।

হিলদা ॥ তোমার দোষ ! ওই আগুন !

হলভার্ড ॥ সবকিছু—সমস্ত কিছু। এবং তবুও হয়তো—ওতে আমার কোনো হাত নাও থাকতে পারে।

হিলদা ॥ [অস্থিরতার সঙ্গে] এইভাবে যদি তুমি চিন্তা করো—তাহলে আমার ভয় হচ্ছে সত্যিই তুমি হয়ত অসুস্থ !

হলভার্ড ॥ হুম্ ! মনে হয়, সুস্থ মনটাকে কোনোদিনই আর আমি ফিরে পাবো না।

[বাঁদিকে কোণের ছোটো দরজাটা সন্তর্পণে খুলে রাজনার ব্রোভিক মাথা গলায়। হিলদা সামনে এগিয়ে আসে]

রাজনার ॥ [হিলদাকে দেখে] ও ! কিছু মনে করবেন না, মিঃ সোলনেস—[চ'লে যাওয়ার চেষ্টা করে]

হলভার্ড ॥ না, না—যেয়ো না। এসো, ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলি।

রাজনার ॥ ও—হ্যাঁ ; যদি তা সম্ভব হতো।

হলভার্ড ॥ তোমার বাবার শরীর ভালো নয়—শুনলাম ?

রাজনার ॥ বাবা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছেন—সেইজন্যে আমার যে-কোনো একটা নক্সার সম্বন্ধে কিছু ভালো কথা বলার জন্যে আমি আপনাকে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। বাবার পড়ার জন্যে কিছু—তাঁর মৃত্যুর—

হলভার্ড ॥ [চ'টে, জোর ক'রে] তোমার ওই নক্সাগুলির সম্বন্ধে আর কোনো কথা আমি শুনতে রাজি নই !

রাজনার ॥ সেগুলি দেখেছেন ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ—দেখেছি।

রাজনার ॥ সত্যিই কি কিছু হয় নি ?—আমি কি একেবারে অপদার্থ ?

হলভার্ড ॥ [উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে] রাজনার, আমার সঙ্গে তুমি থাকো। তোমার ইচ্ছেমতো সবকিছু এখানে তুমি করার সুযোগ পাবে। তাহলে, কেয়াকে তুমি বিয়ে ক'রে আরামে আর সুখে বাস করতে পারবে—যদি কপাল তোমার ভালো হয়। কেবল নিজে বাড়ি তৈরি করার কথাটা তুমি চিন্তা করো না।

রাজনার ॥ খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা। তাহলে বাড়ি গিয়ে আপনার কথা বাবাকে বলি গিয়ে। সেই কথাই বাবাকে আমি বলে এসেছিলাম। এই কথাই কি তাহলে বাবাকে গিয়ে আমি বলবো—তাঁর মৃত্যুর আগে ?

হলভার্ড ॥ [চাপা আর্তনাদ ক'রে] বলো—বলো—যা তোমার ইচ্ছে—আমার সম্বন্ধে।

তাঁকে কিছু না বলাই সবচেয়ে ভালো হবে। [হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে] রাজনার, আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

রাজনার ॥ নক্সাগুলো কি আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; নিয়ে যাও। নিয়ে যাও। সেগুলো টেবিলের ওপরে রয়েছে।

রাজনার ॥ [টেবিলের কাছে গিয়ে] ধন্যবাদ।

হিলদা ॥ [ফাইলের ওপরে হাত রেখে] না, না। এখানে থাক।

হলভার্ড ॥ কেন ?

হিলদা ॥ কারণ, ওগুলি আমি একবার দেখতে চাই।

হলভার্ড ॥ কিন্তু তুমি—[রাজনারকে] আচ্ছা, রেখে যাও।

রাজনার ॥ ঠিক আছে।

হলভার্ড ॥ এবং এখনই বাবার কাছে ফিরে যাও।

রাজনার ॥ হ্যাঁ ; অবশ্যই।

হলভার্ড ॥ [যেন মরিয়া হয়ে] রাজনার, যা আমার ক্ষমতার বাইরে সেরকম কাজ করতে আমাকে তুমি বলো না। কোনোমতেই, না।

রাজনার ॥ না - না। বলবো না—। কিছু মনে করবেন না—

[মাথা নিচু ক'রে কোণের দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে আয়নার পাশে একটা চেয়ারে হিলদা বসে]

হিলদা ॥ [হলভার্ডের দিকে রাগ ক'রে তাকিয়ে] তুমি যা করলে তা খুবই বিশ্রী কাজ।

হলভার্ড ॥ তোমার তাই মনে হচ্ছে ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; কুৎসিৎ, কঠোর, খারাপ আর সেই সঙ্গে নির্মম।

হলভার্ড ॥ কিন্তু আমার অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছো না।

হিলদা ॥ তাতে কিছু আসে যায় না—। আমি বলছি ওরকম কাজ করাটা তোমার উচিত হয় নি।

হলভার্ড ॥ তুমি এইমাত্র বললে যে আমি ছাড়া বাড়ি তৈরি করতে কাউকে দেওয়া হবে না।

হিলদা ॥ আমি বলতে পারি—কিন্তু তোমার ও কাজ করা কিছুতেই উচিত হয়নি।

হলভার্ড ॥ নিশ্চয় উচিত—এই কাজের জন্যে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে আমাকে—সকলের চেয়ে বেশি।

হিলদা ॥ তা হয়েছে—গার্হস্থ্য সুখ—আর ওই জাতীয় ব্যাপার বলতে তুমি যা বোঝো।

হলভার্ড ॥ আর সেই সঙ্গে আমার মনের শান্তি।

হিলদা ॥ [উঠে] মনের শান্তি ! [আবেগের সঙ্গে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। হতভাগ্য, মিঃ সোলনেস, তুমি মনে করছো যে —

হলভার্ড ॥ [শান্ত, রসিক হাসি হেসে] আবার বসো, হিলদা ; আমি তোমাকে কিছু মজার কথা বলবো।

হিলদা ॥ [ব'সে, আগ্রহের সঙ্গে] কী কথা ?

হলভার্ড ॥ ব্যাপারটা খুবই হাস্যকর। কারণ, সমস্ত গল্পটাই একটা ফাটা চিমনীকে নিয়ে।

হিলদা ॥ তাছাড়া, অন্য কিছু নয় ?

হলভার্ড ॥ না, শুরুতে।

[হিলদার সামনে চেয়ারটা টেনে এনে বসেন]

হিলদা ॥ [অস্থির ভাবে, নিজের হাঁটুতে চপেটাঘাত ক'রে] এখন, চিমনীফাটার গল্পটা শুনি।

হলভার্ড ॥ ঘরে আগুন লাগার অনেক, অনেক আগে চিমনীর ধূমনালির ভেতরে আমি একটা ছেঁদা দেখেছিলাম। চিলেকোঠায় যখনই আমি যেতাম তখনই দেখতাম ছেঁদাটা আছে কি না।

হিলদা ॥ এবং সেটা ছিল ?

হলভার্ড ॥ ছিল ; কিন্তু সেটার কথা আর কেউ জানতো না।

হিলদা ॥ আর সে সম্বন্ধে তুমি কোনো উচ্চবাচ্য করো নি ?

হলভার্ড ॥ না।

হিলদা ॥ এবং সেটা সারানোরও চেষ্টা করো নি ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ : ভেবেছিলাম ; কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। প্রত্যেকবারই যখন সারাতে গিয়েছি তখনই মনে হয়েছে আমাকে কে যেন পেছন থেকে টেনে রেখেছে। আমি ভাবতাম—আজ নয়, কাল করা যাবে। কিন্তু কিছুই আর করা হয় নি।

হিলদা ॥ কিন্তু সারানোর কাজটাকে তুমি পিছিয়ে দিচ্ছিলে কেন ?

হলভার্ড ॥ কারণ, কিছু একটা মনে মনে ভাবছিলাম আমি। [ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে] ধূম্রনালির সেই ছোটো ফোকরের ভেতর দিয়ে, ভাবছিলাম আমি জোর ক'রে ওপরে উঠবো – গৃহনির্মাতা হিসাবে।

হিলদা ॥ [সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] নিশ্চয় খুবই রোমাঞ্চকর পরিকল্পনা !

হলভার্ড ॥ একেবারে অপ্রতিরোধ্য—হ্যাঁ ; সত্যিই তাই। কারণ, সেই সময় কাজটাকে অত্যন্ত সহজ, সরল ব'লে মনে হয়েছিল আমার। আমি চেয়েছিলাম শীতকালেই ঘটনাটা ঘটুক—মধ্যাহ্ন ভোজনের ঠিক একটু পরেই। এলিনকে সঙ্গে নিয়ে স্লেজ গাড়িতে চেপে আমার বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। বাড়ির লোকদের ওপরে ভার ছিল স্টোভে গনগনে আগুন জ্বালিয়ে রাখার –

হিলদা ॥ সেদিনটা খুব ঠাণ্ডা ছিল ব'লে বোধ হয় ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; একেবারে কনকনে ঠাণ্ডা। আর তারা চেয়েছিল এলিন ফিরে আসার পরে ঘরটা যেন বেশ গরম হয়ে থাকে।

হিলদা ॥ মিসেস সোলনেস নিশ্চয় খুবই শীতকাতরে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; তাই। সেইজন্যে বাড়ি ফেরার পথে ধোঁয়াটা আমাদের চোখে পড়েছিল।

হিলদা ॥ শুধু ধোঁয়া ?

হলভার্ড ॥ প্রথমে ধোঁয়া। আমরা যখন বাগানের পাশে এসে দাঁড়ালাম কাঠের বাড়িটা তখন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। আমি তাই চেয়েছিলাম - বুঝেছ ?

হিলদা ॥ হায়, হায় ভগবান ! এটা কি ওইভাবে না ঘটে পারতো না !

হলভার্ড ॥ সে-প্রশ্ন তুমি করতে পারো, হিলদা !

হিলদা ॥ আচ্ছা শোনো ; শোনো, মিঃ সোলনেস ! আগুনটা যে সেই চিমনীর ফোকর থেকে বেরোচ্ছিল সেবিষয়ে তুমি কি একেবারে নিশ্চিত ছিলে ?

হলভার্ড ॥ না ; ঠিক উল্টো ! আমি নিশ্চিত ছিলাম যে সেই ফোকরের সঙ্গে আগুনের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

হিলদা ॥ মানে ?

হলভার্ড ॥ বাড়ির অন্য পাশে রাখা কাগজের একটা আলমারির মধ্যে সেই আগুনটা লেগেছিল। অনুসন্ধান করে সেবিষয়ে একেবারে নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল।

হিলদা ॥ তাহলে, চিমনীর ওই ফোকরটার সম্বন্ধে আবোলতাবোল কী বকছো ?

হলভার্ড ॥ আমাকে আর একটু বলতে দাও, হিলদা।

হিলদা ॥ হ্যাঁ, বলো — যদি আবোলতাবোল না বকো —

হলভার্ড ॥ চেষ্টা করবো ! [আরও কাছে চেয়ারটা সরিয়ে আনেন]

হিলদা ॥ বলো--বলো !

হলভার্ড ॥ [কথাটা যে গোপন এইভাবে] হিলদা, তুমি কি একথা বিশ্বাস কর না যে পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, তাঁরা বিশেষ ধরনেরই মানুষ -- ঈশ্বর তাঁদের এমন একটা শক্তি দিয়েছেন যে, তাঁরা যা চান, যা আশা করেন, আর পাবেন ব'লে নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে ব্যবহার করেন - বারবার অমোঘভাবে— শেষ পর্যন্ত ঠিক সেই জিনিসটি তাঁরা পান ? এটা তুমি বিশ্বাস কর না ?

হিলদা ॥ [চোখমুখের ওপরে একটু অদ্ভুত ভাব প্রকাশ ক'রে] যদি তাই হয়, তাহলে একদিন আমরা দেখবো - ঈশ্বরের সেই বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট মুষ্টিমেয় মানুষদের মধ্যে আমি একজন কি না।

হলভার্ড ॥ এইরকম মহৎ কাজগুলি কেউ একা করতে পারে না ; তাকে সাহায্য করার জন্যে অন্য মানুষদেরও দরকার। তাদের-ও এতে অংশ আছে—যদি সেটা কোনো ভালো কাজ হয়। কিন্তু সেই কাজগুলি কোনোদিনই আপনা-আপনি হয়ে যায় না। তাদের আহ্বান জানাতে হয় বারবার—একান্তভাবে, মনে মনে। বুঝেছ ?

হিলদা ॥ এইসব সাহায্যকারী কারা ?

হলভার্ড ॥ সে কথা অন্য সময় আমরা আলোচনা করবো। বর্তমানে আমরা এই আগুনটা দিয়ে কথা বলি, এসো।

হিলদা ॥ তোমার কি মনে হয় না যে তুমি না চাইলেও, আগুনটা ধরতো ?

হলভার্ড ॥ বাড়িটা যদি নুট ব্রোভিকের হতো তাহলে বাড়িটা তার সুযোগ ক'রে

দেওয়ার জন্যে অত সহজে কখনই পুড়ে যেতো না। সেবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। কারণ, সাহায্যকারী বা স্বর্গীয় দূতদের কীভাবে ডাকতে হয় তা তিনি জানেন না। [মনে মনে অস্থির হয়ে] দুটি শিশুকে যে জীবন দিতে হয়েছে তার জন্যে দায়ী যে আমি তা তুমি বুঝতেই পারছো, হিলদা। যা হওয়া উচিত ছিল এদিন যে তা হতে পারে নি, এবং কোনোদিন হ'তে পারবে না তার জন্যে তোমার কি মনে হয় আমিই দায়ী নই ?—আর যা সে হ'তে চেয়েছিল ?

হিলদা ॥ বুঝলাম ; কিন্তু এটা যদি কেবল সাহায্যকারী আর স্বর্গীয় দূতদের —?

হলভার্ড ॥ তাদের ডেকেছিল কে ? আমি ! আর সেইজন্যেই তাঁরা এসে আমার ইচ্ছার কাছে মাথা নুইয়েছিলেন। [ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে] এইটাকেই লোকে বলে ভাগ্য। কিন্তু সেই ভাগ্যটা কীরকম সেকথা তোমাকে আমি বলছি। সেই ভাগ্যটা আমার বুকের ওপরে ভারি বোঝার মতো হয়ে চেপে বসেছে। আর আমার সেই ক্ষতটাকে বাঁধার জন্যে সেই সব দেবদূতেরা অন্য মানুষদের চামড়া ছিঁড়ে নিচ্ছেন। তবু, আমার ঘা শুকোচ্ছে না। না—না, কোনোদিনই তা শুকাবে না। ওঃ ! এ বেদনা যে মাঝে মাঝে কী টনটন ক'রে ওঠে তা তুমি জানো না।

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে বেশ ভালোভাবে তাকিয়ে] তুমি অসুস্থ, শিল্পী বিশারদ ! খুবই অসুস্থ—আমার খুব বিশ্বাস।

হলভার্ড ॥ উন্মাদ বলো। তাই তুমি বলতে চাইছো।

হিলদা ॥ না। তুমি যে কিছু অন্যায় চিন্তা করছো সেকথা আমি বলছি নে।

হলভার্ড ॥ তাহলে, কী ? বলে ফেলো।

হিলদা ॥ ঠিক বুঝতে পারছি নে -তুমি একটা রুগ্ন বিবেক নিয়ে যে পৃথিবীতে আসো নি সেবিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত নই।

হলভার্ড ॥ রুগ্ন বিবেক ! সেটা আবার কী ?

হিলদা ॥ আমি বলতে চাই তোমার বিবেক খুবই দুর্বল, অর্থাৎ খুবই ক্ষীণজীবী। কোনো কিছু সমস্যাকে সমাধান করতে তুমি পারো না—কোনো ভারি জিনিস বইতে পারো না তুমি।

হলভার্ড ॥ [বিড়বিড় ক'রে] হুম্। জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, কার বিবেক এই-রকম হওয়া উচিত নয় ?

হিলদা ॥ আমি চাই তোমার বিবেক হবে শক্তসমর্থ।

হলভার্ড ॥ ও ; তাই বুঝি ? আশা করি তোমার তা আছে।

হিলদা ॥ আছে। সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার বিবেক যে দুর্বল সেরকম কোনো নজির আমি পাই নি।

হলভার্ড ॥ আমার ধারণা, সেরকম পরীক্ষার মুখে কোনোদিন তোমাকে পড়তে হয় নি।

হিলদা ॥ [ঠোঁট বাঁকিয়ে] বাবাকে ছেড়ে আসা অতটা সহজ নয়-- আমি তাঁকে খুব ভালোবাসি।

হলভার্ড ॥ হায় ভগবান ! দু' এক মাসের জন্যে —

হিলদা ॥ ভাবছি, আমি আর কোনোদিন বাড়ি ফিরে যাবো না।

হলভার্ড ॥ কোনোদিন না ? কিন্তু তুমি তাঁকে ছেড়ে চলে এলে কেন ?

হিলদা ॥ [কিছুটা আন্তরিক, আর কিছুটা শ্লেষের সঙ্গে] দশ বছর যে পেরিয়ে গিয়েছে তা কি তুমি ভুলে গিয়েছ ?

হলভার্ড ॥ ওসব বাজে কথা রাখো। বাড়িতে কোনো গোলমাল হয়েছে ? নাকি ?

হিলদা ॥ [বেশ ভারিক্কী চালে] আমার এই প্রবৃত্তিটাই আমাকে ঠেলে, গুঁতিয়ে, লোভ দেখিয়ে ঘর থেকে বার করিয়ে এনেছে।

হলভার্ড ॥ [আগ্রহভ'রে] এইবার, তোমাকে ধরেছি, হিলদা ! আমার মতো, তোমার মাথাতেও একটা ভূত চেপেছে, কারণ, এটা - এটা সেই ভূত—বুঝেছ—যে আমাদের বাইরের শক্তিগুলিকে ডেকে নিয়ে আসে। তাহলে, স্বীকার করো, আর, ছাই, না করো, তোমাকে একবারে হার স্বীকার করতেই হচ্ছে।

হিলদা ॥ আমার খুবই মনে হচ্ছে—তুমি ঠিকই বলেছ।

হলভার্ড ॥ [মেঝের ওপরে পায়চারি ক'রে] হিলদা ; পৃথিবীতে অসংখ্য শয়তান ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ তাদের দেখতে পায় না।

হিলদা ॥ শয়তানও ?

হলভার্ড ॥ [থেমে] ভালো শয়তান, খারাপ শয়তান। পাতলা-চুলওয়ালা শয়তান, কালো-চুলো শয়তান। পাতলা, না, কালো—কোন্ শয়তান যে তোমাকে পাকড়াছে তা যদি তুমি জানতে পারতে ! [পায়চারি করেন] হো—হো ! তাহলে, খুবই সহজ হতো !

হিলদা ॥ [চোখ দিয়ে তাঁকে অনুসরণ ক'রে] অথবা, কারও যদি সত্যিকার বলিষ্ঠ, আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বিবেক থাকে—তাহলে, নিজের ইচ্ছেমতো মানুষ সবকিছুই করতে পারতো।

হলভার্ড ॥ [টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে গিয়ে] আমার ধারণা, এই বিষয়ে আমার মতো অনেক মানুষই একেবারে তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

হিলদা ॥ এই মন্তব্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

হলভার্ড ॥ [টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে] প্রাচীন বীরপুরুষদের যুগে—নরওয়ের প্রাচীন কোনো বীরপুরুষের কাহিনী তুমি পড়েছ ?

হিলদা ॥ ও—হ্যাঁ। পড়েছি। যখন আমি বইটই পড়তাম, তখন—

হলভার্ড ॥ সেই সব পুরানো কাহিনীতে তুমি নরওয়ের জলদস্যুদের কথা পড়ে থাকবে।

তারা জাহাজ ভাসিয়ে বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াতো, লুটপাট করতো, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতো আর মেরে ফেলতো মানুষকে—

হিলদা ॥ আর জোর ক'রে ধরে নিয়ে যেতো মেয়েমানুষদের –

হলভার্ড ॥ আর তাদের বন্দী ক'রে রাখতো—

হিলদা ॥ —জাহাজে ক'রে নিয়ে যেতো তাদের বাড়িতে—

হলভার্ড ॥ —আর তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতো—একেবারে জঘন্য পিশাচের মতো।

হিলদা ॥ [চাহনিটাকে একটু নিচু ক'রে, সামনের দিকে তাকিয়ে] আমার মনে হয় খুবই রোমাঞ্চকর !

হলভার্ড ॥ [ছোটো, কিন্তু বেশ হেসে] মেয়েছেলের নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা ?

হিলদা ॥ এইভাবে অপরের ঘাড়ে চেপে পালিয়ে যাওয়াটা।

হলফার্ড ॥ [তার দিকে একটু তাকিয়ে] বটে ! বটে !

হিলদা ॥ [মনে হলে, আলোচনার সূত্রটি ছিঁড়ে দিয়ে] কিন্তু এইসব জলদস্যুদের কথা তুমি তুললে কেন ?

হলভার্ড ॥ এইজন্যে যে এইসব জলদস্যুদের বিবেক ছিল খুবই শক্তিশালী। ইচ্ছে হলে, সেকথা তুমি বলতে পারো ! আবার যখন তারা বাড়িতে ফিরে আসতো তখন তারা খানাপিনা করতো, সুখী হতো শিশুদের মতো। আর সেই মেয়েরাও ! তারা প্রায় কোনো কারণেই তাদের ছেড়ে আসতে চাইতো না। এটা তুমি বুঝতে পারো, হিলদা ?

হিলদা ॥ খুব পারি।

হলভার্ড ॥ পারো ? তুমি নিজে হয়ত ওইরকমই করতে ?

হিলদা ॥ কেন নয় ?

হলভার্ড ॥ স্বেচ্ছায়—ওইরকম বদমাশদের সঙ্গে বসে করতে ?

হিলদা ॥ কোনো বদমশাকে আমি যদি ভালোবাসতাম—

হলভার্ড ॥ ভালোবাসতে পারতে ?

হিলদা ॥ হায় ঈশ্বর ! কে যে কাকে ভালোবেসে ফেলবে তা সে যে জানে না একথা তুমি ভালোভাবেই জানো !

হলভার্ড ॥ [তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে] না—না। তা নয়। মানুষের মধ্যে যে পিশাচটা থাকে সে-ই তাকে এইসব কাজ করায়।

হিলদা ॥ [একটু হেসে] আর ওইসব শয়তানের চেলারা—যারা তোমার খুবই পরিচিত—পাতল চুলো আর কালো চুলো—ওরা।

হলভার্ড ॥ [শান্তভাবে] তাহলে আশা করি, তোমার জন্যে তারা সাবধানে নির্বাচন করবে।

হিলদা ॥ আমার জন্যে ইতিমধ্যেই যা নির্বাচন করার কথা তা তারা করেছে। তার আর নড়চড় হবে না।

হলভার্ড ॥ [আগ্রহভরে তাকিয়ে] হিলদা, তুমি হচ্ছো বনের বুনো পাখির মতো।

হিলদা ॥ মোটেই তা নয়। নিজেকে আমি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখি নে।

হলভার্ড ॥ উঁহু। তোমার মধ্যে শিকারী পাখির মতো কিছু আছে।

হিলদা ॥ সম্ভবত, ওই জাতীয়ই কিছু হবে। [অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে] কিন্তু পুরোপুরি শিকারী পাখি নয় কেন? অন্য শিকারী পাখিদের মতো, আমি শিকার ক'রে বেড়াবো না কেন? যাকে আমি শিকার করতে চাই তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবো না কেন—যদি তার শরীরে আমার নখ বসাতে, আর তাকে নিয়ে যা আমার করার ইচ্ছে তাই করতে পারি !

হলভার্ড ॥ হিলদা, তুমি কী তা কি তুমি জানো ?

হিলদা ॥ জানি। মনে হয় আমি একটা অদ্ভুত রকমের পাখি।

হলভার্ড ॥ না। তুমি হচ্ছো উষার মতো। তোমার দিকে তাকালে মনে হয় আমি সূর্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

হিলদা। আচ্ছা বল তো, তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি আমাকে ডাকোনি? মনে মনে?

হলভার্ড ॥ [আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে] আমার খুব মনে হচ্ছে তোমাকে আমি ডেকে থাকবো।

হিলদা ॥ আমাকে নিয়ে তুমি কী করতে চেয়েছিলে?

হলভার্ড ॥ হিলদা, তুমি হচ্ছে যুব-সম্প্রদায়ের।

হিলদা ॥ [হাসে] যে যুব-সম্প্রদায়ের ভয়ে তুমি এত অস্থির?

হলভার্ড ॥ [ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে] আর, মনে মনে-যাদের পাওয়ার জন্যে আমি এত লালায়িত? [হিলদা উঠে পড়ে, ছোটো টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়; এবং রাজনার ব্রোভিকের নক্সাগুলো নিয়ে আসে]

হিলদা ॥ [ফাইলটা তাঁর সামনে ধ'রে] আমরা এই নক্সাগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম—

হলভার্ড ॥ [সংক্ষিপ্তভাবে, হাত নাড়িয়ে সেগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিৎ ক'রে ওগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও। ওসব আমি ভালো ক'রেই দেখেছি।

হিলদা ॥ তা দেখেছ; কিন্তু তুমি যে এগুলি মনোনীত ক'রেছ সেকথা এগুলির ওপরে তোমাকে লিখে দিতে হবে।

হলভার্ড ॥ আমাকে? লিখে দিতে হবে? কভী নেহী।

হিলদা ॥ কিন্তু বেচারা বৃদ্ধটি যে মৃত্যুর দ্বারে এসে পেঁৗছেছেন। তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তাঁকে আর তাঁর ছেলেকে কি এটুকু আনন্দ তুমি দিতে পারো না? এগুলি কাজে লাগিয়ে সে হয়ত কিছু কমিশনও পেতে পারবে।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, সেইটাই সে পাবে—সেবিষয়ে সে নিশ্চিত - এই চালাক ছোকরাটি।

হিলদা ॥ তাই যদি হয়—তাহলে তুমি কি একবারও একটু মিথ্যে কথা লিখতে পারবে না—যাকে বলে সাদা মিথ্যে—তাঁরা যাতে আঘাত না পান সেইজন্যে একটু?

হলভার্ড ।। মিথ্যে কথা লিখবো ? [চ'টে] হিলদা, ওইসব জঘন্য নক্সাগুলিকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও ।

হিলদা ।। [ফাইলটা নিজের আরো কাছে একটু টেনে এনে] শোনো, শোনো, শোনো—আমাকে কামড়ে দিয়ো না । তুমি পিশাচদের কথা বল না । আমার ধারণা, তুমি নিজেই সেইরকম ব্যবহার করছো । [চারপাশে তাকিয়ে] তোমার কলম আর কালি কোথায় ?

হলভার্ড ।। ওসব এখানে নেই ।

হিলদা ।। [দরজার দিকে গিয়ে] ওই যুবতীটি যেখানে কাজ করে সেই অফিসে—

হলভার্ড ।। হিলদা, যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছ সেইখানেই থাকো । তুমি বলছো, আমার একটা মিথ্যে কথা বলা উচিত । ঠিক কথা । তার বুড়ো বাবার জন্যে আমার তাই করা উচিত —কারণ, আসার সময় আমি তাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলাম—মাড়িয়ে ছিলাম পায়ের নিচে—

হিলদা ।। তাঁকেও ?

হলভার্ড ।। নিজের জন্যে আমার জায়গার দরকার ছিল । কিন্তু এই রাজনার,—ওকে কিছুতেই সামনে আসতে দেওয়া হবে না ।

হিলদা ।। আহা, বেচারা ! তার জন্যে তোমার ভয় করার দরকার নেই । তার ভেতরে যদি কিছু না থাকে—

হলভার্ড ।। [তার কাছে সরে এসে, তার দিয়ে তাকিয়ে, ফিসফিস ক'রে] রাজনার ব্রোভিক একবার সুযোগ পেলে আমাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে দেবে—গুঁড়িয়ে ফেলবে আমাকে—তার বাবাকে আমি যেমন ফেলেছিলাম ।

হিলদা ।। তোমাকে ? সে সাধ্য তার রয়েছে ?

হলভার্ড ।। রয়েছে—সেদিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারো । যে যুব-সম্প্রদায় আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ার জন্যে উঁচিয়ে রয়েছে—হলভার্ড সোলনেসকে শেষ করার জন্যে ও তাদেরই একজন ।

হিলদা ।। [একটি শান্ত তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে] আর তবুও তুমি তার রাস্তা বন্ধ করে রাখবে ? ছিঃ ছিঃ—মিঃ সোলনেস !

হলভার্ড ।। এই যুদ্ধে আমাকে যথেষ্ট রক্তদান করতে হয়েছে—সে রক্ত হচ্ছে আমার হৃদয়ের । আর এ বিষয়ে আমার ভয় হচ্ছে দেবদূতেরা বা পিশাচেরা এবার হয়ত আমার ডাকে আর সাড়া দেবে না ।

হিলদা ।। তাহলে, তাদের বাদ দিয়েই তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে । এছাড়া আর কিছু করণীয় তোমার নেই ।

হলভার্ড ।। তার কোনো আশা নেই, হিলদা । ভাগ্যের চাকা ঘুরবেই । একটু আগে, বা, একটু পরে । প্রতেরোধ অনিবার্য ।

হিলদা ।। [খুবই মর্মাহত হয়ে, হাত দিয়ে দুটো কান বুজিয়ে] ওভাবে কথা বলো না ।

তুমি কি আমাকে মেরে ফেলতে চাও? আমার জীবনের চেয়ে যা মূল্যবান সেটাই তুমি কিড়ে নিতে চাও?

হলভার্ড ॥ এবং সে বস্তুটা কী?

হিলদা ॥ তোমাকে মহান দেখার ইচ্ছা। একটা মালা হাতে দিয়ে উঁচুতে, আরো উঁচুতে ওঠতে দেখার ইচ্ছা! [আবার শান্ত হয়ে] এস। এখন তোমার পেন্সিলটা বার কর। নিশ্চয় তোমার কাছে পেন্সিল আছে?

হলভার্ড ॥ [পকেটবই বার ক'রে] এখানে একটা আছে।

হিলদা ॥ [ফাইলটাকে সোফা-টেবিলের ওপরে খুলে] ঠিক আছে। এখন এসো, এইখানে বসা যাক। [হলভার্ড বসেন। হিলদা পেছনে দাঁড়ায়, চেয়ারের পিঠে ঝুঁকে] এখন নক্সাগুলোর ওপরে আমরা লিখবো – খুব সুন্দর আর আন্তরিকভাবে লিখবো - এই ভয়ংকর –ঝঞ্ঝাটে 'যুবকটির' সম্বন্ধে – তার নাম যাই হোক না কেন।

হলভার্ড ॥ [কয়েকটি কথা লিখে, মাথা ঘুরিয়ে হিলদার দিকে তাকিয়ে] হিলদা, আমাকে একটা কথা বল তো।

হিলদা ॥ কী কথা?

হলভার্ড ॥ তুমি যদি এই দশ বছর আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকো—

হিলদা ॥ তাহলে?

হলভার্ড ॥ সেকথা আমাকে তুমি কোনোদিন লিখে জানাও নি কেন? তাহলে তোমাকে আমি উত্তর দিতে পারতাম।

হিলদা ॥ [তাড়াতাড়ি] না -- না - না। ওইটাই আমি চাই নি।

হলভার্ড ॥ কেন চাও নি?

হিলদা ॥ আমার ভয় হয়েছিল হয়ত সব জিনিসটাই তাহলে ভেস্তে যাবে। কিন্তু নক্সাগুলির ওপরে আমরা লিখবো।

হলভার্ড ॥ লিখবো।

হিলদা ॥ [তিনি যখন লিখছিলেন সেই সময় ঝুঁকে প'ড়ে] মনে থাকে যেন—বেশ ভালো ক'রে -- আন্তরিকতার সঙ্গে! ওঃ এই 'ছোকরাটাকে' আমি কী ঘৃণাই না করি!

হলভার্ড ॥ [লিখে] হিলদা, সত্যিই কাউকে তুমি ভালোবাসো নি, তাই না?

হিলদা ॥ [রূঢ়ভাবে] কী বললে?

হলভার্ড ॥ কাউকে তুমি ভালোবাসো নি?

হিলদা ॥ অর্থাৎ বলতে চাও, অন্য কাউকে?

হলভার্ড ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] হ্যাঁ, আর কাউকে, হ্যাঁ। কোনোদিন না? এই দশ বছর? কোনোদিন না?

হিলদা ॥ না: ওই মাঝেসাজে আর কী। তুমি না যাওয়ার জন্যে যখন আমি তোমার ওপরে খুব ক্ষেপে উঠেছিলাম।

হলভার্ড ॥ তাহলে, অন্য কারও ওপরে তোমার লক্ষ্য পড়ে নি?

হিলদা ॥ কিছু কিছু। এক সপ্তাহের মতো। হায় ঈশ্বর! এসব ব্যাপার কেমন ক'রে ঘটে তা তুমি জানো!

হলভার্ড ॥ হিলদা, তুমি এখানে এসেছ কেন?

হিলদা ॥ কথা ব'লে সময় নষ্ট করো না। বেচারা বৃদ্ধটি এরই মধ্যে মারা যাবে।

হলভার্ড ॥ উত্তর দাও, হিলদা। আমার কাছে কী চাও তুমি?

হিলদা ॥ আমার সাম্রাজ্য চাই।

হলভার্ড ॥ হুম্।

[বাঁদিকের দরজার দিকে তাড়াতাড়ি একবার তাকান; তারপরে, নক্সার ওপরে লিখতে থাকেন। সেই সময় মিসেস সোলনেস ঘরে ঢোকেন; হাতে তাঁর কয়েকটা প্যাকেট]

মিসেস সোলনেস ॥ মিস ওয়াঙগেল, আপনার জন্যে টুকিটাকি কিছু জিনিস এনেছি। বড় পার্শেলগুলি পরে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

হিলদা ॥ খুব খুশি, খুব খুশি ধন্যবাদ।

মিসেস সোলনেস ॥ নিছক কর্তব্য। তা ছাড়া আর কিছু নয়।

হলভার্ড ॥ [নিজের লেখাটা প'ড়ে] এলিন।

মিসেস সোলনেস ॥ কী?

হলভার্ড ॥ হিসাবরক্ষক ওখানে আছে কিনা দেখেছ?

মিসেস সোলনেস ॥ অবশ্যই আছেন।

হলভার্ড ॥ [নক্সাগুলি ফাইলের মধ্যে রেখে] হুম।—

মিসেস সোলনেস ॥ ঘরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম টেবিলের পাশে যথারীতি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন।

হলভার্ড ॥ [উঠে] তাহলে এটা তাকে দিয়ে বলি যে—

হিলদা ॥ [ফাইলটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে] আমাকে, আমাকে দিন। [দরজার কাছে যায়, কিন্তু ফিরে দাঁড়ায়] ওঁর নামটা কী?

হলভার্ড ॥ মিস ফসলি।

হিলদা। একেবারে ঠাণ্ডা—! ওঁর খ্রীষ্টান নাম?

হলভার্ড ॥ কেয়া—তাই মনে হয়।

হিলদা ॥ [দরজা খুলে ডাকে] কেয়া; এদিকে এসো, তাড়াতাড়ি। মিঃ সোলনেস তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। [কেয়া ফসলি দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়]

কেয়া ॥ [ভয় পেয়ে হলভার্ডের দিকে তাকিয়ে] এই যে—

হিলদা ॥ [ফাইলটা তার হাতে দিয়ে] দেখ, কেয়া। এটা তুমি বাড়ি নিয়ে যেতে পারো। মিঃ সোলনেস এখন লিখে দিয়েছেন।

কেয়া ॥ বা! শেষ পর্যন্ত।

হলভার্ড ॥ যতটা তাড়াতাড়ি পারো এটা বৃদ্ধটিকে দাও গে যাও।

কেয়া ॥ এখনই যাচ্ছি।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, যাও। এখন রাজনার নিজের দায়িত্বেই বাড়ি তৈরি করতে পারবে।

কেয়া ॥ সে কি ধন্যবাদ জানিয়ে যাবে — ?

হলভার্ড ॥ [রূঢ়ভাবে] তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার কথা তাকে জানিয়ে দিয়ো।

কেয়া ॥ নিশ্চয় জানাবো—

হলভার্ড ॥ সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিয়ো এর পরে তার এখানে আসার আর দরকার হবে না—তোমারও।

কেয়া ॥ [আস্তে আস্তে, কাঁপতে কাঁপতে] আমারও না ?

হলভার্ড ॥ এখন তোমাকে অন্য জিনিস চিন্তা করতে হবে, মন দিতে হবে অন্য কাজে ! আর সেইটাই তোমার পক্ষে ভালো হবে। এখন মিস ফসলি, নক্সাগুলি নিয়ে তুমি বাড়ি যাও। এখনই ! শুনছো ?

কেয়া ॥ [আগের মতো] পাচ্ছি, মিঃ সোলনেস। [বেরিয়ে যায়]

মিসেস সোলনেস ॥ ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ওর চোখদুটোর মধ্যে থেকেই বোঝা যাচ্ছে—ওর মুখে এক, মনে এক।

হলভার্ড ॥ ওর ? ওই বেচারা মেয়েটার ?

মিসেস সোলনেস ॥ ওঃ ! আমার চোখে যা পড়ে তাই আমি দেখি, হলভার্ড।— ওদের সত্যিই কি তুমি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিলে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ।

মিসেস সোলনেস ॥ মিস ফসলিকে শুদ্ধ ?

হলভার্ড ॥ তাই তুমি চাও নি ?

মিসেস সোলনেস ॥ কিন্তু ওকে ছাড়া তোমার চলবে কি করে—? তবে হয়ত আর একজনকে সংগ্রহ করে দেখেছ তুমি !

হিলদা ॥ [ঠাট্টা ক'রে] ওই ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করা আমার মোটেই পোষাবে না।

হলভার্ড ॥ ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। ও-সব ঠিক হয়ে যাবে, এলিন। এখন আমাদের ভাবতে হবে নতুন বাড়িতে চলে যাওয়ার কথা—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ সন্ধ্যায় আমরা মালা ঝুলিয়ে দেব—[হিলদার দিকে ঘুরে] গম্বুজের একেবারে চূড়ায়। মিস হিলদা, কী বল তুমি ?

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে তাকায়। তার চোখ দুটো আনন্দে চকচক ক'রে ওঠে] ওঃ ! কী চমৎকারই না হবে অত উঁচুতে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে—আর একবার !

হলভার্ড ॥ আমাকে ?

মিসেস সোলনেস ॥ ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! না, না—ও কথা বলবেন না মিস ওয়াঙগেল। আমার স্বামী ! আজকাল মাথাটা ওর সব সময়েই টলে।

হিলদা ॥ ওঁর মাথা টলে !—ওঁর ! উঁহুঁ ! ওঁর মাথা আদৌ টলে না ।
মিসেস সোলনেস ॥ টলে—টলে ।
হিলদা ॥ কিন্তু গীর্জার গম্বুজের চূড়ায় ওঁকে উঠতে আমি নিজের চোখে দেখেছি ।
মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ, লোকের মুখে আমিও তা শুনেছি ; কিন্তু এ একেবারে অসম্ভব—
হলভার্ড ॥ [ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে] অসম্ভব—অসম্ভব, হ্যাঁ ! কিন্তু তাহলেও, চূড়ায় আমি ঠিকই উঠেছিলাম !
মিসেস সোলনেস ॥ হলভার্ড, একথা তুমিবলছো কি ক'রে ? তিন তলার বারান্দার ওপরে উঠতেও তোমার মাথা ঘুরে যায় । চিরকালই তুমি ওইরকম ।
হলভার্ড ॥ আজ হয়তো ঠিক অন্য কিছুই তুমি দেখতে পাবে ।
মিসেস সোলনেস ॥ [ভয় পেয়ে] না—না—না ! ঈশ্বর করুন, তা যেন আমাকে দেখতে না হয় । আমি এখনই ডাক্তারবাবুকে জানাচ্ছি । আমি নিশ্চিত যে তিনি এতে রাজি হবেন না ।
হলভার্ড ॥ সেকি—এলিন—!
মিসেস সোলনেস ॥ তুমি অসুস্থ, হলভার্ড ! এতেই তা বেশ বোঝা যায় । ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! [ডানদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি করিয়ে যান]
হিলদা ॥ [তাঁর দিকে বেশ ভালো ক'রে তাকিয়ে] একি সত্যি ? না, মিথ্যে ?
হলভার্ড ॥ যে আমার মাথা ঘোরে ?
হিলদা ॥ যে আমার মহাস্থপতি উঠতে ভয় পান—যতটা উঁচু বাড়ি তিনি তৈরি করেন—তার চূড়ায় ?
হলভার্ড ॥ সমস্ত ব্যাপারটাকে তুমি এইভাবে দেখছো নাকি ?
হিলদা ॥ হ্যাঁ ।
হলভার্ড ॥ মনে হয় আমার মনের এমন কোনো গোপন স্থান নেই যা তোমার কাছ থেকে নিরাপদ ।
হিলদা ॥ [অর্ধচন্দ্রাকৃতি জানালার দিকে তাকিয়ে] তাহলে উঠে যাও,—ওই একেবারে ওপরে ।
হলভার্ড ॥ [তার কাছে গিয়ে] হিলদা, তোমাকে চূড়ার সবচেয়ে উঁচু ঘরটা আমি দেবো ; সেখানে তুমি রাজকুমারীর মতো বাস করতে পারবে ।
হিলদা ॥ [আগ্রহ আর ঠাট্টার মাঝামাঝি একটা স্বরে] হ্যাঁ, সেইরকম একটা কথাই তুমি আমাকে দিয়েছিলে ।
হলভার্ড ॥ সত্যিই ?
হিলদা ॥ ছিঃ ! মিঃ সোলনেস, ছিঃ ! আমার যে রাজকুমারী হওয়া উচিত সেকথা তুমি বলেছিলে ; সেই সঙ্গে কথা দিয়েছিলে আমাকে একটা সাম্রাজ্য দেওয়ার । তারপরে তুমি চলে গেলে এবং—তারপর !

হলভার্ড ॥ [সতর্কভাবে] একটা স্বপ্ন, একটা কল্পনা যে তোমাকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি সেবিষয়ে তুমি কি নিশ্চিত ?

হিলদা ॥ [তীক্ষ্ণভাবে] সেকথা তুমি বলো নি এইটাই কি তুমি বলতে চাও ?

হলভার্ড ॥ আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। [আরো আস্তে, নরম ক'রে] কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি হয়ত—

হিলদা ॥ যে তুমি হয়তো—? বল, বল এখনই বল।

হলভার্ড ॥ —যে আমি সম্ভবত বলেই থাকবো।

হিলদা ॥ [উদ্দীপনার সঙ্গে] তোমার যে মাথা টলে সেকথা তাহলে বলো না!

হলভার্ড ॥ রাজকুমারী হিলদা, তাহলে আজ সন্ধ্যায় আমি চূড়ার ওপরে মালা টাঙিয়ে দেবো।

হিলদা ॥ [ঠোঁটটা বাঁকিয়ে] তোমার নতুন বাড়ির মাথায়, হ্যাঁ।

হলভার্ড ॥ নতুন বাড়ির মাথায়—যেটা কোনোদিনই আমার ঘর হবে না।

[বাগানে যাওয়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান]

হিলদা ॥ [সামনের দিকে অনেকদূর পর্যন্ত নিজের দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিয়ে, নিজের কাছে ফিসফিস ক'রে]—ওঃ! কী রোমাঞ্চকর – গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে—

তৃতীয় অংক

[হলভার্ড সোলনেসের বসতবাড়ির লম্বা, চওড়া বারান্দা। বাঁদিকে বাড়ির একটা অংশ দেখা যাবে, সেই সঙ্গে বারান্দায় যাওয়ার জন্যে বাইরের একটা দরজা। ডানদিকে দেখা যাবে বারান্দার ওপরে টানা একটা রেলিঙ। বারান্দা যেখানে শেষ হয়েছে সেই পেছনে, নিচে বাগানে যাওয়ার জন্যে একটা সিঁড়ি। বাগানের লম্বা প্রাচীন গাছের ডালপালাগুলি বারান্দার ওপরে আর বাড়ির দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ডানদিকে অনেকটা দূরে গাছগাছালির ভেতর দিয়ে নতুন বাড়ির নিচু অংশটা দেখা যাচ্ছে—সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি তৈরি করার জন্যে ভারা ; গম্বুজটা সেখান থেকে যতটা দেখা যায় ততটা পর্যন্ত ভারাটা দেখতে পাওয়া যাবে। পেছনদিকে বাগানের একটা কাঠের বেড়া। বেড়ার বাইরে রাস্তা ; তার পাশে ভেঙে-ফেলা কিছু বাড়িঘর।

সন্ধ্যার আকাশ। শেষ সূর্যের রশ্মিতে মেঘগুলি রক্তাভ।

বারান্দার ওপরে একটা বাগানে বসার বেঞ্চ ঘরের দেওয়ালের পাশে বসানো। বেঞ্চের সামনে একটা লম্বা টেবিল। টেবিলের অন্যদিকে একটা হাতল দেওয়া চেয়ার আর কয়েকটা চৌকি। সমস্ত আসবাবপত্র কাণ্ঠর।

মিসেস সোলনেসের গায়ে মিহি কালো রেশমের একটা শাল। হাতল দেওয়া চেয়ারের ওপরে ব'সে তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন ; তাকিয়ে আছেন ডান-দিকে। একটু পরেই বাগানের সিঁড়ি দিয়ে মিস ওয়াঙগেল ওপরে উঠে আসে। দ্বিতীয় অংকে তার যে পোশাক ছিল এখনও তাই ; মাথায় একটা টুপী। বুকের ওপরে সাধারণ জাতীয় সুগন্ধী ফুলের ছোটো একটা গুচ্ছ বসানো।]

মিসেস সোলনেস ॥ [হিলদার দিকে ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে] মিস ওয়াঙগেল, আপনি কি বাগানে ঘুরছিলেন ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; চারপাশটা দেখছিলাম।

মিসেস সোলনেস ॥ আর সেই সঙ্গে কিছু ফুলও পেয়েছেন, দেখছি।

হিলদা ॥ তা পেয়েছি। ঝোপঝাড়ের মধ্যে গাদা-গাদা ফুল ফুটে আছে।

মিসেস সোলনেস ॥ সত্যিই ? এখনও ? ওদিকে আমি কালেভদ্রে যাই—যাই না বললেই হয়।

হিলদা ॥ [কাছে এসে] কী বললেন ! রোজ বাগানে তাহলে আপনি বেড়ান না ?

মিসেস সোলনেস ॥ [মৃদু একটা হাসি হেসে] আজকাল আমি কোথাও 'ছুটে' বেড়াই নে।

হিলদা ॥ কিন্তু কত সুন্দর জিনিস এখানে রয়েছে। দু'একবার গিয়ে সেসব জিনিস আপনি দেখেন না ?

মিসেস সোলনেস ॥ সবই আমার কাছে অপরিচিত। আবার ওদের দেখতে আমার ভয় করে।

হিলদা ॥ আপনার নিজের বাগান দেখতে ?

মিসেস সোলনেস ॥ এটা যে আমার সেকথা আর আমি মনে করি নে।

হিলদা ॥ মানে—?

মিসেস সোলনেস ॥ না, না। মানে, বাবা আর মায়ের সময়ে ওই বাগানকে যে চোখে দেখতাম এখন আর সে-চোখে দেখতে পারি নে। তাঁদের সঙ্গে বাগানের অনেকটা চলে গিয়েছে, মিস ওয়াঙগেল। তাঁরা বাগানটাকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে—অপরিচিতদের জন্যে ঘর তৈরি করে দিয়েছেন—ভেবে দেখুন একবার—তাঁদের আমি চিনি নে। জানালায় বসে তাঁরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

হিলদা ॥ [চোখ দুটো চকচক করতে থাকে] মিসেস সোলনেস !

মিসেস সোলনেস ॥ বলুন।

হিলদা ॥ আপনার কাছে আমি একটু বসতে পারি ?

মিসেস সোলনেস ॥ অবশ্যই : যদি আপনার ইচ্ছে হয়।

[হাতল দেওয়া চেয়ারের কাছে একটা চৌকি টেনে এনে বসে]

হিলদা ॥ আ ! এখানে বসে যে কেউ বেরালের মতো রোদ পোয়াতে পারে।

মিসেস সোলনেস ॥ [হিলদার কাঁধের ওপরে আলতোভাবে একটা হাত রেখে] আমার কাছে বসার জন্যে আমি খুব খুশি হয়েছি। ভেবেছিলাম আপনি আমার স্বামীর কাছে যেতে চেয়েছিলেন।

হিলদা ॥ তা চাইবো কেন ?

মিসেস সোলনেস ॥ তাঁকে সাহায্য করতে।

হিলদা ॥ না ; ধন্যবাদ ! আর তা ছাড়া, তিনি বাগানে নেই। তিনি আছেন মিস্ত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু তিনি এত চটাচটি করছিলেন যে তাঁর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে যায় নি আমার।

মিসেস সোলনেস ॥ আসলে তাঁর মনটা খুবই নরম আর ভদ্র।

হিলদা ॥ তাঁর !

মিসেস সোলনেস ॥ তাঁকে এখনও ভালো করে আপনি চিনতে পারেন নি, মিস ওয়াঙগেল।

হিলদা ॥ [পরম স্নেহে তাঁর দিকে তাকিয়ে] নতুন বাড়িতে যাচ্ছেন এই ভেবে খুশি হয়েছেন তো ?

মিসেস সোলনেস ॥ খুশি হওয়াই উচিত ; কারণ হলভার্ড তাই চায়—

হিলদা ॥ নিশ্চয় কেবল সেইজন্যেই নয়।

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ, তাই ; মিস ওয়াঙগেল। তাঁর ইচ্ছামতো কাজ করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু নিজের মনকে অপরের অনুগত করা সত্যিই বড়ো কঠিন—ভয়ংকর।

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; সেকথা ঠিক।

মিসেস সোলনেস ॥ আমি আপনাকে বলছি কাজটা বড়ই কঠিন—বিশেষ করে আমার মতো মানুষের—যার দোষ অনেক—

হিলদা ॥ আপনার মতো এত ঝড়ঝঞ্ঝা যাকে পোয়াতে হয়েছে—তার কাছে—

মিসেস সোলনেস ॥ সে সব কথা আপনি জানলেন কেমন ক'রে ?

হিলদা ॥ আপনার স্বামী আমাকে বলেছেন।

মিসেস সোলনেস ॥ এসব কথা আমার কাছে তিনি প্রায় উচ্চারণ করেন না ;—হ্যাঁ ; অনেক ঝড়ঝঞ্ঝাই আমার মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, মিস ওয়াঙগেল ; সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী।

হিলদা ॥ [সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে] বেচারা মিঃ সোলনেস ! প্রথমে লাগলো সেই আগুন—

মিসেস সোলনেস ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] হ্যাঁ ; আমার যা কিছু ছিল সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

হিলদা ॥ এবং তারপরে যা এলো তা আরও খারাপ।

মিসেস সোলনেস ॥ [জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আরও খারাপ ?

হিলদা ॥ সবচেয়ে খারাপ !

মিসেস সোলনেস ॥ অর্থাৎ ?

হিলদা ॥ [নরম সুরে] দুটি শিশুকে আপনি হারালেন।

মিসেস সোলনেস ॥ ও হ্যাঁ ; দুটি ছেলে। কিন্তু দেখুন, ওটার সঙ্গে এর কোনো সংশ্রব নেই। সেটা হচ্ছে ঈশ্বরের বিধান ; আর এই সব ব্যাপারে, ঈশ্বরের বিধানকে অবনতমস্তকে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো উপায় নেই—হ্যাঁ—সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞ হ'তে হয় মানুষকে।

হিলদা ॥ তাহলে সেজন্যে ঈশ্বরের কাছে আপনি কৃতজ্ঞ ?

মিসেস সোলনেস ॥ সব সময়ে নয় ; কথাটা বলতে আমি দুঃখিত। আমি জানি যে এটা আমার কর্তব্য—কিন্তু তবুও, আমি তা পারি নে।

হিলদা ॥ খুবই স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক।

মিসেস সোলনেস ॥ তা ছাড়া প্রায়ই আমি মনে করি যে ওটা আমার শাস্তি—আর সে-শাস্তি ঈশ্বর আমাকে ঠিকই দিয়েছেন—

হিলদা ॥ কেন ?

মিসেস সোলনেস ॥ কারণ, দুর্ভাগ্যকে সহ্য করার মতো শক্তি আমার নেই।

হিলদা ॥ কিন্তু আমার মনে হয় না যে—

মিসেস সোলনেস ॥ থাক, থাক—মিস ওয়াঙগেল ; ছোটো ছেলে দুটির কথা নিয়ে আর আমাদের আলোচনা না করাই ভালো। তাদের কথা ভেবে আমাদের আনন্দ করাই উচিত ; তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ, তারা এখন খুবই আনন্দে আছে—হ্যাঁ,

খুবই আনন্দে। না ; ছোটো-ছোটো ক্ষতিগুলিই মানুষকে ব্যথা দেয় বেশি—যে সব ক্ষতিকে অন্যে আমলই দেয় না।

হিলদা ॥ [মিসেস সোলনেসের হাঁটুতে একটা হাত দিয়ে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে] প্রিয় মিসেস সোলনেস— সেই ক্ষতিগুলি কী বলুন তো !

মিসেস সোলনেস ॥ অতি তুচ্ছ জিনিস। দেওয়ালের ওপরে যে সব প্রতিকৃতি ছিল সেগুলি সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে পুরানো যত সিল্কের জামা কাপড়। বংশপরম্পরায় সেগুলি ছিল আমাদের বংশের স্মৃতি। আমার মা আর ঠাকুমার সঞ্চিত সমস্ত ফিতে—সেগুলিও ছাই হয়ে গিয়েছে। আর—মনিমুক্তা-গুলিও--ভেবে দেখুন একবার। [বিষণ্ণভাবে] সেই সঙ্গে পুতুলগুলিও।

হিলদা ॥ পুতুল ?

মিসেস সোলনেস ॥ [কান্নায় স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর] আমার সুন্দর ন'টা পুতুল ছিল।

হিলদা ॥ সেগুলিও পুড়ে গিয়েছে ?

মিসেস সোলনেস ॥ স-ব। স-ব ! উঃ! কী কষ্ট ! কী কষ্ট !

হিলদা ॥ সেই পুতুলগুলিকে আপনি তাহলে জমিয়ে রেখেছিলেন ? সেই ছেলেবেলা থেকে ?

মিসেস সোলনেস ॥ আমি তাদের জমিয়ে রাখি নি। আমরা একসঙ্গে বেঁচেছিলাম।

হিলদা ॥ বড়ো হওয়ার পরেও ?

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ ; অনেক বড়ো হওয়ার পরেও।

হিলদা ॥ বিয়ের পরেও ?

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ ; নিশ্চয়। যতদিন সেগুলি ওর চোখে পড়েনি - কিন্তু বেচারা, তারা সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাদের বাঁচানোর কথা কেউ চিন্তাও করেনি। উঃ ! ভাবতে কী কষ্টই না হচ্ছে ! আমাকে উপহাস করবেন না, মিস ওয়াঙগেল !

হিলদা ॥ আমি মোটেই উপহাস করছি নে।

মিসেস সোলনেস ॥ কারণ, বুঝতে পারছেন—এক হিসাবে তাদেরও প্রাণ ছিল। অজাত শিশুর মতো তাদের আমি বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বেঁচেছিলাম।

[টুপী হাতে নিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকলেন ডাক্তার হেরদেল। লক্ষ্য করলেন দুজনকে]

ডাক্তার হেরদাল ॥ ব্যাপারটা কী, মিসেস সোলনেস ? এখানে ব'সে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছেন নাকি ?

মিসেস সোলনেস ॥ আজ এখানেই বেশ ভালো লাগছে ; দিনটাও বেশ গরম।

ডাক্তার হেরদাল ॥ তা বটে, তা বটে। কিন্তু ব্যাপারটা কী ? আপনার কাছ থেকে একটা চিরকুট পেলাম।

মিসেস সোলনেস ॥ [উঠে] হ্যাঁ ; একটা ঘটনা ঘটেছে ; সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলা আমার দরকার।

ডাক্তার হেরদাল ॥ ঠিক আছে। তাহলে আমরা বরং ভেতরে যাই চলুন। [হিলদা] এখনও পরনে সেই পাহাড়ে ওঠার পোশাক, মিস ওয়াঙগেল ?

হিলদা ॥ [উঠে, খুশি হয়ে] হ্যাঁ, একেবারে পুরো পোশাকে। কিন্তু আজ আমি পাহাড়ে উঠছি না, বা, নিজের ঘাড় ভাঙছি নে। আমরা দুজনে নিচে দাঁড়িয়ে কেবল ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকবো, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার হেরদাল ॥ কোন্‌দিকে তাকিয়ে থাকবো ?

মিসেস সোলনেস ॥ [আস্তে আস্তে, ভয়ে, হিলদাকে] চুপ, চুপ—ঈশ্বরের দোহাই ! সে আসছে ! তার মাথা থেকে ওই চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা করুন। মিস ওয়াঙগেল, আসুন আমরা বন্ধু হই। আপনার কি ধারণা, বন্ধু হতে আমরা পারি নে ?

হিলদা ॥ [প্রবলবেগে মিসেস সোলনেসের গলা জড়িয়ে] যদি পারতাম !

মিসেস সোলনেস ॥ [আস্তে আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়] থামুন, থামুন। ডাক্তার, ওই ও আসছে। আপনাকে একটা কথা বলি আসুন।

ডাক্তার হেরদাল ॥ ওঁর সম্বন্ধে ?

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়। ভেতরে চলুন।

[দুজনে ঘরের মধ্যে ঢুকে যান, সিঁড়ি দিয়ে ঠিক তার পরেই বাগান থেকে ওপরে উঠে আসেন মিঃ হলভার্ড সোলনেস। হিলদার মুখটা তখন বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে]

হলভার্ড ॥ [বাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে ; ভেতর থেকে সেটিকে বেশ সন্তর্পণে ভেজিয়ে দেওয়া হয়েছিল] আমি আসামাত্রই সে চলে গেল—ব্যাপারটা তুমি লক্ষ্য করেছ হিলদা ?

হিলদা ॥ লক্ষ্য করেছি যে আসামাত্রই তাঁকে তুমি ভেতরে চলে যেতে বাধ্য করেছ।

হলভার্ড ॥ হয়তো তাই। কিন্তু তা ছাড়া আমার উপায় কী ছিল ? [তার দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে] হিলদা, তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে ? মনে হচ্ছে তুমি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছ।

হিলদা ॥ এইমাত্র আমি কবরের গর্ত থেকে বেরিয়ে এলাম।

হলভার্ড ॥ অর্থাৎ ?

হিলদা ॥ অর্থাৎ, আমি ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছি, মিঃ সোলনেস।

হলভার্ড ॥ [ধীরে ধীরে] মনে হচ্ছে আমি যেন বুঝতে পারছি—

হিলদা ॥ ঠিক এখনই এখানে তোমার আসার উদ্দেশ্য কী ?

হলভার্ড ॥ ওখান থেকে তোমাকে দেখতে পেলাম আমি।

হিলদা ॥ তাহলে মিসেসকেও তুমি দেখতে পেয়েছিলে ?

হলভার্ড ॥ আমি জানতাম আমি এলেই সে চলে যাবে।

হিলদা ॥ তিনি যে আমাকে এইভাবে এড়িয়ে যান তাতে তোমার খুবই কষ্ট হয়। তাই না ?

হলভার্ড ॥ একদিক থেকে, কিছুটা স্বস্তিও পাই।

হিলদা ॥ তাঁকে চোখের সামনে না রাখতে ?

হলভার্ড ॥ যথার্থ।

হিলদা ॥ শিশু দুটির অভাব তাঁকে কী কষ্ট দিচ্ছে তা সব সময় না দেখতে চেয়ে ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; বিশেষ ক'রে সেইটাই।

[পেছনদিকে হাত রেখে হিলদা বারান্দার ওপাশে চলে যায়, তারপরে রেলিঙের ওপরে ঝুঁকে বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকে]

হলভার্ড ॥ তার সঙ্গে তোমার কি অনেক কথা হয়েছে ?

[চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে হিলদা। কোনো উত্তর দেয় না]

হলভার্ড ॥ আমি জিজ্ঞাসা করেছি, তোমার কি তার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে ?

[আগের মতই হিলদা চুপচাপ]

হলভার্ড ॥ সে কী নিয়ে আলোচনা করছিল, হিলদা ?

[হিলদা চুপচাপ]

হলভার্ড ॥ বেচারা এলিন ! মনে হয় দুটি বাচ্চাদের কথা।

হিলদা ॥ [একটা আতংকের শিহরণ তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। তারপরে তাড়াতাড়ি সে দু'একবার ঘাড় নাড়ে]

হলভার্ড ॥ এই ধাক্কা কোনোদিনই সে কাটিয়ে উঠতে পারবে না—কোনোদিনই না। বিশ্বের কোনো কিছুর লোভেই। [তার কাছে এগিয়ে] তুমি দেখছি এখন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছ—গতরাত্রিতে ঠিক যেমনভাবে দাঁড়িয়েছিলে।

হিলদা ॥ [ঘুরে, তাঁর দিকে তাকিয়ে, বেশ গম্ভীরভাবে] আমি চলে যাচ্ছি।

হলভার্ড ॥ [তীক্ষ্ণভাবে] চলে যাচ্ছো ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ।

হলভার্ড ॥ কিন্তু তোমাকে তো আমি যেতে দেবো না।

হিলদা ॥ এখানে থেকে আমি কী করবো ?

হলভার্ড ॥ শুধু থাকার জন্যে থাকবে, হিলদা !

হিলদা ॥ [তাঁর কথার মধ্যে কতটা সত্যি আছে তা মেপে-মেপে দেখে] ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি, আমি থাকলেই সব মীমাংসার সমাধান হবে না।

হলভার্ড ॥ [গ্রাহ্য না ক'রে] আরও ভালো।

হিলদা ॥ [তীব্রভাবে] যাঁকে আমি চিনি তাঁর কোনো ক্ষতি আমি করতে পারবো না। তাঁর জিনিসকে আমি নিয়ে পালিয়ে যেতে পারি নে।

হলভার্ড ॥ সেকাজ করতে কে তোমাকে বলছে ?

হিলদা ॥ [নিজের কথার সূত্র টেনে] অপরিচিত কেউ হতো, হ্যাঁ—সেটা অন্য ব্যাপার। যাকে আমি চোখে দেখিনি তার কথা স্বতন্ত্র, যিনি—যাঁর আমি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছি—! উঃ ! না, না ! অসম্ভব।

হলভার্ড ॥ বুঝেছি। কিন্তু তেমন কোনো কাজ করতে তোমাকে আমি কোনোদিন বলি নি।

হিলদা ॥ কিন্তু এর পরিণাম কী হবে তা তুমি ভালই জানো। আর সেইজন্যেই আমি চলে যাচ্ছি।

হলভার্ড ॥ আর তুমি চলে গেলে আমার কী হবে? কোথায় আমি থাকবো?—তার পরে?

হিলদা ॥ [চোখের ওপরে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটিয়ে] তাতে তোমার খুব একটা কষ্ট হবে না। তাঁর প্রতি তোমার কর্তব্য আছে। সেই সব কর্তব্যের জন্যে বেঁচে থাকো।

হলভার্ড ॥ বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে। এইসব ক্ষমতা—এইগুলি—এইগুলি—

হিলদা ॥ – শয়তানের বাচ্চারা—

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। শয়তানের বাচ্চারা! আর সেই সঙ্গে আমার মধ্যে যে পিশাচটা বাস করছে তারা সবাই মিলে তার সব রক্ত শুষে খেয়ে নিয়েছে। [হতাশার হাসি হেসে] এখন সে মৃত—আমার জন্যে। একটা মৃতা মহিলার সঙ্গে নিজেকে শেকল দিয়ে বেঁধে আমি বেঁচে রয়েছি – আমি—আমি – জীবনে আনন্দ ছাড়া যে বেঁচে থাকতে পারে না।

[টেবিল থেকে সরে এসে হিলদা বেঞ্চের ওপরে গিয়ে বসলো, টেবিলের ওপরে কনুই দুটো রেখে—মাথাটাকে রাখলো তার দুটো হাতের ওপরে]

হিলদা ॥ [ব'সে তাঁর দিকে একটু তাকিয়ে রইলো] এর পরে আর কী তৈরি করবে তুমি?

হলভার্ড ॥ [মাথা নেড়ে] সম্ভবত, আর কিছু নয়।

হিলদা ॥ বাবা, মা আর তাদের শিশুদের পালনের জন্যে সুন্দর ঘর তৈরি করবে না?

হলভার্ড ॥ আগামী দিনে ওরকম কোনো প্রয়োজন থাকবে কি না তা ভেবেই অবাক হচ্ছি আমি।

হিলদা ॥ বেচারা মিসেস সোলনেস! আর এই দশটা বছর—কেবল সেই কাজের জন্যেই নিজের জীবনকে তুমি বিপদাপন্ন ক'রে তুলেছ।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। সেকথা তুমি বলতে পারো, হিলদা।

হিলদা ॥ [হঠাৎ ফেটে প'ড়ে] মূর্খতা – ওঃ!—চরম মূর্খতা! সব—

হলভার্ড ॥ কী 'সব'?

হিলদা ॥ নিজের সুখকে – নিজের জীবনকে ভোগ করার অক্ষমতা। কেবলমাত্র একজন—যাকে তুমি ঘটনাচক্রে জানো —যে তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব'লে?

হলভার্ড ॥ এমন একজন যাকে পথ থেকে সরিয়ে রাখার কোনো অধিকার তোমার নেই।

হিলদা ॥ সে অধিকার কারো যে নেই সেবিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। এবং তবু – তবু —হায়রে, কেউ সমস্ত জিনিসটাকে ঘুমিয়ে উড়িয়ে দিতে পারতো!

[টেবিলের ওপরে হাতদুটো পেতে, মাথার বাঁ পাশটা তাদের ওপরে রেখে চোখদুটো বন্ধ করে দেয়]

হলভার্ড ॥ [হাতল দেওয়া চেয়ারটাকে সরিয়ে টেবিলের পাশে ব'সে] বাবার বাড়িতে তুমি কি বেশ আনন্দেই আছো, হিলদা।

হিলদা ॥ [না ন'ড়ে, যেন অর্ধজাগ্রত অবস্থায়] সেখানে আমি বাস করতাম কেবল একটা খাঁচার মধ্যে।

হলভার্ড ॥ আর সেই খাঁচার মধ্যে ফিরে না যেতে তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ?

হিলদা ॥ [সেইভাবে] বুনো পাখি খাঁচার মধ্যে আর ফিরে যেতে কখনও চায় না।

হলভার্ড ॥ বরং উড়ে বেড়াতে চায় নীল আকাশের বুকে—

হিলদা ॥ [আগের মতোই] শিকারী পাখিই ঘুরে বেড়াতে চায় অবাধে—

হলভার্ড ॥ [তার দিকে তাকিয়ে] জীবনে কারো যদি সেই প্রাচীন কালের জলদস্যুদের মতো মন আর শক্তি থাকতো—

হিলদা ॥ [তার সাধারণ স্বরে ; চোখ খুলে, কিন্তু না ঘুরিয়ে] আর অন্য জিনিসটা ? সেটা কী ছিল বলো !

হলভার্ড ॥ শক্তসমর্থ বিবেক।

[বেঞ্চের ওপরে হিলদা সোজা হয়ে বসে, চঞ্চল হয়ে ওঠে তার দেহ। তার চোখদুটো আনন্দে আবার চকচক ক'রে ওঠে]

হিলদা ॥ [তার দিকে ঘাড় নেড়ে] এর পরে তুমি কী তৈরি করতে যাচ্ছো তা আমি জানি।

হলভার্ড ॥ তাহলে, আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো, হিলদা।

হিলদা ॥ শিল্পীরা অত্যন্ত মূর্খ মানুষ - নির্বোধ।

হলভার্ড ॥ তাহলে সেটা কী ?

হিলদা ॥ [ঘাড় নেড়ে] দুর্গ।

হলভার্ড ॥ কোন্ দুর্গ ?

হিলদা ॥ অবশ্য, আমার—আর কার ?

হলভার্ড ॥ তোমার কি এখন একটা দুর্গ চাই ?

হিলদা ॥ আমি জানতে চাই তুমি আমাকে একটা রাজ্য দেবে ব'লে কথা দিয়েছিলে কি না ?

হলভার্ড ॥ তাইতো তুমি বলছো।

হিলদা ॥ তুমি যে আমাকে একটা রাজ্য দেবে বলেছিলে সেকথা তুমি স্বীকার করছো, কিন্তু রাজদুর্গ ছাড়া তুমি কোনো রাজ্য পেতে পারো না— আমার তো ধারণা তাই!

হলভার্ড ॥ [ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হয়ে] হ্যাঁ ; সাধারণত তারা একসঙ্গেই থাকে।

হিলদা ॥ বেশ কথা, তাহলে আমার জন্যে একটা দুর্গ তৈরি করে দাও—এখনই।

হলভার্ড ॥ [হেসে] আর সেই দুর্গটাও— এখনই ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ। তার আর অন্যথা হবে না। কারণ, দশ বছর কেটে গিয়েছে ; এবং আর আমি অপেক্ষা করতে রাজি নই। সুতরাং—দুর্গ তৈরী করো, মিঃ সোলনেস—এই মুহূর্তে।

হলভার্ড ॥ তোমার কাছে কিছু ঋণ করাটা সহজ কথা নয়, হিলদা।

হিলদা ॥ সেকথা তোমার আগে চিন্তা করা উচিত ছিল। এখন সে চিন্তা করার আর সময় নেই। সুতরাং—[টেবিলের উপর চাঁটি মেরে]—এই টেবিলের ওপরে নিয়ে এসো দুর্গটা। এই মুহূর্তে সেটা আমার চাই।

হলভার্ড ॥ [তার দিকে ঝুঁকে প'ড়ে, টেবিলের ওপরে হাত দুটো রেখে, বেশ গুরুত্ব দিয়ে] কী ধরণের দুর্গের কথা তুমি ভেবেছো, হিলদা ?

[হিলদার মুখের চেহারা ধীরে ধীরে কেমন যেন ঝাঁপসা হয়ে এলো। মনে হলো নিজের মনের মধ্যে সে যেন একটা কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছে।]

হিলদা ॥ [ধীরে ধীরে] আমার দুর্গ হবে উঁচুতে—খুব, খুব উঁচুতে—যেখান থেকে চারপাশটা বেশ ভালোভাবে যাবে দেখা ; আমি যেন অনেক অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পাই—এমন।

হলভার্ড ॥ তাহলে, এর গম্বুজটাকে নিশ্চয় খুব উঁচু হতে হবে।

হিলদা ॥ খু-উ-ব উঁচু—ভীষণ উঁচু। আর সেই গম্বুজের মাথায় থাকবে একটা জানালা ; এবং সেইখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকবো।

হলভার্ড ॥ [নিজের অজ্ঞাতসারেই কপালটাকে ধ'রে] অত উঁচুতে দাঁড়ালে তো মানুষের মাথা ঘুরে যাবে। সেখানে কি করে তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছো— ?

হিলদা ॥ অবিকল ! ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি নিজের দিকে তাকিয়ে থাকবো—অন্য লোকদের দেখবো যারা গীর্জা তৈরী করছে, আর তৈরী করছে মা, বাবা আর তাদের একপাল ছেলেমেয়ের জন্যে বসতবাড়ী। আর তুমি সেখানে উঠে আসতে পারো। আর সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে দেখতেও পারো।

হলভার্ড ॥ [নিচু স্বরে] রাজকুমারীর পাশে সেই দুর্গের শিল্পীকেও কি দাঁড়াতে দেওয়া হবে ?

হিলদা ॥ তাঁর যদি ইচ্ছে যায়।

হলভার্ড ॥ [আরো আস্তে] তাহলে আমার মনে হয়, সে যাবে।

হিলদা ॥ [ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে] দুর্গের শিল্পী—তিনি আসবেন।

হলভার্ড ॥ কিন্তু সে কোনোদিন আর কিছু গড়তে পারবে না—বেচারা শিল্পী !

হিলদা ॥ [প্রাণ পেয়ে] নিশ্চয় পারবে ! আমরা দুজনে কাজ করতে লেগে যাবো। তাহলেই আমরা সবচেয়ে সুন্দর—বিশ্বে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস গড়ে তুলতে পারবো।

হলভার্ড ॥ [একাগ্রচিত্তে] হিলদা—সেটা কি বল তো ?

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে চেয়ে হেসে, মাথাটা একটু নেড়ে, ঠোঁট ফুলিয়ে, একটি শিশুকে বলছে এইভাবে] গৃহশিল্পীরা সত্যিই বড়ো—বড়ো নির্বোধ।

হলভার্ড ॥ তোমার কথাটা মেনে নিলাম। কিন্তু বিশ্বের সেই সবচেয়ে সুন্দর জিনিসটা কী আমাকে বলো—যেটা আমাদের দু'জনকেই গড়ে তুলতে হবে ?

হিলদা ॥ [একটু চুপ করে থেকে ; তারপরে চোখের ওপরে একটা অদ্ভুত ভাব প্রকাশ ক'রে] আকাশে দুর্গ।

হলভার্ড ॥ কী বললে ? আকাশে ·· ?

হিলদা ॥ [ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ। আকাশে দুর্গ ! আকাশে দুর্গ বলতে কী বোঝায় তা কী তুমি জানো ?

হলভার্ড ॥ তুমি তো বললে, বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর একটা জিনিস।

হিলদা ॥ [দুম করে দাঁড়িয়ে আর হাত দিয়ে বিতৃষ্ণার ভঙ্গিতে কিছু একটা সরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে] হ্যাঁ : নিশ্চয়। আকাশদুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করা খুবই সহজ। আর তা তৈরী করাও আদৌ কঠিন নয়—[তার দিকে ঘৃণাভরে তাকিয়ে]—বিশেষ করে সেই সব শিল্পীদের যাদের—বিবেক হচ্ছে টলমলে।

হলভার্ড ॥ [উঠেন] আজকের পরে আমরা দুজনে মিলে তা-ই গড়বো, হিলদা।

হিলদা ॥ [স্পর্শক সন্দেহে] আকাশের উপরে সত্যিকার দুর্গ ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। নিচে থাকবে তার শক্ত ভিং।

[বাড়ির ভেতর থেকে এসে ঢোকে রাজনার ব্রোভিক। একটা বড়ো, সবুজ ফুলের মালা আর কিছু রেশমী ফিতে তার হাতে]

হিলদা ॥ [আনন্দে ফেটে প'ড়ে] ফুলের মালা ! ওঃ ! ওটা খুব সুন্দর হবে।

হলভার্ড ॥ [অবাক হয়ে] রাজনার, তুমি মালা নিয়ে এসেছ ?

রাজনার । আনবো ব'লে ফোরম্যানকে আমি কথা দিয়েছিলাম।

হলভার্ড ॥ [আশ্বস্ত হয়ে] তাহলে, আশা করি তোমার বাবা ভালো আছেন।

রাজনার ॥ না।

হলভার্ড ॥ আমি যা লিখেছি তাতে তিনি খুশি হন নি ?

রাজনার ॥ কেয়া যখন বাড়ি গেল তখন তিনি অজ্ঞান ছিলেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

হলভার্ড ॥ তাই নাকি ? তাহলে, তোমার বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। বাবার সেবা করো গে যাও !

রাজনার ॥ আর সেবার কোনো দরকার তাঁর নেই।

হলভার্ড ॥ কিন্তু তাঁর কাছেই তোমার থাকা উচিত।

রাজনার ॥ সে বসে আছে তাঁর বিছানার পাশে।

হলভার্ড ॥ [অনিশ্চিতভাবে] কেয়া ?

রাজনার ॥ [তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে] হ্যাঁ, কেয়া।

হলভার্ড ॥ বাড়ি যাও রাজনার—তাদের দুজনেরই কাছে। আমাকে মালাটা দাও।

রাজনার ॥ [ঠাট্টার হাসিটাকে চেপে] আপনি ভাবছেন না যে আপনি নিজে— ?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; আমি নিজেই নিয়ে যাব। [তার কাছ থেকে মালাগুলো নিয়ে] এখন তুমি বাড়ি যাও। আজকে তোমাকে আর আমাদের প্রয়োজন হবে না।

রাজনার ॥ আমি জানি আর আমাকে আপনার প্রয়োজন হবে না। তবু, আজ আমি এখানে থাকবো।

হলভার্ড ॥ ঠিক আছে—যখন তোমার এতই ইচ্ছে।

হিলদা ॥ [রেলিঙের ধারে] মিঃ সোলনেস, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবো।

হলভার্ড ॥ আমার দিকে ?

হিলদা ॥ উঃ ! যেমন ভয়ংকর, তেমনি রোমাঞ্চকর হবে।

হলভার্ড ॥ [চাপা স্বরে] ও বিষয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করবো।

[সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন তিনি মালা নিয়ে ; তারপরে বাগানের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন]

হিলদা ॥ [তাঁর দিকে তাকিয়ে ; তারপর রাজনারের দিকে ঘুরে] আমার মনে হচ্ছে তাঁকে আপনার অন্তত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল।

রাজনার ॥ ধন্যবাদ ! তাঁকে ? তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া কি আমার উচিত ছিল ?

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; অবশ্যই উচিত ছিল।

রাজনার ॥ আমার ধারণা, আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল আপনাকেই।

হিলদা ॥ এরকম কথা আপনি বলতে পারলেন কেমন ক'রে ?

রাজনার ॥ [তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে] কিন্তু মিস ওয়াঙগেল, সতর্ক হ'তে আপনাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, ওঁকে এখনও আপনি ঠিক জানেন না।

হিলদা ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] আমি যতটা জানি অতটা তাঁকে আর কেউ জানে না।

রাজনার ॥ [মরিয়ার মতো হেসে] বছরের পর বছর ধরে আমাকে তিনি দাবিয়ে রেখেছিলেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ জানাবো ! যখন আমার আস্থার ওপরে বিশ্বাস না করার জন্যে বাবাকে তিনি বাধ্য করিয়েছিলেন, এবং যার ফলে, নিজের ওপরে আমি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলাম ! আর এইসবই যে তিনি করেছিলেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে—।

হিলদা ॥ [কিছু একটা অনুমান ক'রে] উদ্দেশ্য হচ্ছে— ? এখনই বলুন।

রাজনার ॥ যাতে তিনি তাকে নিজের কাছে রাখতে পারেন।

হিলদা ॥ [চমকে উঠে] যে মেয়েটি ওই ডেস্কের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতো।

রাজনার ॥ হ্যাঁ।

হিলদা ॥ [মারমুখী হয়ে, হাত মুঠো ক'রে] মোটেই সত্যি নয়। তাঁর সম্বন্ধে আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।

রাজনার ॥ সে আজ নিজে আমাকে সেকথা বলেছে। তা নাহলে, একথা আমি বিশ্বাস করতাম না।

হিলদা ॥ [রেগে] কী বলেছে ? আমি জানতে চাই। এখনই, এখনই বলতে হবে আপনাকে।

রাজনার ॥ সে বলেছে যে মিঃ সোলনেস তার মনের ওপরে অধিপত্য বিস্তার করেছেন —তার সমস্ত মনের ওপরে—তার সমস্ত চিন্তাকে একমাত্র তাঁর নিজের ওপরে নিবদ্ধ করতে বাধ্য করিয়েছিলেন তাকে। সে বলে যে সে তাঁকে কোনোদিনই ছেড়ে থাকতে পারবে না – যে সে এখানেই থাকবে—যেখানে তিনি আছেন—

হিলদা ॥ [চোখদুটোর মধ্যে থেকে আগুন বার ক'রে] তাকে থাকতে দেওয়া হবে না !

রাজনার ॥ [একটা পথ দেখতে পেয়ে] কে তাকে দেবে না ?

হিলদা ॥ [তাড়াতাড়ি] তিনিও।

রাজনার ॥ ও—না ! এখন আমি সব জিনিসটা বুঝতে পারছি। এর পরে, সে কেবল থাকবে—মানে।

হিলদা ॥ আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না—কারণ আপনি ওভাবে কথা বলছেন ! না। তাকে তিনি কেন রাখতে চেয়েছিলেন সেকথা আমি আপনাকে বলবো।

রাজনার ॥ বলুন—তাহলে, কেন ?

হিলদা ॥ আপনাকে এখানে থাকতে বাধ্য করার জন্যে।

রাজনার ॥ একথা তিনি কি আপনাকে বলেছেন ?

হিলদা ॥ মুখে বলেন নি। কিন্তু ব্যাপারটা তাই। এছাড়া, অন্য কিছু হতে পারে না। [উত্তেজিতভাবে] আমি—আমি সেইরকমই মনে করি।

রাজনার ॥ এবং আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

হিলদা ॥ আপনাকে—কেবল আপনাকেই তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। ওইরকম অপরিচিতা একটি মেয়েকে তিনি গ্রাহ্য করেন এমন কথা আপনি ভাবলেন কেমন ক'রে ?

রাজনার ॥ [চিন্তা করে] এটা কি সম্ভব যে এতদিন তিনি আমাকে ভয় করে এসেছেন ?

হিলদা ॥ ভয় ? আমি যদি আপনি হতাম তাহলে একথা ভাবার মতো আমার উদ্ধত্য হতো না।

রাজনার ॥ তাছাড়া, আমার মধ্যে যে কিছু আছে সেটা হয়তো তিনি অনেকদিন আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া, বুঝেছেন, চরিত্রের দিক থেকে তিনি কিছু ভীরু।

হিলদা ॥ তিনি ! হ্যাঁ ; সেটা বিশ্বাস করতে আমি রাজি আছি।

রাজনার ॥ একটি বিশেষ অর্থে তিনি কাপুরুষ—তাঁর মতো একজন শিল্পীবিশারদ ! অন্য মানুষের জীবনের সুখকে অপহরণ করতে তিনি ভয় পান নি—বাবা আর আমার ক্ষেত্রে তিনি যা করেছেন, কিন্তু যখন সামান্য একটা ভারার ওপরে ওঠার সময় আসে তখন তিনি সেদিকে এগোন না।

হিলদা ॥ তিনি যে উঁচুতে—মাথা ঝিমঝিম-করা উঁচুতে উঠেছিলেন সে দৃশ্য দেখা আপনার নিশ্চয় উচিত ছিল। আমি তা দেখেছিলাম—একবার।

রাজনার ॥ আপনি তা দেখেছিলেন ?

হিলদা ॥ নিশ্চয় দেখেছিলাম। সেই উঁচু ভারার ওপরে উঠে তিনি গীর্জার চূড়ায় মালা বেঁধে দিচ্ছিলেন-- তখন তাঁকে কী মুক্ত আর মহানই না দেখাচ্ছিল !

রাজনার ॥ জীবনে একবার তিনি যে সেই দুঃসাহসিক কাজ করেছিলেন—মাত্র একবার —সেকথা আমি শুনেছি। আমাদের মতো যুবসম্প্রদায়ের কাছে সেটা ছিল একটা কিংবদন্তীর মতো। কিন্তু বিশ্বে এমন কোনো শক্তি নেই যা আজকে তাঁকে সেই-রকম কাজ করাতে পারবে।

হিলদা ॥ আজকে আবার তিনি সেই কাজ করবেন।

রাজনার ॥ [ঘৃণার সঙ্গে] তা বটে ! বটে !

হিলদা ॥ আমরা অবশ্যই আজ তা দেখতে পাবো।

রাজনার ॥ আপনিই দেখবেন না, আমিও দেখবো না।

হিলদা ॥ [ক্ষিপ্ত হয়ে] আমি অবশ্যই দেখবো। আমাকে দেখতেই হবে।

রাজনার ॥ কিন্তু তিনি তা করবেন না; করতে সাহস পাবেন না। কারণ এই দুর্বলতাকে কিছুতেই তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন না—যত বড় শিল্পীবিশারদই তিনি হোন না কেন।

[বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন মিসেস সোলনেস]

মিসেস সোলনেস ॥ [চারপাশে তাকিয়ে] ও এখানে নেই ? কোথায় গিয়েছে ?

রাজনার ॥ মিঃ সোলনেস মিস্ত্রী আর কুলিদের কাছে আছেন।

হিলদা ॥ মালাটা তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন।

মিসেস সোলনেস ॥ [ভয় পেয়ে] মালাটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন ? ঈশ্বর ! ঈশ্বর ! ব্রোভিক, তুমি তাঁর কাছে ছুটে যাও ; এইখানে ধরে নিয়ে এসো তাঁকে।

রাজনার ॥ আপনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান এইটাই তাঁকে আমি জানাবো, মিসেস সোলনেস।

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ; তাই বলো। না—না—আমি যে কিছু চাই সেকথা তাঁকে তুমি বলো না। তুমি তাঁকে বলতে পারো তাঁর জন্যে একজন দেখা করার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছেন ; এবং সেইজন্যে তাঁকে এখনই চলে আসতে হবে।

রাজনার ॥ ঠিক আছে। ওই কথাই বলবো, মিসেস সোলনেস।

[সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগান পেরিয়ে চলে যায়]

মিসেস সোলনেস ॥ হায় মিস ওয়াঙগেল, আমি যে কত অস্থির হয়ে উঠেছি তা আপনি বুঝতে পারছেন না।

হিলদা ॥ এতে এত ভয় পাওয়ার মতো কিছু আছে কি ?

মিসেস সোলনেস ॥ আছে—আছে। তা আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। একবার ভেবে

দেখুন সত্যিই সে যদি এই কাজ করে বসে। ওই উঁচু ভারার ওপরে চড়ার বদখেয়াল তার মাথায় একবার যদি চাপে ?

হিলদা ॥ [আগ্রহভরে] আপনার কি মনে হয় সেরকম খেয়াল তাঁর মাথায় চাপবে ?

মিসেস সোলনেস ॥ তাঁর যে কখন কী খেয়াল চাপবে সেকথা কেউ বলতে পারে না। আমার ভয় হচ্ছে, বিশ্বে এমন কিছু নেই যা করার কথা সে ভাবে না।

হিলদা ॥ আহা ! আপনিও হয়তো ভাবেন যে তিনি—মানে—?

মিসেস সোলনেস ॥ তার সম্বন্ধে এখন কী চিন্তা করবো তা আমি ভেবে পাচ্ছি নে। ডাক্তার আমাকে নানান কথা বলে যাচ্ছেন। সেই সব কথা একসঙ্গে করে, আর সে নিজে যে সব কথা বলেছে সেগুলি জড়ো করে—

[দরজা দিয়ে ডাক্তার হেরদাল মুখ বাড়ালেন]

ডাক্তার হেরদাল ॥ তিনি কি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছেন না ?

মিসেস সোলনেস ॥ না। আমার তাই মনে হচ্ছে। যাই হোক, তাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

ডাক্তার হেরদাল ॥ [এগিয়ে এসে] আপনাকে একবার ভেতরে আসতে হবে বোধ হয়।

মিসেস সোলনেস ॥ উঁহু ! আমি এখানে হলভার্ডের জন্যে অপেক্ষা করবো।

ডাক্তার হেরদাল ॥ কিন্তু কয়েকজন মহিলা যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—

মিসেস হেরদাল ॥ হায় ঈশ্বর ! তাঁরাও এসেছেন ? ঠিক এই সময়ে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ তাঁরা বলছেন এই উৎসব না দেখে তাঁরা ছাড়বেন না।

মিসেস সোলনেস ॥ তাহলে অবশ্য, আমাকে যেতেই হবে। এটা আমার কর্তব্য।

হিলদা ॥ মহিলাদের ফিরে যেতে বলুন না।

মিসেস সোলনেস ॥ না। সেটা ঠিক হবে না। তাঁরা এখন এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের অভ্যর্থনা করা আমার কর্তব্য। কিন্তু ইতিমধ্যে আপনি এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করুন।

ডাক্তার হেরদাল ॥ এবং যতক্ষণ পারেন তাঁকে একথা সেকথায় ভুলিয়ে রাখবেন—

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ, মিস ওয়াঙগেল, তাই করবেন—যতক্ষণ পারেন।

হিলদা ॥ সে কাজটা আপনার নিজের করলেই সবচেয়ে ভালো হতো না ?

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ, তা হতো। ঈশ্বর জানেন এটা আমারই কাজ। কিন্তু যাকে এতদিকে চোখ রাখতে হয়—

ডাক্তার হেরদাল ॥ [বাগানের দিকে তাকিয়ে] ওই তিনি আসছেন।

মিসেস সোলনেস ॥ আর আমাকে এখন চ'লে যেতে হচ্ছে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ আমি এখানে ছিলাম ওঁকে যেন বলবেন না, মিস ওয়াঙগেল।

হিলদা। ও—না, না। মিঃ সোলনেসের সঙ্গে অন্য বিষয়ে আমি কথা বলবো।

মিসেস সোলনেস ॥ ওকে আপনি বেশ ভালো করে বোঝাবেন। আমার বিশ্বাস আপনিই তা সবচেয়ে ভালোভাবে পারবেন।

[মিসেস সোলনেস আর ডাক্তার হেরদাল ঘরে ঢুকে গেলেন। হিলদা বারান্দার ওপরেই দাঁড়িয়ে রইলো। হলভার্ড সোলনেস বাগান থেকে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন।]

হলভার্ড ॥ শুনলাম কেউ আমাকে খুঁজছেন।

হিলদা ॥ হ্যাঁ ; আমি।

হলভার্ড ॥ ও ! তুমি, হিলদা ? আমার ভয় হচ্ছিল বোধ হয় এলিন, অথবা, ডাক্তার।

হিলদা ॥ মনে হচ্ছে তুমি খুব সহজেই ভয় পেয়ে যাও।

হলভার্ড ॥ তাই তোমার মনে হয় নাকি ?

হিলদা ॥ হয়। লোকে বলে উঁচু ভারার ওপরে চড়তে তুমি ভয় পাও—তা তুমি জানো ?

হলভার্ড ॥ মানে, ওটা একটা বিশেষ জিনিস ?

হিলদা ॥ তাহলে কথাটা সত্যি যে উঠতে তুমি ভয় পাও।

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ ; পাই।

হিলদা ॥ প'ড়ে গিয়ে মারা যাওয়ার ভয় ?

হলভার্ড ॥ না, তা নয়।

হিলদা ॥ তাহলে, কিসের ?

হলভার্ড ॥ কুকর্মের শাস্তির ভয়, হিলদা।

হিলদা ॥ কুকর্মের শাস্তি ? [মাথা নেড়ে] বুঝতে পারছি নে।

হলভার্ড ॥ বসো। তোমাকে আমি কিছু বলবো।

হিলদা ॥ হ্যাঁ, বলো। এখনই।

[রেলিঙের ধারে একটা টুলের ওপরে বসে ; তাঁর দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে]

হলভার্ড। [টুপীটা টেবিলের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে] তুমি জানো এই পেশায় আমার হাতে খড়ি হয়েছিল গীর্জা তৈরির কাজে।

হিলদা ॥ [ঘাড় নেড়ে] তা আমি ভালোই জানি।

হলভার্ড ॥ কারণ, তুমি জানো, গ্রামের একটি ধর্মভীরু পরিবারের আমি সন্তান ছিলাম। আর সেইজন্যেই আমি ভেবেছিলাম সবচেয়ে মহৎ কাজ হচ্ছে গীর্জা তৈরি করা।

হিলদা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

হলভার্ড ॥ এবং একথা আমি সাহস করে বলতে পারি যে এইসব ছোটো ছোটো দরিদ্র গীর্জাগুলি আমি এমন সততা, উষ্ণ আন্তরিক ভক্তি দিয়ে তৈরি করেছিলাম যে—

হিলদা ॥ যে—? বল ?

হলভার্ড ॥ যে ভেবেছিলাম আমার ওপরে তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত।

হিলদা ॥ তাঁর? কার?

হলভার্ড ॥ অবশ্য তাঁর, এই গীর্জাগুলি যাঁর হওয়া উচিত—যাঁর সম্মানের আর গৌরব প্রচারের জন্যে সেই গীর্জাগুলি উৎসর্গীকৃত হয়েছিল।

হিলদা ॥ ওঃ! তাই বুঝি? কিন্তু তিনি যে তোমার ওপরে সন্তুষ্ট হননি সেবিষয়ে তাহলে তুমি নিশ্চিত হয়েছিলে?

হলভার্ড ॥ তিনি আমার ওপরে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন? [ঘৃণার সঙ্গে] তুমি একথা বলছ কেমন করে হিলদা? যিনি পিশাচকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে তার যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করার জন্যে? যিনি দিনরাত্রি আমাকে সেবা করার জন্যে তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এইসব—এইসব—

হিলদা। শয়তানের চেলাদের—

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, দুদলই। না, না—তিনি যে আমার ওপরে মোটেই খুশি নন সেকথা তিনি আমাকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। [রহস্যজনকভাবে] তুমি বুঝতেই পারছো পুরানো বাড়িটাকে যে তিনি পুড়ে যেতে দিয়েছিলেন তার কারণ হচ্ছে সত্যিকার সেইটি।

হিলদা ॥ কারণ কি সেইটাই?

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ। তা কি তুমি বুঝতে পারছো না? আমার নিজের ক্ষেত্রে তিনি আমাকে দক্ষ কারিগর হিসাবে নাম করার সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন—আমি যেন তাঁর জন্যে আরও গৌরবজনক গীর্জা তৈরি করতে পারি। তিনি কী করতে চাইছিলেন প্রথমে আমি তা বুঝতে পারি নি; কিন্তু হঠাৎ তা আমার কাছে জলজ্বল ক'রে ফুটে উঠলো।

হিলদা ॥ কখন?

হলভার্ড ॥ আমি যখন লাইসাংগারে গীর্জার চূড়া তৈরি করছিলাম।

হিলদা ॥ আমি তাই ভেবেছিলাম।

হলভার্ড ॥ কারণ বুঝতে পারছো, হিলদা—সেখানে সেই নতুন পরিবেশে আমি নিজের মনে ভাবতে ভাবতে ঘুরে বেড়াতেম। সেই সময়েই আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম কেন তিনি আমার শিশুদের সরিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ, যাতে কোনোদিক থেকেই আমার কোনো আসক্তি না থাকে। কোনোরকম ভালোবাসা বা সুখ—বুঝেছ? আমি কেবল হবো মহাস্থপতি—আর কিছু নয়। সারা জীবন ধ'রে আমাকে কেবল গড়ে যেতে হবে বাড়ি। [হেসে] কিন্তু আমি তোমাকে বলতে পারি যে তাতে আমার কোনো লাভ হয় না!

হিলদা ॥ তখন তুমি কী করলে?

হলভার্ড ॥ সর্বপ্রথমে, আমি আমার হৃদয়কে অনুসন্ধান করলাম এবং পরীক্ষা করলাম—

হিলদা ।। এবং তারপরে ?

হলভার্ড ।। তারপরে আমি করলাম অসম্ভব কাজ—আর কেউ নয়—কেবল আমি ।

হিলদা ।। অসম্ভব কাজ ?

হলভার্ড ।। আমি আগে কোনোদিন অত উঁচুতে উঠতে পারি নি। কিন্তু সেদিন আমি তা করেছিলাম ।

হিলদা ।। [লাফিয়ে উঠে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেকাজ তুমি করেছিলে ।

হলভার্ড ।। এবং আমি যখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম—সবার উপরে—এবং বাত-শকুনের গলায় মালা টাঙিয়ে দিচ্ছিলাম তখন নিজেকে আমি বলেছিলাম ; আমার কথা শোনো, হে শক্তিমান পুরুষ ! আজ থেকে আমি হবো মুক্ত, স্বাধীন নির্মাতা, আমিও—আমার পেশায়—ঠিক যেমন তুমি হচ্ছো তোমার ক্ষেত্রে। তোমার জন্যে আর আমি কোনোদিন গীর্জা তৈরি করবো না—তৈরি করবো মানুষের আবাস ।

হিলদা ।। [চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল] ওই গানটাকেই বাতাসের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসতে আমি শুনেছিলাম ।

হলভার্ড ।। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওটাই তার লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়ালো ।

হিলদা ।। অর্থাৎ ?

হলভার্ড ।। [হতাশভাবে তার দিকে তাকিয়ে] মানুষের জন্যে বাড়ি তৈরি করা কিছু নয়, হিলদা ; অর্থাৎ বলার মতো কিছু নয় ।

হিলদা ।। এখন কি তুমি তাই বল ?

হলভার্ড ।। হ্যাঁ ; কারণ, এখন আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি। মানুষের এইসব ঘর কোনো কাজে আসে না—সুখী হওয়ার জন্যে। এবং এইরকম ঘর থাকার কোনো প্রয়োজন আমারও নেই—যদি অবশ্য ঘর বলে আমার কোনো দিন কিছু থাকতো। [শান্ত, তিক্ত হাসি হেসে] যত পিছনেই আমি তাকাই না কেন, সমস্ত ঘটনার ফলটা হচ্ছে এই। কিছুই তৈরি হয় নি ; অথবা বাড়ি তৈরি করার জন্যে কিছুই দেওয়ার দরকার নেই। কিছু না—কিছু না ! সবই বৃথা ।

হিলদা ।। তাহলে আর তুমি কিছু তৈরি করবে না ?

হলভার্ড ।। [উত্তেজিত হয়ে] ঠিক উল্টো, আমি আবার শুরু করতে চাই ।

হিলদা ।। তাহলে কী ? কী তৈরি করবে তুমি ? এখনই বলো !

হলভার্ড ।। আমি বিশ্বাস করি, মানবিক সুখের জন্যে কেবলমাত্র একটি বসতবাড়ি আছে —আর সেইটাই আমি তৈরি করতে যাচ্ছি ।

হিলদা ।। [একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে] মিঃ সোলনেস, আমাদের দুর্গ ?

হলভার্ড ।। আকাশ-দুর্গ—হ্যাঁ ।

হিলদা ।। অর্ধেকটা ওঠার আগেই তোমার মাথা টলতে শুরু করবে ।

হলভার্ড ।। তোমার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে উঠলে মাথা টলবে না ।

হিলদা ॥ [চাপা রাগের সুরে] কেবল আমার সঙ্গে ? আমাদের দলে আর কেউ থাকবে না ?

হলভার্ড ॥ আর কার থাকা উচিত ?

হিলদা ॥ কেন, সেই মেয়েটি—কেয়া—ডেস্কের পাশের। বেচারা ! তাকেও তুমি সঙ্গে নেবে না ?

হলভার্ড ॥ ওরই কথা নিয়ে এলিন বুঝি তোমার সঙ্গে আলোচনা করছিল ?

হিলদা ॥ নেবে, কি, নেবে না ?

হলভার্ড ॥ [বেশ চ'টে] এরকম কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। আমার ওপরে তোমাকে বিশ্বাস রাখতে হবে সম্পূর্ণরূপে—! —একেবারে।

হিলদা ॥ এই দশ বছর তোমার ওপরে আমি বিশ্বাস করে এসেছিলাম সম্পূর্ণরূপে—একেবারে।

হলভার্ড ॥ আমাকে তোমার বিশ্বাস ক'রে যেতে হবে !

হিলদা ॥ তাহলে, আমি দেখতে চাই যে মুক্ত হয়ে অনেক উঁচুতে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছে !

হলভার্ড ॥ [বিষণ্ণভাবে] ও হিলদা, প্রতিদিন আমি ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নে।

হিলদা ॥ [আবেগের সঙ্গে] আমি তাই চাই ! আমি তাই চাই ! [অনুনয়ের ভঙ্গীতে] আর একবার, মিঃ সোলনেস। সেই অসম্ভব কাজটা আর একবার করো।

হলভার্ড ॥ [দাঁড়িয়ে, তার চোখ দুটোর দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে থেকে] যদি সে চেষ্টা আমি করি, হিলদা, তাহলে ওই উঁচুতে দাঁড়িয়ে সেদিন তাঁর সঙ্গে আমি যেমন কথা বলেছিলাম আজও সেইরকম বলবো।

হিলদা ॥ [উত্তেজনা বাড়তে থাকে তার] কী বলবে তাঁকে ?

হলভার্ড ॥ বলবো ঃ হে বিরাট শক্তিশালী প্রভু, যেভাবে তোমার ইচ্ছে হয় সেইভাবে আমার বিচার তুমি করো। কিন্তু এর পর থেকে বিশ্বে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস ছাড়া আর কিছুই আমি গড়বো না—।

হিলদা ॥ [আনন্দে আত্মহারা হয়ে] হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই বলো—তাই বলো !

হলভার্ড ॥ —গড়বো একটি রাজকুমারীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে যাকে আমি ভালোবাসি—

হিলদা ॥ হ্যাঁ : তাই তাঁকে বলো ! তাই বলো !

হলভার্ড ॥ বলবো। তারপর তাঁকে আমি বলবো ঃ এখন নীচে নেমে গিয়ে তার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমু খাবো তাকে—

হিলদা ॥ —অনেকবার ! বলো তাঁকে !

হলভার্ড ॥ —অনেক, অনেকবার, বলবো তাঁকে !

হিলদা ॥ এবং তারপরে—?

হলভার্ড ॥ তারপরে বিদায় নেওয়ার ভঙ্গীতে আমার টুপীটা নাড়িয়ে নেমে আসবো মাটিতে—আর তাঁকে যা বলেছি তাই করবো।

হিলদা ॥ [দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে] আকাশে যেদিন গানের সুর ছড়িয়ে পড়েছিল

সেদিন তোমাকে যেরকম দেখেছিলাম এখন তোমাকে সেই মূর্তিতেই আমি দেখতে পাচ্ছি।

হলভার্ড ॥ [মাথাটা নিচু ক'রে তার দিকে চেয়ে থাকেন] এমনটি তুমি কেমন ক'রে হলে হিলদা ?

হিলদা ॥ আমাকে এমনটি তুমি কেমন ক'রে করলে ?

হলভার্ড ॥ [সংক্ষিপ্ত আর দৃঢ়ভাবে] রাজকুমারী তার দুর্গ পাবে।

হিলদ ॥ [খুব খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে] ও, মিঃ সোলনেস ! আমার দুর্গ—সুন্দর দুর্গ ! আমাদের আকাশ-দুর্গ !

হলভার্ড ॥ শক্ত ভিতের ওপরে।

[রাস্তার ওপরে একদল লোক জমায়েত হয়েছে। গাছগাছালির ভেতর দিয়ে তাদের অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। নতুন বাড়ির অনেক পেছন থেকে বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে।

মিসেস সোলনেস পশুর লোমের তৈরি গলাবন্ধ পরে, ডাক্তার হেরদাল মিসেসের সাদা শালটা নিয়ে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ঠিক সেই সময় বাগানের মধ্যে দিয়ে সেখানে এসে হাজির হলো রাজনার ব্রোভিক।]

মিসেস সোলনেস ॥ [রাজনারকে] 'মিউজিকের'ও ব্যবস্থা আমাদের আছে নাকি ?

রাজনার ॥ হ্যাঁ, গৃহনির্মাণকারীদের সংঘ এই বাজনার ব্যবস্থা করেছে। [সোলনেসকে] ফোরম্যান আপনাকে জানাতে বলেছেন যে মালা নিয়ে ওপরে ওঠার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন।

হলভার্ড ॥ [টুপীটা তুলে নিয়ে] ভালো। তাঁর কাছে আমি নিজেই যাচ্ছি।

মিসেস সোলনেস ॥ [উদ্বিগ্ন হয়ে] হলভার্ড, তোমার সেখানে যাওয়ার দরকারটা কী ?

হলভাড ॥ [একটু রুক্ষভাবে] মিস্ত্রীদের কাছে আমাকে যেতেই হবে নিচে।

মিসেস সোলনেস ॥ হ্যাঁ—কেবল নিচে—আর নিচে !

হলভার্ড ॥ হ্যাঁ, সেখানেই সব সময় আমি দাঁড়িয়ে থাকি—দৈনন্দিন ব্যাপারে।

[বাগানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান]

মিসেস সোলনেস ॥ [রেলিঙের ওপরে ঝুঁকে তাঁকে উদ্দেশ্য ক'রে] কিন্তু লোকটি যখন ওপরে উঠবে তখন তাকে সতর্ক ক'রে দিয়ো। আমাকে কথা দাও, হলভার্ড !

ডাক্তার হেরদাল ॥ [মিসেস সোলনেসকে] আমি যে ঠিকই বলেছিলাম তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না ? সেই পাগলামিটা এখন আর উনি করবেন ন।

মিসেস সোলনেস ॥ উঃ ! বাঁচলাম ! মিস্ত্রীরা দুবার পড়ে গিয়েছে, আর প্রতিবারই সঙ্গে সঙ্গে তারা মারা গিয়েছে। [হিলদার দিকে তাকিয়ে] তাকে শক্ত ক'রে ধরে রাখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিস ওয়াঙগেল। আমার পক্ষে একাজ করা আদৌ সম্ভব হতো না।

[মিসেস সোলনেস এবং ডাক্তার হেরদাল মহিলাদের কাছে এগিয়ে যান। মহিলারা সিঁড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সামনের দিকে রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে হিলদা। রাজনার তার কাছে এগিয়ে যায়।]

রাজনার ॥ [অট্টহাসি চেপে, ফিসফিস ক'রে] মিস ওয়াঙগেল! যে সব যুবক রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

হিলদা ॥ পাচ্ছি।

রাজনার ॥ ওরা হচ্ছে আমার সহপাঠী—মহাস্থপতিকে দেখতে এসেছে।

হিলদা ॥ কী দেখতে এসেছে?

রাজনার ॥ নিজের বাড়ির চূড়ায় উঠতে কেমন ক'রে তিনি ভয় পান।

হিলদা ॥ ওঃ! তাই বুঝি?

রাজনার ॥ [হিংসা আর ঘৃণার সঙ্গে] উনি অনেকদিন আমাদের নীচে ফেলে রেখে-ছিলেন—এখন আমরা দেখতে চাই কেমন করে নিঃশব্দে তিনি নিজেই নিজেকে অতলে তলিয়ে দেন।

হিলদা ॥ আপনারা তা দেখতে পাবেন না—এবারে না।

রাজনার ॥ [হেসে] সত্যি! তাহলে কোথায় দেখবো?

হিলদা ॥ উঁচুতে—খুব উঁচুতে—বাতশকুনের পাশে! সেইখানেই আপনারা তাঁকে দেখতে পাবেন।

রাজনার ॥ [হেসে] তাঁকে! হুম্! তা বটে—তা বটে!

হিলদা ॥ তাঁর দৃঢ় বাসনা ওপরে ওঠার। সুতরাং সেখানেই তাঁকে আপনারা দেখতে পাবেন।

রাজনার ॥ তাঁর দৃঢ় বাসনা; হ্যাঁ। আমি তা সহজেই বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু তিনি তা পারবেন না; কিছুতেই না। অর্ধেকটা ওঠার আগে—অনেক আগেই—তাঁর মাথা যাবে ঘুরে। হামাগুড়ি দিয়ে আবার তাঁকে নেমে আসতে হবে নীচে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ ওই দেখুন, ফোরম্যান সিঁড়ির ওপর দিয়ে উঠছে। [দূরের দিকে দেখিয়ে]

মিসেস সোলনেস ॥ অবশ্য মালাটাকেও সঙ্গে নিয়ে। আশা করি, তিনি সাবধানে উঠবেন।

রাজনার ॥ [নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে, চিৎকার ক'রে] তাজ্জব ব্যাপার! কিন্তু এ যে—!

হিলদা ॥ [আনন্দে ফেটে প'ড়ে] মহাস্থপতি নিজে—তিনি নিজে!!

মিসেস সোলনেস ॥ [আতংকে চিৎকার করে ওঠেন] হ্যাঁ; ও তো হলভার্ড! হায় ঈশ্বর! হলভার্ড! হলভার্ড!

ডাক্তার হেরদাল ॥ চুপ—চুপ! চিৎকার করবেন না ওঁর দিকে তাকিয়ে।

মিসেস সোলনেস ॥ [ছটফট করতে করতে] আমি তার কাছে যাবো—তাকে নামিয়ে আনার চেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

ডাক্তার হেরদাল ॥ [তাঁকে ধ'রে] নড়বেন না। একটু শব্দও করবেন না কেউ।

হিলদা ॥ [চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, চোখ দিয়ে হলভার্ডকে অনুসরণ করে] সে উঠছে, উঠছে! উঁচুতে, আরো উঁচুতে। উঁচু—আরো উঁচু! দেখুন—দেখুন!

রাজনার ॥ [রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] এবার ওঁকে অবশ্যই নেমে আসতে হবে। না এসে উপায় নেই।

হিলদা ॥ উঠছে—উঠছে! আরো—আরো! এখন শীঘ্রিই চূড়ায় গিয়ে পৌঁছবে।

মিসেস সোলনেস ॥ উঃ! এবার ভয়ে আমি মারা যাবো। আর আমি দেখতে পারছি না।

ডাক্তার হেরদাল ॥ তাহলে, ওদিকে তাকাবেন না।

হিলদা ॥ ওই যে একেবারে ওপরের তক্তার ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে—একেবারে ওপরে!

ডাক্তার হেরদাল ॥ কেউ এখন নড়াচড়া করবেন না। বুঝতে পেরেছেন?

হিলদা ॥ [শান্ত উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে] অবশেষে! অবশেষে! এখন আবার ও মহান—মুক্ত ···

রাজনার ॥ [নির্বাকের মতো] কিন্তু এটা—

হিলদা ॥ এইভাবেই ওকে আমি এই দশটা বছর দেখে এসেছি। কী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! ওঃ! কী রোমাঞ্চকর! ওর দিকে তাকিয়ে দেখুন! এখন বাতশকুনের গলায় ও মালাটা পরিয়ে দিচ্ছে।

রাজনার ॥ মনে হচ্ছে একটা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ঘটনার দিকে আমি তাকিয়ে রয়েছি।

হিলদা ॥ সে এখন অসম্ভব কাজই করছে! [চোখের ওপরে একটা অবর্ণনীয় দৃষ্টি ফুটিয়ে] তার সঙ্গে ওখানে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে আপনি দেখছেন কি?

রাজনার ॥ না। আর কাউকে না!

হিলদা ॥ হ্যাঁ। একজনের সঙ্গে সে লড়াই করছে।

রাজনার ॥ আপনি ভুল করছেন।

হিলদা ॥ তাহলে বাতাসের মধ্যে একটা গান কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

রাজনার ॥ ওটা নিশ্চয় গাছের পাতা নড়ার শব্দ।

হিলদা ॥ আমি একটা গান শুনতে পাচ্ছি; একটা মহান সঙ্গীত। [আনন্দে আত্মহারা হয়ে] দেখুন! দেখুন! টুপী দোলাচ্ছেন! টুপী দোলাচ্ছেন! নীচে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন তাঁর অভিনন্দন! আসুন! আসুন! আমারও এপাশ থেকে তাঁকে ফিরতি অভিনন্দন জানাই। [ডাক্তারের হাত থেকে সাদা শালটা ছিনিয়ে, নাড়াতে নাড়াতে ওপর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে] হুররে, হুররে! জয়, মহাস্থপতি জয়!

ডাক্তার হেরদাল ॥ চুপ করুন, চুপ করুন! এ কী করছেন! কী করছেন!

[বারান্দার ওপর থেকে মহিলারা তাদের ছোটো রুমাল ওড়ায়। রাস্তা থেকে জনতা চিৎকার করে ওঠে—হুর্‌রে ! হুর্‌রে। তারপরে হঠাৎ সবাই একসঙ্গে চুপ করে যায় ; চিৎকার করে ওঠে আতংকে। অস্পষ্টভাবে দেখা গেলো গাছগুলোর পেছনে একটা মানুষের দেহ, কাঠের তক্তা আর টুকরোগুলো মড়মড় ক'রে ভেঙে পড়লো।]

মিসেস সোলনেস আর মহিলারা ॥ [একসঙ্গে] ও পড়ে যাচ্ছে—পড়ে যাচ্ছে !

[মিসেস সোলনেস কাঁপতে কাঁপতে পেছনদিকে টলে প'ড়ে মূর্ছা যান। চিৎকার আর হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে মহিলারা তাঁর মূর্ছিত দেহটাকে ধরে ফেলে। রাস্তার লোকেরা বেড়া ভেঙ্গে হৈ হৈ ক'রে ঢুকে পড়ে বাগানের মধ্যে। ঠিক সেই সময় ডাক্তার হেরদাল দৌড়ে বেরিয়ে যান সেইদিকে। নেমে আসে সাময়িক বিরতি।]

হিলদা ॥ [আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যেন পাষাণমূর্তিতে পরিণত হয়ে বলে] আমার শিল্পীবিশারদ ! আমার মহাস্থপতি !

রাজনার ॥ [ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রেলিঙের গায়ে ভর দিয়ে] নিশ্চয় তাঁর দেহ গুঁড়িয়ে গিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছেন তিনি।

একজন মহিলা ॥ [মিসেস সোলনেসের দেহটাকে ঘরের ভেতরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়] ডাক্তার ডেকে আনুন—ডাক্তার—

রাজনার ॥ এক পা নড়ার মতো শক্তিও আমার নেই।

আর একজন মহিলা ॥ তাহলে, আর কাউকে ডাকুন।

রাজনার ॥ [চেঁচিয়ে ডাকতে চেষ্টা করে] কী ব্যাপার ? বেঁচে আছেন তো ?

একটি স্বর ॥ [নীচে, বাগান থেকে] মিঃ সোলনেস মৃত।

অন্যান্য সবাই ॥ [কাছাকাছি] তাঁর মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে তিনি সোজা পড়েছেন পাথরখাদের ভেতরে।

হিলদা ॥ [রাজনারের দিকে তাকিয়ে, শান্তভাবে] উঁচুতে তাকে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি নে।

রাজনার ॥ ভয়ংকর ! ভয়ংকর দৃশ্য ! সুতরাং, শেষ পর্যন্ত তিনি পারলেন না !

হিলদা ॥ [মনে হলো, শান্ত মন্ত্রমুগ্ধ এবং হতভম্ব বিজয়োল্লাসে] কিন্তু সে উঠেছিল একেবারে চূড়ায়। বাতাসে আমি বীণার সুর শুনেছি। [বাতাসে তার শালটা উড়িয়ে, প্রবল উত্তেজনায় চিৎকার ক'রে] আমার—আমার শিল্পীবিশারদ ! মহাস্থপতি !!

নবজন্ম

॥ তিন অংকের একটি নাটকীয় উপসংহার ॥

WHEN WE DEAD WAKE

॥ ভূমিকা ॥

১৮৯৯ সালের প্রথম কটি সপ্তাহ। ইবসেন নতুন একটি নাটকের খসড়ায় হাত দিলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হেগেলকে একটি চিঠিতে তিনি তাঁর নতুন পরিকল্পনার কথা জানালেন, এবং ২০শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই মোটামুটি একটা কাঠামো কাগজে তিনি ছকে ফেললেন। দিন দুই পরে সংলাপ লিখতে শুরু করলেন তিনি। নাটকটির নাম দিলেন 'পুনরুত্থান দিবস'—'The Day of Resurrection'; কিন্তু বসন্তকাল এলো; গ্রীষ্ম এলো। তবু প্রথম অংকটি শেষ হলো না তাঁর। এর জন্যে কেউ কেউ বিষয়-বস্তুটিকেই দায়ী করেন। এটি ছিল অনেকটা বিমূর্ত—নিজের সঙ্গে একটি চিত্রকরের শেষ মোকাবিলার কাহিনী। যাই হোক, লেখাটি আর এগোল না। নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যেতে লাগলো। দোসরা সেপ্টেম্বর তারিখে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হলো তাঁর 'An Enemy of the People'; থিয়েটারের কর্মকর্তারা আর দর্শকবৃন্দ সেদিন প্রেক্ষাগৃহে তাঁকে যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তা কেবল যে অভিনব ছিল তাই নয়, সেটি তাঁর স্নায়ুগুলির ওপরে প্রবল চাপও সৃষ্টি করেছিল। পরের দিন Halvorsen-এর কাছ থেকে আর একটি নিমন্ত্রণকে গ্রহণ না ক'রে তাঁকে তিনি জানালেন: "The interruptions during these past few days of my normal routine have much effected mystrength, and now I must catch up an almost a whole week with neglected work." এবং তারপরের তিনটি সপ্তাহের মধ্যেই, নাটকের প্রথম খসড়াটি তিনি শেষ ক'রে ফেললেন। তারপরে পুরো দুটি মাস লাগলো তাঁর নাটকটি ঝালাই করতে। ২০শে নভেম্বর Gyldendal-কে তিনি জানালেন যে নাটকটি তাঁর শেষ হয়েছে। নতুন অর্জিত গ্রন্থসত্ত্ব অনুসারে ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে Heinemann লণ্ডনে নরওয়ের ভাষাতে বারোটি কপি মুদ্রিত করলেন। হেগেল ছাপালেন বারো হাজার কপির একটি সংস্করণ; কিন্তু বাজারে ছাড়ার পূর্বে জনসাধারণের চাহিদার ভিত্তিতে আরও দু'হাজার কপি বেশী ছাপতে হয়েছিল তাঁকে।

নাটকটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে একটি বর্ষীয়ান চিত্রকরের জীবনযাতনা নিয়ে। তাঁর নাম হচ্ছে আর্নল্ড রুবেক। নিজের জীবনের সুখ বিসর্জন দিয়ে তিনি বিশ্বজোড়া যশের আর সেই সঙ্গে অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন। মায়া বা মাজা নামে অনেক কমবয়সী একটি

যুবতীকে বিয়ে করে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। বহুদিন পরে নিজের দেশ নরওয়েতে ফিরে এসে তাঁর আগেকার মডেল ইরিনার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এই ইরিনা তাঁকে ভালোবাসতো, কিন্তু তাঁর যৌবনোদীপ্ত রক্তমাংসের ওপরে তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না—চিত্রকর হিসাবে যতটুকু তাঁর প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বেশি নয়। তারপরে অনেকদিন কেটে গিয়েছে। ইতিমধ্যে ইরিনা অধঃপাতের চরম ধাপে নেমে গিয়েছে। দুজনে মিলে অতীতের রোমন্থনে মেতে ওঠেন; তার জীবনকে ধ্বংস করার জন্যে ইরিনা রুবেককে অভিযুক্ত করলো। তারপরে দুজনে ঠিক করলেন তাঁরা পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় উঠবেন। সেখানে মুক্ত অবারিত হাওয়ায় আর নির্মল সূর্যের আলোতে তাঁরা মৃত জীবন দুটিকে উদ্ধার করবেন। ইতিমধ্যে মায়া একজন শিকারীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে উঠে, এবং পাহাড়ের চূড়া থেকে দুজনে নীচে নেমে এসে তারাও নিজেদের মৃত জীবনকে উদ্ধার করে; কিন্তু হিমবাহের প্রবল চাপে রুবেক আর ইরিনা চাপা পড়ে মারা যান। এখানে রুবেক আর ইরিনা যাকে সত্যিকার মৃত্যু বলে মনে করতেন তাকেই সত্যিকার জীবন বলে বেছে নিলেন; মায়া আর তার প্রেমিক ভালুকশিকারী আলফিম প্রেমের মধ্যে আবিষ্কার করলো একটি নতুন জীবনকে। মৃত্যুকে রুবেক মেনে নিয়েছিলেন সত্যিকার মহাজীবন হিসাবে। তাই মৃত্যুটাই তাঁর কাছে ছিল মহাজীবনে উত্তরণ। ইবসেন সম্ভবত এই কথাটাই বলতে চেয়েছেন যে প্রেমকে বর্জন ক'রে পার্থিব বিষয়-বাসনার রক্তমাংসের কয়েকখানায় মানুষ যতক্ষণ বন্দী হয়ে থাকে ততক্ষণই সে মৃত; মৃত্যুর মধ্যেই কেবল মানবাত্মা জেগে ওঠে। তাকেই আমরা বলি পুনরুত্থান।

নাটকটি প্রকাশিত হওয়ার পরে, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পত্রপত্রিকাগুলিতে যে সব আলোচনা বেরিয়েছিল সেগুলির মধ্যে নাট্যকারের সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল বেশি—যদিও একথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে উপলব্ধির দিক থেকে নাটকটি যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। Kristofer Randers ইবসেনের পূর্বের অনেক নাটকেরই বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছিলেন; তিনি Aftenposten পত্রিকায় এটির সম্বন্ধে লিখলেন: …"less a truthful and objective picture of life than a personal expression of his own needs and feelings – a confession from the heart, a desperate cry of doubt, an apotheosis of love. It is as though the ageing poet wishes to say: 'Let everything in life fail, woman will not fail; let everything in life break, the power of love will hold"—অর্থাৎ, এই নাটকটির মধ্যে বাস্তব জীবনের যথাযথ প্রতিফলন যতটা হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে কবির ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা আর চাহিদার প্রতিফলন—একটি অকপট স্বীকারোক্তি, সন্দেহের বিষাক্ত তীরে জর্জরিত একটি মানবাত্মার মর্মান্তিক হাহাকার, বর্ষীয়ান কবি যেন বলতে চান—জীবনে সবকিছু ব্যর্থ হলেও, নারী কোনোদিন ব্যর্থ হবে না। জীবনের সবকিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেলেও প্রেমের শক্তি অটুট হয়ে থাকবে। কেউ কেউ এই বলে মন্তব্য করেছেন যে নাটকটির মধ্যে

নন্দনকলার সম্বন্ধে সুবিচার করা হয় নি। এর মধ্যে ফুটে উঠেছে একটি হতাশা আর তিক্ততা—প্রত্যেক চিত্রকরই, এমন কি শ্রেষ্ঠ চিত্রকরও, মাঝে মাঝে যা অনুভব করেন। Politiken পত্রিকাতে Edvard Brandes লিখেছেন : "The deeper one digs into the play, the better one is able to appreciate its greatness"

এতদিন তাঁর নতুন নাটকধারার মধ্যে মোটামুটিভাবে যার শুরু হয়েছিল 'যুবসংঘ' (The League of Youth) থেকে, ইবসেন যে রাজনৈতিক, সামাজিক আর ধর্মীয় এবং প্রথাগত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এখানে সে সংগ্রাম তাঁর নেই। এখানে সংগ্রাম দেখা যাচ্ছে আত্মিক স্তরে. A Doll's House, Ghosts, Rosmersholm, Hedda Gabler, Little Eyolf, John Gabriel Borkman-কে এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে ফেলা যায়। এখানেও বিধৃত রয়েছে মানব-মুক্তির আন্দোলন, কিন্তু সেটার প্রকৃতি অনেকটা বিমূর্ত। মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ঘাঁটি গেড়েছে তার নিজের অন্তঃস্থলে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, মিথ্যাচারের অবচেতনায়। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার তারই তুঙ্গে আরোহণ করেছেন। এই শিখর চিরতুষারে আবৃত। এখানে দাঁড়িয়ে যে নির্মল সূর্যকিরণে অবগাহন করতে পারে সে ই লাভ করে সত্যিকার জীবন – বাইবেলের ভাষায় তাকেই আমরা বলতে পারি 'পুনরুত্থান দিবস' (The Day of Resurrection)। বিখ্যাত ভাস্কর রুবেক যতদিন আর্টের মোহে তার প্রেমিকাকে অবহেলা করেছিলেন ততদিন তিনি বাঁচার আনন্দের মূল্যে কিনতে গিয়েছিলেন যশ, প্রতিপত্তি। তাঁর মোহ ভাঙলো সেদিনই যেদিন তিনি আবিষ্কার করলেন এতদিন তিনি ছিলেন মৃত। মৃতের সমাধির অন্তঃস্থল থেকে তাঁর আত্মা এতদিন মর্মান্তিক হাহাকারে ঠাণ্ডা দেওয়ালের গায়ে মাথা খুঁড়ে মারা যাচ্ছিল। প্রেমের স্পর্শে তিনি নতুন জীবনের আস্বাদ পেলেন ; পেয়ে শিউরে উঠলেন। তেমনি ইরিনাও যতদিন ভোগ আকাঙ্ক্ষার অপরিতৃপ্তিতে তার দেহযৌবনকে ভবের হাটে বেচে দিয়েছিল ততদিনই সেও ছিল মৃতা ; রুবেককে দেখে তার সেই প্রেম জেগে উঠলো। তাতেই তার হলো নবজন্ম। মায়ার ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটেছে। অর্থের প্রাচুর্য আর সুখের মোহে পিতার বয়সী রুবেককে সে বিয়ে করে বুঝতে পারলো সে অর্থ চায় না, সে চায় ভালোবাসা ; আর তার চাহিদা পূর্ণ করার ক্ষমতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর রুবেকের নেই। তাই সে বেরিয়ে গেল তথাকথিত সংস্কৃতিবর্জিত সভ্যসমাজের বহির্ভূত অশালীন একজন ভালুকশিকারীর সঙ্গে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গীর মতো। এখানেও সেই ঘুমভাঙার গান, মৃত্যুলোক থেকে জীবলোকে ফিরে আসার প্রচেষ্টা। এই নাটকের তিনটি মূল চরিত্রই, রুবেক, ইরিনা, আর মায়া, ছিল মৃত এই কারণে যে জীবনকে তারা অনাদরে ফিরিয়ে দিয়েছিল, আর তারই ফলে জীবন প্রতিশোধ নিয়েছিল তাদের ওপর।

আলোচ্য নাটকটির সম্বন্ধে আর যে অভিযোগটি উঠেছে, অনেক সমালোচকের কাছে যেটি সত্যকার অভিযোগ ছাড়া অন্য কিছু নয়, সেটি হচ্ছে এই যে আকারে নাটকটি বড়োই ক্ষুদ্র, 'much the shortest Ibsen ever wrote' ; অভিনয়ে এর সময় লাগে

দুঘণ্টারও কম—যদি অবশ্য দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংকের মাঝখানে কোনো বিরতি দেওয়া না হয়—দেওয়ার পক্ষে সত্যিকার কোনো যুক্তিও নেই। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ দৃশ্যটি অভিনয় করতে সময় লাগে মাত্র পনের মিনিটের মতো।

কিন্তু এই স্বল্প পরিসরতার কারণ কী? অনেক সমালোচকের কাছে এটি একটি রহস্যময়তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেবল ছোটো হলেও না হয় চলতো, কিন্তু এঁদের কাছে দৃশ্যটি অসমাপ্ত, বা অপূর্ণ। আরও যেন কিছু বলার ছিল, আরও কিছু বললে যেন ভালো হতো—এইরকম অভিযোগ এই অঙ্কটির বিরুদ্ধে প্রায়শই ওঠে। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। ইবসেনের জীবনীকার মাইকেল মেয়রের মতে এর কারণ দুটি: প্রথমটি হচ্ছে তাঁর শারীরিক অবসাদ। এই নাটকটি শেষ করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়েন: "he was within a few weeks of his first stroke, and there are hints of weakness that summer and autumn—his remarks to Rosa: 'If only my powers last! But they must, they must!' তাঁর যে সময় শেষ হয়ে আসছে একথাটা হয়ত তিনি আগে থাকতেই বুঝতে পাচ্ছিলেন। সেইজন্যে, "he perhaps felt unequal to the immense strain of executing an appropriate final act, specially to so self-searching a play.' দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে এই যে অতীতের প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর চিত্রকরদের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার ঘটেছে। এই সম্বন্ধে আর একজন বিখ্যাত ভাস্কর, Henry Moore মন্তব্য করেছেন: " . in some way their late works become simplified and fragmentary, become imperfect and unfinished. The artists stop caring about beauty and such things, and yet, their works get greater." কিন্তু ইবসেনের অনেক গুণগ্রাহী এই মন্তব্যকে স্বীকার করে নিতে রাজি হন নি। বার্নাড শ বলেছেন: "His magic is nowhere more potent. It is shorter than usual. hat is all." যুবক জেমস জয়েসের অভিমতও ছিল তাই—ইবসেনের প্রথম শ্রেণীর নাটকগুলির মধ্যে এটি একটি—যদি এটি শ্রেষ্ঠ না হয়েও থাকে। ১৯৬৮ সালে এডিনবার্গ ফেস্টিভ্যালে নাটকটি অভিনয় করার সময় মাইকেল এলিয়ট বলেছিলেন: "Like the last quartets of Beethoven, 'When We Dead Awaken' has all the intensity of the master at the height of his powers. It too is a quartet. At times, it may seem impossible to rise to the music, but the score itself can only be regarded with wonder."

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে সেটি হচ্ছে আলোচ্য দ্বিতীয় বা খণ্ড শিরোনাম নিয়ে: 'A Dramatic Epilogue'। তাহলে কি নাট্যকার ঠিক করেছিলেন যে এর পরে আর তিনি নাটক লিখবেন না? এই সমস্যাটি আমাদের কাছে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে এইজন্যে যে এইটিই ইবসেনের শেষ নাটক। এটি শেষ

করার কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁর প্রথম 'স্ট্রোক' হয়, এবং তারপর থেকে আর তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন নি। এই প্রশ্নের উত্তর ইবসেন নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। "No, that conclusion has been too hastily reached. The words 'Epilogue' was not meant by me to have any such implications. Whether I write anymore is another question, but all I meant by 'Epilogue' in this context was that the play forms an epilogue to the series of plays which began with 'A Doll's House' and which now ends with 'When We Dead Awaken',...It completes the cycle, and makes of it an entity, and now I am finished with it. If I write anything more, it will be in quite another context ; perhaps, too, in another form."

এই প্রসঙ্গে আর যে কথাটা বলা দরকার তা হচ্ছে সংলাপ সম্বন্ধে। এই প্রসঙ্গে দুচারটে কথ না বললে অনুবাদক হিসাবে, পাঠকপাঠিকাদের ওপরে তো বটেই, নিজের ওপরেও কিছুটা অবিচার করা হবে। আলোচ্য নাকটটি যে কেবল আয়তনের দিক থেকেই অল্প-পরিসর তা নয়, সংলাপগুলিও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত। অনেক ক্ষেত্রেই মনে হবে, ভাবের তীব্র প্রবাহকে ভাষাটা ঠিক বয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। কথায় মধ্যে দিয়ে যা বলা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি থেকে যাচ্ছেও না-বলা, বিশেষভাবে রুবেক আর ইরিনার সংলাপের মধ্যে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই সংলাপগুলি কবিতায় লেখা হলে আমার পক্ষে সেগুলির যথাযথ অনুবাদ করা হয়ত বা কিছু বেশি সহজ হতো। কারণ, এই গদ্য ঠিক গদ্য নয় —এটা হচ্ছে কবিতার অতি কাছাকাছি —ইংরাজীতে যাকে বলা হয় 'heightened or impassioned prose' — যে গদ্যে কবিতার প্রবহমানতা রয়েছে, রয়েছে প্রাণময়তা অথচ যাকে ঠিক কবিতার ছন্দে ফেলা যায় না। হৃদয়ের অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট বেদনার ভাষাকে সরল গদ্যে প্রকাশ করার মতো মর্মান্তিক প্রচেষ্টা আর বোধ হয় কিছুতে নেই।

পরিশেষে আর একটি জিনিসের উল্লেখ করেই আমরা এই আলোচনাটি শেষ করবো। তৃতীয় অঙ্কে দেখানো হচ্ছে বিরাট একটি হিমবাহের চাপে পড়ে রুবেক আর ইরিনার মৃত্যু হলো। এই মৃত্যুতেই তাঁদের নবজন্ম। তাঁরা চলেছিলেন পাহাড়ের চূড়ায় মুক্ত বায়ু আর প্রভাত কিরণের সান্নিধ্যলাভের আশায় ঝঞ্ঝাবার্তায় মহাবিক্ষুব্ধ কুয়াশার আস্তরণ ভেদ ক'রে ; পার্থিব মৃত্যুর হাত এড়িয়ে মহাজীবনকে আস্বাদন করার পথে। কিন্তু নাটকটির প্রাথমিক খসড়ায়, ইবসেন এটিকে অন্যভাবে শেষ করেছিলেন। এই সম্বন্ধে পিটার ওয়াটস যা লিখেছেন সেটির অনুবাদ আমি এখানে রাখলাম ঃ

> "প্রথমে এইখানে ইবসেন একটি দীর্ঘ এবং পঙ্গু দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন। সেখানে দেখা যায় সেই কুঁড়েঘর থেকে আলফিম স্যাম্পেন জাতীয় এক বোতল মদ বার করে সবাইকে খেতে দিয়েছে। তারপরে আলফিম আর মায়া চলে গেলে, ইরিনা বলে ঃ 'সে জেগেছে···জীবনের নিদ্রা থেকে, গভীর

নিদ্রা থেকে।' নাটকটি শেষ হয়েছে রুবেকের চিৎকারে : 'কুয়াশার ভেতর থেকে আমি পাহাড়ের চূড়াগুলিকে দেখতে পাচ্ছি—প্রভাতসূর্যের কিরণে তারা ঝলোমলো করছে। রাত্রির কুয়াশা ভেদ ক'রে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে সেই প্রভাতের আলোর দিকে।'

'ঘন হয়ে নেমে আসে কুয়াশার আস্তরণ—ঘন থেকে আরো ঘন হয়ে। রুবেক আর ইরিনা পাহাড়ে উঠতে শুরু করেন; এবং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যান। সন্ন্যাসিনীর মাথাটা দেখা যায়—সে তাঁদের খুঁজে বেড়াচ্ছে—কুয়াশার একটি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে।

মেঘের অনেক ওপরে, পাহাড়ের চূড়াগুলি প্রভাতসূর্যের আলোতে ঝলোমলো ক'রে ওঠে।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অংশটিকে ইবসেন রাখতে পারেন নি। পারেন নি সম্ভবত এই কারণে যে রুবেক আর ইরিনার জীবনে আর বেঁচে থাকাটা খুবই বিসদৃশ হবে। বার্ধক্যের শুষ্ক প্রান্ত থেকে মানুষ আর যৌবনের পুষ্পিত আঙিনায় ফিরে যেতে পারে না। সুতরাং এ-জীবনে নীড় বাঁধা আর তাঁদের সম্ভব হবে না। সেটা হবে তাতা খোলা থেকে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো। তাছাড়া, দিন যাপনের তিক্ততায় ভরে উঠবে তাঁদের মন। আবার হয়ত নেমে আসবে অবসাদ; আবার হয়ত নরকে ডুবতে হবে তাঁদের দেহগত কামনা আর কালিমার চাপে। তার চেয়ে এই ভালো। ব্যর্থ জীবনে নেমে আসুক মহাশান্তি, মৃত্যুলোক থেকে উত্তরণ হোক তাদের স্বর্গের অমৃত লোকে।

কিন্তু ওই কালো পোশাকধারিণী মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীটি কে? আলোচ্য নাটকটির মধ্যে ওর ভূমিকা কী? সমস্ত নাটকটির মধ্যে ও কেবল একটি শব্দ উচ্চারণ করেছে—'ইরিনা'—তা-ও একেবারে শেষে। তাহলে, নাটকের মধ্যে নাট্যকার কেন ওকে নিয়ে এসেছেন? আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছি যে ইরিনার পিছু পিছু সব সময় সে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে—ইরিনা ওর ভয়ে সব সময় ত্রস্ত। কিন্তু কেন? ওটি কি একটি প্রতীকী চরিত্র? ইরিনার মধ্যে যে শয়তানটা বাসা বেঁধেছিল ও কি তারই প্রতীক? তাই যদি হবে তাহলে সে প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের চোখের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছে কেন? এই 'কেন'-র উত্তর জানি নে; কিন্তু এটুকু জানি যে ইরিনার স্বাধীন সত্তার ওপরে সে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল, এবং গ্রীক ট্র্যাজিডির নিয়তির মতো ইরিনার জীবনকে সে ব্যর্থ করার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে ইরিনা নবজন্ম লাভ করেছিল।

সুনীলকুমার ঘোষ

॥ নাটকের চরিত্র ॥

প্রফেসর আরনল্‌ড রুবেক ॥ ভাস্কর

মায়া রুবেক ॥ স্ত্রী

ম্যানেজার, একটি খনিজ জলের উৎসমুখে অবস্থিত হোটেলের

স্কোয়ার আলফিম, গ্রাম্য ভূস্বামী

একজন নারী পর্যটক

একজন সন্ন্যাসিনী

হোটেলে পরিচারকবৃন্দ, অতিথিগণ, আর শিশুরা

প্রথম অংকের ঘটনা ঘটেছে সমুদ্রোপকূলবর্তী স্নানাগারে ; দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংকের ঘটনাগুলি ঘটেছে পাহাড়ের ওপরে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে আর কাছাকাছি একটি পাহাড়ের চূড়ায়।

প্রথম অংক

একটি খনিজ জলের উৎস। সেখানকার একটি হোটেলের বাইরে। আসল হোটেলের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে ডানদিকে। খোলামেলা জায়গা, অনেকটা পার্কের মতো। চারপাশে ঝরনা, ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়, আর পুরানো বড়-বড় গাছ। বাঁদিকে ছোটো একটা তাঁবু। আইভি আর ভার্জিনিয়া লতা-পাতায় একেবারে ঢেকে গিয়েছে। তার বাইরে একটা টেবিল আর একটা চেয়ার। পেছনের দিকে অনেকদূরে সমুদ্র পর্যন্ত অন্তরীপের একটা ছায়াচিত্র। সেই সঙ্গে দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে খাড়ি আর ছোটো দ্বীপ। গ্রীষ্মকালের রোদে ভরা সকাল, গরম আর শান্ত।

[প্রফেসর রুবেক আর মায়া, তাঁর স্ত্রী। হোটেলের বাইরে ছোটো বাগানের ওপরে টেবিলের পাশে বেতের চেয়ারে দুজন বসে। টেবিলের ওপরে কিছু খাবার দেখা যাচ্ছে। প্রাতরাশ শেষ ক'রে তাঁরা বর্তমানে শ্যাম্পেন খাচ্ছেন। দুজনের হাতেই খবরের কাগজ। প্রফেসর একজন বয়স্থ মানুষ ; পরণে হাল্কা রঙের গ্রীষ্মকালীন পোশাক ; আর কালো ভেলভেট্ জ্যাকেট। তাঁর স্ত্রী মায়া, যুবতী ; উজ্জ্বল মুখবর্ণ ; আমুদে ; চোখ দুটোর মধ্যে দিয়ে ব্যঙ্গের ঝিলিক খেলছে। তবু, ক্লান্তির একটা ছাপ ঢাকা পড়ে নি। পরণে বেড়ানোর পোশাক—বেশ রুচিসম্মতভাবে পরা। মায়া একটু চুপচাপ বসে থাকে। মনে হলো, প্রফেসরের কাছ থেকে সে কিছু শোনার অপেক্ষা করছে। তারপরে খবরের কাগজটা নামিয়ে একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে]

মায়া ॥ উঃ !

প্রফেসর ॥ [খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে] কী ব্যাপার...মায়া ? কী হলো ?

মায়া ॥ কী নিস্তব্ধ ! ..ওই শোনো !

প্রফেসর ॥ [একটু প্রসন্ন হাসি হেসে] শুনতে পাচ্ছ ?

মায়া ॥ কী ?

প্রফেসর ॥ নিস্তব্ধতা !

মায়া ॥ নিশ্চয়।

প্রফেসর ॥ হয়ত ঠিক বলেছ তুমি। নৈঃশব্দের বাণী সম্ভবত মানুষ শুনতে পায়।

মায়া ॥ ঈশ্বর জানেন—তুমি পাও,—সেই নৈঃশব্দ যখন এখানকার মতো অপ্রতিরোধ্য হয়—যখন—

প্রফেসর ॥ তুমি বলতে চাও—এইখানে—এই উৎসের ধারে ?

মায়া ॥ আমি বলতে চাই সর্বত্র—দেশে ফিরে এসে যা দেখছি। অবশ্য শহরগুলিতে কিছুটা হৈ চৈ আর হট্টগোল রয়েছে ; কিন্তু সে-সব জায়গাতেও আমি দেখেছি হট্টগোলগুলি যেন কেমন নিষ্প্রাণ।

প্রফেসর ॥ [স্ত্রীর দিকে অনুসন্ধিৎসার ভঙ্গীতে তাকিয়ে] মায়া, দেশে ফিরে আসার জন্যে তুমি খুসী হও নি ?

মায়া ॥ তুমি ?

প্রফেসর ॥ [প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে] আমি ?

মায়া ॥ হ্যাঁ, তুমি। সত্যি কথা বলতে কি আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশি বিদেশে ঘুরেছ। এতদিন পরে তুমি বাড়ি ফিরে এসেছ। সত্যি কি তুমি খুসী হও নি ?

প্রফেসর ॥ না...সত্যি বলতে কি আমার তা মনে হচ্ছে না - সম্পূর্ণ খুশি হই নি।

মায়া ॥ [খুশি হয়ে] তাই বল ! আমি তা আগেই জানতাম।

প্রফেসর ॥ হয়ত, অনেক, অনেকদিন আমি বিদেশে কাটিয়েছি। এখানকার জীবনধারা থেকে - ফিরে এসে যা আমি দেখছি—আমি অনেক, অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

মায়া ॥ [বেশ আগ্রহ নিয়ে, চেয়ারটা তাঁকে কাছে টেনে এনে] তাহলে, দেখতে পাচ্ছ বুবেক - চল, আবার আমরা চলে যাই...যতটা তাড়াতাড়ি পারি।

প্রফেসর ॥ [কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে] আমরাও ঠিক তাই চাই মায়া ; আর তুমিও তা জানো।

মায়া ॥ কিন্তু এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি না কেন ? আমাদের নতুন সুন্দর বাড়িতে আমরা কী আনন্দেই না থাকবো ভেবে দেখো।

প্রফেসর ॥ [হেসে] তোমার বলা উচিত ছিল, 'আমাদের সুন্দর নতুন ঘরে'।

মায়া ॥ [রুক্ষভাবে] আমি বাড়িই বলতে চাই। ও নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো।

প্রফেসর ॥ [তাঁর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে] সত্যিই তুমি একটি অদ্ভুত মানুষ !

মায়া ॥ খুবই অদ্ভুত ?

প্রফেসর ॥ আমার তাই মনে হয়।

মায়া ॥ কিন্তু কেন ? উদ্দেশ্যহীনভাবে আমি এখানে ঘুরে বেড়াতে চাই নে ব'লে ?

প্রফেসর ॥ কিন্তু এই গ্রীষ্মে উত্তর দিকে যাওয়ার জন্যে কে হাঁইপাঁই করেছিল ?

মায়া ॥ হ্যাঁ ; সেকথা ঠিক। আমিই।

প্রফেসর ॥ আমি যে নয় সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

মায়া ॥ কিন্তু এখানে, দেশে যে সবকিছু এমন মারাত্মকভাবে পাল্টে যাবে তা কে ভাবতে পেরেছিল ? আর এই অল্প সময়ের মধ্যে ! যখন ভাবি, মাত্র চার বছর আগে এখান থেকে আমি চলে গিয়েছি...

প্রফেসর ॥ —তোমার বিয়ের সময় থেকে, হ্যাঁ।

মায়া ॥ বিয়ে ? তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ?

প্রফেসর ॥ [আগের সূত্র ধ'রে] প্রফেসরের পত্নী হওয়ার পর থেকে, একটি সুন্দর, মনোমুগ্ধকর বাড়ির গৃহিণী হওয়ার পর থেকে ; আর বিশ্বের সেরা সেরা জিনিস

দিয়ে ঘেরা তৌনিজ হ্রদের ওপরে একটি ভিলার মালিক হওয়া থেকে ; কারণ, সেখানে যে অনেক ঘর রয়েছে সেকথা তোমাকে স্বীকার করতে হবে, মায়া ;—তার ফলে সব সময় আমাদের পরস্পরের ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয় না।

মায়া ।। [এমনি সাধারণভাবে] না ; ঠিকই বলেছ। ঘর অনেক রয়েছে—আমরা যা চাই।

প্রফেসর ।। আর মনে রেখো, সেখানে বেশ সংস্কৃতিবানদের সমাজে তুমি ঘুরে বেড়াতে পারতে, সেখানে তোমার জগৎ ছিল অনেক বড়ো—তোমার নিজের বাড়ি যেখানে সেখানের চেয়ে।

মায়া ।। [তাঁর দিকে তাকিয়ে] ওঃ! তাহলে তোমার ধারণা পরিবর্তন হয়েছে আমারই ?

প্রফেসর ।। তুমি ঠিকই বলেছ, মায়া।

মায়া ।। শুধু আমি ? এখানে এসে যাদের দেখছি তাদের নয় ?

প্রফেসর ।। নিশ্চয়, নিশ্চয়। তাদেরও পরিবর্তন হয়েছে। আর একথাও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে তার জন্যে তাদের যে আমাদের বেশি ভালো লাগছে তা নয়।

মায়া ।। হ্যাঁ। সেকথা তোমার স্বীকার না ক'রে উপায় নেই।

প্রফেসর ।। [নতুন কিছু একটা চিন্তা ক'রে] এখানকার মানুষদের জীবনধারার দিকে তাকিয়ে আমার কী মনে হয় জানো ?

মায়া ।। উঁহু! কী মনে হয় ?

প্রফেসর ।। এখানে আসার পরে ট্রেনের কামরায় আমরা যে রাত কাটিয়েছিলাম সেই রাতের কথা।

মায়া ।। সে কী! তুমি তো কামরায় মধ্যে ব'সে সারাটা পথই ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলে।

প্রফেসর ।। ঠিক তা নয়। যে সব ছোটো ছোটো স্টেশনে গাড়িটা আসছিল সেইসব জায়গায় কী নৈঃশব্দই না বিরাজ করছিল! সেইটাই অনুভব করছিলাম আমি। সেই সব নিস্তব্ধতার স্বর আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, ঠিক তোমার মতো, মায়া।

মায়া ।। আমার মতো ? শুনতে পেয়েছিলে ?

প্রফেসর ।। সেই শুনেই তো জানতে পারলাম যে আমরা সীমান্ত অতিক্রম ক'রে এসেছি ; যে আমরা সত্যিই আবার ফিরে এসেছি নিজেদের বাড়িতে। কারণ, ট্রেনটি প্রত্যেক ছোটো ছোটো স্টেশনে থামছিল, যদিও অবশ্য লক্ষ্য করার মতো সত্যিই কিছু ঘটে নি।

মায়া ।। যদি সত্যিই কিছু না ঘটে থাকে তাহলে ট্রেনটা ওইভাবে থামছিল কেন ?

প্রফেসর ।। তা আমি জানি নে। কোনো স্টেশনে কেউ ওঠানামা করে নি। কিন্তু ট্রেনটা চুপচাপ সেসব জায়গায় থেমে গেল ; মনে হল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে সে

দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং প্রতি স্টেশনে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে দুজন রেল কর্মচারীর হেঁটে যাওয়ার শব্দ আমি শুনতে পেলাম—তাদের হাতে ছিল লণ্ঠন ; পরস্পরের সঙ্গে তারা বিড়বিড় ক'রে কথা বলছিল—রাত্রিতে ; তাতে তাদের মুখের কোনো বিকৃতি ঘটে নি, কথার খুঁজে পাইনি কোনো অর্থ।

মায়া ॥ তুমি ঠিকই বলেছ। প্লাটফর্মের ওপরে সব সময় দুটি লোক কথা বলছিল ..

প্রফেসর ॥ --কথার কোনো বিষয় তাদের ছিল না ; কিছুমাত্র না। [একটু বেশি জীবন্ত হয়ে] কিন্তু আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর ঃ সেই সময় বিরাট আরামদায়ী স্টীমার ঘাটে এসে লাগবে ; সেই জাহাজে চাপবো আমরা ; আর উপকূলের গা ঘেঁষে আমরা এগিয়ে যাবো উত্তরদিকে—একেবারে সেই উত্তরমেরু পর্যন্ত।

মায়া ॥ কিন্তু তাহলে তো তোমার কিছুই দেখা হবে না, না দেশ, না দেশের মানুষকে —আর বিশেষভাবে তাদেরই তো তুমি দেখতে চেয়েছিলে।

প্রফেসর ॥ [রুক্ষ আর কড়াভাবে] যথেষ্ট দেখেছি।

মায়া ॥ তোমার ধারণা, সমুদ্রযাত্রাই তোমার বেশি ভালো লাগবে ?

প্রফেসর ॥ দেখো, সমুদ্রযাত্রা সব সময়েই পরিবর্তনের কাজ করে - দেহ আর মনের।

মায়া ॥ ভালো কথা—তাতে যদি তোমার কোনো লাভ হয়···

প্রফেসর ॥ লাভ ? আমার ? ওতে আমার কিছু আসে যায় না।

মায়া ॥ [উঠে, তাঁর কাছে গিয়ে] আছে, আছে, রুবেক—নিশ্চয় তুমি তা বুঝতে পেরেছ —নিজেই।

প্রফেসর ॥ প্রিয় মায়া, কী থাকতে পারে ?

মায়া ॥ [তাঁর পেছনে গিয়ে, তাঁর চেয়ারের পেছনে ঝুঁকে প'ড়ে] তুমিই বলো। অস্থিরভাবে বিদেশে বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছ তুমি ; কোনো জায়গাতেই তুমি স্থির হয়ে বসবাস করতে পারো নি—না দেশে, না বিদেশে। আর এখন তুমি তোমার ভাইমানুষদের অপছন্দ করতে শুরু করেছ।

প্রফেসর ॥ [তিক্তভাবে] তাহলে, তোমার তা চোখে পড়েছে ?

মায়া ॥ তোমাকে যে জানে তার চোখে এ জিনিসটা ধরা না প'ড়ে পারে না। কিন্তু সবচেয়ে যেটা দুর্ভাবনার কথা সেটা হচ্ছে এই যে তোমার নিজের কাজে আর তুমি বিন্দুমাত্র আনন্দ পাও না—আমার তাই মনে হয়।

প্রফেসর ॥ তাই বুঝি ?

মায়া ॥ ভেবে দেখো, কী ভাবে নিজের কাজ তুমি করে যেতে—সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কোনোরকম বিশ্রাম না নিয়ে।

প্রফেসর ॥ [বিষণ্ণভাবে] করে যেতাম। হ্যাঁ। সেকথা ঠিক।

মায়া ॥ কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠ চিত্রটির ওপরে একবার শেষ তুলি বোলানোর পরেই···

প্রফেসর ॥ [চিন্তাগ্রস্তের মতো মাথাটা নাড়িয়ে] 'পুনরুত্থান দিবস'···

মায়া ।। হ্যাঁ — যে চিত্রটিকে পৃথিবীর সর্বত্র দেখানো হয়েছে, আর যেটি তোমাকে এত বিখ্যাত করেছে···

প্রফেসর ।। হয়ত ওইটাই ভুল হয়েছে, মায়া।

মায়া ।। কোনটা ?

প্রফেসর ।। আমার সেই শ্রেষ্ঠ চিত্রটিকে আমি যখন শেষ করলাম — [হাতটাকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে] কারণ 'পুনরুত্থান দিবস' একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র অথবা, প্রথমে তাই সেটি ছিল। না, না — এখনও তা শ্রেষ্ঠ। অবশ্যই একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র – অবশ্য, অবশ্যই।

মায়া ।। [তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] কিন্তু বুবেক, সারা বিশ্ব তা জানে।

প্রফেসর ।। সারা বিশ্ব কিছুই জানে না — তোমাদের ওই সারা বিশ্ব কিছুই বোঝে না।

মায়া ।। অন্তত, কিছুটা আন্দাজ তো সে করতে পারে — কিছুটা, যেভাবেই হোক।

প্রফেসর ।। যার কোনো অস্তিত্ব নেই — হ্যাঁ, সেবিষয়ে কিছুটা আন্দাজ সে করতে পারে। যা কোনোদিনই আমার মগজের মধ্যে ঢোকে নি। হ্যাঁ, নিশ্চয় ; আমি যা কোনোদিন ভাবি নি তাই নিয়ে তারা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে পারে। [বিড়বিড় করতে করতে] এই অবোধ জনতার জন্যে — উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণের জন্যে খেটে খেটে মরে গিয়ে লাভ কী ? — তোমার ওই 'সারা বিশ্বের জন্যে' ?

মায়া ।। তাহলে, মাঝে মাঝে দু'একটা প্রতিকৃতি এঁকেই কি তুমি চুপচাপ বসে থাকতে চাও ? এইটাই কি তোমার পক্ষে আরো ভালো হবে, অথবা, তোমার উপযুক্ত হবে ব'লে তোমার মনে হচ্ছে ?

প্রফেসর ।। [একটি ধৈর্যশীল হাসি হেসে] আমি যা আঁকি সেগুলি নিছক প্রতিকৃতি নয়, মায়া।

মায়া ।। তাহলে, সেগুলি যে কী তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। কারণ এই দু'তিন বছরের মধ্যে — তোমার সেই শ্রেষ্ঠ চিত্রটি শেষ করার—এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে···

প্রফেসর ।। তাহলেও, সেগুলি যে নিছক অর্ধ-প্রতিকৃতি নয় সেবিষয়ে তোমাকে আমি নিশ্চিন্ত করতে পারি।

মায়া ।। তাহলে, সেগুলি কী ?

প্রফেসর ।। ওইসব প্রতিকৃতির অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম তুলির টান রয়েছে, লুকিয়ে রয়েছে আর একটি রূপ···সেই লুকানো জিনিসটি উচ্ছৃঙ্খল জনতায় চোখে পড়ে না।

মায়া ।। অ্যাঁ !

প্রফেসর ।। সেটি কেবল আমি দেখতে পাই — এবং জনসাধারণের চোখের দিকে তাকিয়ে আমি বেশ হাসি। ওপরে আসলটির সঙ্গে তার 'অদ্ভুত সাদৃশ্য' দেখে, দর্শকেরা হাঁ ক'রে তাকিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। [স্বরটা নিচু ক'রে] কিন্তু তার অনেক নীচে থাকে একটি অশ্বের আত্মম্ভরী ন্যায়পরায়ণ মুখের দৃশ্য, একটি এক বগ্‌গা অশ্বতরের দংশননিবারনী মুখবন্ধনী, ঝলঝলে কানওয়ালা কোনো কুকুরের

চ্যাপটা মাথার টান, অথবা, চর্বি-মাখানো কোনো শূয়োরের নাক আর মুখের ছায়া… আর কখনও কখনও একটা ষাঁড়ের বর্বর, হিংস্র মুখোশ।

মায়া ॥ [কোনোরকম আগ্রহ না দেখিয়ে] অর্থাৎ, খামারে যত পোষা জন্তুজানোয়ার থাকে সব।

প্রফেসর ॥ অবিকল। খামারের যত পোষা জন্তুজানোয়ারের দল। সমস্ত জানোয়ার— নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ যাদের বিকৃত করেছে ; আর যারা আবার বিকৃত করেছে মানুষকে। [শ্যাম্পেনের পাত্রটিকে নিঃশেষ ক'রে হাসেন] আর এইসব দ্বিতীয় সত্তার চিত্রগুলিকে আমাদের তথাকথিত বিদগ্ধ মানুষেরা এসে আমার কাছ থেকে কিনে নিয়ে যান। এবং সরল বিশ্বাসে দাম দিয়ে যান—এবং বাধ্য হয়ে। যাকে বলে 'সোনার মাপে'।

মায়া। [প্রফেসরের শূন্য পাত্রটিকে ভর্তি ক'রে] তোমাকে ধিক, বুবেক! ধিক তোমাকে। নাও ; এখন পান ক'রে মনটাকে চাঙ্গা ক'রে তোলো।

প্রফেসর ॥ [কপালের ওপরে একটা হাত দু'একবার বুলিয়ে, এবং চেয়ারে হেলান দিয়ে] মায়া, আমি সুখী ; সত্যিই সুখী। একভাবে। [সামান্য একটু পরে] সম্পূর্ণ-ভাবে মুক্ত আর স্বাধীন—এটা জানার মধ্যে মানুষের একটা আনন্দ রয়েছে…আনন্দ রয়েছে মানুষ যা সম্ভবত চায় তার সবটুকু পাওয়ার মধ্যে—অন্তত বাইরে থেকে। এটা তুমি স্বীকার কর না, মায়া ?

মায়া ॥ নিশ্চয় করি—যতক্ষণ তা পাওয়া যায়। [তাঁর দিকে তাকিয়ে] কিন্তু আমরা যেদিন পরস্পর একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলাম একটা বেশ কঠিন বিষয়ে… সেদিন তুমি আমাকে যে কথা দিয়েছিলে তা কি তোমার মনে রয়েছে ?

প্রফেসর ॥ [ঘাড় নেড়ে]—তোমার, আর আমার বিয়ের চুক্তি হ্যাঁ, ওটা তোমার পক্ষে একটু কঠিনই ছিল মায়া।

মায়া ॥ [নিজের ঝোঁকে]—সেই চুক্তিটা হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমি বিদেশে বেড়িয়ে বেড়াবো—আর জীবনের বাকি অংশটা কাটাবো বিদেশে—আর নিজে আমি আনন্দ করবো ; সেই সময় আমার কাছে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা কি তোমার মনে রয়েছে ?

প্রফেসর ॥ [ঘাড় নেড়ে] উঁহু। ঠিক মনে নেই। কী প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বল তো।

মায়া ॥ তুমি বলেছিলে আমাকে তুমি একটা খুব উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাবে ; আর সেখান থেকে আমাকে তুমি দেখাবে বিশ্বের সমস্ত গৌরব।

প্রফেসর ॥ [অবাক হয়ে] সত্যিই বলেছিলাম ? তোমাকেও ?

মায়া ॥ আমাকে 'ও' ? আর কাকে ?

প্রফেসর ॥ [সাধারণভাবে] না—না ; সেকথা নয়। আমি কেবল বলতে চেয়েছিলাম —'তোমাকে দেখানোর জন্যে আমি কী কথা দিয়েছিলাম'—

মায়া ॥ 'বিশ্বের সমস্ত গৌরব'। হ্যাঁ, ওই কথাই আমাকে তুমি দিয়েছিলে। আর বলেছিলে—সেইসব গৌরব হবে তোমার আর আমার—যৌথভাবে।

প্রফেসর ॥ ওটা আমার একটা বাক্‌রীতি। সেই সময়ে ওই ধরনের কথা আমি প্রায় বলতাম।

মায়া ॥ মাত্র বাক্‌রীতি ?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ। সেই যখন স্কুলে পড়তাম তখন থেকে আমার পাশের বাড়ির ছেলেদের ওইসব কথা আমি বলতাম ; ওইসব ব'লে তাদের ঘর থেকে বার ক'রে এনে হয় বনের মধ্যে অথবা, পাহাড়ের ওপরে তাদের টেনে নিয়ে যেতাম খেলা করার জন্যে।

মায়া ॥ [তাঁর দিকে সোজা তাকিয়ে] তাহলে নিছক খেলার জন্যেই আমাকেও তুমি ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে এসেছিলে ?

প্রফেসর ॥ [ঠাট্টার ছলে উড়িয়ে দিয়ে] তা খেলাটাও বেশ জমেছিল, তাই নয়, মায়া ?

মায়া ॥ [নিরুত্তাপ কণ্ঠে] নিছক খেলার সাথী হওয়ার জন্যে তোমার সঙ্গে আমি বেরিয়ে যাই নি।

প্রফেসর ॥ না—না। নিশ্চয় না।

মায়া ॥ কিন্তু তুমি আমাকে কোনোদিন পাহাড়ের ওপরে নিয়ে যাওনি, অথবা দেখাও নি ··

প্রফেসর ॥ [বিরক্ত হয়ে]—বিশ্বের সমস্ত গৌরব ? না, দেখাই নি। দেখো মায়া, তোমাকে একটা কথা বোধ হয় জানিয়ে দেওয়াই ভালো। কথাটা হচ্ছে, পাহাড়ে ওঠার মতো স্বাস্থ্য আর শক্তি কোনোটাই তোমার নেই।

মায়া ॥ [নিজেকে সংযত করার চেষ্টায়] কিন্তু ওই দুটোই যে আমার রয়েছে একদিন তুমি তা ভাবতে।

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ, চার পাঁচ বছর আগে। [চেয়ারের ওপরে হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে] কিন্তু চার পাঁচটা বছর অনেকদিন মায়া।

মায়া ॥ [তাঁর দিকে তিক্তভাবে তাকিয়ে] রুবেক, চার পাঁচটা বছর তোমার কাছে অনেকদিন হয়ে গেল ?

প্রফেসর ॥ এখন আমার তাই মনে হয়—[হাই তুলে]—মাঝে মাঝে।

মায়া ॥ [নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে] ঠিক আছে। তাহলে, তোমাকে আর আমি বিরক্ত করবো না। [চেয়ারে বসে, খবরের কাগজটা তুলে পাতা উল্টাতে থাকে। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ]

প্রফেসর ॥ [কনুইয়ে ভর দিয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে স্ত্রীর দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে] প্রফেসর-গিন্নী কি চটলেন নাকি ?

মায়া ॥ [নিরুত্তাপ কণ্ঠে, না তাকিয়ে] আদৌ না।

[ইতিমধ্যে অতিথিরা সেখানে আসতে থাকে ; একা একা, অথবা দলবদ্ধ হয়ে

পার্কের মধ্যে দিয়ে ডানদিক থেকে বাঁদিকে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। হোটেলের ভেতর থেকে তাঁবুর পেছনদিকে বাবুর্চিরা খাবার বয়ে নিয়ে যায়। হোটেলের ম্যানেজার এসে উপস্থিত হয়। তার হাতে দস্তানা, আর একটা ছড়ি। পার্কের মধ্যে টহল দিয়ে ফিরে আসে সে। অতিথিদের দেখে তাদের'সে আপ্যায়িত করে; দু'একটা কথা বলে তাদের সঙ্গে।]

ম্যানেজার ॥ [ব্রুবেকের টেবিলের কাছে এসে এবং বিনম্রভাবে মাথার টুপীটা তুলে] সুপ্রভাত মাদাম। সুপ্রভাত প্রফেসর।

প্রফেসর ॥ সুপ্রভাত, ম্যানেজার।

ম্যানেজার ॥ [মায়ার দিকে তাকিয়ে] মাদাম, কাল রাত্রিতে আপনার ভালো ঘুম হয়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

মায়া ॥ চমৎকার ঘুম হয়েছিল। ধন্যবাদ। আমার ঘুমটা ভালোই হয়েছিল। সব সময়েই আমি নিঃসাড়ে ঘুমাই।

ম্যানেজার ॥ শুনে খুব খুশী হলাম। বিদেশে প্রথম রাত্রিটায় মানুষ কিছুটা অস্বস্তি ভোগ করে। আর, আপনি প্রফেসর ?

প্রফেসর ॥ আমার ? আমার এমনিতেই ঘুম হয় না—বিশেষ ক'রে সম্প্রতি।

ম্যানেজার ॥ [সহানুভূতির দৃষ্টিতে] শুনে দুঃখিত হলাম। কিন্তু এখানে কয়েক সপ্তাহ থাকলেই ভাঙা স্বাস্থ্য ঠিক হয়ে যাবে।

প্রফেসর ॥ [ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে] আচ্ছা, আমাকে বলুন তো আপনাদের এখানে কি এমন কোনো রোগী রয়েছেন যিনি রাত্রিতে সুস্থ হওয়ার জন্যে কিছু ব্যায়াম অভ্যাস করেন ?

ম্যানেজার ॥ [অবাক হয়ে] রাত্রিতে ? সে রকম কারও কথা তো কিছু শুনি নি।

প্রফেসর ॥ শোনেন নি ?

ম্যানেজার ॥ উঁহুঁ ! ওইরকম শরীরচর্চা করার মতো কোনো রোগী এখানে এসেছে বলে তো আমার জানা নেই।

প্রফেসর ॥ বেশ ; তাহলে, এখানে এমন কেউ আছেন যিনি রাত্রিতে এইসব জায়গায় ঘুরে বেড়ান ?

ম্যানেজার ॥ [হেসে, মাথা নেড়ে] না, প্রফেসর। ওইভাবে বেড়ানো এখানকার আইনবিরুদ্ধ কাজ।

মায়া ॥ [অধীর হয়ে] শুনলে, শুনলে ব্রুবেক ? আজ সকালে তোমাকে আমি কী বলেছিলাম ? স্বপ্ন দেখেছিলে—বলি নি.

প্রফেসর ॥ [শুকনোভাবে] তাই বুঝি ? ধন্যবাদ। [ম্যানেজারের দিকে ঘুরে] ব্যাপারটা কী শুনুন। ঘুম আসছিল না ব'লে রাত্রিতে আমি উঠে পড়লাম। ভাবলাম, আবহাওয়াটা কেমন তাই দেখি গে···

ম্যানেজার ॥ [আগ্রহান্বিত হয়ে] তারপর প্রফেসর, তারপরে··· ?

প্রফেসর ॥ জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দেখলাম, গাছগুলির মধ্যে সাদা পোশাক পরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মায়া ॥ [ম্যানেজারের দিকে চেয়ে একটু হেসে] আর আমাদের প্রফেসর বার বার জোর দিয়ে বলছেন যে সেই মানুষটি স্নানের পোশাক পরে রয়েছে।

প্রফেসর ॥ —অথবা, ওই ধরণের কোনো পোশাক, তাই আমি বলেছিলাম। আমি অবশ্য স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই নি, তবু পোশাকটা যে সাদা সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

ম্যানেজার ॥ অদ্ভুত ব্যাপার তো! সেই চেহারাটি কোনো ভদ্রলোকের না ভদ্রমহিলার?

প্রফেসর ॥ আমার নিশ্চয় মনে হলো—চেহারাটি কোনো ভদ্রমহিলারই হবে, কিন্তু তার পেছনেই আর একজন এসে হাজির হলো—একদম কালো—একটা ছায়ার মতো…

ম্যানেজার ॥ [চমকে উঠে] কালো? সম্ভবত, কালো পোশাক পরা?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ, যতদূর আমার মনে হয়।

ম্যানেজার ॥ [মনে হল সবকিছু যেন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে] এবং সেই সাদা পোশাক পরা মানুষটির পেছনে? একেবারে পেছনে? তাই বললেন না?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ। ওই সামান্য একটু তফাতে।

ম্যানেজার ॥ তাহলে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা আমি বুঝতে পেরেছি প্রফেসর।

প্রফেসর ॥ ব্যাপারটা কী বলুন তো।

মায়া ॥ [একইসঙ্গে] অর্থাৎ আপনি বলতে চান প্রফেসর সত্যিসত্যি স্বপ্ন দেখেন নি?

ম্যানেজার ॥ [হঠাৎ স্বরটা নিচু ক'রে, ডানদিকে পেছনে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে] শস্—স। যদি কিছু মনে না করেন—ওই দেখুন। একটু যদি আস্তে আস্তে কথা বলেন…

[একটি লম্বা, দোহারা চেহারার মহিলা; পরণে তার দুধের মতো সাদা ধপধপে পোশাক; হোটেলের একটি কোণের পেছন থেকে বেরিয়ে আসে। তার পেছনে পেছনে কালো পোশাকপরা একজন সন্ন্যাসিনী; বুকের ওপরে তার চেন দিয়ে ঝুলানো একটা রুপোর ক্রুশ। প্রথম মহিলাটি পার্কের মধ্যে দিয়ে বাঁ-দিকে সামনের তাঁবুর দিকে এগিয়ে যায়। তার মুখটি পাণ্ডুর, বিষণ্ণ; মনে হবে ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গিয়েছে। তার চোখের পাতাগুলি নিচের দিকে নামানো; মনে হয় সেই চোখ দুটিতে দৃষ্টি ব'লে কিছু নেই। তার পোশাকটি পা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। সাদা ক্রেপের একটি শাল দিয়ে তার মাথা, হাত দুটি, আর দেহের ওপরের দিকটি ঢাকা। বুকের ওপরে তার দুটি হাত মোড়া অবস্থায় রাখা। সে বেশ মেপে মেপে শক্তভাবে পা ফেলে হাঁটছিল। সন্ন্যাসিনীটির চলনও সেইরকম। তাকে পূর্বোক্ত মহিলার পরিচারিকা ব'লে মনে হয় না। নিজের তীক্ষ্ণ কটা চোখ দিয়ে সব সময়ে সে মহিলাটির ওপরে নজর রেখেছে। বাবুর্চীরা হাতে বড়ো বড়ো রুমাল

নিয়ে হোটেলের দরজার কাছে এসে সেই দুজন আগন্তুকের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে রইলো ; কিন্তু তাদের দিকে কোনোরকম দৃকপাৎ না ক'রেই মহিলা দুটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেল]

প্রফেসর ॥ [ধীরে ধীরে, নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর চেয়ার থেকে, এবং তাঁবুর বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে] ওই ভদ্রমহিলাটি কে ?

ম্যানেজার ॥ উনি এখানে বেড়াতে এসেছেন, ওই ছোটো তাঁবুটা উনি নিয়েছেন।

প্রফেসর ॥ বিদেশিনী ?

ম্যানেজার ॥ আমার তাই মনে হয়। যাই হোক, ওঁরা দুজন বিদেশ থেকে এসেছেন। এই সপ্তাহখানেক হলো। এখানে ওঁরা আগে কোনোদিন আসেন নি।

প্রফেসর ॥ [ম্যানেজারের দিকে স্থির বিশ্বাসে তাকিয়ে] গত রাত্রিতে মাঠের ওপরে ওঁকেই আমি দেখেছি।

ম্যানেজার ॥ খুবই সম্ভব। গোড়া থেকেই আমি ওঁরই কথা ভেবেছিলাম।

প্রফেসর ॥ ভদ্রমহিলার নামটা কী ?

ম্যানেজার ॥ 'মাদাম দ্য স্যাটোফ অ্যাণ্ড কম্পানিয়ন' নামে এখানের খাতায় ওঁদের পরিচয় লেখা রয়েছে। এর বেশি আর কিছু ওঁদের সম্বন্ধে আমরা জানি নে।

প্রফেসর ॥ [চিন্তাগ্রস্তের মতো] স্যাটোফ—স্যাটোফ ?

মায়া ॥ [ঠাট্টার সুরে] এইরকম নামের কারও সঙ্গে তোমার পরিচয় রয়েছে নাকি, ব্লুবেক ?

প্রফেসর ॥ [মাথা নেড়ে] উঁহু। না তো। স্যাটোফ নাম রুশীয় বলে মনে হচ্ছে ; না হয় তো, স্লাভ তো হবেই। [ম্যানেজারকে] কোন্ ভাষায় উনি কথা বলেন ?

ম্যানেজার ॥ দু'জনে একসঙ্গে আলাপ করার সময় যে ভাষায় ওঁরা কথা বলেন সেটা আমি বুঝতে বুঝতে পারি না ; কিন্তু তা ছাড়া, উনি নরওয়ের ভাষা বেশ নির্ভুল-ভাবেই বলতে পারেন।

প্রফেসর ॥ [বেশ একটু চিৎকার করেই] নরওয়ের ভাষা ? আপনি যে ভুল করছেন না সেবিষয়ে আপনি নিশ্চিত ?

ম্যানেজার ॥ ওবিষয়ে আমার ভুল হয় নি।

প্রফেসর ॥ [তীক্ষ্ণভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে] আপনি নিজে ওঁকে কথা বলতে শুনেছেন ?

ম্যানেজার ॥ নিশ্চয়, সত্যি বলতে কি ওঁর সঙ্গে অনেকবারই আমি কথা বলেছি—ওই দুটো একটা কথা। উনি কথা খুবই কম বলেন, কিন্তু—

প্রফেসর ॥ কিন্তু যতটুকু বলেন তা হচ্ছে নরওয়ের ভাষায় ?

ম্যানেজার ॥ একেবারে নির্ভুল—সেই সঙ্গে উচ্চারণে খুব সম্ভবত উত্তর দেশের একটা টান রয়েছে।

প্রফেসর ॥ [নিচু গলায় অবাক হয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] তাও !

মায়া ॥ [এই আলোচনায় কিছুটা অস্বস্তি আর বিরক্তি বোধ ক'রে] ওই মহিলাটি কোনো সময়ে সম্ভবত তোমার মডেল ছিলেন। মনে ক'রে দেখো, বুবেক।

প্রফেসর ॥ [তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আমার 'মডেল' ?

মায়া ॥ [চটানোর ভঙ্গীতে হেসে] তোমার যৌবনের দিনগুলিতে, আর কী ? তোমার নিশ্চয় তখন অনেক মডেল ছিল—অবশ্য অনেক আগে।

প্রফেসর ॥ [তার স্বরের সঙ্গে স্বর মিশিয়ে] ওঃ ! না, না, মায়া ; সত্যি বলতে আমার মডেল ছিল মাত্র একটি, আমি যত ছবি এঁকেছি সেগুলির জন্যে মাত্র একটি।

ম্যানেজার ॥ [একটু সরে গিয়ে বাঁদিকে তাকিয়ে] যদি কিছু মনে না করেন, এবার আমি যাব। ওখানে একজন দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিশেষ ক'রে ওঁর মুখোমুখী আমি হ'তে চাইনে—বিশেষভাবে কোনো মহিলার সামনে।

প্রফেসর ॥ ওই যে লোকটির পরণে শিকার করার পোশাক ? কে উনি ?

ম্যানেজার ॥ উনি হচ্ছেন জমিদার আলফিম।

প্রফেসর ॥ তাই বুঝি ?

ম্যানেজার ॥ লোকে ওঁকে বলে 'ভালুক শিকারী'।

প্রফেসর ॥ আমি ওঁকে চিনি।

ম্যানেজার ॥ তা বটে। কে চেনে না ?

প্রফেসর ॥ যদিও অবশ্য সামান্যই। উনি কি চিকিৎসার জন্যে এসেছেন—অবশেষে ?

ম্যানেজার ॥ না ; এখনও সেজন্যে নয়। শিকারে যাওয়ার পথে একবার উনি এদিক দিয়ে যান, যদি কিছু মনে না করেন···[হোটেলের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করে]

আলফিম ॥ [দূর থেকে] এক মিনিট দাঁড়াও ! আরে, পালাচ্ছো কেন···? থামো বলছি। সব সময় আমার কাছ থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াও কেন ?

ম্যানেজার ॥ [দাঁড়িয়ে প'ড়ে] নিশ্চয় আমি পালিয়ে যাচ্ছি নে, মিঃ আলফিম !

[বাঁদিক থেকে আলফিম এসে ঢোকে। একজোড়া শিকারী কুকুর নিয়ে পেছনে ঢোকে তার চাকর। আলফিমের গায়ে শিকারের জ্যাকেট, পায়ে উঁচু বুট ; আর পালক-আঁটা একটা ফেলটের টুপী। লম্বা, রোগাটে, শক্তসমর্থ চেহারার মানুষ ; অযত্নবিন্যস্ত চুল আর দাড়ি। গলার স্বর বেশ জোরালো। চেহারা দেখে বয়স বলা কঠিন ; কিন্তু সে আর যুবক নয়]

আলফিম ॥ [ম্যানেজারের ওপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে] অতিথিদের সঙ্গে তুমি এইরকম ব্যবহার কর নাকি ? ল্যাজ গুটিয়ে পিলপিল ক'রে পালিয়ে যাও—মনে হয় যেন শয়তান তোমাকে তাড়া করেছে।

ম্যানেজার ॥ [শান্তভাবে, অপমানজনক ব্যবহারকে গ্রাহ্য না ক'রে] আপনি কি স্যার এই স্টীমারে এলেন ?

আলফিম ॥ [ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে] কোনো স্টীমার দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। [কোমরের ওপরে হাতটা রেখে] আমি যে আমার একা মাস্তুলওয়ালা নিজের জাহাজে

ঘোরাফেরা করি তা কি তুমি জানো না ? [চাকরকে] লারস, তোমার এই সঙ্গীদের যত্নআত্তি করো । ওদের একেবারে অভুক্ত ক'রে রাখবে—খেয়াল থাকে যেন । টাটকা হাড় দিয়ো ; কিন্তু তাতে যেন বেশি মাংস না থাকে, বুঝেছ ? কাঁচা, রক্তমাখা ছাড়া আর কিছু দেবে না । সেই সঙ্গে নিজের পেটেও কিছু দিয়ো । [তার দিকে লাথি ছোঁড়ার ভঙ্গীতে] যাও—এখন জাহান্নামে যাও । [চাকরটি কুকুরদের নিয়ে হোটেলের একটা কোণের দিকে চলে যায়]

ম্যানেজার ॥ স্যার, ইতিমধ্যে আপনি খাবার ঘরে যাবেন না ?

আলফিম ॥ ওইসব আধমরা মাঝি আর লোকদের মধ্যে ? অসংখ্য ধন্যবাদ, মিঃ ম্যানেজার । কিন্তু না !

ম্যানেজার ॥ ঠিক আছে, যথারুচি ।

আলফিম ॥ যাও ; রাঁধুনীকে আমার জন্যে বড়ো একটা খাবার সাজাতে বলো—যা যা খাবার আমার দরকার হয় সাধারণত—সেই সব খাবার । প্রচুর খাবার, প্রচুর ব্র্যাণ্ডি । তুমি তাকে ব'লে দিয়ো হয় আমি অথবা লারস গিয়ে তার মুণ্ডুপাত করবে যদি না সে…

ম্যানেজার ॥ [বাধা দিয়ে] অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই সেটা আমরা জেনেছি । [ঘুরে] প্রফেসর, আপনার অথবা মিসেস রুবেকের জন্যে কিছু খাবার পাঠাতে বলবো কী ?

প্রফেসর ॥ না ধন্যবাদ ; আমার কিছু দরকার নেই ।

মায়া ॥ আমার জন্যেও না ; ধন্যবাদ ।

[ম্যানেজার হোটেলের মধ্যে ঢুকে যায়]

আলফিম ॥ [তাঁদের দিকে এক মুহূর্ত প্যাঁটপ্যাঁট ক'রে তাকিয়ে, হ্যাটটা তুলে] গোল্লায় যাক, গোল্লায় যাক ! তাহলে এই গেঁয়ো ভূতটা ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করছে !

প্রফেসর ॥ [ওপরের দিকে তাকিয়ে] কী বলছেন ?

আলফিম ॥ [শান্ত হয়ে এবং আরো বিনম্রভাবে] বিখ্যাত ভাস্কর প্রফেসর রুবেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কি আমি সম্মানিত করছি ?

প্রফেসর ॥ [ঘাড় নেড়ে] গত শীতকালে আমি যখন এদেশে এসেছিলাম তখন আমাদের দু'একবার দেখা হয়েছিল—সামাজিক মিলনোৎসবে ।

আলফিম ॥ সে অবশ্য অনেক বছর আগে । সে সময় আপনি এতটা বিখ্যাত হন নি । সেদিন আমার মতো নোংরা একজন ভালুক-শিকারীও আপনার কাছে আসতে সাহস করতো ।

প্রফেসর ॥ [হেসে] আমি এখনও কামড়াই না ।

মায়া ॥ [আলফিমকে আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে] আপনি কি প্রকৃত আর সত্যি-সত্যি ভালুক শিকার ক'রে বেড়ান ?

আলফিম ॥ [হোটেলের কাছাকাছি, তাঁদের পাশের একটি চেয়ারের ওপরে ব'সে] হ্যাঁ

মাদাম ; শিকার হিসাবে ভালুককেই আমি বেছে নিয়েছি ; কিন্তু বাজপাখী, নেকড়ে বাঘ, মেয়েমানুষ, সাধারণ জাতের হরিণ, বলগা-হরিণ—আমার সামনে যা কিছু পড়ে তাকেই আমি শীকার করি—অবশ্য যদি সেগুলি বেশ টাটকা, জীবন্ত আর প্রাণবন্ত থাকে। [পকেট-ফ্লাস্ক থেকে মদ খায়]

মায়া ॥ [তার দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে] শিকার হিসাবে ভালুককেই আপনি বেছে নিয়েছেন ?

আলফিম ॥ বাছার দিক থেকে, হ্যাঁ। সব সময়েই ওদের আপনি ছুরি নিয়ে ঘায়েল করতে পারেন। [সামান্য একটু হেসে] বুঝেছেন মাদাম ; আপনার স্বামী আর আমি দুজনেই বেশ শক্ত জিনিস নিয়ে কারবার করি। আমার বিশ্বাস, মার্বেল পাথরের চাঁই-এর সঙ্গে উনি মল্লযুদ্ধ করেন ; আর আমি লড়াই করি আমার ভালুকগুলির কম্পিত শিরাগুলির সঙ্গে ; এবং অবশেষে আমরা দুজনেই আমাদের শ্রমের ফসল পাই ; পরাজিত ক'রে অধিগত করি তাকে। জয় না ক'রে কোনোদিনই তাকে আমরা ছেড়ে দিই নে যতই সেটি আমাদের বাধা দিক না কেন ?

প্রফেসর ॥ [কথাটার মর্মার্থ অনুধাবন ক'রে] আপনার কথা সত্যি—অনেকখানি।

আলফিম ॥ হ্যাঁ। কারণ আমি নিশ্চিত যে পাথরের মধ্যেও এমন একটা জিনিস রয়েছে যাকে পাওয়ার জন্যে লড়াই করতে হয়। পাথরটা হচ্ছে মৃত ; তবু, পিটিয়ে জীবন্ত করানোর জন্যে নিজেকে সে মানুষের হাতে সহজে ছেড়ে দেয় না। প্রাণপণে বাধা দেয়। ঠিক ভালুক যা করে—কেউ যখন তার গোপন আস্তানায় হানা দেয়।

মায়া ॥ শিকার করার জন্যে এখন কি আপনি বনে যাচ্ছেন ?

আলফিম ॥ আমি এখন সোজা চলে যাচ্ছি উঁচু পাহাড়ের ওপরে। আমার ধারণা, আপনি কোনোদিন উঁচু পাহাড়ের ওপরে ওঠেন নি। তাই না ?

মায়া ॥ না। কোনোদিন না।

আলফিম ॥ ছ্যাঃ, ছ্যাঃ ! তাহলে, এই গ্রীষ্মকালেই সেখানে যাওয়ার জন্যে মনস্থ করুন। আনন্দের সঙ্গেই আপনাদের আমি সেই চূড়ায় নিয়ে যাব - আপনাকে আর প্রফেসরকে।

মায়া ॥ ধন্যবাদ। কিন্তু রুবেক ঠিক করেছে এই গ্রীষ্মে সে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবে।

প্রফেসর ॥ সমুদ্রের উপকূল ধরে ছোটো-খাটো দ্বীপগুলির মধ্যে।

আলফিম ॥ দুদ্দুর ! ওইসব নরককুণ্ডে আপনারা কী করতে যাবেন ? ওইসব অস্বাস্থ্যকর জায়গায় ? ভেবে দেখুন একবার। চারপাশে বৃষ্টির জলে একেবারে থৈ থৈ করছে—আর সে যা জল ! তাকে নর্দমার জল বলতেও আমার আপত্তি নেই।

মায়া ॥ রুবেক, শুনলে ?

আলফিম ॥ উঁহু ! তার চেয়ে বরং পাহাড়ে চলুন। সেখানে লোকজনের ঝামেলা নেই—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওই জায়গাটা যে আমার কী ভালো লাগে তা আপনারা কল্পনাও করতে পারছেন না। কিন্তু আপনার মতো একজন বালিকা মহিলা—

[কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায়। তাঁবু থেকে বেরিয়ে সন্ন্যাসিনীটি হোটেলের মধ্যে ঢুকে যায়। আলফিম সেইদিকে তাকিয়ে থাকে]

ওই মেয়েটির দিকে তাকান। দেখতে পাচ্ছেন! ওই যে কালো কাক···এখন কাকে আবার কবর দেওয়া হবে?

প্রফেসর ॥ তা তো জানি নে।

আলফিম ॥ আমার মনে হয় কোথাও হয়ত কেউ মরবার জন্যে অপেক্ষা করে বসে রয়েছে। হায়রে, এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে নিজেদের কবরস্থ করার মতো ভব্যতা যদি সব দুর্বল আর অসুস্থ মানুষদের থাকতো!—আর যত তাড়াতাড়ি তারা কবরের মধ্যে শুয়ে পড়তে পারে ততই মঙ্গল।

মায়া ॥ মিঃ আলফিম, আপনি কোনোদিন অসুস্থ হন নি?

আলফিম ॥ কোনোদিন না; হলে, এখানে আমি আসতাম না। কিন্তু আমার সবচেয়ে প্রিয় কিছু বন্ধু হয়েছে—বেচারারা!

মায়া ॥ আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের জন্যে আপনি কিছু করেন নি?

আলফিম ॥ নিশ্চয়। আমি তাদের গুলি ক'রেছি।

প্রফেসর ॥ [বড়ো-বড়ো চোখ দিয়ে তাকিয়ে] গুলি করেছেন?

মায়া ॥ [নিজের চেয়ারটাকে পেছনে টেনে] গুলি ক'রে মেরে ফেলেছেন?

আলফিম ॥ [ঘাড় নেড়ে] আমার গুলি কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, মাদাম।

মায়া ॥ কিন্তু ওইভাবে গুলি ক'রে মানুষকে হত্যা করতে আপনি পারেন না!

আলফিম ॥ মানুষের কথা কে আপনাকে বলছে!

মায়া ॥ আপনি বললেন আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুদের।

আলফিম ॥ আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু···অর্থাৎ আমার শিকারী কুকুরদের।

মায়া ॥ শিকারী কুকুর? আপনার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু?

আলফিম ॥ ওদের চেয়ে ভালো বন্ধু আর কে আছে? শিকারের মাঠে আমার সবচেয়ে সৎ, বিশ্বস্ত আর অনুগত সঙ্গী ওরা। ওদের মধ্যে কেউ যখন অসুস্থ আর কাহিল হয়ে পড়ে·· তখন গুড়ুম! আমার বন্ধুটিকে থলের মধ্যে পুরে ঝপাং ক'রে নদীতে ফেলে দিই। ব্যস।

[একটা ট্রের ওপরে দুধ আর রুটি নিয়ে সন্ন্যাসিনীটি হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে; তাঁবুর ভেতরে ঢোকার আগে সেই ট্রেটাকে সে বাইরে রেখে যায়]

আলফিম ॥ [একটা ঘৃণিত হাসি হেসে] ওই দেখুন! ওইরকম খাবার একটা মানুষ খায়? দুধ আর জল, আর পাতলা ফিনফিনে রুটি। আর আমার বন্ধুদের খাওয়া দেখলে তাক লেগে যাবে আপনাদের। দেখবেন?

মায়া ॥ [হেসে প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতে] হ্যাঁ; খুব।

আলফিম ॥ [তিনিও উঠে] উত্তম কথা, মা'ম! তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। —ইয়া বিরাট বিরাট মাঁজার হাড়···সেগুলোকে তারা আস্তো গিলে ফেলে—উগরে পেটের

ভেত্তর থেকে তুলে নিয়ে এসে আবার গিলে ফেলে। আসুন ; তাদের খাওয়া আমি আপনাদের দেখাবো ; আর সেই সঙ্গে এই পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারটা নিয়েও আমরা একটু আলাপ করবো।

[হোটেলে একটা কোণ দিয়ে সে বেরিয়ে যায় ; মায়া যায় তার পিছু পিছু। ঠিক সেই সময় তাঁবুর মধ্যে থেকে একটি অপরিচিতা মহিলা বেরিয়ে এসে তার টেবিলে বসে ; দুধের গ্লাসটা তুলে নিয়ে মুখে দিতে যাবে এমন সময় থেমে গিয়ে একটি শূন্য এবং নির্বাক দৃষ্টি দিয়ে রুবেকের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার দিকে একদৃষ্টিতে এবং আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রুবেক বসে থাকেন তাঁর চেয়ারের ওপরে। অবশেষে উঠে মহিলাটির দিকে দু'এক পা এগিয়ে যান ; তারপরে থামেন।]

প্রফেসর ॥ [নিচু গলায়] ইরিনা, তোমাকে আমার বেশ ভালোভাবেই মনে রয়েছে।

মহিলা ॥ [বিকৃত স্বরে, গ্লাসটা নামিয়ে] তাহলে, আমি কে তা তুমি বুঝতে পেরেছ, আরনল্ড্।

প্রফেসর ॥ [কোনো উত্তর না দিয়ে] আর দেখছি, আমাকেও তোমার মনে রয়েছে।

মহিলা ॥ আর তোমার ক্ষেত্রে এই মনে রাখাটা অন্যরকম।

প্রফেসর ॥ আমার ক্ষেত্রে ? কেন ?

মহিলা ॥ মানে,—তুমি এখনও বেঁচে আছ।

প্রফেসর ॥ [বুঝতে না পেরে] বেঁচে আছি ?

মহিলা ॥ [একটু পরে] ওই মহিলাটি কে ? তোমার ওই সঙ্গিনীটি—যিনি ওই টেবিলে বসেছিলেন ?

প্রফেসর ॥ [অনিচ্ছার সঙ্গে] ওই মহিলাটি ? ও হচ্ছে—আমার স্ত্রী।

মহিলা ॥ [ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে] ও ! ভালোই হয়েছে, আরনল্ড্। তাহলে, ও'র সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রফেসর ॥ [অনিশ্চিতভাবে] না—অবশ্যই নেই।

মহিলা ॥ —এমন একজন যাঁকে তুমি আমার জীবদ্দশায় সংগ্রহ করেছ।

প্রফেসর ॥ [হঠাৎ তাঁর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে]—তোমার · ? একথার অর্থ কী, ইরিনা ?

মহিলা ॥ [সেকথা গ্রাহ্য না ক'রে] আর সেই সন্তান ? সে ভালো আছে। সে বেঁচে আছে—অর্জন করেছে যশ আর সম্মান।

প্রফেসর ॥ [একটু হাসলেন। মনে হলো, একটা পুরানো কাহিনী তাঁর যেন মনে পড়ে গেছে] আমাদের সন্তান ? হ্যাঁ, পুরানো দিনগুলিতে ওই নামেই তাকে আমরা ডাকতাম বটে।

ইরিনা ॥ আমার জীবদ্দশায়, হ্যাঁ।

প্রফেসর ॥ [আলোচনাটাকে সহজ ক'রে নেওয়ার ভঙ্গীতে] হ্যাঁ, ইরিনা। 'আমাদের

সন্তান' যে সারা বিশ্বে সুনাম কিনেছে সে-বিষয়ে তোমাকে আমি নিশ্চিত করতে পারি। আমার ধারণা, ওর সম্বন্ধে কাগজপত্রে যে সব লেখা বেরিয়েছে সেগুলি তুমি পড়েছে।

ইরিনা ॥ [মাথা নেড়ে] এবং সেই সন্তান তার বাবাকে বিখ্যাতও করেছে — ঠিক যার স্বপ্ন তুমি দেখেছিলে।

প্রফেসর ॥ [আরো নরম সুরে — অভিভূত হয়ে] এই সবকিছুর জন্যে তোমার কাছেই আমি ঋণী, ইরিনা — সবকিছুর জন্যে। তোমাকে ধন্যবাদ।

ইরিনা ॥ [একটু চুপ করে, ভেবে] যেটুকু করার অধিকার আমার ছিল কেবল যদি সেইটুকুই আমি করতে পারতাম। আরনল্‌ড্…

প্রফেসর ॥ মানে…

ইরিনা ॥ সেই সন্তানটিকে আমার হত্যা করা উচিত ছিল।

প্রফেসর ॥ হত্যা — তাই বলছো নাকি ?

ইরিনা ॥ [ফিসফিস করে] হ্যাঁ — তোমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে। সেটিকে আমার টুকরো টুকরো ক'রে — গুঁড়িয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

প্রফেসর ॥ [তিরস্কার করার ভঙ্গীতে মাথা নাড়িয়ে] তা তুমি কিছুতেই করতে পার, না, ইরিনা — অতটা নিষ্ঠুর তুমি হ'তে পারতে না।

ইরিনা ॥ না, সে-সময়ে আমার হৃদয় অতটা নিষ্ঠুর ছিল না।

প্রফেসর ॥ কিন্তু তার পর থেকে ? পরে ?

ইরিনা ॥ তার পর থেকে, তাকে আমি অনেকবার হত্যা করেছি — অনেকবার। দিন রাত্রি তাকে আমি হত্যা করেছি — যন্ত্রণায়, ঘৃণায় আর প্রতিহিংসায়।

প্রফেসর ॥ [তাঁর টেবিলের কাছে গিয়ে নরম স্বরে] ইরিনা…আমাকে এখন বল তো… এতগুলি বছর পরে…তাহলে আমাকে তুমি ছেড়ে গেলে কেন ? তুমি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলে যে আমি তোমার কোনো চিহ্নই পেলাম না।

ইরিনা ॥ [মাথাটাকে ধীরে ধীরে নাড়িয়ে] হায় আরনল্‌ড্, সেসব কথা এখন তোমাকে ব'লে লাভ কী — সব যখন চুকে বুকে গিয়েছে ?

প্রফেসর ॥ এমন আর কেউ কি ছিল — যাকে তুমি ভালোবেসেছিলে ?

ইরিনা ॥ ছিল — আমার ভালোবাসার আর জীবনের প্রয়োজনীয়তা যার কাছে ছিল না।

প্রফেসর ॥ [সেকথা এড়িয়ে] আ — পুরানো কাহিনী নিয়ে আমাদের আলোচনা করে লাভ নেই।

ইরিনা ॥ না — যা কবরের ওপারে চলে গিয়েছে তা নিয়ে আলাপ করে আমাদের লাভ নেই — কারণ বর্তমানে সে সব কিছু আমার কাছে মৃত।

প্রফেসর ॥ তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, ইরিনা ? তোমাকে আমি কী খোঁজাই না খুঁজেছি ; কিন্তু মনে হলো তুমি একেবারে উবে গিয়েছ।

ইরিনা ॥ আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম অন্ধকারে—আমাদের সন্তান যখন আলোর দিব্য-জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

প্রফেসর ॥ তুমি কি দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়িয়েছ?

ইরিনা ॥ হ্যাঁ; অনেক দেশ আমি ঘুরে বেড়িয়েছি।

প্রফেসর ॥ [সহানুভূতির সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে] কী করতে ইরিনা?

ইরিনা ॥ [তাঁর চোখে চোখ রেখে] থামো, থামো – আমাকে একটু চিন্তা করতে দাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জীবন্ত স্ট্যাচুর মতো গানের জলসায় উলঙ্গ মডেল হয়ে আমি কাজ করেছি। এইভাবে, আমি অনেক টাকা রোজগার করেছি – তোমার সঙ্গে থাকলে যা রোজগার করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না – কারণ, তোমার টাকা ছিল না। তারপরে, এমন সব মানুষের সঙ্গে আমি বাস করেছি যাদের মাথা আমি বিগড়ে দিতে পারতাম। আর সেদিক থেকেও তোমাকে দিয়ে আমার কোনো সুবিধে হতো না; কারণ, তোমার মাথা আমি বিগড়োতে পারতাম না। নিজে তুমি খুবই শক্ত ছিলে আরনল্‌ড্।

প্রফেসর ॥ [বিষয়টা পরিবর্তন ক'রে তাড়াতাড়ি] এবং বিয়েও করেছিলে?

ইরিনা ॥ হ্যাঁ; তাদের মধ্যে একজনকে।

প্রফেসর ॥ তোমার স্বামীর নাম কী?

ইরিনা ॥ সে ছিল দক্ষিণ আমেরিকার একজন অধিবাসী। একজন কৃতি কূটনীতিজ্ঞ। [একটা পাথুরে হাসি হেসে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] তার মাথাটাকে আমি একেবারে বিগড়ে দিয়েছিলাম – আমার জন্যে সে হয়েছিল উন্মাদ – একেবারে পাগল। আমাকে বিশ্বাস করো তার সেই অবস্থা দেখে আমার খুবই মজা লাগতো; নিজের মনে মনে আমি খুবই হাসতাম – মন বলে তখন আমার যেন কিছু ছিল।

প্রফেসর ॥ তিনি এখন কোথায়?

ইরিনা ॥ কোথায়? কোনো গীর্জার কাছাকাছি, অথবা, অন্য কোনো কবরখানায় হবে। তার ওপরে সুন্দর একটা সমাধি মন্দির উঠেছে; আর তার খুলির মধ্যে ঢুকে রয়েছে একটা বুলেট।

প্রফেসর ॥ আত্মহত্যা করেছিলেন তিনি?

ইরিনা ॥ হ্যাঁ; আমাকে বাঁচানোর জন্যে।

প্রফেসর ॥ কিন্তু···কিন্তু···সেজন্যে কি তোমার কোনো দুঃখ হয় নি?

ইরিনা ॥ [বুঝতে না পেরে] দুঃখ? কার জন্যে?

প্রফেসর ॥ হার ভন স্যাটোফের জন্যে।

ইরিনা ॥ ওটা তার নাম ছিল না।

প্রফেসর ॥ ছিল না?

ইরিনা ॥ আমার দ্বিতীয় স্বামীর নাম স্যাটোফ। সে হচ্ছে রুশীয়।

প্রফেসর ॥ তিনি কোথায়?

ইরিনা ॥ অনেক, অনেক দূরে, ককেশাসে – নিজের সোনার খনিগুলির মধ্যে।

প্রফেসর ॥ সেখানেই তিনি বাস করেন?

ইরিনা ॥ [কাঁধদুটো কুঁচকে] বাস করেন? যদি তাকে অবশ্য তুমি বাস করা বলো। সত্যি কথা বলতে কি তাকে আমি মেরে ফেলেছি।

প্রফেসর ॥ [চমকে উঠে] মেরে ফেলে ..?

ইরিনা ॥ চকচকে সুন্দর একখানা ছোরা দিয়ে— যেটা সব সময় আমার সঙ্গে বিছানায় থাকতো।

প্রফেসর ॥ [বেশ জোরের সঙ্গে] ইরিনা – তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

ইরিনা ॥ [মৃদু হেসে] আমি সত্যি কথাই বলেছি, আরনল্ড্।

প্রফেসর ॥ [করুণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] আর তোমার কোনোদিন কোনো সন্তান হয় নি?

ইরিনা ॥ অনেক হয়েছিল।

প্রফেসর ॥ তারা এখন কোথায়?

ইরিনা ॥ সব মেরে ফেলেছি।

প্রফেসর ॥ [রুক্ষভাবে] এখন আবার তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

ইরিনা ॥ বিশ্বাস করো, আমি তাদের মেরে ফেলেছি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমি তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছি।...অথবা, তাদের জন্মের আগেই...অনেক আগেই। একটার পর একটাকে।

প্রফেসর ॥ [দুঃখের সঙ্গে আর অকপটভাবে] তুমি যা কিছু বললে সে-সবের পেছনে একটা গোপন অর্থ আছে।

ইরিনা ॥ তা আমি কী করবো? তোমার কাছে যা বলছি তার প্রতিটি কথা আমার কানে কে যেন ফিসফিস ক'রে ব'লে দিচ্ছে।

প্রফেসর ॥ আমার ধারণা সেই গোপন অর্থটা আন্দাজ আমিই করতে পারছি।

ইরিনা ॥ হ্যাঁ; তাই করা উচিত।

প্রফেসর ॥ [হাত দুটোকে টেবিলের উপর রেখে, একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে] তোমার মনের কয়েকটা তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

ইরিনা ॥ [নরম স্বরে] কোন উষ্ণপ্রাণা যুবতীর যখন মৃত্যু হয় তখন তাই ঘটে। – সব সময়।

প্রফেসর ॥ শোনো ইরিনা, এগুলো সব হচ্ছে মতিভ্রম। এগুলোকে ঝেড়ে ফেলো। তুমি বেঁচে আছ—শুনছো আমার কথা? বেঁচে আছো! বেঁচে আছো!

ইরিনা ॥ [ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে ওঠে; স্বর কাঁপতে থাকে তার], অনেকদিন ধরে আমি ছিলাম মৃত। তারা এসে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধেছিল; তারপর নামিয়ে দিয়েছিল কবরখানার ভেতরে। কবরখানার ওপরে চাপিয়ে দিয়েছিল লোহার জাল; মাটি দিয়ে বুজিয়ে দিয়েছিল সমস্ত ফাঁক।

······সমাধির ওপরকার মানুষেরা যাতে মাটির ভেতর থেকে আমার আর্তনাদ শুনতে না পায় এইজন্যে। কিন্তু বর্তমানে আমি একটু একটু ক'রে মাটি ফু'ড়ে উঠছি মৃত্যুলোক থেকে। [আবার বসে পড়ে]

প্রফেসর ॥ [মুহূর্তখানেক পরে] এবং তোমারা ধারণা এর জন্যে দায়ী আমি ?

ইরিনা ॥ অবিকল !

প্রফেসর ॥ তোমার মৃত্যুর জন্যে, তুমি যা বলছো, আমি অপরাধী ?

ইরিনা ॥ অপরাধী—কারণ আমাকে মরতে হয়েছিল। [স্বর পরিবর্তন করে] বসছো না কেন, আরনল্‌ড্‌ ?

প্রফেসর ॥ বসবো ?

ইরিনা ॥ বসো। ঠাণ্ডা লাগার ভয় করো না ; কারণ, এখনও আমি একেবারে বরফ হয়ে যাই নি।

প্রফেসর ॥ [একটা চেয়ার সরিয়ে টেবিলের ধারে ব'সে] এই বসলাম, ইরিনা। পুরানো দিনগুলির মতো আবার আমরা পাশাপাশি বসে আছি।

ইরিনা ॥ সামান্য একটু তফাতে—ঠিক পুরানো দিনগুলিতে আমরা যেমন বসতাম।

প্রফেসর ॥ [আরও কাছে এগিয়ে] তাহলে, ওইরকমই বসা উচিত ছিল।

ইরিনা ॥ উচিত ছিল ?

প্রফেসর ॥ [দৃঢ়ভাবে] হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে একটা ফাঁক থাকার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই ছিল।

ইরিনা ॥ সত্যিই ?

প্রফেসর ॥ [বলে যান]. আমার সঙ্গে বহির্বিশ্বে যেতে রাজি আছ কিনা এই প্রশ্ন তোমাকে আমি যখন করেছিলাম তখন তুমি কী উত্তর দিয়েছিলে তা কি তোমার মনে রয়েছে ?

ইরিনা ॥ স্বর্গের দিকে তিনটি আঙুল তুলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, তোমাকে আমি বিশ্বের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত অনুসরণ করবো। শুধু তাই নয়, অনুসরণ করবো আমার মৃত্যু পর্যন্ত ; এবং তোমাকে আমি সেবা করবো সবকিছুতে—

প্রফেসর ॥ —আমার ছবির মডেল হয়ে—

ইরিনা ॥ —অকপটভাবে আর একেবারে উলঙ্গ হয়ে—

প্রফেসর ॥ [বিচলিত হয়ে] আর সত্যিই তুমি আমাকে কিভাবেই না সেবা করেছিলে, ইরিনা—কত আনন্দ নিয়ে ; কত মুক্তভাবে, কত অকপটভাবে।

ইরিনা ॥ হ্যাঁ, আমার যৌবনের সমস্ত উচ্ছ্বাস আর মাদকতা নিয়ে, আমি তোমার সেবা করেছিলাম।

প্রফেসর ॥ [কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে মাথা নেড়ে] সেকথা বলার অধিকার তোমার রয়েছে।

ইরিনা ॥ তোমার পায়ের উপরে উপুড় হয়ে প'ড়ে তোমার আমি সেবা করেছিলাম,

আরনল্‌ড্‌। [তাঁর দিকে মুষ্টিবদ্ধ ক'রে] কিন্তু তুমি……! তুমি…!

প্রফেসর ॥ [আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে] আমি তোমার কোনোদিন ক্ষতি করিনি ইরিনা— কোনোদিন না।

ইরিনা ॥ করেছিলে। আমার চরম ক্ষতি করেছিলে তুমি।

প্রফেসর ॥ [নিজেকে পিছিয়ে নিয়ে] আমি ?

ইরিনা ॥ তুমি, হঁ্যা, তুমি ! নিজেকে তোমার চোখের সামনে আমি খুলে দিয়েছিলাম একেবারে, কোনো কিছু সংকোচ না করেই ··তুমি যাতে আমাকে দেখো সেইজন্যে ……[কোমলভাবে] কিন্তু একবারও তুমি আমাকে স্পর্শ কর নি।

প্রফেসর ॥ ইরিনা, তোমার সৌন্দর্যে আমি যে একরকম উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেম তা কি তুমি বুঝতে পারতে না—বার বার ?

ইরিনা ॥ [নিজের ঝোঁকে] কিন্তু তবু, তুমি যদি আমাকে স্পর্শ করতে তাহলে আমার ধারণা তোমাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করতাম। আমার সঙ্গে থাকতো একটা ধারালো সূচ—আমার চুলের মধ্যে লুকানো। [নিজের কপালে চিন্তিত হাত বুলিয়ে] হ্যা কিন্তু……না ; যাই হোক—যাই হোক : তোমার যে উচিত …..

প্রফেসর ॥ [চাহনির ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টায়] আমি আর্টিস্ট ছিলাম ইরিনা।

ইরিনা ॥ [মুখ কালো ক'রে] ঠিক তাই···ঠিক তাই।

প্রফেসর ॥ একজন পুরো আর্টিস্ট, প্রথম আর সবকিছুর ওপরে। আর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করার আকাঙ্ক্ষায় আমি তখন অসুস্থ ছিলাম। [স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে] ঠিক হয়েছিল সেই সৃষ্টিটিকে বলা হবে 'পুনরুত্থান দিবস', চিত্রটি হবে মৃত্যুর নিদ্রা থেকে জেগে-ওঠা একটি যুবতীর—

ইরিনা ॥ আমাদের সন্তান, হঁ্যা—

প্রফেসর ॥ [একভাবে বলে চলেন]—এই জেগে-ওঠা রমণীটিকে হ'তে হবে সবচেয়ে মহতী, পবিত্র, এবং বিশ্বের সবচেয়ে ত্রুটিহীনা। ঠিক এই সময়েই তোমাকে আমি খুঁজে পেলাম। আর যে-রকম একটি রমণীর প্রয়োজন আমার ছিল তুমি ছিলে অবিকল সেইরকম ; তা ছাড়া, আমার সঙ্গে কাজ করার জন্যে কত স্বেচ্ছায়—কত আনন্দেই না তোমার ঘর আর পরিবারের মানুষদের ছেড়ে আসতে তুমি রাজি হয়েছিলে।

ইরিনা ॥ তোমার সঙ্গে যাওয়াটা ছিল আমার শৈশবের পুনরুত্থান।

প্রফেসর ॥ সেইজন্যেই তোমাকে আমি ব্যবহার করতে পেরেছিলাম—কেবল তোমাকে আর কাউকে নয়। আমার কাছে তুমি ছিলে পূত ; ভক্তিহীন হয়ে তোমাকে স্পর্শ করা যাবে না। সেই সময়ে আমি যুবক ছিলাম, ইরিনা। আমার তখন ধ্রুব বিশ্বাস ছিল এই যে আমি যদি তোমার দেহ স্পর্শ করি, অথবা ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তোমাকে আমি কামনা করি, তাহলে আমার স্বপ্ন এমনভাবে অপবিত্র হবে যে, আমি যে কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে চেষ্টা করছিলাম তা কোনোদিনই সার্থক

হবো না। এবং আমার সেই চিন্তার মধ্যে যে কিছুটা সত্য ছিল সেকথা আজও আমি মনে করি।

ইরিনা ॥ [উপহাসের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে] আর্টের কাজ প্রথমে, রক্তমাংসের চাহিদা তার পরে।

প্রফেসর ॥ ইচ্ছে হলে আমাকে তুমি অভিযুক্ত করতে পারো ; কিন্তু সেই দিনগুলিতে আমার মহা পরিকল্পনাটি আমাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছিল—আমার হৃদয়টিকে পূর্ণ করেছিল মহান উল্লাসে।

ইরিনা ॥ এবং তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে আরনল্ড্ !

প্রফেসর ॥ আমার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হয়েছে তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ—আর সেই-জন্যে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমার প্রাপ্য। আমি একটি নিখুঁত রমণীর প্রতিকৃতি আঁকতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তাকে পুনরুত্থান দিবসে অবশ্য জেগে উঠতে হবে। নতুন কিছু, অপরিচিত এক অকল্পনীয় কিছু দেখে সেদিন সে বিস্মিত হবে না ; কিন্তু নিজেকে অপরিবর্তিত দেখে তার মন পবিত্র আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবে···সেই নশ্বর রমণীটি দাঁড়িয়ে থাকবে একটি উষ্ণতর, মুক্ততর, আর সুখকর স্তরে—মৃত্যুর দীর্ঘ স্বপ্নহীন নিদ্রার পরে। [আরো একটু নরম সুরে] আর সেইজন্যেই তাকে আমি সৃষ্টি করেছিলাম···সৃষ্টি করেছিলাম তোমারই প্রতিমূর্তিতে, ইরিনা।

ইরিনা ॥ [নিজের হাত দুটিকে টেবিলের ওপরে লম্বা করে বিছিয়ে দিয়ে, চেয়ারে হেলান দিয়ে] এবং, তারপরে তোমার কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

প্রফেসর ॥ [তিরস্কার করার ভঙ্গীতে] ইরিনা !

ইরিনা ॥ আমাকে আর তোমার দরকার হয় নি—

প্রফেসর ॥ একথা বলছো কী ক'রে ?

ইরিনা ॥—এবং তুমি তখন অন্য আদর্শের পেছনে ছুটেছিলে।

প্রফেসর ॥ কোনোদিন আমি তা পাই নি—তোমার পরে।

ইরিনা ॥ অন্য কোনো মডেল পাওনি ?

প্রফেসর ॥ তুমি আমার কাছে নিছক একটা মডেল ছিলে না—তুমি ছিলে আমার প্রেরণার উৎস।

ইরিনা ॥ [সামান্য একটু বিরতির পরে] তার পরে থেকে কী কী কবিতা তুমি লিখেছ শুনি ? মার্বেল পাথরের কথাই অবশ্য আমি বলছি। তোমাকে আমি ছেড়ে যাবার পর থেকে ?

প্রফেসর ॥ কিছু না—কিছু না···সামান্য কয়েকটা মডেল ছাড়া।

ইরিনা ॥ আর ওই যে মহিলাটির সঙ্গে তুমি এখন ঘর করছো—?

প্রফেসর ॥ [তীব্রভাবে বাধা দিয়ে] এখন ওর কথা নিয়ে আর আলোচনা করো না। ওটা হচ্ছে আমার বুকে ছোরা বসানোর সামিল।

ইরিনা ॥ ওর সঙ্গে কোথায় যাবার কথা তুমি ভাবছো ?

প্রফেসর ॥ [নিরুৎসুকভাবে] উত্তর উপকূলের পাশ দিয়ে জাহাজে কিছুটা ঘুরে বেড়ানোর কথা।

ইরিনা ॥ [তাঁর দিকে চেয়ে, চোখে পড়ে না এমনভাবে একটু মুচকি হেসে, ফিসফিস ক'রে] না ; উঁচু পাহাড়ের ওপরে যাও...যত উঁচুতে পারো। আরো উঁচুতে, আরো, আরো উঁচুতে, আরনল্‌ড্‌—সব সময় উঁচুতে।

প্রফেসর ॥ [আগ্রহের সঙ্গে প্রত্যাশা করে] তুমিও কি পাহাড়ে যাচ্ছ ?

ইরিনা ॥ আমার সঙ্গে আবার দেখা করার মতো সাহস তোমার হবে ?

প্রফেসর ॥ [অনিশ্চিতভাবে, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে] যদি আমরা পারতাম —যদি আমরা পারতাম।

ইরিনা ॥ কেন পারবো না—আমরা যদি তাই চাই ? [নিজের হাত দুটোকে একসঙ্গে ক'রে, অনুনয়ের ভঙ্গীতে] চল, আরনল্‌ড্‌, চল। চল, চল—আমার সঙ্গে ওপরে।

[মায়া ঢুকলো। আনন্দে মুখ তখন তাঁর জ্বলজ্বল করছে। সে এল হোটেলের একটা পাশ থেকে। যেখানে প্রফেসর আগে বসেছিলেন মায়া সোজাসুজি সেইখানে এসে হাজির হলো]

মায়া ॥ [হোটেলের পাশ থেকে, কিছু না দেখেই] শোনো রুবেক, তুমি যা ইচ্ছে বলতে পারো—আমি – [ইরিনাকে দেখে থেমে যায়] ওঃ! নতুন একজন বান্ধবী খুঁজে পেয়েছ দেখছি।

প্রফেসর ॥ [অল্প কথায়] একজন পুরানো বান্ধবীকে খুঁজে পেয়েছি। [উঠে] আমাকে তোমার কিছু দরকার রয়েছে নাকি ?

মায়া ॥ আমি শুধু তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম যে তোমার যা ইচ্ছে তা করতে পারো ; কিন্তু ওই হতভাগা জাহাজে চেপে তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি নে।

প্রফেসর ॥ কেন ?

মায়া ॥ কারণ আমি পাহাড়ের ওপরে আর অরণ্যের মধ্যে যেতে চাই। [মিষ্টি কথায় ভোলানোর চেষ্টায়] শোনো, আমাকে যেতে দাও ; পরে দেখো আমি একেবারে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে যাব।

প্রফেসর ॥ তোমার মাথায় এ সব ঢোকাচ্ছে কে ?

মায়া ॥ কেন, ওই সেই ভয়ংকর ভালুকশিকারীটি। ওঃ! ওইসব পাহাড় পর্বত আর ওখানকার জীবনধারার সম্বন্ধে সে যে-সব বিস্ময়কর কথা আমাকে বলেছে তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সে-সব কাহিনী কী ভয়ংকর, কী মারাত্মক! আমার খুব বিশ্বাস এসব কাহিনী তার মনগড়া—কিন্তু তাহলেও, সেইসব গল্প অদ্ভুত রকমের চিত্তাকর্ষক। তার সঙ্গে আমাকে যেতে দাও—আমি শুধু দেখতে চাই সে যা বলেছে তা সত্যি কি না। রুবেক, যাব ?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ ; যেতে পারো। আমার কোনো আপত্তি নেই। যতদূর ইচ্ছে হয় পাহাড়ের ওপরে উঠে যাও—যতটা পারো। হয়ত, আমি নিজেও যেতে পারি।

মায়া ॥ [তাড়াতাড়ি] না, না। তোমার যাবার দরকার নেই। আমার জন্যে নয়।

প্রফেসর ॥ আমি পাহাড়ে যেতে চাই। সে-বিষয়ে আগেই আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি।

মায়া ॥ তাই বুঝি ? ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সোজা গিয়ে কথাটা ভালুকশিকারীকে আমি বলতে পারি ?

প্রফেসর ॥ তোমার যা ইচ্ছে।

মায়া ॥ ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। [মায়া তাঁর হাতটা ধরতে যায়, কিন্তু তিনি হাতটা সরিয়ে নেন] ওঃ। তুমি কী লক্ষ্মী, রুবেক, আমার প্রতি কী সদয় ! [দৌড়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকে যায়]

[মায়া হোটেলের ঢোকার পরে দরজাটা একটু খোলা থেকে যায়। দরজার পাশে সন্ন্যাসিনীটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে একমনে তাঁদের দুজনকে দেখতে থাকে। তার ওপরে তাঁদের লক্ষ্য পড়ে নি]

প্রফেসর ॥ [মনোস্থির করে ফেলেছেন তিনি এইভাবে ইরিনার দিকে ঘুরে] তাহলে, পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের দেখা হবে কি ?

ইরিনা ॥ [ধীরে ধীরে উঠে] নিশ্চয়। তোমাকে খুঁজে বার করার জন্যে এতদিন আমি চেষ্টা করেছি।

প্রফেসর ॥ কখন আমাকে তুমি খুঁজতে শুরু করেছিলে, ইরিনা ?

ইরিনা ॥ [তিক্ত ঠাট্টার সঙ্গে] ঠিক যখন আমি বুঝতে পারলাম যে তোমাকে আমি এমন কিছু দিয়েছি যা আমি না দিয়ে পারি নি, আরনল্ড্—এমন একটা জিনিস যা কোনোদিনই মানুষকে মানুষের দেওয়া উচিত নয়।

প্রফেসর ॥ [মাথাটা নামিয়ে] হ্যাঁ, খুবই সত্যি কথা। তোমার যৌবনের তিনটি—না, —চারটি বছর তুমি আমাকে দিয়েছিলে।

ইরিনা ॥ তার চেয়ে অনেক বেশি তোমাকে আমি দিয়েছিলাম। আমি সে-সময় কী অমিতব্যয়িনীই না ছিলাম !

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ ; তুমি উদার ছিলে, ইরিনা ; তুমি আমাকে দান করেছিলে তোমার উলঙ্গ সৌন্দর্য—অকৃপণভাবে।

ইরিনা ॥ —তাকিয়ে থাকার জন্যে—

প্রফেসর ॥ —এবং মহিমান্বিত করার জন্যে।

ইরিনা ॥ হ্যাঁ ; তোমার নিজের মহিমাকীর্তনের জন্যে—এবং সন্তানটির।

প্রফেসর ॥ তোমারও, ইরিনা।

ইরিনা ॥ কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান অনুগ্রহটির কথা তুমি ভুলে গিয়েছ।

প্রফেসর ॥ সবচেয়ে মূল্যবান ?—সেটা কী ?

ইরিনা ॥ আমি তোমাকে দিয়েছিলেম আমার হৃদয়। সেই হৃদয়টা ছিল যৌবনে উদ্বেল, তাজা। তারপর থেকে আমি শূন্য হয়ে গিয়েছি– হৃদয় বলতে আমার মধ্যে আর কোনো পদার্থ নেই। [তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে] সেইজন্যেই আমার মৃত্যু হয়েছিল, আরনল্‌ড্।

[সন্ন্যাসিনীটি দরজাটাকে ফাঁক ক'রে দেয় ; এগিয়ে আসে তাঁর দিকে। ইরিনা ঢুকে যায় তাঁবুর ভেতরে]

প্রফেসর ॥ [ইরিনার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন···তারপরে ফিস ফিস ক'রে বলেন] ইরিনা !

দ্বিতীয় অঙ্ক

একটি পার্বত্য স্বাস্থ্যনিবাস। সামনে দেখা যাচ্ছে একটি বিরাট বৃক্ষহীন মালভূমি সোজা এগিয়ে গিয়েছে একটি পাহাড়ী হ্রদের দিকে। আর একপাশে পাহাড়ের চূড়াগুলি আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাহাড়ের ফাটলে নীলচে রঙের বরফ জমে আছে। বাঁদিকে, সামনে একটা নদী—খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে নাচতে নাচতে বয়ে যাচ্ছে। যেতে যেতে অনেক শাখা প্রশাখায় ভাগ হয়ে গিয়েছে সেই নদী; তারপরে ডানদিকে সমতলভূমির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে মসৃণভাবে। এর গতিপথে ছোটো ছোটো ঝোপ-ঝাড়, গাছ আর বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই। ডানদিকে সামনে ছোটো একটা পাহাড়; তার ওপরে বসার জন্যে একটা পাথর পাতা। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা; সূর্যাস্তের ঠিক পূর্বে।

দূরে, নদীর ওপারে একদল শিশু সমতলভূমির ওপরে গান গাইছে, নাচছে, আর খেলছে। কারও কারও পরণে শহরের পোষাক; অন্য সকলে পরণে চাষীর পোশাক। তাদের আনন্দের চিৎকার আর কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে।

[প্রফেসর রুবেক বসে আছেন। তাঁর কাঁধের ওপরে একটা শাল। খেলায় রত শিশুদের দিকে তিনি তাকিয়ে রয়েছেন।

সেই সময় সমতলের ঝোপের ভেতর দিয়ে বাঁদিক থেকে মায়া এসে হাজির হলো। চোখের ওপরে হাতটা ঢাকা দিয়ে সে চারপাশে তাকিয়ে দেখে। মাথায় তার একটি বেড়ানোর চ্যাপ্‌টা টুপী; পরণে স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অধিবাসীদের মতো আজানুলম্বিত একটি ঘাগরা; লম্বা, ভারি, ফিতে আঁটা বুট। হাতে তার লম্বা একটা লাঠি।]

মায়া ॥ [অবশেষে রুবেককে দেখে এবং ডেকে] হ্যালো!

[মালভূমির ওপর দিয়ে তিনি আসেন, লাঠির ওপরে ভর দিয়ে নদী পেরিয়ে ছোটো পাহাড়ের ওপরে ওঠে আসেন]

মায়া ॥ [হাঁপাতে হাঁপাতে] উঃ! রুবেক, তোমাকে আমি চারপাশে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

প্রফেসর ॥ [অনুৎসুকভাবে ঘাড় নেড়ে] তুমি কি হাইড্রো থেকে আসছো?

মায়া ॥ হঁ্যা; শেষকালে এমন কি ওই উড়াল পুলে ওঠারও চেষ্টা করেছি আমি।

প্রফেসর ॥ [তাঁর দিকে চট ক'রে একবার তাকিয়ে নিয়ে] খাবার সময় তো তোমাকে আমি লক্ষ্য করি নি।

মায়া ॥ না; আমরা বাইরে খেয়েছিলাম।

প্রফেসর ॥ আমরা? কারা?

মায়া ॥ আমি, আর সেই ভয়ংকর ভালুক-শিকারী—আর কে হবে?

প্রফেসর ॥ ও—সে!

মায়া ॥ হ্যাঁ ; কাল সকালে উঠেই আবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।

প্রফেসর ॥ ভালুকের সন্ধানে ?

মায়া ॥ হ্যাঁ ; সেই জানোয়ারগুলোকে হত্যা করার জন্যে।

প্রফেসর ॥ পায়ের দাগ দেখতে পেয়েছ নাকি ?

মায়া ॥ [বেশ চটে উঠে] এইসব অঞ্চলে ফাঁকা জলার ওপরে ভালুকদের তুমি কিছুতেই দেখতে পাবে না।

প্রফেসর ॥ কোথায় পাওয়া যাবে তাহলে ?

মায়া ॥ ওইসব পাহাড়ের নীচে, বন যেখানে সবচেয়ে গভীর—শহরের সাধারণ মানুষরা যেখানে ঢুকতে পারে না।

প্রফেসর ॥ আর তোমরা দুজনে সকালে সেখানে যাচ্ছ ?

মায়া ॥ [উলুখড়ের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে] সেইরকম পরিকল্পনাই আমাদের রয়েছে। আজ রাত্রিতেও আমরা যাত্রা করতে পারি ;—তুমি যদি অবশ্য কিছু মনে না কর।

প্রফেসর ॥ আমি ? আমার কাছ থেকে সে-রকম কোনো……

মায়া ॥ [তাড়াতাড়ি] অবশ্য লারস-ও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে—সঙ্গে থাকবে শিকারী কুকুরের দল।

প্রফেসর ॥ মিঃ লারস আর তাঁর কুকুরের নিয়ে আমি বিশেষ ব্যস্ত নই। [বিষয়টিকে পরিবর্তন ক'রে] তুমি কি উঠে এসে ভালো ক'রে বসবে না ?

মায়া ॥ [ঝিমানো সুরে] না ; ধন্যবাদ ! উলুখড় কি সুন্দর আর নরম। এখানে শুয়ে থাকতে কী ভালোই না লাগে।

প্রফেসর ॥ বেশ বোঝা যাচ্ছে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

মায়া ॥ [হাই তুলে] মনে হচ্ছে, শীঘ্রিই আমি ক্লান্ত হয়ে পড়বো।

প্রফেসর ॥ উত্তেজনা ক'মে এলে মানুষ এইভাবেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে সব সময়।

মায়া ॥ [ঘুমন্ত-স্বরে] হ্যাঁ ;…আমি এখানে শুয়ে চোখ দুটি বুজিয়ে দেব। [থামে। হঠাৎ বিরক্তির সঙ্গে] উঃ ! রুবেক, ওইসব বাচ্চাদের চিৎকার ওইখানে বসে বসে তুমি শুনছো কী ক'রে… আর ওদের ঘোড়দৌড়ই বা কী করে দেখছো ?

প্রফেসর ॥ ওদের ওই হট্টগোল আর বিশৃঙ্খল আচরণ সত্ত্বেও, ওদের চলাফেরার মধ্যে বেশ একটা সুসঙ্গতি রয়েছে—অনেকটা সঙ্গীতের মতো। এইখানে বসে ওদের সেই সঙ্গীতধর্মী চলাফেরাগুলিকে লক্ষ্য করতে আমার বেশ ভালো লাগে।

মায়া ॥ [অবজ্ঞার সঙ্গে হেসে] হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা বটে। সব সময়েই তুমি একজন আর্টিস্ট – তাই নয় !

প্রফেসর ॥ আশা করি, সব সময়েই আমি তা থাকবো।

মায়া ॥ [তাঁর দিকে পেছন ক'রে উপুড় হয়ে শুয়ে] তার মধ্যে আর্টিস্টের কোনো গন্ধ নেই।

প্রফেসর ॥ [আগ্রহান্বিত হয়ে] কে ? কে আর্টিস্ট নয় ?
মায়া ॥ [আমার ঘুমে জড়ানো কণ্ঠে] ওই—ওই লোকটা ।
প্রফেসর ॥ ওই ভাল্লুকশিকারীর কথা বলছো ?
মায়া ॥ হাঁ।...তার মধ্যে আর্টিস্টের কোনো চিহ্নই নেই—এতটুকু ।
প্রফেসর ॥ [হেসে] না । তুমি সত্যি কথাই বলেছ ।
মায়া ॥ [আবেগ নিয়ে, কিন্তু নড়াচড়া না ক'রে] আর কী কদাকার ! [নলখাগড়ার একটা ডাঁটা ছিড়ে ফেলে দিয়ে] কদাকার ! কদাকার ! একেবারে যাচ্ছেতাই ।
প্রফেসর ॥ তার সঙ্গে আবার গভীর অরণ্যে যাওয়ার যে বাসনা তোমার হয়েছে সে কি ওই কারণেই ?
মায়া ॥ [রুক্ষভাবে] তা আমি জানি নে । [তাঁর দিকে ঘুরে] রুবেক, তুমিও কুচ্ছিৎ কদাকার ।
প্রফেসর ॥ সেটা এখনই তোমার চোখে পড়লো নাকি ?
মায়া ॥ উঁহু ! অনেকদিন আগেই পড়েছে ।
প্রফেসর ॥ [কাঁধ দুটো কুঁচকে] মানুষের বয়স বাড়ে ..বয়স বাড়ে, মিসেস রুবেক ।
মায়া ॥ বয়স বাড়ার কদর্যতার কথা আমি একেবারেই বলছি নে ; কিন্তু আজকাল তোমার চোখের মধ্যে কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছাপ নেমে এসেছে—পরাজয়ের ছাপ...কচিৎ কদাচিৎ আমার দিকে যখন তুমি তাকাও...তখন সেটাকে আমি দেখতে পাই !
প্রফেসর ॥ তাহলে, সেটা তুমি লক্ষ্য করেছ ? নাকি ?
মায়া ॥ [ঘাড় নেড়ে] ধীরে ধীরে, একটু একটু ক'রে একটা কুটিল দৃষ্টি তোমার চোখ দুটোকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে । মনে হবে, আমার বিরুদ্ধে তুমি যেন কোনো নোংরা ষড়যন্ত্র করছো ।
প্রফেসর ॥ তাই বুঝি ? [বন্ধুত্বের সুরে, কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে] উঠে এসে আমার পাশে বসো মায়া । তারপরে, আমরা কথাবার্তা বলবো ।
মায়া ॥ [অর্ধেকটা উঠে] তাহলে, আমাকে তোমার কোলের ওপরে বসতে দেবে ?— আগে যেমন আমি বসতাম ?
প্রফেসর ॥ না —না ; কক্ষণো না । হোটেলের লোকেরা আমাদের দেখতে পাবে । [একটু সরে বসে] কিন্তু এইখানে, আমার পাশে তুমি বসতে পারো ।
মায়া ॥ না, ধন্যবাদ । তার চেয়ে আমি বরং এইখানেই শুয়ে থাকি । ওখান থেকে তোমার কথা আমার কানে ভালোভাবেই ঢুকতে পারবে । [অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টি দিয়ে] আচ্ছা......আমার সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে তুমি কথা বলতে চাইছিলে ?
প্রফেসর ॥ [প্রথমে একটু ইতস্তত ক'রে] আমরা যে এই প্রমোদভ্রমণে বেরোতে রাজি হয়েছিলাম তার পেছনে সত্যিকার কী কারণ ছিল বলে তোমার মনে হচ্ছে ?

মায়া ॥ কারণ অনেকই ছিল···তবে তুমি ঘোষণা করেছিলে যে এই ভ্রমণে আমার ভালো হবে। কিন্তু···

প্রফেসর ॥ কিন্তু ?

মায়া ॥ কিন্তু এখন আমি একটুও মনে করিনে যে সেইটাই আসল কারণ ছিল।

প্রফেসর ॥ বেশ কথা। এখন তোমার কী মনে হচ্ছে ?

মায়া ॥ আমার মনে হচ্ছে, সেই ধোয়া মেয়েমানুষটি— ।

প্রফেসর ॥ মাদাম ভন স্যাটোয় ?

মায়া ॥ হ্যাঁ ; সে সব সময় আমাদের পিছু পিছু ঘুরছে ; আর তার পরে গত রাত্রিতে, সে এখানে এসেও হাজির হয়েছে।

প্রফেসর ॥ কিন্তু কী···মানে··· ?

মায়া ॥ তুমি যে তাকে চিনতে সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। খুব ভালো-ভাবেই চিনতে —আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই।

প্রফেসর ॥ কিন্তু তাকে আমি ভুলেও গিয়েছিলাম —তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়ার অনেক আগে থেকেই।

মায়া ॥ [উঠে ব'সে] তুমি কি মানুষকে অত সহজে ভুলে যেতে পার ? পার— বুবেক ?

প্রফেসর ॥ [সংক্ষিপ্তভাবে] খুবই সহজ। [রুক্ষভাবে যোগ ক'রে] যখন আমি ভুলতে চাই।

মায়া ॥ যে নারী তোমার ছবির মডেল হয়েছিল এমন কি তাকেও ?

প্রফেসর ॥ [নিরুৎসাহজনকভাবে] তাকে যখন আমার আর দরকার হয় না, হ্যাঁ।

মায়া ॥ যে নারী তোমার জন্যে নিজেকে বিবসনা করেছে তাকেও ?

প্রফেসর ॥ ওটা কিছু নয় ; —আমাদের মতো যারা চিত্রকর তাদের কাছে। [ভিন্ন সুরে] তাছাড়া, সে যে এই অঞ্চলে ছিল সেকথা আমি অনুমান করবো কেমন ক'রে ?—এই প্রশ্নটা তোমাকে কি আমি করতে পারি ?

মায়া ॥ এখানে যাঁরা বেড়াতে এসেছেন তাঁদের তালিকায় সেই নামটা তুমি দেখে থাকতে পারো।

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ ; তা পারি। কিন্তু তার যে বর্তমানে কী নাম হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। হার ভন স্যাটোয় বলে কাউকে কোনোদিন আমি চিনতাম না।

মায়া ॥ [বিরক্তি লাগছে এইরকম একটা ভান ক'রে] হায় ঈশ্বর, তাহলে তোমার হয়ত অন্য কোনো কারণ ছিল। আর সেইজন্যেই এখানে তুমি আসতে চেয়েছিলে।

প্রফেসার ॥ [আন্তরিকতার সঙ্গে] হ্যাঁ ; মায়া—অন্য একটা কারণ ছিল···সেটা একে-

বারে আলাদা কারণ। আর সেইটা নিয়েই কোনো-না-কোনো সময়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে।

মায়া ॥ [হো হো ক'রে হেসে] হায় ঈশ্বর, কী গম্ভীরই না হয়ে গিয়েছ তুমি !

প্রফেসর ॥ [সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে] সে কথা হয়ত সত্যি। যতটা গম্ভীর হওয়া দরকার তার চেয়েও বেশি গম্ভীর আমি হয়ে পড়েছি।

মায়া ॥ অর্থাৎ ?

প্রফেসর ॥ আমাদের দুজনেরই তাতে ভলো হবে।

মায়া ॥ তোমার কথা শুনে আমার কৌতূহল বাড়ছে, বুবেক।

প্রফেসর ॥ মাত্র কৌতূহল ? অস্বস্তি লাগছে না ? বিন্দুমাত্র ?

মায়া ॥ [জোরে ঘাড় নেড়ে] মোটেই না।

প্রফেসর ॥ উত্তম কথা। তাহলে শোনো। সেদিন নীচে স্নানাগারের কাছে তুমি আমাকে একটা কথা বলেছিলে : কথাটা হচ্ছে, তোমার ধারণা, আমি দিন দিন নাকি সম্প্রতি—অব্যবস্থচিত্ত ...

মায়া ॥ হ্যাঁ ; সেকথা নিশ্চয় সত্যি।

প্রফেসর ॥ এবং তার কারণটা কী বলে তোমার মনে হচ্ছে ?

মায়া ॥ তা আমি কেমন ক'রে জানবো ? [আবেগের সঙ্গে] দিনরাত আমার সঙ্গে থেকে থেকে হয়ত তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।

প্রফেসর ॥ দিনরাত ? তুমি 'অনন্তকাল' বলছো না কেন ?

মায়া ॥ তাহলে, আমার দৈনিক সাহচর্য। আজ চার থেকে পাঁচ বছর হলো— তুমি আর আমি দুটি নিঃসঙ্গ প্রাণী—সেইখানেই বাস করেছি ; এক মিনিটের জন্যে কেউ কারও সঙ্গছাড়া হই নি। কেবলমাত্র আমার দুজন - একেবারে একা !

প্রফেসর ॥ [আগ্রহান্বিত হয়ে] মানে ? তাতে কী হয়েছে ?

মায়া ॥ [দমে গিয়ে] তুমি আদৌ সামাজিক মানুষ নও, বুবেক নিজের পথে চলতে তোমার ভালো লাগে ; ভালো লাগে কেবল নিজের কথা ভাবতে ; আর অবশ্য যে সব কাজে তুমি আনন্দ পাও—এই আর্ট বা এই জাতীয় কোনো ব্যাপারে—আমি তোমার সঙ্গে ভালোভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারি নে। [একটা অধৈর্যের অঙ্গভঙ্গী ক'রে] এবং ঈশ্বরের দোহাই, বিশেষ করে ও সম্বন্ধে কোনো আলাপ করার ইচ্ছেও আমার নেই।

প্রফেসর ॥ বুঝতে পারছি। সেইজন্যেই বেশির ভাগ সময়, আগুনের ধারে বসে, তোমার ব্যাপার নিয়েই আমরা আলাপ আলোচনা করেছি।

মায়া ॥ কী যে বলছো ? আলাপ আলোচনা করার মতো আমার কোনো ব্যাপার নেই।

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ ; সেটা অবশ্য খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয় ; তবু তারই আলোচনা করে আমাদের সময় কেটে যেতো অন্য সবকিছুর মতো।

মায়া ॥ হ্যাঁ ; তুমি সত্যি কথাই বলেছ। সময়-কেটে যায় ; আর, তোমার সময় ফুরিয়ে আসছে। বুবেক ! আমার ধারণা, সেইজন্যেই তুমি এত অস্থির হয়ে উঠেছ।

প্রফেসর ॥ [প্রবল বেগে মাথা নেড়ে] এবং এত অস্থির ! [হাত মুচড়োতে লাগলেন তিনি। মনে হলো বেশ মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে তাঁর] না —না ! এই হত-ভাগ্য জীবনটাকে আর আমি বইতে পারবো না।

মায়া ॥ [উঠে ; এক মুহূর্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে] যদি আমাকে তুমি বর্জন করতে চাও তাহলে তা বলো।

প্রফেসর ॥ কথা বলার ধরনটা কী তোমার ! 'বর্জন' করতে চাও ?

মায়া ॥ ঠিক তাই। আমাকে যদি তুমি পরিত্যাগ করতে চাও তা বলো —আমি এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।

প্রফেসর ॥ [প্রায় অদৃশ্য একটা হাসি হেসে] মায়া, আমাকে ভয় দেখাচ্ছ নাকি ?

মায়া ॥ এতে নিশ্চয় তুমি ভয় পাবে না।

প্রফেসর ॥ [উঠে] না ; তা পাব না। সেদিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছ। [এক-মুহূর্ত পরে] এইভাবে আমরা দুজনে সম্ভবত আর ঘর করতে পারবো না।

মায়া ॥ বেশ তো ! তাহলে ·· ?

প্রফেসর ॥ 'বেশ তো' বলে কোনো কথা নেই। [কথার ওপরে জোর দিয়ে] কেবল তুমি আর আমি আর এইভাবে একা একা জীবন কাটাতে পারছি নে বলে আমাদের যে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই।

মায়া ॥ [অবজ্ঞাসূচক হাসি হেসে] অর্থাৎ তুমি বলতে চাও নিজেদের ইচ্ছেমতো একটু আধটু এদিকে উদিকে আমরা বিচরণ করতে পারি—নাকি ?

প্রফেসর ॥ [মাথা নেড়ে] এমন কি তারও প্রয়োজন নেই।

মায়া ॥ তাহলে··· ? কী বলতে চাইছো খুলে বলো ! আমাকে নিয়ে তুমি কী করতে চাও ?

প্রফেসর ॥ [পরীক্ষা করার জন্যে] আমি খুবই মনে করি —আর, এমন কি বেদনার সঙ্গে, —আমার এমন একজনকে প্রয়োজন যে—সত্যিকার আমার কাছাকাছি থাকবে—

মায়া ॥ [উদ্বিগ্নভাবে] আমি কি তা নেই, বুবেক ?

প্রফেসর ॥ [প্রস্তাবটাকে গ্রহণ না ক'রে] আমি যেভাবে পেতে চাই সেভাবে আমার কাছাকাছি থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন একজনকে আমার দরকার যে আমাকে পূর্ণ করতে পারবে -ভরিয়ে দিতে পারবে আমার শূন্যতাকে ··আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজেকে যে আমার পাশে এসে দাঁড় করাবে।

মায়া ॥ [ধীরে ধীরে] হ্যাঁ ; এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি নিশ্চয় তোমার খুব একটা কাজে আসতে পারবো না।

প্রফেসর ॥ না, মায়া ; নিশ্চয় তুমি তা পারবে না।

মায়া ॥ [বেশ জোরের সঙ্গে] এবং ঈশ্বর জানেন, আমি নিজেও তা চাই নে।

প্রফেসর ॥ আমিও তা ভালোভাবেই জানি। আমার কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করবে এই ধারণায় তোমাকে আমি বিয়ে করি নি।

মায়া ॥ [তাঁকে লক্ষ্য ক'রে] তুমি যে অন্য কারো কথা চিন্তা করছ তা আমি তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি।

প্রফেসর ॥ তুমি যে অন্য কারো মনের কথা বুঝতে পার সেটা কোনোদিন আমি বুঝতে পারি নি। তাহলে, সেটা তুমি দেখতে পাচ্ছো ?

মায়া ॥ হ্যাঁ, পাচ্ছি। আমি তোমার ভেতরটা জানি বুবেক ; বাইরেটাও।

প্রফেসর ॥ তাহলে, কার কথা আমি ভাবছি তাও সম্ভবত তুমি বুঝতে পারছ ?

মায়া ॥ নিশ্চয়।

প্রফেসর ॥ বটে ? দয়া ক'রে সেটা তুমি···

মায়া ॥ তুমি ভাবছো তার কথা যাকে একদিন মডেল ক'রে তুমি···[হঠাৎ চিন্তা-ধারাটাকে সুবিন্যস্ত ক'রে] ওখানকার হোটেলের লোকেরা যে তাকে উন্মাদ বলে মনে করে তা হয়ত তুমি জান—না কি ?

প্রফেসর ॥ তাই বুঝি ? আর ওখানকার হোটেলের লোকেরা কী ভাবে—তোমার ওই ভালুকশিকারীর সম্বন্ধে ?

মায়া ॥ তার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই। [পুরানো আলোচনায় ফিরে গিয়ে] কিন্তু ওই ধোয়া-মহিলাটির সম্বন্ধেই তুমি চিন্তা করছো।

প্রফেসর ॥ [খুশী হয়ে] ঠিক বলেছ—তারই কথা। যখন তাকে আর আমার প্রয়োজন ছিল না—এবং তার দিক থেকে যখন সে আমার কাছ থেকে চলে গেল—একবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে উবে গেল···

মায়া ॥ তখনই আমার ধারণা, আমাকে তুমি গ্রহণ করেছিলে নয়ের ভালো হিসাবে।

প্রফেসর ॥ [আরো একটু মরিয়া হয়ে] হ্যাঁ, মায়া, সত্যিকথা বলতে কি, ওই হিসাবেই। এক বছর, বা তারও কিছুটা বেশি সময় ধরে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমি বেঁচেছিলাম ; বসে-বসে আমার চিন্তাগুলিকে পাথর মতো তা দিচ্ছিলাম। আমার সেই মহান চিত্রটির ওপরে শেষ তুলিটি বুলিয়ে দিচ্ছিলাম শেষ আঁচড়। 'পুনরুত্থান দিবস' সারা বিশ্বে পড়েছে ছড়িয়ে, যশ এনে দিয়েছে আমাকে—সেই সঙ্গে পূর্ণ করেছে আমার আরো অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা। [আরো উষ্ণতার সঙ্গে] কিন্তু আমার নিজের সৃষ্টিকে আর আমি ভালোবাসতে পারি নি। সমস্ত জয়মাল্য আর সুগন্ধী মসল্লার গন্ধ আমাকে অসুস্থ করে তুলেছে, হতাশায় আমাকে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে গহন অরণ্যের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে। [তার দিকে তাকিয়ে] তুমি তো মানুষের মনের কথা বুঝতে পারো। এর পরে আমার কী হলো তা কি তুমি অনুমান করতে পারো ?

মায়া ।। [কিছুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে] হ্যাঁ ; সমাজের বড়ো, প্রতিষ্ঠিত মানুষদের অর্ধ-প্রতিকৃতি আঁকা শুরু করেছিলে তুমি।

প্রফেসর ।। [ঘাড় নেড়ে] হ্যাঁ। সব কটাই এঁকেছিলাম মানুষের তাগিদে। মুখোশের অন্তরালে জানোয়ারের মুখ এঁকে। সেগুলিকে আমি ভালো পয়সার বদলে নালার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। [হেসে] কিন্তু সেকথাও আমি বলছি নে।

মায়া ।। তাহলে ?

প্রফেসর ।। [আবার গম্ভীর হয়ে] শুধু এইটুকু : চিত্রকরের পেশা আর জীবনসাধনা নিয়ে যে সব ঢক্কানিনাদ চারপাশে মুখরিত হয়ে উঠেছে সেগুলি আমার মনে হলো শূন্য, ফাঁকা····· মূলত অর্থহীন।

মায়া ।। কিন্তু তাহলে, তুমি কী চাও ?

প্রফেসর ।। জীবন, মায়া।

মায়া ।। জীবন ?

প্রফেসর ।। হ্যাঁ, জীবন। ভিজে জ্যাবজেবে চিটচিটে গর্তের মধ্যে সারা জীবন কাটানোর চেয়ে, তাল, তাল কাদা আর পাথরের চাঁই নিয়ে মল্লযুদ্ধ ক'রে ক্লান্ত হয়ে মরে যাওয়ার চেয়ে সূর্যের আলো আর সৌন্দর্যের মধ্যে জীবন কাটানো অনেক ভালো নয় কি ?

মায়া ।। [ছোটো দীর্ঘশ্বাস ফেলে] হ্যাঁ। সেকথা নিশ্চয় আমি সব সময় ভেবে এসেছি।

প্রফেসর ।। এবং বিলাসব্যসন এবং খর রৌদ্রে আলস্যের মধ্যে বেঁচে থাকার মতো প্রচুর অর্থ আমি পেয়েছি। টাউনিজ হ্রদের ওপরে সুরম্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে পেরেছি আমি ; রাজধানীতে বিরাট একটি প্রাসাদ —আর সুখের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ— তাও আমি করেছি।

মায়া ।। [তাঁর কথার সঙ্গে সুর মিশিয়ে] আর সেইগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্যে সবার ওপরে আমাকে বিয়ে করাও সম্ভব হয়েছিল তোমার পক্ষে। এবং সেই সঙ্গে তুমি কথা দিয়েছিলে যে তোমার সমস্ত পার্থিব সম্পদের অংশীদার হবো আমি।

প্রফেসর ।। [ঠাট্টার সুরে] একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে তোমাকে নিয়ে গিয়ে বিশ্বের সমস্ত গরিমা তোমাকে আমি দেখাবো এই প্রতিশ্রুতিও কি তোমার কাছে আমি দিই নি ?

মায়া ।। সম্ভবত তুমি আমাকে একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে এসেছ ঠিক ; কিন্তু বিশ্বের গরিমা এখনও আমাকে তুমি দেখাও নি।

প্রফেসর ।। [বিরক্তিকর একটা হাসি হেসে] তোমার আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, মায়া ; সত্যি তা অশেষ। [ভয়ানকভাবে ফেটে প'ড়ে] কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ জিনিসটা কী জানো ? আন্দাজ করতে পারো ?

মায়া ॥ [তাঁর কথাকে গ্রাহ্য না ক'রে শান্তভাবে] জানি। সেটা হচ্ছে এই যে আমার সঙ্গে নিজেকে তুমি বেঁধে ফেলেছ—সারা জীবনের মতো।

প্রফেসর ॥ অতটা হৃদয়হীনের মতো স্পষ্টভাবে কথাটা বলা আমার উচিত হবে না।

মায়া ॥ তার ফলে প্রমাণ হয় না যে তোমার কথার অর্থটা কম হৃদয়হীন।

প্রফেসর ॥ আর্টিস্টের চিন্তাধারার সম্বন্ধে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

মায়া ॥ আমার নিজের মনের সম্বন্ধেই আমার কোনো ধারণা নেই।

প্রফেসর ॥ [কোনোরকম অশান্ত না হয়েই] মায়া, আমার জীবন গতিময়। সব আর্টিস্টের জীবনই তাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সামান্য কটা বছর আমরা পরস্পরকে জেনেছি তারই মধ্যে আমার সারাটা জীবন কেটে গিয়েছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে আলস্যের বিলাস শয্যায় আর কোনো সুখ নেই। আমার আর আমার মতো মানুষদের ক্ষেত্রে, জীবন ওভাবে কাটে না। আমাকে কাজ করে যেতে হবে—করতে হবে সৃষ্টির পর সৃষ্টি—যতদিন না আমার মৃত্যু হয়। [কোনো-রকমে বলে ফেলেন] সেইজন্যে তোমার সঙ্গে জীবন কাটানো আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, মায়া ; কেবলমাত্র তোমার সঙ্গেই।

মায়া ॥ [শান্তভাবে] সোজা কথায় তার অর্থ কি এই যে আমাকে আর তোমার ভালো লাগে না ?

প্রফেসর ॥ [তীব্রভাবে] হ্যাঁ ; তাই। তোমার সঙ্গে ঘর ক'রে এ-জীবনে আমি ক্লান্ত হয়ে উঠেছি। আমার জীবন আমার অসহ্য বলে মনে হচ্ছে ; আমার জীবন হয়েছে মন্থর, বিরক্তিকর। এখন আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারলে। [নিজেকে সংযত ক'রে] উঃ! আমি জানি যে তোমার সঙ্গে এইভাবে কথা বলাটা আমার দিক থেকে একে-বারে কুৎসিৎ আর নিষ্ঠুর। সেই সঙ্গে একথাটাও আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে এর জন্যে তোমার দোষ এতটুকু নেই। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা নতুন ভূমিকম্প দেখা দিয়েছে—আমার জীবন বলতে সত্যিকার যা বোঝায় তাতেই আমি জেগে উঠেছি।

মায়া ॥ [নিজের অজ্ঞাতসারেই দুটো হাত একসঙ্গে ক'রে] তাহলে, আমরা বিবাহ বিচ্ছেদ করছি না কেন ?

প্রফেসর ॥ [তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে] তুমি কি রাজি হবে ?

মায়া ॥ [কাঁধ দুটোকে কুঁচকে] নিশ্চয় .....যদি এ বিষয়ে আর কিছু করার না থাকে, তাহলে......

প্রফেসর ॥ [আগ্রহের সঙ্গে] কিন্তু এবিষয়ে আরও কিছু করার আছে—এই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার মতো......

মায়া ॥ [তাঁর দিকে একটা আঙুল উঁচিয়ে] তুমি কি আবার সেই ধোয়া-মহিলাটির কথা ভাবছো !

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ। সত্যিকথা বলতে কি তার কথা সব সময় আমি ভাবছি—তার সঙ্গে

আবার দেখা হওয়া থেকে। [তার দিকে একটু এগিয়ে এসে] আর এখন তোমাকে আমি কিছু বলতে চাই, মায়া।

মায়া ॥ কী কথা ?

প্রফেসর ॥ [নিজের বুকে আঙুলের ঠোক্কর দিয়ে] এই বুকের মধ্যে, শুনছো মায়া, আমার একটা ছোটো বাক্স আছে। তার আছে একটা গোপন তালা। সেই বাক্সের ভেতরে রয়েছে আমার শিল্পীমনের সমস্ত স্বপ্ন। কিন্তু সে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তালাটা বন্ধ হয়ে গেল। চাবিটা ছিল না···সেইজন্যে, বাক্সের চাবিটা। প্রিয় মায়া, সেই তালা খোলার চাবিটা তোমার কাছে ছিল না ·· সেইজন্যে, বাক্সের মধ্যে যা রয়েছে তা আমি হারিয়ে ফেলেছি। সময় চলে যাচ্ছে ; সেই রত্নের কাছে পৌঁছানোর অন্য কোনো উপায় আমার নেই।

মায়া ॥ [অতি চতুর একটি হাসির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে] সেই তালা খোলার জন্যে তাহলে তাকে আবার তোমার কাছে নিয়ে এস।

প্রফেসর ॥ [বুঝতে না পেরে] মায়া···?

মায়া ॥ যাই হোক, তিনি এখানে আছেন ; আর বিশেষ ক'রে সেই বাক্সটার জন্যেই এখানে তিনি এসেছেন।

প্রফেসর ॥ তাকে আমি এ বিষয়ে একটি কথাও বলি নি।

মায়া ॥ [নিরপরাধ দৃষ্টিতে] প্রিয় বুবেক, এইরকম একটা তুচ্ছ ব্যাপারে এত হৈ চৈ করার কোনো প্রয়োজন রয়েছে কি ?

প্রফেসর ॥ তোমার কি মনে হয় এটা এতই তুচ্ছ জিনিস ?

মায়া ॥ অবশ্যই। যাকে তোমার সবচেয়ে প্রয়োজন তার সঙ্গেই তুমি মেলামেশা করো গে। [তাঁর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে] নিজের জন্যে একটা জায়গা সব সময় আমি বেছে নেব।

প্রফেসর ॥ অর্থাৎ ?

মায়া ॥ [তাঁর প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে] প্রয়োজন হ'লে, আমি সব সময় আমাদের 'ভিলা'তে চলে যেতে পারি। কিন্তু তার প্রয়োজন হবে না। শহরের মধ্যে আমাদের যে বিরাট অট্টালিকা রয়েছে সেখানে নিশ্চয় আমাদের তিনজনের স্থান হবে—ওই একটু মেলামেশা করে।

প্রফেসর ॥ [অনিশ্চিতভাবে] তোমার কি মনে হয় আমাদের এই ব্যবস্থা বেশিদিন টিকবে ?

মায়া ॥ যদি না টিকে না টিকবে। ও নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই।

প্রফেসর ॥ কিন্তু যদি না টিকে, মায়া ? তাহলে, আমরা কী করবো ?

মায়া ॥ [প্রশান্ত ভাবে] তাহলে, আমরা পরস্পরের সান্নিধ্য থেকে সরে যাব—একেবারে। বিশ্বে কোথাও না কোথাও নিজের একটা ব্যবস্থা আমি সব সময় করে নিতে পারবো। ···এমন কিছু জিনিস খুঁজে নেব যার মধ্যে কোনো বাঁধন নেই···যা একেবারে স্বাধীন।

সেবিষয়ে তোমার কোনো দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই, প্রফেসর বুবেক ! [হঠাৎ ডানদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে] ওই দেখ ! তিনি ওখানে।

প্রফেসর।। [ঘুরে] কোথায় ?

মায়া ।। ওই মাঠের মধ্যে, নিচে। একটি মার্বেল পাথরের স্ট্যাচুর মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছেন। এইদিকেই আসছেন তিনি।

প্রফেসর ।। [উঠে, তাঁকে লক্ষ্য ক'রে, চোখের ওপরে একটা হাত আড়াল ক'রে ধরে] ওকে দেখে কি মনে হয় না যে মৃত্যুলোকে থেকে ও পুনরুত্থিত হয়েছে ? [নিজেকে] ওর জায়গায় আর কাউকে বসাতে পারি—তাকে নরকের অন্ধকারে ছুঁড়ে দিতে পারি একথা ভাবতেও কেমন লাগে ? মূর্খ, মূর্খ আমি।

মায়া ।। একথার অর্থ ?

প্রফেসর ।। [উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে] কিছু না কিছু না। তোমার বুঝতে পারার মতো কিছু নয়।

[ডানদিক থেকে মায়া অধিত্যকা পেরিয়ে যায়। খেলায় মত্ত ছেলেরা ইতিমধ্যে তাকে লক্ষ্য করেছে। শীঘ্রই ছেলেরা তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। কেউ কেউ সুখী, বিশ্বাসে ভরা তাদের চোখ। কারও কারও লজ্জা লজ্জা ভাব ; সে তাদের সঙ্গে শান্তভাবে কথা বললো ; এবং ইঙ্গিতে তাদের জানালো যে তারা যেন অবশ্যই হাইড্রোতে নেমে যায়। পাহাড়ী নদীর ধারে সে একটু বিশ্রাম করে। ছেলেরা বাঁদিকে উৎরাই ধরে দৌড়ে যায়। ইরিনা পাথরের মুখে এসে পৌঁছে ; সেখানে ঠাণ্ডা করার জন্যে সে হাত দুটিকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়]

মায়া ।। [আস্তে আস্তে] তুমি নিজে নেমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলো, বুবেক।

প্রফেসর ।। ইতিমধ্যে তুমি কোথায় যাবে ?

মায়া ।। [অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে] এখন থেকে নিজের পথে আমি এগিয়ে যাব।

[ছোটো পাহাড়ের গা দিয়ে সে নিচে নেমে যায় ; ছড়ির ওপরে ভর দিয়ে ছোটো পাহাড়ী নদীটাকে যায় ডিঙিয়ে। ইরিনার পাশে গিয়ে থামে]

প্রফেসর বুবেক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন মাদাম।

ইরিনা ।। কী চান তিনি ?

মায়া ।। যে বাক্সটার চাবি হারিয়ে গিয়েছে সেটা খোলার জন্যে আপনার সাহায্য তিনি চান।

ইরিনা ।। এ বিষয়ে আমি কি তাঁকে সাহায্য করতে পারি ?

মায়া ।। তিনি বলেন একমাত্র আপনিই তা পারবেন।

ইরিনা ।। তাহলে আমাকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে।

মায়া ।। হ্যাঁ, মাদাম। আপনাকে তা অবশ্যই করতে হবে। [হাইড্রোর পথে এগিয়ে যায়]

[এক মুহূর্ত পরে প্রফেসর বুবেক ইরিনার দিকে নেমে যান ; দাঁড়ান ইরিনার উল্টোদিকে পাহাড়ী নদীটার পাড়ে]

ইরিনা ।। [একটু থেমে] ওই মহিলাটি আমাকে বলে গেলেন তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করছো।

প্রফেসর ॥ আমি তোমার জন্যে বছরের পর বছর ধরে অপেক্ষা করছি—যদিও আমি তা জানতাম না।

ইরিনা ॥ আমি তোমার কাছে আসতে পারি নি, আরনল্ড্। আমি ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—গভীর, গভীর ঘুমে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিলাম অনেক স্বপ্ন।

প্রফেসর ॥ কিন্তু এখন আমরা জেগে উঠেছি, ইরিনা।

ইরিনা ॥ [মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে] একটা গভীর ঘুম এখনো আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

প্রফেসর ॥ তুমি দেখবে—একটা দিন আসবে—সেদিন আমাদের দুজনের কাছেই চারপাশ আলোয় আলো হয়ে উঠবে।

ইরিনা ॥ কক্ষণো বিশ্বাস করো না।

প্রফেসর ॥ [জরুরী আগ্রহ দেখিয়ে] আমি বিশ্বাস না ক'রে পারি না। আমি এখন তা জানি কারণ আমি তোমাকে আবার দেখতে পেয়েছি—

ইরিনা ॥ কবর থেকে উঠে আসতে।

প্রফেসর ॥ দিব্য রূপান্তরিত হয়ে!

ইরিনা ॥ শুধুই উঠে এসেছি আরনল্ড্ : দিব্যরূপান্তরিত হই নি।

[প্রফেসর রুবেক ঝরনার সিঁড়ি দিয়ে নেমে তাঁর কাছে যান]

প্রফেসর ॥ সারাটা দিন তুমি কোথায় ছিলে, ইরিনা ?

ইরিনা ॥ [আঙুল বাড়িয়ে] অনেক দূরে, ওই মৃত সমতলভূমির ওপরে।

প্রফেসর ॥ [প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে] তোমার বন্ধুকে তো আজ আর দেখছি না।

ইরিনা ॥ [হেসে] দেখতে পাও, আর, না পাও, আমার বন্ধু আমার ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

প্রফেসর ॥ এটা সে পারে ?

ইরিনা ॥ [চারপাশে আড়চোখে তাকিয়ে] বিশ্বাস করো, তা সে পারে, আমি যেখানেই যাই না কেন। সে কখনও আমাকে তার দৃষ্টির বাইরে যেতে দেয় না। [ফিসফিস করে] একদিন সুন্দর রোদে-ভরা দিনে তাকে আমি হত্যা করবো।

প্রফেসর ॥ করবে ?

ইরিনা ॥ খুব-খুব খুশী হয়ে—একবার সুযোগ পেলে হয়।

প্রফেসর ॥ কেন ?

ইরিনা ॥ কারণ, ও একটা ডাইনী। [রহস্যজনকভাবে] তুমি কি জানো, আরনল্ড্, ও নিজেকে আমার ছায়ায় পরিণত করেছে ?

প্রফেসর ॥ [শান্ত করার চেষ্টায়] ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে ছায়া থাকা দরকার।

ইরিনা ॥ আমি নিজেই আমার ছায়া। [আবেগের সঙ্গে জোরে] তা কি তুমি বুঝতে পারছো না ?

প্রফেসর ॥ [বিষণ্ণভাবে] হ্যাঁ, ইরিনা– বুঝতে পারছি।

[নদীর ধারে একটা পাথরের ওপরে বসে পড়েন। ইরিনা দাঁড়িয়ে থাকে তাঁর পেছনে –একটা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে]

ইরিনা ॥ [এক মুহূর্ত পরে] ওখানে ব'সে তুমি অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে রয়েছ কেন ?

প্রফেসর ॥ [আস্তে আস্তে, মাথাটা নেড়ে] আমার সাহস হচ্ছে না,--তোমার দিকে চাইতে সাহস হচ্ছে না আমার।

ইরিনা ॥ আর তুমি আমার দিকে চাইতে সাহস পাচ্ছ না কেন ?

প্রফেসর ॥ তোমার একটি ছায়া তোমাকে অনুসরণ করছে ; আর আমার বিবেকও আমাকে বেশ একটা অস্বস্তিতে ভোগাচ্ছে।

ইরিনা ॥ [মুক্তির একটা আনন্দধ্বনি ক'রে] অবশেষে !

প্রফেসর ॥ [চট ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে] ইরিনা ! ব্যাপারটা কী ?

ইরিনা ॥ [তাঁকে আড়াল ক'রে] ধীরে, ধীরে ! [একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, মনে হলো বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গিয়েছে] ওই যে ! এখন ওরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—একটুর জন্যে। এখন আগের মতো পাশাপাশি ব'সে আমরা কথা বলতে পারি—বেঁচে থাকার সময় যেমন আমরা বলতাম।

প্রফেসর ॥ হায়রে, তা যদি পারতাম—সেই আগের দিনগুলিতে ফিরে যেতে।

ইরিনা ॥ আগের মতো আবার তুমি ব'সে থাক ; আর আমি বসবো তোমার পাশে। [প্রফেসর আবার বসেন : তাঁর কাছাকাছি আর একটা পাথরের ওপরে বসে ইরিনা। সামান্য কিছু বিরতির পরে] আরনল্‌ড্‌, সেই অজানা অন্ধকারাচ্ছন্ন মরুভূমি থেকে আবার তোমার কাছে আমি ফিরে এসেছি।

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ ··এসেছ - তোমার সেই অনন্ত যাত্রা থেকে।

ইরিনা ॥ বাড়িতে ফিরে এসেছি—আমার প্রভুর কাছে।

প্রফেসর ॥ আমাদের বাড়িতে --আমাদের বাড়িতে ইরিনা।

ইরিনা ॥ আমি যে ফিরে আসব সে-আশা কি প্রতিদিন তুমি করছিলে ?

প্রফেসর। সে-সাহস আমি করবো কেমন ক'রে ?

ইরিনা ॥ [আড়চোখে তাকিয়ে] না ; সে-সাহস তোমার ছিল না। তুমি বুঝতে পার নি।

প্রফেসর ॥ তুমি আমাকে হঠাৎ ছেড়ে গেলে কেন ? নিশ্চয় অন্য কারও জন্যে। তাই না ?

ইরিনা ॥ এমনও তো হ'তে পারে যে তোমার জন্যেই তোমাকে আমি ছেড়ে গিয়েছিলাম।

প্রফেসর ॥ [অনিশ্চিতভাবে তার দিকে তাকিয়ে] কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না···

ইরিনা ॥ আমার দেহ, মনপ্রাণ দিয়ে তোমার সেবা করার পরে –মূর্তিটি যখন শেষ

হয়ে গেল আমাদের সেই সন্তান · তুমি যা বলে সেটিকে ডাকো—তখনই তোমার পায়ের কাছে আমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আমি নিবেদন করলাম—নিজেকে আমি নিঃশেষে মুছে ফেললাম- চিরকালের জন্যে।

প্রফেসর ॥ [মাথাটা একটু নুইয়ে] আর আমার জীবনকে মরুভূমি করে তুললে।

ইরিনা ॥ [হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে] তাই আমি চেয়েছিলাম। আর যাতে তুমি কিছু সৃষ্টি করতে না পার—আমাদের সেই একমাত্র সন্তান সৃষ্টি করার পরে।

প্রফেসর ॥ তাহলে মনে তোমার হিংসার উদ্রেক হয়েছিল ?

ইরিনা ॥ [নিরুত্তাপ কণ্ঠে] আমার মনে হয় ঘৃণা।

প্রফেসর ॥ ঘৃণা ? আমার ওপরে ?

ইরিনা ॥ [উত্তেজিতভাবে] হ্যাঁ ; তোমার ওপরে। একটি উষ্ণ, প্রাণবন্ত যুবতীকে যে চিত্রকর অত হাল্‌কাভাবে অশ্রদ্ধা ভরে গ্রহণ করেছিল- তার আত্মাকে ছিঁড়ে নিয়েছিল নির্মমভাবে···কেন ? কারণ, তুমি চেয়েছিলে তা দিয়ে তুমি সৃষ্টি করবে একটি নন্দনকলা।

প্রফেসর ॥ একথা তুমি বলছো কি ক'রে ? আমার নন্দনকলায় নিজেকে তুমি অত অকপটভাবে উৎসর্গ করেছিলে- একটি পবিত্র আনন্দে ভরে উঠেছিল তোমার মন। সেই সৃষ্টির জন্যে প্রতিদিন সকালে আমরা একসঙ্গে মিলিত হতাম—মনে হতো আমরা যেন পূজা করতে বসেছি। তোমার মুখে একথা ?

ইরিনা ॥ [আবার নিরুত্তাপ কণ্ঠে] তোমাকে একটা কথা আমি বলতে চাই।

প্রফেসর ॥ অর্থাৎ ?

ইরিনা ॥ তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগে তোমার কলাকে কোনোদিনই আমি ভালোবাসি নি ; অথবা, তার পরেও।

প্রফেসর ॥ কিন্তু চিত্রকরকে, ইরিনা ?

ইরিনা ॥ চিত্রকরদের আমি ঘৃণা করি।

প্রফেসর ॥ আমার মধ্যে যে চিত্রকর রয়েছে তাকেও ?

ইরিনা ॥ তোমার মতো অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যে চিত্রকর রয়েছে তাকে। যখন বিবসনা হয়ে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তখন তোমাকে আমি ঘৃণা করতাম, আরনল্ড্।

প্রফেসর ॥ [জোরের সঙ্গে] না, করতে না। তোমার কথা সত্যি নয়।

ইরিনা ॥ তুমি অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেই তোমাকে আমি ঘৃণা করতাম।

প্রফেসর ॥ [হেসে] অবিচলিত ? সেকথা বিশ্বাস কর তুমি ?

ইরিনা ॥ —তাহলে, এত আত্ম-নিয়ন্ত্রিত যে অসহ্য ব'লে মনে হতো আমার এবং তুমি ছিলে একজন আর্টিস্ট, কেবল আর্টিস্ট। মানুষ নয়। স্বরে কিছুটা আবেগ আর আন্তরিকতা মাখিয়ে] কিন্তু সেটা ছিল ভিজে মাটির একটা ঢেলা একটা আকারহীন কাঁচা মাটির তাল যখন স্পষ্ট মানুষের মূর্তিতে পরিণত হলো তখন তাকে

আমি ভালোবেসেছিলাম। সেটি ছিল আমাদের সৃষ্টি—আমাদের সন্তান। তোমার আর আমার।

প্রফেসার ॥ [বিষণ্ণভাবে] হ্যাঁ ; প্রকৃতি আর সত্য দুদিক থেকেই।

ইরিনা ॥ আমাদের এই সন্তানটির জন্যেই আমি যে দীর্ঘ তীর্থপর্যটনে বেরিয়েছিলাম তা কি তুমি জানো, আরনল্ড্ ?

প্রফেসর ॥ [হঠাৎ, সতর্ক হয়ে] সেই মর্মর পাথরের মূর্তিকে বলছো ?

ইরিনা ॥ ওকে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পার—আমি তাকে বলি আমাদের সন্তান।

প্রফেসর ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] এবং এখন তাকে তুমি সম্পূর্ণ অবস্থায় দেখতে চাও ? যে মর্মর পাথরে তাকে তুমি সব সময়ে নিরুত্তাপ বলে মনে করেছিলে ? [আগ্রহের সঙ্গে] বিশ্বের অনেক দূরে একটি বিরাট যাদুঘরে যে এটি বসানো রয়েছে তা বোধ হয় তুমি জানো না।

ইরিনা ॥ এইরকম একটা গল্প আমি শুনেছি।

প্রফেসর ॥ এবং এইসব যাদুঘরের সম্বন্ধে সব সময় তোমার একটা ভীতি ছিল ; এগুলিকে তুমি বলতে সমাধিস্তম্ভ।

ইরিনা ॥ যেখানে আমার আত্মা আর আমার সন্তানের আত্মা সমাধিস্থ হয়ে রয়েছে সেখানে আমি তীর্থযাত্রা করতে চাই।

প্রফেসর ॥ [বিব্রত হয়ে আর অস্বস্তি বোধ ক'রে] সেই মূর্তিটিকে কোনোদিনই তুমি দেখতে পাবে না, ইরিনা। শুনতে পাচ্ছো ? আমি তোমাকে মিনতি করছি—কোনোদিন কোনোদিন আর তাকে দেখো না।

ইরিনা ॥ তোমার কি মনে হয় এটি আবার আমাকে হত্যা করবে ?

প্রফেসর ॥ [নিজের হাত দুটোকে মুঠো ক'রে] আমার কী মনে হচ্ছে তা আমি জানি নে। কিন্তু ওটা শেষ হবার আগেই যখন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে তখন আমি বুঝতে পারি নি যে ওটাকে নিয়ে তুমি এতটা বাড়াবাড়ি করবে।

ইরিনা ॥ ওটা শেষ হয়েছিল। তাই আমি চলে যেতে পেরেছিলাম তোমাকে একলা ফেলে।

প্রফেসর ॥ [হাঁটুর ওপরে হাত দুটি রেখে ব'সে, এপাশ থেকে ওপাশ ঘাড়টাকে দুলিয়ে, হাত দুটোকে চোখের ওপরে তুলে] যা তুমি দেখেছিলে শেষ পর্যন্ত তা হয় নি।

ইরিনা ॥ [শান্তভাবে, কিন্তু বিদ্যুতের মতো তড়িৎগতিতে বুকের ভেতর থেকে ধারালো একটা ছুরির কিছুটা বার ক'রে] আরনল্ড্, আমাদের সন্তানের তুমি কি কোনো ক্ষতি করেছ ?

প্রফেসর ॥ [উত্তরটা এড়িয়ে] ক্ষতি ? তুমি সেটাকে কী বলবে তা আমি জানবো কেমন করে ?

ইরিনা ॥ [রুদ্ধনিঃশ্বাসে] বল, বল—আমাদের সন্তানের তুমি কী করেছ বল ?

প্রফেসর ॥ আমি যা বলছি তা যদি তুমি শান্ত হয়ে শোনো তাহলেই তোমাকে আমি বলবো।

ইরিনা ॥ [ছুরিটা লুকিয়ে] মা যেমন শান্তভাবে শোনে আমি সেইভাবেই শুনবো যখন সে—

প্রফেসর ॥ [বাধা দিয়ে] আর আমি যখন বলবো তখন তুমি আমার মুখের দিকে তাকাবে না।

ইরিনা ॥ [প্রফেসরের পেছনে একটা পাথরের কাছে সরে গিয়ে] এই আমি তোমার পেছনে বসলাম। এখন বল।

প্রফেসর ॥ [চোখ থেকে হাত দুটোকে সরিয়ে নিয়ে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে] তোমার সঙ্গে আমার যখন দেখা হলো তখনই আমি জানতাম আমার শ্রেষ্ঠ ছবিটির জন্যে তোমাকে আমি কিভাবে ব্যবহার করবো।

ইরিনা ॥ তুমি এটির নাম দিয়েছিলে 'পুনরুত্থান দিবস'—আমি বললাম আমাদের সন্তান।

প্রফেসর ॥ আমি তখন ছিলাম যুবক ; জীবন বলতে কী বোঝায় তখন আমি কিছুই জানতাম না। আমি ভাবতাম, পুনরুত্থান হবে সবচেয়ে সৌন্দর্যময়ী, অপরূপা—একটি যুবতী—যার মধ্যে পার্থিব জগতের কলুষতা নেই ; যে স্বর্গীয় দ্যুতি আর মহিমার মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াবে—যার মধ্যে থাকবে না কোনো কদর্যতা অথবা অপবিত্র জিনিস।

ইরিনা ॥ [তাড়াতাড়ি] হ্যাঁ···আর আমাদের সৃষ্টির মধ্যে এখন আমি সেই ভাবেই বেঁচে রয়েছি তো ?

প্রফেসর ॥ [ইতস্তত ক'রে] না · ঠিক তা নয়, ইরিনা।

ইরিনা ॥ ঠিক তা নয় ? তোমার কাছে আমি যেরকম ছিলাম সেখানে কি আমি ঠিক সেইরকম নেই ?

প্রফেসর ॥ [সে কথার উত্তর না দিয়ে] পরবর্তী বৎসরগুলিতে, এই পৃথিবীর চিন্তাধারার সম্বন্ধে আমি কিছুটা অবহিত হলাম, ইরিনা। পুনরুত্থান দিবস আমার কাছে একটা বৃহত্তর, এবং একটা · একটা আরো জটিল জিনিস বলে মনে হলো। যে ছোটো পাদানির ওপরে তুমি অমন ঋজু আর নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছ—তার মধ্যে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে এখন যা আমি চাই সেইসব জিনিস দেখাতে—

ইরিনা ॥ [ছুরিটা খোঁজার চেষ্টা করে, কিন্তু থেমে যায়] আর কী তুমি দেখিয়েছ ? আমাকে বলো।

প্রফেসর ॥ বিশ্বে আমার চারপাশে নিজের চোখে আমি যা দেখেছিলাম তাই আমি দেখিয়েছি। তাই আমাকে দেখাতে হয়েছিল, ইরিনা। না দেখিয়ে পারি নি। আমি পাদানিটা বাড়ালাম, করলাম আরও বিস্তৃত ; এবং তার ওপরে মাটির একটা বাঁকানো বেদি বসালাম ; আর তারই ওপরে বসিয়ে দিলাম একদল মানুষ—তাদের

মধ্যে জানোয়ারের মূর্তি গোপনে উঁকি দিচ্ছে—পুরুষ আর নারী—জীবনে যাদের আমি নিজের চোখে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।

ইরিনা ॥ [আগ্রহে শ্বাস রুদ্ধ ক'রে] কিন্তু সেই জনতার মাঝখানে দিব্যদ্যুতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে যুবতীটি, আনন্দ করছে। তাই করছি না, আরনল্ড্ ?

প্রফেসর ॥ [উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে] ঠিক মাঝখানে নয়। দুর্ভাগ্যবশত, মূর্তিটিকে কিছুটা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল। চিত্রবস্তুর সংস্থানের জন্যে, বুঝেছ ? তা না হলে, ব্যাপারটা বেখাপ্পা দেখাতো।

ইরিনা ॥ কিন্তু আমার মুখ ? আলো দেখে আমার মুখ এখনও জলজ্বল করছে তো ?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ, ইরিনা, করছে ; তা একরকম বলতে পারো তুমি। অবশ্য কিছুটা বিষণ্ণ—আমার নতুন ধারণার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যে।

ইরিনা ॥ [ধীরে ধীরে উঠে] সেই প্রতিকৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন ফুটে উঠেছে—যে জীবনকে এখন তুমি দেখতে পাচ্ছো ?

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ।

ইরিনা ॥ আর সেইটিকেই প্রকাশ করার জন্যে তুমি আমাকে সরিয়ে দিয়েছ, কিছুটা বিষণ্ণ অবস্থায়, একদল মানুষের পেছনে।

[ছুরি বার করে]

প্রফেসর ॥ পেছনে নয়। খুব খারাপ হলে বলতে পার যে হাতটা দিয়ে এই বিষণ্ণতাকে কমবেশি আমি প্রকাশ করেছি সেটা ঠিক সামনে নেই।

ইরিনা ॥ [মোটা গলায় ফিসফিস ক'রে] এখন তুমি তোমার নিজের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছ। [ছুরিকাঘাত করতে উদ্যত হয়]

প্রফেসার ॥ [তার দিকে তাকানোর জন্যে ঘুরে] আমার মৃত্যু ?

ইরিনা ॥ [তাড়াতাড়ি ছুরিটা লুকিয়ে ফেলে, এবং ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ার মতো স্বরে] আমার সমস্ত আত্মা…… তোমার আর আমার …… আমার—আর আমাদের সন্তান—সব ছিল সেই একটি মূর্তির মধ্যে।

প্রফেসর ॥ [তাড়াতাড়ি টুপীটা খুলে এবং কপাল থেকে ঘাম মুছে] হ্যাঁ ; কিন্তু সে জনতার মধ্যে কোথায় নিজেকে আমি বসিয়েছি সেটা অবশ্যই আমাকে বলতে দেবে তুমি। সামনে একটা ছোটো নদীর ধারে—ঠিক যেমন এখানে—একটি মানুষ বসে রয়েছে ; মাথায় তার অপরাধের বোঝা ; সেই বোঝা এতই ভারি যে পার্থিব জঞ্জাল থেকে নিজেকে সে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছে না। তাকে আমি বলছি অপচয়িত জীবনের জন্যে তীব্র অনুশোচনা। আঙ্গুলগুলিকে পরিষ্কার করার জন্যে সে বসে বসে স্রোতস্বিনীর মধ্যে সেগুলিকে ডুবোচ্ছে ; আর হাত দুটিকে সে পরিষ্কার করতে পারবে না এই ভেবে ভীষণ মুষড়ে পড়েছে, তীব্র যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠছে সে। তার দুঃখ হচ্ছে এইজন্যে যে অনন্ত কালের মধ্যেও সে পুনরুত্থিত জীবনযাপন করতে পারবে না। তাকে নরকেই বাস করতে হবে চিরকাল।

ইরিনা ॥ [শক্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে] কাব্য করছো ?

প্রফেসর ॥ কেন ?

ইরিনা ॥ কারণ, তুমি হচ্ছ জড়, দুর্বল। চিন্তায় আর কাজে চিরজীবন তুমি যে পাপ করে এসেছ তার জন্যে মনেপ্রাণে নিজেকে ক্ষমা করেছ তুমি। তুমি আমার আত্মাকে হত্যা করেছ—আর তার পরে, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তুমি নিজের প্রতিকৃতি এঁকেছ তীব্র অনুশোচনায় আর অপমানে…[হেসে] আর তোমার ধারণা, তাতেই তুমি ধোয়া তুলসীপাতা হয়ে গিয়েছ।

প্রফেসর ॥ [উদ্ধতভাবে] ইরিনা, আমি হচ্ছি একজন কলাবিদ; যে-সব দুর্বলতা আমাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে সেগুলির জন্যে আমি লজ্জিত নই। বুঝতেই পাচ্ছো, আমি হচ্ছি একজন জন্ম কলাবিদ। আর যাই ঘটুক, কলাবিদ ছাড়া অন্য কিছু আমি হ'তে পারি নে।

ইরিনা ॥ [শান্তভাবে, নরম স্বরে, কিন্তু একটি কুৎসিত হাসিকে ভেতরে চেপে] তুমি কবি, আর্নল্ড। [তাঁর মাথার চুলগুলির ওপরে হাত বুলিয়ে] প্রিয় অতি বৃদ্ধ শিশু একটি। নিজেও তা তুমি বুঝতে পারছো না।

প্রফেসর ॥ [বিরক্ত হয়ে] তুমি আমাকে বারবার কবি বলছো কেন ?

ইরিনা ॥ [অশুভ দৃষ্টিপাত করে] কারণ, প্রিয় বন্ধু ওই কথাটার মধ্যে একটা আপসের গন্ধ আছে,—যা সমস্ত দুষ্কর্মকে ক্ষমা করে, ঢেকে রাখে সমস্ত দুর্বলতাকে। [হঠাৎ স্বর পরিবর্তন ক'রে] কিন্তু সেই দিনগুলিতে, আমি ছিলাম রক্তমাংসের মানুষ। আমার একটা জীবন ছিল সেটাকে বাঁচিয়েও রাখতে হয়েছিল আমাকে; আমার কপালে যা লেখা ছিল তাও আমাকে পূর্ণ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমি সব পরিত্যাগ করেছিলাম—সব ছেড়ে দিয়েছিলাম তোমার সেবক হবার জন্যে। সেটা ছিল আত্মহত্যা—নিজের ওপরে একটি মারাত্মক অপরাধ—[কিছুটা ফিসফিস করার ভঙ্গীতে] এমন একটি অপরাধ যার প্রায়শ্চিত্ত করার মতো সুযোগ আমি কোনো-দিনই পাবো না। [ছোটো নদীর ধারে তাঁর পাশে সে বসে, তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে; তিনি অবশ্য তা লক্ষ্য করেন নি। প্রায় কোনো কিছু চিন্তা না করেই হাতের কাছাকাছি ঝোপগুলি থেকে কিছু ফুল সে তুলে নেয়। কথা বলার সময় সে সহজ হয়ে আসে] এই বিশ্বে আমি সন্তানের জন্ম দিতে পারতাম, অনেক সন্তান—সত্যিকারের রক্তমাংসের সন্তান; যাদের কবরখানার মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের মতো নয়। সেইটাই আমার জীবনের সাধনা হওয়া উচিত ছিল। হে কবি, তোমার সেবিকা হওয়া কোনোদিনই আমার উচিত ছিল না।

প্রফেসর ॥ [স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়ে] তবু, সেই দিনগুলি ছিল চমৎকার, ইরিনা—অদ্ভুত সুন্দর। সেগুলির সৌন্দর্য কী ছিল পেছনের দিকে তাকিয়ে তা আমি বুঝতে পারছি।

ইরিনা ॥ [তাঁর দিকে কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে] তোমার কাজ শেষ হওয়ার পরে… আমার সঙ্গে আর আমাদের সন্তানের সঙ্গে…আমাকে যে ছোটো কথাটি তুমি বলেছিলে তা কি তোমার মনে রয়েছে, আরনল্ড্ ? নাকি ?

প্রফেসর ।। [জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে] তোমাকে আমি কি সত্যিই কোনো 'ছোটো কথা' বলেছিলাম যা এখনও তোমার মনে রয়েছে ?

ইরিনা ॥ হ্যাঁ, বলেছিলে। সেকথা আর কি তোমার মনে নেই ?

প্রফেসর ॥ [ঘাড় নেড়ে] না ; নিশ্চয় না ; অন্তত, এখন।

ইরিনা ॥ আমার হাত দুটো নিয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে চেপে ধরেছিলে তুমি : এবং গভীর একটি প্রত্যাশায় শ্বাসরুদ্ধ ক'রে তুমি কী বলবে সেইজন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি। তারপরে তুমি বললে ঃ 'ইরিনা, তোমাকে আমি সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইটি আমার জীবনে বড়ো সুখকর একটি ঘটনা।'

প্রফেসর ॥ [সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে] আমি বলেছিলাম ? 'ঘটনা' ? ওরকম শব্দ তো সাধারণত আমি ব্যবহার করিনে।

ইরিনা ॥ ঠিক ওই শব্দটিই ব্যবহার করেছিলে তুমি।

প্রফেসর ॥ [চেষ্টা ক'রে প্রফুল্ল হওয়ার ভঙ্গীতে] হ্যাঁ, তা অবশ্য, ওটা একটা 'ঘটনাই' বটে।

ইরিনা ॥ [রুক্ষভাবে] সেই কথার পরে আমি তোমাকে ছেড়ে গেলাম।

প্রফেসর ॥ কোনো কিছুই তুমি আদৌ ঠাট্টা হিসাবে গ্রহণ করতে পারো না, ইরিনা।

ইরিনা ॥ [নিজের কপালের ওপরে হাত বুলিয়ে] হয়ত তুমি ঠিকই বলেছ। এস, এখন আমরা ওইসব ভারি ভারি কথা ভুলে যাই…[একটা পাথুরে গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেয়] ওই দেখো আরনল্ড্, আমাদের পাখিরা ওইখানে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

প্রফেসর ॥ ওগুলো কী ধরনের পাখি ?

ইরিনা ॥ ওগুলো অবশ্যই ফ্লেমিঙগো। দেখতে পাচ্ছো না, ওদের রঙ হচ্ছে গোলাপের মতো।

প্রফেসর ॥ ওরা সাঁতার কাটে না ; কেবল জল কেটে কেটে যায়।

ইরিনা ॥ তাহলে ওগুলি ফ্লেমিঙগো নয়, সমুদ্র-চিল।

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ, তাই হবে—লাল ঠোঁটওয়ালা। [চওড়া সবুজ পাতা ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দেন] এখন ওদের পেছনে আমি পাঠিয়ে দিলাম আমার জাহাজগুলিকে !

ইরিনা ॥ কিন্তু জাহাজের ওপরে কোনো শিকারীর থাকা চলবে না !

প্রফেসর ॥ না ; থাকবে না। [তার দিকে চেয়ে হেসে] গ্রীষ্মকালে টাউনিজ হ্রদের ওপরে ছোটো কুটিরের ধারে আমরা এইভাবে বসে থাকতাম। সেকথা কি তোমার মনে রয়েছে ?

ইরিনা ॥ [ঘাড় নেড়ে] শনিবারের সন্ধ্যাগুলিতে—সপ্তাহ ধরে আমাদের কাজ করার পরে।

প্রফেসর ॥ সেখান থেকে আমরা ট্রেনে চেপে বেরিয়ে যেতাম, এবং রবিবার কাটাতাম…

ইরিনা ॥ [চোখের মধ্যে একটা অশুভ আলো চিকচিক ক'রে ওঠে] একটি ঘটনা, আরনল্ড্ !

প্রফেসর ॥ [তার কথা যেন তাঁর কানে ঢোকেনি] সেখানেও নদীতে আমি পাখিদের ছেড়ে দিতাম সাঁতার কাটার জন্যে। সেগুলি ছিল জলজ লিলি ফুল…

ইরিনা ॥ সেগুলি ছিল সাদা হাঁস।

প্রফেসর ॥ হ্যাঁ ; তাই। আর আমার বেশ মনে রয়েছে যে একটা হাঁসের সঙ্গে আমি একটা বড়ো পাতা বেঁধে দিয়েছিলাম !

ইরিনা ॥ — আর সেটা হয়ে গিয়েছিল 'লোহেনগ্রিনের বোট'—টেনে নিয়ে গিয়েছিল হাঁসটাকে।

প্রফেসর ॥ সেই খেলা কি তোমার ভালো লাগতো, ইরিনা ?

ইরিনা ॥ সেই খেলাটা আমারা বারবার খেলতাম।

প্রফেসর ॥ মনে হচ্ছে, প্রতিটি শনিবার—সারা গ্রীষ্মকাল জুড়ে।

ইরিনা ॥ তুমি বলতে আমিই হচ্ছি সেই রাজহংসী ; আমিই তোমার নৌকোকে টেনে নিয়ে যেতাম।

প্রফেসর ॥ বলতাম বুঝি ? হ্যাঁ। হয়ত বা। [খেলায় ডুবে গিয়ে] সমুদ্রচিলেরা নদীতে—কেমন সাঁতার কাটছে দেখো।

ইরিনা ॥ [হেসে] তোমার সব জাহাজই চড়ায় আটকে গিয়েছে !

প্রফেসর ॥ [আরও কয়েকটি পাতা জলে ভাসিয়ে দিয়ে] ওঃ ! আমার জাহাজ অনেক আছে। [নৌকোগুলিকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে, আরও ছাড়েন নদীতে। একটু পরে বলেন] ইরিনা ··টাউনিজ হ্রদের ওপরে সেই ছোটো কুটিরটি আমি কিনে দিয়েছি।

ইরিনা ॥ কিনেছ ? তুমি সব সময়েই বলতে পয়সা হলে ওটাকে তুমি কিনে নেবে।

প্রফেসর ॥ একদিন আমি আবিষ্কার করলাম যথেষ্ট পয়সা আমার হয়েছে। তাই ওটাকে আমি কিনে ফেললাম।

ইরিনা ॥ [আড়চোখে তাকিয়ে] আমাদের সেই পুরানো বাড়িতে কি তুমি বাস করো ?

প্রফেসর ॥ না, না, সেটাকে আমি অনেকদিন ভেঙ্গে ফেলেছি। সেইখানে আমি তৈরি করেছি বেশ আরামপ্রদ একটা প্রাসাদ। তার চারপাশে বসিয়েছি একটা পার্ক। সেইখানে আমরা [থেমে, ভুল সংশোধন ক'রে]—সেইখানে গ্রীষ্মকালে আমি সাধারণত থাকি।

ইরিনা ॥ [নিজেকে সংযত ক'রে] অর্থাৎ তুমি, আর—ওই মহিলাটি সেখানে এখন বাস কর ?

প্রফেসর ॥ [একটু অগ্রাহ্য করার ভঙ্গীতে] হ্যাঁ ; যখন আমি আর আমার স্ত্রী বাইরে কোথাও বেড়াতে যাই নে—এই বছরের মতো।

ইরিনা ॥ ওখানে বাস করা সত্যিই বড়ো মনোরম।

প্রফেসর ॥ [যেন নিজের কথা ভেবে] এবং তবু, ইরিনা—

ইরিনা ॥ [তাঁর চিন্তার সূত্রটি ধ'রে] তবু আমরা দুজনে সেই সুন্দর জীবনটাকে হেলায় হারিয়েছি।

প্রফেসর ॥ [নরম সুরে, আর স্বরে আগ্রহ মিশিয়ে] সেই ভুল সংশোধন করা কি এখন আর যায় না ?

[ইরিনা চুপ ক'রে থাকে, কোনো উত্তর দেয় না। তারপরে সে সমতল ভূমির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে]

ইরিনা ॥ দেখো আরনল্ড্, পাহাড়গুলির পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। শেষ সূর্যের রশ্মি কেমনভাবে ঘাসের ওপরে চিকচিক করছে দেখো।

প্রফেসর ॥ [তার দৃষ্টিকে অনুসরণ ক'রে] অনেকদিন পাহাড়ে পেছনে এই সূর্যাস্ত আমি দেখি নি।

ইরিনা ॥ অথবা সূর্যোদয় ?

প্রফেসর ॥ সূর্যোদয় দেখেছি বলে আমার মনে হচ্ছে না।

ইরিনা ॥ [হেসে ; যেন স্মৃতির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে] একবার অদ্ভুত সুন্দর একটি সূর্যোদয় আমি দেখেছিলাম।

প্রফেসর ॥ সত্যিই ? কোথায় ?

ইরিনা ॥ একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে—এত উঁচুতে যে মাথা ঘুরে যায়। তুমি আমাকে ভুলিয়ে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলে ; এবং কথা দিয়েছিলে যে সেখান থেকে বিশ্বের সমস্ত গরিমা আমাকে তুমি দেখাবে যদি আমি কেবল — [হঠাৎ থেমে যায়]

প্রফেসর ॥ বল ? যদি তুমি কেবল —?

ইরিনা ॥ তুমি আমাকে যা বলবে তাই যদি করি ·তোমার সঙ্গে আমি যদি পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় উঠি ; তারপরে সেখানে পৌঁছে নতজানু হয়ে তোমাকে পূজো করলাম··· সেবা করলাম তোমার। [একটু চুপ ক'রে থাকে, তারপরে ধীরে ধীরে বলে] তারপরে আমি সূর্যোদয় দেখলাম।

প্রফেসর ॥ [বিষয়টা পরিবর্তন ক'রে] তুমি কি আমাদের সঙ্গে গিয়ে হ্রদের সেই বাড়িতে বাস করবে না ?

ইরিনা ॥ [ঘৃণিত হাসি হেসে] তোমার আর ওই মহিলাটির সঙ্গে —একত্রে ?

প্রফেসর ॥ [জরুরী আবেদনের ভিত্তিতে] আমার সঙ্গে সেই পুরানো দিনগুলির মতো যখন আমরা দুজনে মিলে কাজ করতাম। আমার মধ্যে যা কিছু বন্ধ হয়ে রয়েছে তাকে খুলে দাও। ইরিনা, সে কাজ কি তুমি করতে পারবে না ?

ইরিনা ॥ [ঘাড় নেড়ে] আমার হাতে আর সেই চাবিকাঠিটি নেই, আরনল্ড্।

প্রফেসর ॥ তোমার হাতেই চাবিকাঠি রয়েছে। তুমি ছাড়া আর কেউ তা খুলতে

পারবে না। [অনুরোধ করে] আমাকে সাহায্য কর— আমি যাতে আবার আমার জীবন শুরু করতে পারি !

ইরিনা ॥ [আগের মতোই দৃঢ়ভাবে] শূন্য স্বপ্ন মৃত—অলস স্বপ্ন সব। আমাদের দুজনের যৌথ পুনরুত্থান হবে না।

প্রফেসর ॥ [সংক্ষেপে] তাহলে, আমরা খেলা করি এস।

ইরিনা ॥ হ্যাঁ ; খেলা -খেলা—কেবল খেলা।

[দুজনে ব'সে পাতা আর পাপড়িগুলি ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দেন তাঁরা। পাহাড়ের ওপরে পেছনে বাঁদিকে দেখা গেল ভূস্বামী আলফিম আর মায়াকে। তাদের পরনে শিকারের পোশাক। তাদের পেছনে দেখা গেল চাকর আর কুকুরের দলকে। কুকুরদের নিয়ে চাকর ডানদিকে বেরিয়ে গেল।]

প্রফেসর ॥ [তাদের দেখে] ওই দেখো, মায়াকে ; তার ভাল্লুকশিকারীর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ইরিনা ॥ তোমার স্ত্রী, হ্যাঁ।

প্রফেসর ॥ অথবা, ভাল্লুকশিকারীর।

মায়া ॥ [উপত্যকা পেরিয়ে যাবার সময় ওদের দুজনকে নদীর ধারে ব'সে থাকতে দেখে ডেকে বলে] গুড নাইট প্রফেসর —আমার সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখো ; আমি এখন চলেছি অভিযানে।

প্রফেসর ॥ [চেঁচিয়ে] তোমার এই অভিযানের সমাপ্তি কোথায় ?

মায়া ॥ [একটু কাছে এসে] আমি বাঁচতে যাচ্ছি— একটু পরিবর্তনের জন্যে।

প্রফেসর ॥ [বিদ্রূপ ক'রে] বুঝেছি—সেইজন্যেই তোমার এই অভিযান ?

মায়া ॥ হ্যাঁ ; সেইজন্যে। এই বিষয়ে আমি একটা গান লিখেছি। সেটা হচ্ছে ঃ

[বিজয়িনীর মতো গান করে]

আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত,
কয়েদখানায় আর রবো না সুপ্ত,
পাখির মতো মুক্ত আমি, পাখির মতো মুক্ত।

হ্যাঁ ; আমার বিশ্বাস, আমি এখন জেগে উঠেছি— শেষ পর্যন্ত !

প্রফেসর ॥ সেইরকমই মনে হচ্ছে।

মায়া ॥ [প্রাণভরে একটা নিঃশ্বাস টেনে] জেগে উঠে কী হাল্কাই না আজ মনে হচ্ছে আমার ! আঃ ! কী হাল্কা, কী হাল্কা !

প্রফেসর ॥ শুভরাত্রি মায়া— তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

আলফিম ॥ [চিৎকার ক'রে] চুপ, চুপ ! আপনার ওই 'ইচ্ছা' জাহান্নামে যাক। আপনি আমাদের পেছনে ট্রোলদের ছেড়ে দিচ্ছেন। দেখছেন না আমরা শিকার করতে যাচ্ছি ?

প্রফেসর ॥ আমার জন্যে তুমি কী উপহার নিয়ে আসবে মায়া ?

মায়া ॥ মডেল হিসাবে একটা শিকারী পাখি। তার একটা ডানা তোমার গায়ে আমি লাগিয়ে দেব।

প্রফেসর ॥ [তিক্তভাবে হেসে] হ্যাঁ ; ডানাওয়ালা জিনিস—ঠিকই বলেছ—কোনো ভাবনা চিন্তা না করেই, চিরকাল ওইভাবেই তুমি জীবন কাটিয়ে এসেছ।

মায়া ॥ [ঘাড় নেড়ে] এখন থেকে তাহলে, নিজের পথ আমাকে দেখতে দাও…[ঘাড় নেড়ে, আর অশুভ একটা হাসি হেসে] বিদায়—পাহাড়ের ওপরে একটি সুন্দর গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা নেমে এসেছে।

প্রফেসর ॥ [খুশী হয়ে] ধন্যবাদ—বিশ্বে যত দুর্ভাগ্য আছে তোমরা দুজনে তা ভোগ কর—আর তোমাদের শিকারের সঙ্গী হোক তারা।

আলফিম ॥ [হট্টহাসিতে ফেটে প'ড়ে] আর বিশেষভাবে ওইগুলিতেই আমি পছন্দ করি।

মায়া ॥ [হেসে] ধন্যবাদ প্রফেসর, তোমাকে ধন্যবাদ।

[উপত্যকার বাকি অংশটুকু তারা পেরিয়ে যায় ; তার পরে ঢোকে ডানদিকে ঝোপের মধ্যে]

প্রফেসর ॥ [একটু থেমে] পাহাড়ের ওপরে গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা—হ্যাঁ ; তার মধ্যে জীবন থাকতে পারে !

ইরিনা ॥ [হঠাৎ, চোখের মধ্যে থেকে একটা উন্মাদ দৃষ্টি বেরিয়ে আসে তার] পাহাড়ের ওপরে একটি গ্রীষ্মকালীন সন্ধ্যা তুমি যাপন করতে চাও—আমার সঙ্গে ?

প্রফেসর ॥ [হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে] হ্যাঁ…হ্যাঁ…এস !

ইরিনা ॥ আমার প্রিয় গুরু—আমার প্রভু।

প্রফেসর ॥ ওঃ—ইরিনা !

ইরিনা ॥ [মোটা গলায়, বুকের মধ্যে হাতড়াতে-হাতড়াতে] এটা হবে একটা ঘটনামাত্র ……[হঠাৎ, ফিসফিস ক'রে] শস্‌স। দেখতে পাচ্ছ না, আরনল্ড্ !

প্রফেসর ॥ [তিনিও আস্তে আস্তে] কী ?

ইরিনা ॥ একটা মুখ—আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রফেসর ॥ [অজ্ঞাতসারেই ঘুরে] কোথায় ? [চমকে উঠে] আ !

বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালুতে ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে সন্ন্যাসিনীর মাথাটা একটু বেরিয়ে এল। তার চোখ দুটো ইরিনার ওপরে নিবদ্ধ]

ইরিনা ॥ [উঠে পড়ে ; তারপরে আস্তে আস্তে বলে] এখন তাহলে চললাম। উঁহু, উঠো না। আমার সঙ্গে কিছুতেই তোমার যাওয়া চলবে না। [তাঁর দিকে ঝুঁকে, ফিসফিস ক'রে] আজ রাত্রিতে আবার আমাদের দেখা না হওয়া পর্যন্ত—পাহাড়ে গায়ে।

প্রফেসর। তুমি কি আসবে ইরিনা ?

ইরিনা ॥ অবশ্যই—কথা দিচ্ছি। আমার জন্যে এখানে তুমি অপেক্ষা করো।

প্রফেসর ॥ [স্বপ্নের ঘোরে পুনরাবৃত্তি করেন] পাহাড়ের ওপরে গ্রীষ্মকালীন রাত্রি—তোমার সঙ্গে! তোমার সঙ্গে! [চার চোখের মিলন হয়] হায় ইরিনা—সেইটিই আমাদের সত্যিকার জীবন হ'তে পারতো—যাকে আমরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি—তুমি আর আমি।

ইরিনা ॥ এই অপূরণীয়কে আমরা দেখতে পাব কেবল তখনই—[আবেগে ভেঙে পড়ে]

প্রফেসর ॥ [অনুসন্ধিৎসার চোখে] যখনই—?

ইরিনা ॥ আমাদের মৃত আত্মাগুলি যখন জেগে উঠবে।

প্রফেসর ॥ [বিষণ্ণভাবে মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে] তাহলে, আসলে জিনিসটা দাঁড়ালো কী?

ইরিনা ॥ দাঁড়ালো এই যে আমরা কোনোদিনই বাঁচি নি।

[এই বলে ইরিনা পাহাড়ের ওপরে উঠে নেমে যায়। তাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্যে সন্ন্যাসিনী একপাশে সরে দাঁড়ায়; তারপরে, তাকে অনুসরণ করে। প্রফেসর রুবেক নদীর ধারে বসে থাকেন চুপচাপ]

মায়া ॥ [পাহাড়ের মধ্যে তার স্বর শোনা যায়। সে আনন্দে গান করছে]

আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত!
কয়েদখানায় আর রবো না সুপ্ত,
পাখির মতো মুক্ত আমি, পাখির মতো মুক্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

একটি বন্য ঊষর পাহাড়, নীচের দিকে খাড়া নেমে গিয়েছে। ডান-দিকে বরফে ঢাকা চূড়াগুলি। সেগুলির মাথা উঠে গিয়েছে খুব উঁচুতে, ভ্রাম্যমান কুয়াশার মধ্যে। বাঁদিকে আলগা পাথরের চাঁই-এর ওপরে একটা জীর্ণ কুঁড়ে। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে। উষা হব-হব করছে। কিন্তু সূর্য এখনও ওঠে নি।

[মায়ার চোখমুখ আরক্ত ; মনে হলো বিরক্ত হয়েছে সে। বাঁদিকে সেই আলগা পাথরের ওপরে সে নেমে এলো। পেছনে পেছনে আলফিম। কিছুটা রেগে, কিছুটা হেসে সে তার জামার একটা প্রান্ত শক্ত করে ধরে রয়েছে]

মায়া ॥ [নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায়] ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি, বলছি ছাড়ো।

আলফিম ॥ এই, এই ! তুমি একটা বদমেজাজী বিল্লী—এক্ষুণি আমাকে তুমি কামড়ে দেবে !

মায়া ॥ [তার হাতে আঘাত ক'রে] আমি তোমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলেছি। শান্ত হও।

আলফিম ॥ কক্ষণো না।

মায়া ॥ ঠিক আছে। তাহলে, তোমার সঙ্গে আর এক পা-ও আমি যাচ্ছি না ; শুনতে পাচ্ছ ? আর একটি পা-ও না।

আলফিম ॥ হা—হা ! তাহলে, এই নির্জন পাহাড়ে তুমি আমার কাছ থেকে পালাবে কেমন ক'রে ?

মায়া ॥ প্রয়োজন হলে এই খাদে আমি ঝাঁপ দিয়ে পড়বো।

আলফিম ॥ আর নিজেকে একেবারে কিমা করে ফেলবে ; রক্তে লাল হয়ে যাবে সেই কিমা। কুকুরের জমবে ভালো। [ছেড়ে দিয়ে] ঠিক আছে ; এখন যদি ইচ্ছে থাকে তো ঝাঁপ দাও। এ বড়ো বিপজ্জনক ঝাঁপ—নীচে যাওয়ার একটি পথই এখানে আছে ; আর সেটিও খুবই সংকীর্ণ ; তার ওপর দিয়ে হাঁটা যায় না বললেই চলে।

মায়া ॥ [স্কার্টটাকে হাত দিয়ে ঝেড়ে, তার দিকে রাগে কটকট ক'রে চেয়ে] শিকার করতে যাওয়ার পক্ষে তুমি একটি সুন্দর সঙ্গীই বটে !

আলফিম ॥ বরং বলতে পারো 'খেলার জন্যে একটু বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গী হিসাবে'।

মায়া ॥ একে তুমি খেলা বলো ? কী ?

আলফিম ॥ হ্যাঁ ; অবশ্য তোমার অনুমতি সাপেক্ষে। এইরকম খেলাই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

মায়া ॥ [মাথাটাকে একপাশে ঝাঁকানি দিয়ে] বল কী ? সত্যিই ? [একটু পরে, কী যেন একটা দেখার চেষ্টায়] কুকুরগুলোকে ওখানে তুমি ছেড়ে দিলে কেন ?

আলফিম ॥ [চোখ মটকে, আর ভেংচি কাটার মতো একটু হেসে] তারা নিজেরাই একটু আধটু শিকার করুক—এইজন্যে আর কি !

মায়া ॥ ডাহা মিথ্যে কথা। ছেড়ে দেওয়ার সময় তাদের কথা তুমি চিন্তা করো নি।

আলফিম ॥ [তখনও হাসতে হাসতে] ঠিক আছে। কেন তাদের ছেড়ে দিয়েছি তুমিই বল।

মায়া ॥ লারসকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেই তাদের তুমি ছেড়ে দিয়েছিলে। তাদের পেছনে পেছনে গিয়ে ধরে নিয়ে আসার জন্যে তাকে তুমি বলেছিলে। আর সেই সময়ের মধ্যে……হ্যাঁ, বুঝেছি—এটা তোমার বেশ একটা সুন্দর কৌশল।

আলফিম ॥ আর সেই সময়ের মধ্যে ?

মায়া ॥ [রুক্ষভাবে, ঝঙ্কার দিয়ে] সেকথা শুনে আর দরকার নেই।

আলফিম ॥ [গোপন কথা হিসাবে] লারস তাদের খুঁজে পাবে না। সেবিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তার আসার সময় না হলে সে ফিরে আসবে না।

মায়া ॥ [রাগতভাবে] সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

আলফিম ॥ [মায়ার হাত ধরে] তাহলেই বুঝতে পারছ যে লারস আমার খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তির কথা জানে।

মায়া ॥ [তার কাছ থেকে সরে, আর চোখ দুটো দিয়ে তাকে মেপে] স্কোয়্যার আলফিম, তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে তা কি তুমি জানো ?

আলফিম ॥ সম্ভবত, আমি যেরকম দেখতে।

মায়া ॥ হ্যাঁ ; তুমি ঠিকই বলেছ- কারণ, তুমি হচ্ছো একটি জীবন্ত স্যাটা—অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক ছাগল।

আলফিম ॥ একটি স্যাটা ?

মায়া ॥ অবিকল।

আলফিম ॥ একটি স্যাটা ? ওটা একটা দৈত্য নয়—বনমানুষের মতো ?

মায়া ॥ হ্যাঁ ; ঠিক তোমার মতো। ছাগলের দাড়ি, আর পাগুলো হচ্ছে পাঁঠার পায়ের মতো। আর স্যাটার শিং-ও আছে।

আলফিম ॥ তাই বুঝি ? শিং-ও ?

মায়া ॥ একজোড়া কুৎসিৎ শিং—ঠিক তোমার মতো।

আলফিম ॥ তুমি তা দেখতে পাচ্ছো ?

মায়া ॥ পাচ্ছি, পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

আলফিম ॥ [পকেট থেকে কুকুরকে বাঁধার চামড়ার দড়ি বার ক'রে] তাহলে, আমি বরং তোমাকে বেঁধেই ফেলি।

মায়া ॥ তুমি কি একেবারে পাগল হয়ে গেলে নাকি ? আমাকে বাঁধবে ?

আলফিম ॥ আমি যদি একটা দৈত্য হই তাহলে আমি যে দৈত্যের মতোই কাজ

করবো এটাই তুমি আমার কাছে থেকে আশা করবে। তাই নয়? তাহলে, তুমি আমার শিং দেখতে পাচ্ছ—কেমন ?

মায়া ॥ [একটু মিষ্টি করে] হয়েছে, হয়েছে। দয়া ক'রে ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করতে চেষ্টা করো, স্কোয়ার আলফিম। [আবেগের সঙ্গে] তা ছাড়া, সেই শিকার করার ঘরটা কোথায়—যার সম্বন্ধে তুমি এত কথা বলেছিলে ? তোমার কথামতো সেটা এরই কাছাকাছি কোথাও হবে।

আলফিম ॥ [বেশ মেজাজের সঙ্গে কুঁড়েঘরটির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে] ওই তো —তোমার চোখের সামনে।

মায়া ॥ [চোখ লাল ক'রে] ওই পুরানো শূয়োরের খোঁয়াড়টা ?

আলফিম ॥ [মুচকি হেসে] যাই বল না কেন, ওই ঘরটা একটার বেশী রাজকন্যাকে আশ্রয় দিয়েছে।

মায়া ॥ যখন তোমার গল্পের জানোয়ার মানুষটা ভালুকের বেশে রাজকন্যার পাশে গিয়েছিল—সেই সময় ?

আলফিম ॥ হ্যাঁ, আমার প্রিয় খেলোয়াড় মহিলা, এটা ঠিক সেই জায়গা। [আমন্ত্রণ করার ভঙ্গীতে হাত দিয়ে ইশারা ক'রে] তুমি যদি অনুগ্রহ করে ওখানে আস···।

মায়া ॥ ওই ঘরে ? কক্ষণো না।

আলফিম ॥ কিছু অসুবিধে নেই। গ্রীষ্মকালের একটি সুন্দর রাত্রি দুজনে ওর মধ্যে বেশ ভালোভাবে ঘুমিয়ে কাটাতে পারে···এক রাত্রি কেন ? সারা গ্রীষ্মকাল—যদি তুমি তাই বলো।

মায়া ॥ ধন্যবাদ, ওখানে রাত কাটানোর জন্যে তাদের রুচি আমার চেয়ে নিশ্চয় ভালো ছিল। [অস্থিরভাবে] এখন তোমার আর তোমার ওই শিকার অভিযানের ব্যাপারে আমার অনেক সাধ মিটেছে। কেউ জেগে ওঠার আগে আমি এখন হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।

আলফিম ॥ নামবে কী করে ?

মায়া ॥ সেটা তোমার ব্যাপার। আমি নিশ্চিত যে নামার কোনো একটা পথ নিশ্চয় কোথাও রয়েছে।

আলফিম ॥ [পিছনের দিকে নির্দেশ ক'রে] নিশ্চয় আছে। ঠিক পথ নয়, পথের মতো একটা কিছু—ওই উৎরাই-এর নীচে দিয়ে।

মায়া ॥ ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে, তুমি যদি দয়া করে······

আলফিম ॥ কিন্তু ওই পথ দিয়ে যেতে কি তোমার সাহস হবে ?

মায়া ॥ [ইতস্ততঃ করে] তোমার কি ধারণা আমার সাহস হবে না ?

আলফিম ॥ উঁহু। কক্ষণো না। যদি না আমি তোমাকে সাহায্য করি।

মায়া ॥ [অস্বস্তির সঙ্গে] তাহ'লে, চল, আমাকে সাহায্য করবে। তাছাড়া, এখানে তোমার আর কাজটা কী রয়েছে ?

আলফিম ।। তোমাকে আমার কাঁধে করলে কি তোমার…… ?

মায়া ।। পাগলামো করো না ।

আলফিম ।। —অথবা চ্যাংদোলা করে ?

মায়া ।। আবার সেই বাঁদরামো ?

আলফিম ।। [রাগকে চেপে রেখে] একবার একটি যুবতীকে ধরে রাস্তার কাদা থেকে শূন্যে তুলে চ্যাংদোলা করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বুকের কাছে তুলে ধরে-ছিলেম তাকে। তার পা যাতে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে হোঁচট না খায় সেইজন্যে আমার সারাটা জীবন তাকে ওইভাবে বয়ে নিয়ে যেতে পারতাম ; কারণ, যখন আমি তাকে দেখলাম তখন তার জুতোটা জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।……

মায়া ।। এবং তবু তুমি তাকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গিয়েছিলে ?

আলফিম ।। ওই যাকে বলে খানা থেকে তাকে তুলে নিয়ে যতটা উঁচুতে পারি, আর যতটা সাবধানে সম্ভব তাকে আমি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। [হিক্কা তোলার মতো হেসে] আর সেইজন্যে কী ধন্যবাদ আমি পেয়েছিলাম জানো ?

মায়া ।। উঁহু ! কী ?

আলফিম ।। [তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আর মাথাটা নেড়ে] ওই শিং-দুটো ! যে-গুলিকে তুমি অত স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছ। মাদাম ভালুকশিকারী, গল্পটা তোমার কাছে বেশ মজার লাগছে, তাই না ?

মায়া ।। খুব মজার। কিন্তু আমি আর একটা গল্প জানি যা আরও মজাদার।

আলফিম ।। কী গল্প ?

মায়া ।। বলছি। একসময় একটা বোকা মেয়ে ছিল। তার বাবা মা ছিলেন ; কিন্তু তাঁরা ছিলেন বড়ই দরিদ্র। তারপরে, সেই দারিদ্র্যের মধ্যে একদিন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন বিরাট ধনী একটি মানুষ। তিনি সেই মেয়েটিকে তাঁর দুটি হাতে জড়িয়ে ধরলেন—ঠিক তুমি যেমন ধরেছিলে, আর ঘুরে বেড়িয়ে-ছিলেন তাকে নিয়ে অনেক দূর দূর দেশে।

আলফিম ।। সে কি তাঁর সঙ্গে বাস করতে এতই আগ্রহী হয়েছিল ?

মায়া ।। হ্যাঁ। কারণ সে যে বোকা ছিল তা তুমি বুঝতেই পারছো।

আলফিম ।। আর তিনি যে একটি অপরূপ মানুষ ছিলেন সেকথা আমি সাহস করেই বলতে পারি।

মায়া ।। না —না। তাঁর মধ্যে এমন কিছু ছিল না যাকে বিশেষভাবে অপরূপ বলা যায়। কিন্তু তিনি তাকে এই বলে বুঝিয়েছিলেন যে তাকে নিয়ে তিনি সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় যাবেন—যেখানে রয়েছে কেবল আলো আর রোদ।

আলফিম ।। তাহলে এই মানুষটি ছিলেন একজন পাহাড়িয়া – তাই না ?

মায়া ।। হ্যাঁ, তাই…একভাবে তাঁর মতো।

আলফিম ।। আর সেই বোকা মেয়েটিকে তিনি পাহাড়ে নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে… ?

মায়া ॥ [মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে] হ্যাঁ, নিশ্চয়। সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন যথাযথ-ভাবে। না। কৌশল ক'রে তিনি তাকে বন্ধ করে রাখলেন একটা পুরানো ধরনের স্যাঁৎসেঁতে খাঁচার মধ্যে—জায়গাটাকে এইরকম তার মনে হয়েছিল। সেখানে না ছিল রোদ, আর না ছিল বিশুদ্ধ হাওয়া। কিন্তু দেওয়ালগুলি তার ছিল সোনালি জল দিয়ে পলেস্তারা করা, আর তার ওপরে বসানো ছিল বড় বড় পাথর— চারপাশে।

আলফিম ॥ চুলোয় যাক। ঠিক হয়েছিল মেয়েটার।

মায়া ॥ তা বটে ; কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা বেশ মজাদার গল্প। তোমার তাই মনে হচ্ছে না ?

আলফিম ॥ [তার দিকে দীর্ঘায়ত একটা দৃষ্টি ফেলে] আমার সহযাত্রী শিকারী—শোনো…

মায়া ॥ আবার কী শুনবো ?

আলফিম ॥ আমাদের এই নোংরা পোশাকগুলিকে তোমার আর আমার কি একসঙ্গে সেলাই করা উচিত নয় ?

মায়া। মহাশয় কি পুরানো পোশাকের পাইকিরি ব্যবসা শুরু করেছেন নাকি ?

আলফিম ॥ হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। আমাদের ছেঁড়া পোশাকগুলি কি এধার-ওপার একটু সেলাই করা উচিত নয়—একসঙ্গে ব'সে—সেগুলোকে কোনোরকমে ভদ্রস্থ করার জন্যে ?

মায়া ॥ কিন্তু হতভাগা ফোঁড়গুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেলে ?

আলফিম ॥ [হাতদুটোকে প্রসারিত ক'রে] তখন আমরা ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকবো—সাহস ক'রে আর মুক্তভাবে - আমরা যা, ঠিক সেইভাবে।

মায়া ॥ [হেসে] তোমার ওই ছাগলের মতো পাগুলো নিয়ে—তাই বটে !

আলফিম ॥ আর তুমি তোমার পাগুলো নিয়ে—কিন্তু তা নিয়ে ভাবনা কিছু নেই।

মায়া ॥ ঠিক আছে। এখন চল।

আলফিম ॥ থামো, থামো। কিন্তু কোথায় বন্ধু ?

মায়া ॥ নীচে, হোটেলে—আর কোথায় ?

আলফিম ॥ তারপরে ?

মায়া ॥ তারপরে পরস্পরের কাছ থেকে আমরা নম্রভাবে বিদায় নেব, এবং বলবো : 'তোমার সাহচর্যের জন্যে ধন্যবাদ'।

আলফিম ॥ আমরা কি বিচ্ছিন্ন হ'তে পারি— তুমি আর আমি ? তোমার কি মনে হয় আমরা তা পারবো ?

মায়া। আমার মনে হয় পারবো। আমাকে বেঁধে রাখার কোনো ব্যবস্থা তুমি করো নি।

আলফিম ॥ আমার দুর্গটা তোমাকে দেব।

মায়া ॥ [কুঁড়েঘরটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে] ওইরকম ?

আলফিম ॥ সেটা এখনও জীর্ণ হয় নি।

মায়া ।। আর সম্ভবত, বিশ্বের সমস্ত গরিমা ?

আলফিম ।। আমি বলেছি – একটা দুর্গ—

মায়া ।। ধন্যবাদ । ওতে আমার আর রুচি নেই ।

আলফিম ।। — তার চারপাশে মাইলের পর মাইল জুড়ে শিকার করার সুন্দর অঞ্চল ।

মায়া ।। সেখানে চিত্রকলাও রয়েছে নাকি ?

আলফিম ।। [ধীরে ধীরে] না । চিত্রকলা যে রয়েছে সেকথা আমি বলতে পারি নে ; কিন্তু—

মায়া ।। [আশ্বস্ত হয়ে] ভালো, ভালো । একটা ভালো জিনিস আছে ।

আলফিম ।। তাহলে কি তুমি আমার সঙ্গে আসবে ? কারণ, যতটা আর যতক্ষণ আমি চাই ?

মায়া ।। আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে একটা পোষা বাজপাখি আছে যে ।

আলফিম ।। [ভীষণ চটে] মায়া, আমরা একটা বুলেট ছুঁড়ে তার পাখাটা ভেঙে দেব ।

মায়া ।। [তার দিকে একটু তাকিয়ে ; তার পরে দৃঢ়ভাবে] তাহলে এস : তোমাকে একেবারে গভীর খাদে নামিয়ে নিয়ে যাও !

আলফিম ।। [তার কোমরটা জড়িয়ে] আর দেরি নয় —কুয়াশা নেমে আসছে ।

মায়া ।। নীচের পথ কি খুবই বিপজ্জনক ?

আলফিম ।। পাহাড়ি কুয়াশা আরও বিপজ্জনক ।

[মায়া নিজেকে একবার ঝাঁকানি দিয়ে মুক্ত ক'রে নেয়, সেই খাড়াই এর একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, নীচের দিকে তাকায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি ভয় পেয়ে পিছিয়ে আছে]

আলফিম ।। [তার কাছে গিয়ে, হেসে] কী হলো ? মাথাটা ঝিমঝিম করছে নাকি ?

মায়া ।। [অস্পষ্টভাবে] হ্যাঁ । কিন্তু যা ভাবছো তা নয় । যাও ; গিয়ে দেখো । ওই দুজন উঠে আসছে ..

আলফিম ।। [এগিয়ে গিয়ে, ধারের দিকে নিচু হয়ে] তোমার পোষা বাজপাখি—আর তাঁর সেই অদ্ভুত মহিলা ।

মায়া ।। ওরা যাতে আমাদের দেখতে না পায় এইভাবে কি আমরা এগিয়ে যেতে পারি না ?

আলফিম ।। অসম্ভব । ওই রাস্তাটা খুব সরু ; আর নীচে নামার অন্য কোনো রাস্তা নেই ।

মায়া ।। [চাঙ্গা হয়ে] ঠিক আছে । ওদের এখানে আসতে দাও—আমাদের সামনা-সামনি ।

আলফিম ।। এবার সত্যিকার ভালুকশিকারীর মতো কথা বলেছ, বন্ধু ।

[প্রফেসর রুবেক আর ইরিনা পেছন থেকে খাদের গা বেয়ে ওপরে উঠে আসেন। লম্বা উত্তরীয়টি প্রফেসরের কাঁধের ওপরে ; সাদা পোশাকের ওপরে ইরিনার পশমের ঢিলে জামাটা ঝোলানো ; মাথার ওপরে একটা হাঁসের পালকের টুপী]

প্রফেসর ॥ [তখনও খাদের ধারে তাঁর অর্ধেকটা দেখা যাচ্ছিল] আরে মায়া যে! আবার আমাদের দেখা হলো।

মায়া ॥ [লোক দেখানো একটা আস্থার ভাব দেখিয়ে] তোমার হুকুমদার! এখানে উঠে আসবে না?

[প্রফেসর রুবেক ওপরে উঠে আসেন; তারপরে ইরিনার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেন; সেও ওপরে উঠে আসে]

প্রফেসর ॥ [মায়াকে নিরুত্তাপ কণ্ঠে] তাহলে এই পাহাড়ের ওপরে সারারাত কাটিয়েছ—ঠিক আমাদের মতো।

মায়া ॥ হ্যাঁ, আমি শিকার করছিলাম। তুমি আমাকে অনুমতি দিয়েছিলে।

আলফিম ॥ [গভীর খাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে] আপনি কি ওই পথ দিয়ে এলেন?

প্রফেসর ॥ আপনি তো তাই দেখলেন।

আলফিম ॥ আর ওই অদ্ভুত মহিলাটিও?

প্রফেসর ॥ তাই তো মনে হয়। [মায়ার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে] এখন থেকে ওই অদ্ভুত মহিলা আর আমি একই পথে চলবো ব'লে মনে করেছি।

আলফিম ॥ ওই পথ দিয়ে আসার ফলে আপনারা বিষম ঝুঁকি নিয়েছিলেন তা কি আপনারা জানেন না?

প্রফেসর ॥ যেমন করেই হোক, আমরা চেষ্টা করেছিলাম। প্রথমে পথটা আমাদের কাছে খুব বিপজ্জনক বলে ব'লে মনে হয় নি।

আলফিম ॥ না। প্রথমে কোনো জিনিসই তা মনে হয় না। কিন্তু তারপরে আপনি এমন একটি কোণে এসে হাজির হন যখন না পারেন এগোতে, না পারেন পেছোতে। আর সেইখানেই আপনি আটকা পড়ে যান। আমাদের মতো খেলোয়াড়রা এই অবস্থাকেই বলে—'পাদপসন্নিভ'।

প্রফেসর ॥ [একটু হেসে তার দিকে তাকিয়ে] একটা সৎ উপদেশ দেওয়ার জন্যে আপনি কি এই কথাটা বললেন, স্কোয়ার?

আলফিম ॥ ঈশ্বরের দোহাই, কাউকে আমার উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। [চূড়াগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে জরুরী ভিত্তিতে] কিন্তু আপনারা কি বুঝতে পারছেন না যে আমাদের মাথার ওপরে ঝড় ঝাঁপিয়ে পড়লো ব'লে? ওই ঝড়ের গর্জন শুনুন!

প্রফেসর ॥ [কান পেতে শুনে] শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওটা পুনরুত্থান দিবসের পূর্বাভাস।

আলফিম ॥ কী আপদ! ওগুলো হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়ের শব্দ, পাহাড়ের মাথার ওপর থেকে আসছে। দেখুন, দেখুন—নীচে মেঘগুলো গর্জন করছে—শীঘ্রই ওরা চারপাশ থেকে আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

ইরিনা ॥ [ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে] এই ঝড়কে আমি চিনি।

মায়া ।। [আলফিমকে টেনে] চল, আমরা নেমে যাই ।

আলফিম ।। [বুবেককে] একজনের বেশি কাউকে আমি তো সাহায্য করতে পারবো না । আপনারা বরং ওই কুঁড়ের ভেতরে বর্তমানে একটু আশ্রয় নিন । ঝড় থেমে গেলে আপনাদের নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি বরং একটি দলকে পাঠিয়ে দেব ।

ইরিনা ।। [আতংকে] আমাদের নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ? না– না !

আলফিম ।। [দৃঢ়ভাবে] হ্যাঁ ; প্রয়োজন হ'লে জোর ক'রে— এখানে থাকলে যে কোনো মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে । এখন বুঝলেন ! [মায়াকে] এখন এস । আমার ওপরে আস্থা রাখো ।

মায়া ।। [তাকে ঝাপটে ধরে] আমি যদি অক্ষত শরীরে নেমে যেতে পারি তাহলে আমি আনন্দে গান করবো ।

আলফিম ।। [নামার সময় অন্যদের ডেকে] আপনারা তাহলে কুঁড়ের মধ্যে আশ্রয় নিন গিয়ে – যতক্ষণ না আপনাদের নীচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা দড়ি নিয়ে আসে ।

[মায়াকে দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আলফিম তাড়াতাড়ি অথচ সতর্কভাবে উৎরাই দিয়ে নামতে থাকে]

ইরিনা ।। [আতংকে বুবেকের দিকে একবার তাকিয়ে] আরনল্ড্, শুনলে ? আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা আসছে । একদল লোক আসবে—

প্রফেসর ।। আস্তে—আস্তে ইরিনা ।

ইরিনা ।। [ক্রমশ ভয় বৃদ্ধির ফলে] আর সেও আসছে—সেই কালো পোশাকধারী মহিলাটি, সে আসছে তাদের সঙ্গে । বেশ কয়েক ঘণ্টা সে আমাকে দেখতে পায় নি । সে আমাকে পাকড়ে নিয়ে যাবে, আরনল্ড্, আমাকে শক্ত আঁটো জামা পরিয়ে দেবে যে জামা সাধারণত উন্মাদদের পরানো হয় । সেই মা রয়েছে ওর ট্রাঙ্কে । নিজের চোখে আমি দেখেছি !

প্রফেসর ।। কাউকে তোমার গায়ে হাত দিতে দেওয়া হবে না ।

ইরিনা ।। [বিকৃত হাসি হেসে] ওঃ—না । তাকে থামানোর একটা উপায় আমার জানা আছে ।

প্রফেসর ।। কী উপায় ?

ইরিনা । [ছুরিটা টেনে] এইটা !

প্রফেসর ।। [ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে] তোমার একটা ছুরি আছে ?

ইরিনা ।। সব সময়—সব সময় থাকে । দিন রাত ! এমন কি শোবার সময়েও ।

প্রফেসর ।। ওটা আমাকে দাও ইরিনা ।

ইরিনা ।। [লুকিয়ে] না ; তুমি ওটা পাবে না । এটা আমার নিজেরই দরকার হ'তে পারে ।

প্রফেসর ॥ এই পাহাড়ের ওপরে ওটা নিয়ে তুমি কী করবে ?

ইরিনা ॥ [তাঁর দিকে সোজা তাকিয়ে] তোমার জন্যে, আরনল্ড্‌ ।

প্রফেসর ॥ আমার জন্যে ?

ইরিনা ॥ গত রাত্রিতে আমরা যখন টাউনিজ হ্রদের ধারে বসেছিল –

প্রফেসর ॥ কী বললে ?

ইরিনা ॥ ঘরের বাইরে—রাজহাঁস আর জলজ লিলি ফুলগুলি নিয়ে যখন আমরা খেলা করছিলাম···

প্রফেসর ॥ বলে যাও—বলে যাও ।

ইরিনা ॥ --এবং আমি তোমাকে বলতে শুনেছিলাম, তোমার সেই কথার সুরটা ছিল মৃত্যুর মতো তুষার-শীতল, যে তোমার জীবনে আমি একটি মনোরম কাহিনী ছাড়া আর কিছু ছিলাম না—

প্রফেসর ॥ একথা তুমিই বলেছিলে ইরিনা, আমি নয় ।

ইরিনা ॥ [বলে যায়] —এই শুনেই আমার ছুরিটা বার করেছিলাম—আমার ইচ্ছে ছিল সেটা আমি তোমার পিঠের মধ্যে বসিয়ে দেব ।

প্রফেসর ॥ [কথাটাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে না পেরে] দিলে না কেন ?

ইরিনা ॥ কারণ, আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম—এবং আতংকের সঙ্গে—যে তুমি আগেই মারা গিয়েছ—অনেক, অনেক আগে ।

প্রফেসর ॥ মারা গিয়েছি ?

ইরিনা ॥ হ্যাঁ ; মারা গিয়েছ –ঠিক আমারই মতো । টাউনিজ হ্রদের ধারে দুটি ঠাণ্ডা শবের মতো বসে বসে আমরা খেলা করেছিলাম ।

প্রফেসর ॥ সেটাকে মৃত্যু বলে অভিহিত করতে আমি চাইনে । কিন্তু তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না ।

ইরিনা ॥ কিন্তু তাহলে মৃত্যুলোক থেকে ফিরে-আসা নারীর মতো আমি যখন স্বেচ্ছায় তোমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমাকে পাওয়ার জন্যে যে ক্ষুধার্ত আকাঙ্ক্ষায় তোমার মন উত্তাল হওয়া উচিত ছিল সে আকাঙ্ক্ষা তোমার মধ্যে কোথায় ?

প্রফেসর ॥ আমাদের প্রেম মৃত নয়, ইরিনা ।

ইরিনা । যে প্রেম আমাদের পার্থিব জীবনের –আমাদের অলৌকিক প্রেমময় পার্থিব জীবন –যাকে আমরা বলি আমাদের রহস্যময় পার্থিব জীবন—সেই জীবনই মৃত—আমাদের দুজনের কাছেই ।

প্রফেসর ॥ [আবেগের সঙ্গে] আমি তোমাকে বলছি সেই প্রেম মৃত নয়—আমার মধ্যে তা টগবগ ক'রে ফুটছে — আজও—সেই আগের মতোই ।

ইরিনা ॥ কিন্তু আমি ? আমার এখনকার পরিচয় তুমি কি ভুলে গিয়েছ ?

প্রফেসর ॥ সে তুমি যা ইচ্ছে তাই হতে পারো ; তাতে আমার কিছু আসে যায় না। তুমি হচ্ছো আমার সেই স্বপ্নের নারী— সেই আগেকার।

ইরিনা ॥ ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ওপরে আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম বিবসনা হয়ে— তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরে শত শত মানুষের কাছে নানান অঙ্গভঙ্গীতে আমার উলঙ্গ দেহটাকে আমি খুলে দিয়েছি।

প্রফেসর ॥ তার জন্যে দায়ী আমি। কী অদৃষ্ট না তখন আমি ছিলাম— মৃত মৃত্তিকায় গড়া মূর্তিকে আমি স্থান দিয়েছিলাম বেঁচে থাকার আনন্দের ওপরে— ভালোবাসার আনন্দের ওপরে !

ইরিনা ॥ [মাথাটা নিচু ক'রে] বড়ো বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে— বড়ো বেশি দেরি হয়ে গিয়েছে।

প্রফেসর ॥ আমার চোখে তোমার কিছুই পরিবর্তন হয় নি— এক চুলের মতোও না।

ইরিনা ॥ [মাথাটাকে উঁচু ক'রে তুলে] আমার চোখেও না !

প্রফেসর ॥ তাহলে তো কথাই নেই —আমরা মুক্ত ; এবং নিজেদের মতো ক'রে বেঁচে থাকার সময় এখনও আমাদের রয়েছে, ইরিনা।

ইরিনা ॥ [তাঁর দিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে] বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে আজ আর নেই, আরনল্ড্। আমি এখন মৃত্যুলোক থেকে উঠে এসেছি। আমি এখন খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। এখন তোমাকে আমি খুঁজে পেয়েছি ; কিন্তু দেখছি তুমি আর জীবন দুটিই আজ মৃত—একদিন আমি যেমন ছিলাম।

প্রফেসর ॥ না—না। তুমি ভুল করছো ! আমাদের মধ্যে আর আমাদের চারপাশে জীবন উত্তাল হয়ে উঠেছে বিকশিত হয়ে উঠেছে সহস্র কুসুমদামে— ঠিক আগের মতোই প্রচণ্ড আবেগে।

ইরিনা ॥ [হেসে, মাথা নেড়ে] যে নারীটিকে মৃত্যুলোক থেকে উঠে আসার পথ তুমি দেখিয়েছিলে সে কী দেখছে জানো ? সে দেখছে জীবনটাই শুয়ে রয়েছে শবাধারে।

প্রফেসর ॥ [প্রচণ্ড আবেগে তাকে আলিঙ্গন করে] তাহলে সেই দুটি মৃত মানুষই আজ একসঙ্গে বাঁচার আনন্দে মেতে উঠুক —আবার আমরা কবরখানায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত।

ইরিনা ॥ [চিৎকার করে] আরনল্ড্ !

প্রফেসর ॥ কিন্তু এখানে এই প্রায়ান্ধকারে নয় ! এখানে নয়— আমাদের চারপাশে ঘূর্ণায়মান ভয়ংকর সিক্ত কুজ্ঝটিকার মধ্যে নয়।

ইরিনা ॥ [ভাবাবেগে] না, না ! আলোর রাজ্যে— তার ঝিকমিকে গরিমার মধ্যে। যে চূড়ায় যাওয়ার জন্যে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম—সেইখানে !

প্রফেসর ॥ পাহাড়ের সেই শিখরে আমরা আমাদের বিবাহের উৎসব করবো, ইরিনা, প্রিয়তমে।

ইরিনা ॥ [বেশ গর্বের সঙ্গে] আমাদের মাথার ওপরে সূর্য তার অকৃপণ আলো ছড়িয়ে দেবে, আরনল্ড ।

প্রফেসর ॥ আলো আমাদের ওপরে ঝরে পড়বে সহস্র ধারায়—অন্ধকারও তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের মাথায় । [তার হাতটাকে মুঠো করে ধ'রে] তুমি কি আমাকে অনুসরণ করবে—মুক্তিপণ দিয়ে কেনা আমার বধূ ?

ইরিনা ॥ [মনে হলো দিব্য রূপান্তর হয়েছে তার] করবো— স্বাধীনভাবে আর আনন্দে, হে আমার গুরু, আমার প্রভু !

প্রফেসর ॥ [তাকে সঙ্গে নিয়ে] প্রথমে এই কুয়াশায় জগৎ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে ইরিনা – এবং তারপরে···

ইরিনা ॥ হ্যাঁ ; সমস্ত কুয়াশার জগৎ থেকে—তারপরে আমরা উঠে যাব সেই তুঙ্গ শিখরে—প্রভাতসূর্যের আলোতে যা ঝলমলো করছে !

[চারপাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল মেঘে । কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না । প্রফেসর রুবেক আর ইরিনা পরস্পর হাত ধরাধরি ক'রে বরফের স্তূপের ওপর দিয়ে ডানদিক ধরে ওপরে উঠতে থাকেন ; এবং পাহাড়ের গায়ে নীচের মেঘলোকে তাঁরা অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যান । ভয়ংকর শব্দে ঝড় বইতে থাকে—করতে থাকে দাপাদাপি বাতাসের মধ্যে দিয়ে ।

বাঁদিক থেকে আলগা পাথরের ওপরে এসে দাঁড়ায় সন্ন্যাসিনী ; নিঃশব্দে এবং বেশ উত্তেজনায় অন্ধকারের মধ্যে উঁকি দেয়]

মায়া ॥ [পাহাড়ে অনেক, অনেক নীচে তার বিজয় সংগীত শোনা গেল]

আমি মুক্ত, আমি মুক্ত, আমি মুক্ত ।
কয়েদখানায় আর রবো না সুপ্ত,
পাখির মতো মুক্ত আমি, পাখির মতো মুক্ত ।

[হঠাৎ পাহাড়ের ওপর থেকে বজ্রের মতো একটা গর্জন হলো । প্রচণ্ড বেগে নেমে এলো একটি হিমবাহ । প্রফেসর রুবেক আর ইরিনাকে দেখা গেল অস্পষ্টভাবে । সেই বরফস্তূপের ওপরে ছিটকে পড়লেন তাঁরা ; তারপরে চাপা পড়ে গেলেন ।]

সন্ন্যাসিনী ॥ [আর্তনাদ ক'রে ; তাঁদের পড়ে যেতে দেখে দুটো হাত বাড়িয়ে দেয় তার ; তারপরে চিৎকার ক'রে কেঁদে ওঠে] ইরিনা !

[একমুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে সে ; তারপরে বাতাসের মধ্যে হাত দিয়ে একটা ক্রুশচিহ্ন এঁকে দেয় ; বলে] ঈশ্বর তোমাদের শান্তি দিন ।

[পাহাড়ের নীচে সমতলভূমির ওপরে মায়ার বিজয়সংগীতের সুর তখনও ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল]